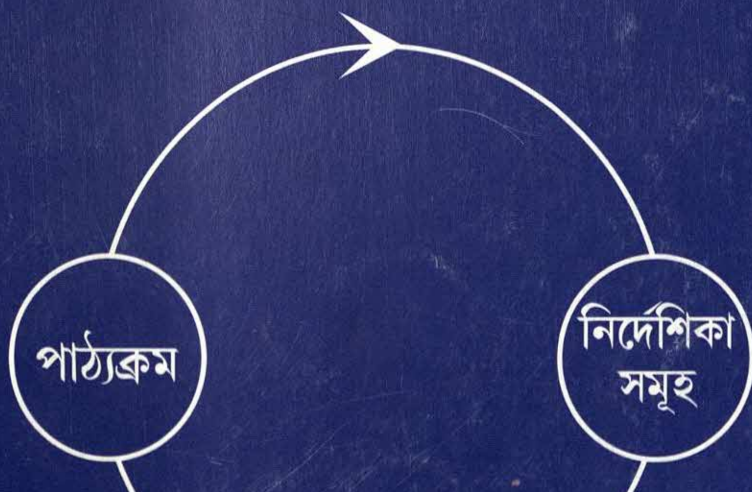
পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ • W.B. BOARD OF PRIMARY EDUCATION •

প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম
ও
পাঠ্যসূচি



পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি

পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

৮৪, শরৎ বসু রোড,

কলকাতা - ৭০০ ০২৬

ঃ নতুন ঠিকানা ঃ

'আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ভবন'

ডি. কে. ৭/১, সেক্টার-২,

বিধাননগর, কলকাতা - ৭০০ ০৯১

পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ
৮৪, শরৎ বসু রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৬
কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত

ঃ নতুন ঠিকানা ঃ
'আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ভবন'
ডি. কে. ৭/১, সেক্টার-২,
বিধাননগর, কলকাতা - ৭০০ ০৯১
দূরভাষ ঃ ২৩২১-১২০১/১২০২

প্রথম প্রকাশ ঃ আগস্ট - ২০০৩

প্রকাশক ঃ
অধ্যাপক স্বপনকুমার সরকার, সচিব
পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ,

মুদ্রাকর
বঙ্গবাসী লিমিটেড
২৬, পটলডাঙ্গা স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০০৯

পাঠ্যক্রম ও নির্দেশিকা সমূহের প্রচ্ছদের প্রতীকটি ব্যবহার করা হয়েছে যে বই থেকে সেটি হল ঃ

Developing the curriculum (3rd Edition) Peter F. Oliva
Harper Collins Publishers (U.S.A.)
Chapter : The Cyclical Model of Curriculum & instruction (P-12)

THE CONSTITUITON OF INDIA
PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a[1] **[SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC]** and to secure to all its citizens :

JUSTICE, social, economic and political;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity;

and to promote among them all

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the [unity and integrity of the Nation];

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949, to **HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.**

---

1. Subs. by the constitution (Forty-second Amendment) Act. 1976, Sec. 2, for "Sovereign Democratic Republic" (w.e.f. 3.1.1977)
2. Subs. by the Constitutions (Forty-second Amendment) Act. 1976, Sec. 2. for "Unity of the Nation" (w.e.f. 3.1.1977)

ভারতীয় সংবিধান ঃ
প্রস্তাবনা

"আমরা ভারতের জনগণ, ভারতকে সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্র রূপে গড়ে তুলতে এবং তার সকল নাগরিকই যাতে সামাজিক, অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার, চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার স্বাধীনতা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুনিশ্চিতকরণের মাধ্যমে তাদের মধ্যে যাতে ভ্রাতৃত্বের ভাব গড়ে ওঠে তার জন্য সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করে, আমাদের গণপরিষদে আজ ১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর, এতদ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ, বিধিবদ্ধ এবং নিজেদের অর্পণ করছি।"

THE WEST BENGAL
PRIMARY EDUCATION ACT, 1973
WEST BENGAL ACT XLIII OF 1973

(Passed by the West Bengal Legislature)

Relevant Portions only :

Assent of the President was first published in the Calcutta Gazette, Extraordinary of the 20th September, 1974

(20th September, 1974)

An Act to make better provision for the development, expansion, management and control of primary education with a view to making it universal, free and compulsory.

S. 19 Powers and functions of the Board -

(1) Subject to any general or special orders of the State Government, the Provisions of this Act and any rules made thereunder, the Board shall have generally the power to guide, supervise and control primary education and in particular the power.

(a) to provide by regulations, after considering the recommendations, if any, of the Curriculum Committee, the syllabus, the courses of studies to be followed and the books to be studied in primary schools and for examinations conducted by the Primary School Councils :

(b) to maintain and publish, from time to time, lists of books approved for use in primary schools and for examination conducted by the Primary School Councils and to remove the name of any such book from any such lists :

(c) to institute with the approval of the State Government such examinations as it may think fit, and to make regulations on all aspects connected with such examinations :

(d) to make regulations regarding the conditions to be fulfilled by candidates presenting themselves for examinations conducted by the Primary School Councils.

(e) to exercise general supervision and control over the work of the Primary School Councils and for that purpose to issue such instruction to the Primary School Councils relating to primary education as it may think fit and to call for reports from the Primary education.

f) According approval to setting up Primary Schools on the basis of the proposals sent by the District Primary School Councils in the light of quota of the Schools fixed by the State Government.

g) Prescribing the curriculum, the syllabus and the Courses of Studies of the Primary Teachers' Training Institutes.

h) Granting or refusing recognition to primary teachers' Training institute.

i) Instituting Primary Teachers' Training Examination and conferring certificates to successful candidates.

j) Conducting need based extensive teacher-orientation Programmes to empower teachers for imparting pro-active, participatory and Joyful instructions.

k) Transferring any teacher or non-teaching Staff from a Primary School within the jurisdiction of one Primary School Council to another Primary School Council.

l) Advising the State Government on all matters relating to Primary education referred to it by the State Government.

2) Subject to the provisions of sub-section (1) the Board shall have the power to make regulations in respect of any matter for the proper exercise of its powers under this Act.

Provided that no regulation shall be valid unless it is approved by the State Government.

প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি - ২০০৩

গঠন বিন্যাস

দ্বিতীয় ভাগ

প্রাসঙ্গিক সুপারিশসমূহ

পৃষ্ঠা

পরিশিষ্ট

প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি

প্রথম ভাগ

ভূমিকা

বর্তমানে আমাদের রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে যে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রচলিত রয়েছে সেটি প্রণীত হয়েছিল ১৯৭৯ সালে শান্তিনিকেতনের বিনয় ভবনের তদানীন্তন অধ্যক্ষ শ্রীহিমাংশুবিমল মজুমদারের নেতৃত্বে গঠিত রাজ্য সরকার নিযুক্ত· একটি শিক্ষা কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে। এই কমিটি গঠিত হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগের ১৯৭৪ সালের একটি আদেশনামার ভিত্তিতে [২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪ এর আদেশনামা নং ১৪৩৫-ই ডি এন (পি)], পরবর্তীকালে ১৯৭৬, ১৯৭৭, ১৯৭৮ এর ফেব্রুয়ারি ও জুন মাসে চারটি নির্দেশনামার মাধ্যমে এই কমিটি সম্প্রসারিত হয়েছিল।

এই কমিটির মূল সুপারিশগুলি গ্রহণ করে রাজ্য সরকার ১৯৮০-৮১ শিক্ষাবর্ষ থেকে রাজ্যের সরকারি ও সরকার - পোষিত প্রাথমিক এবং নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়গুলিতে এই শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রবর্তন করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, তার পূর্বে এই বিদ্যালয়গুলিতে রাজ্য সরকার প্রবর্তিত ১৯৫০ সালের পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রবর্তিত ছিল।

অধ্যাপক হিমাংশুবিমল মজুমদার কমিটি-প্রণীত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি রাজ্য ও জাতীয় পর্যায়ে উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে। শিক্ষা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এই দলিলটিকে অত্যন্ত শিক্ষাবিজ্ঞানসম্মত, শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের দিকে লক্ষ রেখে প্রণীত বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। সমগ্র পাঠ্যক্রমে পঠন-পাঠন বিষয়ক কাজকর্ম ছাড়াও খেলাধুলা ও শরীরচর্চা, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক এবং সৃজনশীল ও উৎপাদনাত্মক কাজকর্মের সংস্থান রাখা হয়েছে এবং এই বিষয়গুলির ক্রমান্বয়ে বিন্যাসভঙ্গিও অত্যন্ত সুচিন্তিত - এমনভাবে পরিকল্পিত যাতে, শিশু আনন্দের মধ্য দিয়ে এবং সাবলীলভাবে ক্রমশ পঠন-পাঠন নির্ভর কাজের দিকে অগ্রসর ও আকৃষ্ট হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের রাজ্যে শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেই প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে প্রণীত ও প্রবর্তিত এই দলিলটির জন্য গর্ব অনুভব করতে পারেন।

প্রশ্ন হল, তবু কেন এমনতরো পাঠ্যক্রম-পাঠ্যসূচির পরিবর্তন প্রয়াস

উত্তর হিসেবে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন ঃ

বর্তমান শিক্ষাক্রম - পাঠ্যসূচিটি প্রবর্তিত হওয়ার পর দুই-দশকেরও অধিককাল অতিক্রান্ত। এই শিক্ষাক্রম-পাঠ্যসূচির যে বিষয়গুলি এখনও প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি, সেই বিষয়গুলিকে বজায় রেখেই ও অধুনা তেমন প্রাসঙ্গিক নয় এমন বিষয় বাদ দিয়ে এবং অধিকতর প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তু সংযোজনের মাধ্যমে পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচিটিকে কালোপযোগী করা প্রয়োজন , এর আধুনিকীকরণ প্রয়োজন। নিছক পরিবর্তনের জন্যই পরিবর্তন নয়।

এই শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি রচিত হয়েছিল শিক্ষায় পারিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গির (Environmental approach) ভিত্তিতে। গত দু-দশকে রাজ্যের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের দ্রুত ও সতত পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে চলবার উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যেও পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচির নবায়ন জরুরি।

গত দু-দশকে সারা বিশ্বে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নয়ন ঘটেছে। আমাদের দেশের গ্রামে-শহরে বিভিন্ন ক্ষেত্রেই শিল্পে, পরিবহনে, কৃষিতে, স্বাস্থ্যে, আরও অনেক বিষয়েই এর শুভাশুভ প্রভাব অনুভূত হচ্ছে। আজকের শিশুকে এসব সম্পর্কিত প্রাথমিক ধ্যানধারণা দেওয়ার প্রয়োজন আছে, বিশেষত প্রাথমিক স্তরের পরেই বিদ্যালয় ছুটের সংখ্যা যেক্ষেত্রে নগণ্য নয়। পাঠ্যক্রম-পাঠ্যসূচিতে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের উপযোগী করে এসবের প্রতিফলন কাম্য।

ইতিমধ্যেই পাঠ্যক্রম-পাঠ্যসূচিতে সামান্য কিছু পরিবর্তন ঘটে গেছে, কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে এই সব পরিবর্তন পাঠ্যক্রম-পাঠ্যসূচিতে সংকলিত হয়নি। তবে পৃথক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই পরিবর্তনগুলি পাঠ্যসূচিতে / পাঠ্যপুস্তকে সন্নিবেশিত হয়েছে। যেমন, প্রথম ভাষা হিসেবে বাংলা ছাড়াও বর্তমানে পর্ষদ আর তিনটি ভাষার পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করেছে। যথা, হিন্দি, উর্দু এবং নেপালি। তাছাড়া অন্যান্য বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকগুলিও ওইসব ভাষায় অনূদিত হচ্ছে। এছাড়া ওড়িয়া ও তেলুগু মাধ্যমের বিদ্যালয়গুলিতে নির্দিষ্ট রাজ্য থেকে পাঠ্যপুস্তক নিয়ে আসার ও বণ্টনের ব্যবস্থা রাজ্য সরকার করেছেন। সম্প্রতি সাঁওতালি ভাষায় অনেক পূর্বে রচিত পাঠ্যপুস্তকগুলির নবায়ন করবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

রাজ্য সরকার নিযুক্ত 'পবিত্র সরকার কমিটির' সুপারিশ গ্রহণ করে ১৯৯৯ সাল থেকে কিছুটা আনুষ্ঠানিকতা-বর্জিতভাবে দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যভাগ থেকে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে তৃতীয় শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ইংরেজি প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে প্রচলিত হয়েছে।

এসব কিছুই মূল পাঠ্যক্রম-পাঠ্যসূচিতে সংকলিত হওয়া প্রয়োজন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বর্তমান পাঠ্যক্রম-পাঠ্যসূচিতে সুপারিশ করা হয়েছিল প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে প্রথম ভাষা ছাড়া দ্বিতীয় কোনও ভাষা শেখানোর প্রয়োজনীয়তা নেই।

স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্প্রতিককালে উদ্ভূত কিছু জটিল সমস্যার প্রেক্ষিতেও পাঠ্যক্রম, পাঠ্যসূচি ও কৃত্যসূচির মাধ্যমে একদিকে যেমন চিরন্তন কিছু মূল্যবোধ বিশেষভাবে জাগ্রত করবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে, সাথে সাথে নতুনতর কিছু মূল্যবোধ গড়ে তোলবার প্রয়োজনীয়তাও অনুভূত হচ্ছে। যেমন, পরিবেশ ভাবনা, যুদ্ধ বিরোধী মনোভাব, বিভিন্ন ধরনের সাম্প্রদায়িক মনোভাব বর্জন, সর্বপ্রকার অসাম্য বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি গঠন, মানুষে মানুষে সুসম্পর্ক গঠন, পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক অনুধাবন ইত্যাদি।

গত দু-দশকের অভিজ্ঞতার নিরিখে আমরা দেখেছি, বর্তমান পাঠ্যক্রম-পাঠ্যসূচিতে এমনতরো কিছু কিছু কার্যক্রম আছে যেগুলির কোনো কোনোটির বাস্তব রূপায়ণ সম্ভব কেবলমাত্র সেই সব প্রাথমিক বিদ্যালয়েই যেখানে আদর্শ পরিবেশ বর্তমান বা যেসব বিদ্যালয়ে প্রতিটি শিক্ষিকা-শিক্ষকই কর্তব্যনিষ্ঠ এবং শিক্ষা-অনুগত প্রাণ। এমন কিছু কাজকর্মের সুপারিশ করা হয়েছিল যেগুলি মাধ্যমিক শিক্ষা-স্তরের উপযোগী, প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের শিক্ষার্থীদের উপযোগী নয় বা অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিবেশে লভ্য এমনতরো উপকরণের সাহায্যে সম্পাদনযোগ্য নয় (যেমন কিছু কিছু সৃজনশীল ও উৎপাদনাত্মক কাজ)। এই ধরনের কাজকর্মের পরিবর্তে বাস্তবে সম্পাদনযোগ্য এবং কালোপযোগী কাজকর্মের সম্পাদনের স্বার্থেও পাঠ্যক্রম-পাঠ্যসূচির নবায়ন প্রয়োজন।

নতুন পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

এই সব বিষয়ের প্রেক্ষিতে ও অন্যান্য বহুবিধ কারণেও নতুন পাঠ্যক্রম-পাঠ্যসূচি প্রণয়ন ও প্রবর্তনার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। নতুন এই পাঠ্যক্রম-পাঠ্যসূচি প্রণয়নকালে যেসব বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, সেগুলির কয়েকটি হল ঃ

১। পাঠ্যক্রম-পাঠ্যসূচি যেন কোনোভাবেই বিষয়বস্তুর ভারে ভারাক্রান্ত না হয়। নতুন বিষয়বস্তুর সংযোজন আবশ্যিক হলে, পুরোনো এবং অধুনা অপ্রয়োজনীয় এমন কিছু বিষয়বস্তু / ধারণা বাদ দিতে হবে।

২। পাঠ্যক্রম-পাঠ্যসূচি যুগোপযোগী এবং বাস্তবানুগ করে এর আধুনিকীকরণ করতে হবে।

৩। প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের শিক্ষার্থীদের মানসিক স্তরের বিষয়টি ভাবনায় রেখেই পাঠ্যক্রম-পাঠ্যসূচির নবায়ন / পরিবর্তন ঘটাতে হবে।

৪। প্যারিসে ইউনেস্কোর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শিক্ষা সম্মেলনে (১৯৯৬) জ্যাকি ডেলরের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি শিক্ষার যে চারটি স্তম্ভ নির্দেশ করেছিলেন , যথা, জ্ঞানের জন্য শেখা (learning to know), কর্মদক্ষতা অর্জনের জন্য শেখা (learning to do), প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে শেখা (learning to be) এবং একত্রে বাঁচতে শেখা (learning to live together)। নতুন পাঠ্যক্রম-পাঠ্যসূচি প্রণয়নকালে শিক্ষার এই চারটি স্তম্ভের (যেগুলি পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত) বিষয়টি মনে রাখা হয়েছে। বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে একত্রে মিলেমিশে থাকতে শেখার উপর।

এই সঙ্গে আমাদের দেশের মনীষীদের (বিশেষ করে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধি, শ্রী অরবিন্দ ও স্বামী বিবেকানন্দ ও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এঁদের) শিক্ষা চিন্তাধারার ভিত্তিতে পাঠ্যক্রম-পাঠ্যসুচি প্রণয়ন করার দিকে লক্ষ রাখা হয়েছে। রাজা রামমোহন রায় এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিশেষকরে নারী শিক্ষা-সম্পর্কিত চিন্তাধারার ওপর গুরুত্ব আরোপ করার চেষ্টা হয়েছে।

৫। বিদ্যালয়ে লভ্য শ্রেণিদিবসের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রতিটি বিষয়ের পাঠ্যসূচির এবং সামগ্রিকভাবে শিক্ষাক্রমটির পরিকল্পনা করা হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অন্যান্য কারণে শ্রেণীদিবস কিছুটা কমে যেতে পারে, এই বিষয়টি ভাবনায় রেখেই পরিকল্পনা করা হয়েছে।

৬। নতুন পাঠ্যক্রমে স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সচেতনতা গড়ে তোলবার উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। পঠন-পাঠন ও পাঠ্যপুস্তক নির্ভর নয় এমন বিষয়গুলি যাতে যথাযথভাবে বিদ্যালয়ে রূপায়িত হতে পারে, সে সম্পর্কিত দিক্‌নির্দেশিকা পাঠ্যক্রম-পাঠ্যসূচিতে রাখা হয়েছে।

৭। **মূল্যবোধের** শিক্ষার উপর নতুন এই পাঠ্যক্রম-পাঠ্যসূচিতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তবে পৃথক কোনো বিষয় হিসেবে নয়, বিভিন্ন বিষয় পাঠ্যসূচিতে / পাঠ্যপুস্তকে, কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে চিরন্তন, সর্বজনীন ও নতুনতর এবং আবশ্যিক এমন কিছু মূল্যবোধ শিক্ষার্থীদের মধ্যে গড়ে তোলবার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। তবে মূল্যবোধ শিক্ষার নামে কোনোরকম ধর্মীয় শিক্ষার সুযোগ যাতে সৃষ্টি না করা হয়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে চেষ্টা করা হয়েছে।

৮। বর্তমান শিক্ষাক্রম-পাঠ্যসূচিকে ভিত্তি করেই, এর মূল দৃষ্টিভঙ্গিকে অবিকৃত রেখে, অধুনা তেমন প্রাসঙ্গিকতা নেই এমনতরো বিষয় বাদ দিয়ে, নতুনতর এবং অধুনা অধিকতর প্রাসঙ্গিক বিষয় সংযোজনার মাধ্যমে নতুন পাঠ্যক্রম-পাঠ্যসূচি প্রণীত হয়েছে।

বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিতে দু-একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তেমন বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত ছিলনা। এই বিষয়গুলি সম্পর্কে বিস্তৃততর সুপারিশ রাখা হয়েছে। যেমন, মূল্যায়ন পদ্ধতি ও প্রকৌশল সম্পর্কিত বিষয়টি।

সর্বোপরি, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি সম্পর্কিত যাবতীয় পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষাধারার প্রতিফলন, অর্থাৎ সামগ্রিক পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে শিক্ষার্থী আর, পঠন-পাঠন, মূল্যায়ন ও সংশোধনের কাজ সম্পন্ন করার ভিত্তি হল সামর্থ্যভিত্তিক। পাঠ্যক্রম, পাঠ্যসূচি / কৃত্যসূচি, পাঠ্যপুস্তক / কর্মপুস্তক, সবকিছু সম্পর্কেই এটি প্রযোজ্য। এই নীতি অনুসরণ করতে চেষ্টা করা হয়েছে।

যে সব দলিলের সাহায্য নেওয়া হয়েছে সেগুলির কয়েকটি

বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষাক্রম-পাঠ্যসূচি প্রণীত হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত প্রকাশিত জাতীয় ও রাজ্যস্তরের যেসব দলিলের সাহায্য নতুন পাঠ্যক্রম-পাঠ্যসূচি প্রস্তুতকালে নেওয়া হয়েছে সেগুলির মধ্যে কয়েকটি হল ঃ জাতীয় শিক্ষানীতি, ১৯৮৬ এবং এটির সংশোধিত রূপায়ণ কর্মসূচি, ১৯৯২; কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত রামমূর্তি কমিটির (১৯৯০) ও যশপাল

কমিটির প্রতিবেদন, ১৯৯৩ এবং এ সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ আয়োজিত কর্মশালার সুপারিশসমূহ। রাজ্য সরকার নিযুক্ত অশোক মিত্র কমিশনের প্রতিবেদন (১৯৯১); পবিত্র সরকার কমিটির প্রতিবেদন (১৯৯৮ এর সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত) এবং এ সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ আয়োজিত কর্মশালার সুপারিশ সমূহ এবং সাম্প্রতিককালে গঠিত প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম-পাঠ্যসূচির ধারাবাহিকতা ও তুলনীয়তা পর্যালোচনা কমিটির এবং বিদ্যালয় শিক্ষা কমিটির প্রতিবেদন, ২০০০ সালের শেষভাগে প্রকাশিত রাষ্ট্রীয় শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদের (N.C.E.R.T -এর) National Curriculum Framework for School Education দলিলটি এবং তার ভিত্তিতে প্রকাশিত **এন. সি. ই. আর. টি.** -র সাম্প্রতিকতম পাঠ্যক্রম-পাঠ্যসূচিটি বিশদভাবে পর্যালোচিত হয়েছে। **এন. সি. ই. আর. টি**-এর সামর্থ্য সম্পর্কিত দলিল (Minimum Learning Continuum) এর **এস. সি. ই. আর. টি.** কৃত বঙ্গানুবাদ "ন্যূনতম শিখনের ক্রমোন্নত রূপরেখা" পুস্তিকাটির সহায়তাও গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত শিক্ষক সহায়িকা ও পাঠ্যপুস্তকগুলির পুনর্নবীকরণ কালে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলির প্রতিফলন ঘটাতেও চেষ্টা করা হয়েছে।

বর্তমান পাঠ্যক্রম (শিক্ষাক্রম) ও পাঠ্যসূচি প্রস্তুতির বিভিন্ন পর্যায়কালে একদিকে যেমন ১৯৮০ -এর পরবর্তীকালে রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ ও পরবর্তীতে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক অনুষ্ঠিত বিভিন্ন আলোচনা সভা ও কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী, লক্ষাধিক শিক্ষিকা-শিক্ষক, পরিদর্শিকা-পরিদর্শকদের মতামতের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে, তেমনি এ সম্পর্কিত সম্প্রতি অনুষ্ঠিত কর্মশালাগুলিতেও বিভিন্ন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সরকার স্বীকৃত শিক্ষক সংগঠন সমূহ, পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় পরিদর্শক সমিতি, শারীর শিক্ষক সমিতি, ব্রতচারী সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষাকর্মী সমিতি, ভারত স্কাউট্স ও গাইডসের পশ্চিমবঙ্গ শাখা, সব পেয়েছির আসর প্রভৃতি সংগঠনের মতামতও নেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্যশিক্ষা ও শারীরশিক্ষা বিষয়ক কাজের বিষয়ে বিশিষ্ট চিকিৎসক ও জনস্বাস্থ্য আন্দোলনে ব্রতী বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মতামত সংগৃহীত হয়েছে।

নতুন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির বিন্যাসভঙ্গির রূপরেখা

নতুন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি কয়েকটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলি বিবৃত করে সেই অনুযায়ী পাঠ্যক্রমের রূপরেখা (বিষয়সূচি ও কৃত্যসূচি সহ) বিবৃত হয়েছে এবং বিভিন্ন বিষয়ের আনুপাতিক গুরুত্ব অনুযায়ী লভ্য সময়ের আনুপাতিক বিভাজন সুপারিশ করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য / কাঙ্ক্ষিত সামর্থ্যগুলি চিহ্নিত করে প্রতিটি বিষয়ের বিষয়বস্তুর বিন্যাস (একক-ভিত্তিক মূল্যায়ন বা অভীক্ষণ ও সংশোধনমূলক ব্যবস্থাসহ আনুমানিক প্রয়োজনীয় পিরিয়ড-সংখ্যা) প্রদর্শিত হয়েছে। পঠন-পাঠন পদ্ধতি, মূল্যায়ন পদ্ধতি, নির্দিষ্ট বিষয়ের মধ্য দিয়ে কাম্য মূল্যবোধ গঠনের কিছু প্রস্তাবও পাঠ্যসূচি / কৃত্যসূচিতে (সিলেবাসে) রাখা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তক এবং কর্মপুস্তক প্রণয়ন সম্পর্কিত কিছু পরামর্শ / নির্দেশিকাও এই শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিতে সংকলিত হয়েছে। মূল্যবোধের শিক্ষা সম্পর্কে এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি ও প্রকৌশল সম্পর্কিত কিছু পরামর্শ / নির্দেশিকাও এই শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিতে সংকলিত হয়েছে। মূল্যবোধের শিক্ষা সম্পর্কে এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি ও প্রকৌশল সম্পর্কিত দুটি ক্ষুদ্র পৃথক অধ্যায় এই দলিলে আলোচিত হয়েছে। সবশেষে, এই শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি যাতে বাস্তবে প্রতিটি বিদ্যালয়েই সুষ্ঠুভাবে রূপায়িত হতে পারে সেজন্য সরকার, পর্ষদ ও সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের তরফেই গ্রহণীয় কিছু প্রশাসনিক, শিক্ষা-সম্পর্কিত ব্যবস্থাদি, পারিকাঠামোগত উন্নয়ন, শিক্ষক নিয়োগ, প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষণ সংস্থা–এসব সম্পর্কিত কিছু সুপারিশ বিবেচনার জন্য রাখা হয়েছে। 'পরিশিষ্ট' অংশে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির পর্যালোচনা ও নবায়ন সম্পর্কিত কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী বা মতামত প্রদানকারী বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, সংগঠনসমূহ ও ব্যক্তিবর্গের নামের তালিকা প্রদত্ত হয়েছে। এঁদের সকলকেই পর্ষদের তরফে কৃতজ্ঞতা জানাই, সকলকেই অভিনন্দন জানাই। বিশেষ করে কৃতজ্ঞতা জানাই পশ্চিমবঙ্গ 'রাজ্য প্রারম্ভিক শিক্ষা উন্নয়ন সংস্থা'র কাছে, যাঁদের সক্রিয় সহযোগিতা ব্যতিরেকে এ সম্পর্কিত কর্মশালাগুলির সংগঠন আদৌ সম্ভব হত না।

প্রান্তীয় মন্তব্য

সমগ্র দেশব্যাপী এবং আমাদের রাজ্যের সর্বশিক্ষা অভিযানে প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রারম্ভিক শিক্ষার (অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত) পরিমাণগত ও গুণগত মান উভয়েরেই উন্নয়ন প্রত্যাশিত। বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি সুষ্ঠুভাবে এবং সুপরিকল্পিতভাবে রূপায়িত করতে পারলে প্রাথমিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলি সাধিত হবে এবং এর মাধ্যমে দেহ-মন-দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে পূর্ণ বিকশিত মানুষ রূপে, পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সঙ্গে সুসমঞ্জস সম্পর্ক বিধান করে চলতে পারার সামর্থ্যঅর্জনকারী মানুষ হিসেবে শিক্ষার্থী গড়ে উঠতে পারবে।

পাঠ্যক্রম এবং এর সঠিক রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা সমূহ যেহেতু ঘনিষ্ঠ-সম্পর্কিত, সুতরাং প্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিক নির্দেশিকা সহ পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি / কৃত্যসূচি সংকলিত পুস্তকটি 'প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি এই নামে প্রকাশিত হচ্ছে।

নতুন এই শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির বিভিন্ন স্তরে উপযোগিতা যাচাইয়ের পর এবং বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতার পর্ব পেরিয়ে সরকারের তরফ থেকে সবুজ সংকেত পাওয়া গেছে ইতিমধ্যে। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকেই (২০০৪-'০৫) এটি প্রবর্তিত হবে। সবশেষে, পাঠ্যক্রমের প্রয়োগযোগ্যতা বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে অন্ততপক্ষে পাঁচ বছর অন্তর অন্তর এই শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য / কৃত্যসূচির বিশদ পর্যালোচনা ও প্রয়োজনে আধুনিকীকরণ বা পরিবর্তনের সুপারিশ ভবিষ্যতে বিবেচনার জন্য রেখে ভূমিকাপর্ব শেষ করছি।

ডঃ জ্যোতিপ্রকাশ ঘোষ
সভাপতি
পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

ডিসেম্বর, ২০০৩
৮৪, শরৎ বোস রোড, কলকাতা - ২৬

প্রথম ভাগ

প্রথম অধ্যায়

(ক) প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য ও শিক্ষার্থীর কাম্য সামর্থ্যসমূহ -

শিক্ষার লক্ষ্য হল, শিশুর অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশসাধন করা এবং শিশুকে তার সমাজ-জীবনের উপযোগী করে গড়ে তোলা। উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছোবার ভিত্তিস্তর হিসেবে প্রাথমিক পর্যায়ই হচ্ছে উপযুক্ত, কেননা প্রথাগত শিক্ষার ক্রমোন্নত ও ক্রমিক পর্যায়ের অগ্রগতির শুরু যে এখানেই। সুতরাং প্রাথমিক শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্যও হল, শিশুকে ন্যায়ভিত্তিক সমাজের উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে তৈরি করা। প্রাথমিক শিক্ষার শেষে শিশু যাতে পারিপার্শ্বিক পরিবেশের (সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের) সঙ্গে সুসমঞ্জস সম্পর্ক স্থাপন করে চলতে পারে সেটিও প্রাথমিক শিক্ষার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

প্রাথমিক শিক্ষাস্তর যেহেতু পরিণত মানুষ গঠনের ভিত্তি রচনার কাল, তাই প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সমূহকে এভাবে বিন্যস্ত করা যেতে পারে -

(১) শিশুর দেহ ও মনের সুষম গঠন প্রয়াস।

(২) জীবনচর্যায় অভ্যস্ত হবার উপযুক্ত ভিত্তি স্থাপন প্রয়াস। এই সাধারণ লক্ষ্যের ভিত্তিতে শিশুদের জ্ঞান, দক্ষতা ও মানসিকতার কাম্য পরিবর্তনের দিকে লক্ষ রেখে প্রাথমিক শিক্ষার কয়েকটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা যেতে পারে।

শিক্ষার্থীর কাম্য সামর্থ্যসমূহ

১। জ্ঞানমূলক ও বোধমূলক

প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত প্রাকৃতিক জগতের (মানব ও জীবজগৎ সহ) তথ্য আহরণ এবং প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহের কার্যকারণ সম্পর্কে জানবার চেষ্টা।

সমাজের সমস্তরকম কাজে, অর্থাৎ সমাজের সমস্ত বিষয়ের উন্নতিতে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের যে সক্রিয় অবদান রয়েছে, সে বিষয়ে জানা।

দেশ ও জগতের তথা সমাজের নিত্য পরিবর্তনশীলতা সম্পর্কে অবহিত হওয়া।

ব্যক্তিগত ও সমাজিক স্বাস্থ্যবিধি সম্বন্ধে জানা।

প্রথম ভাষা সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি এবং মনের ভাব প্রকাশে প্রথম ভাষার যথাযথ প্রয়োগ।

দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ইংরেজি বিষয়ের ভিত্তি প্রস্তুত করা।

গাণিতিক রাশি ও সরল গাণিতিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি।

পরিবেশ চেতনা (প্রাকৃতিক ও সামাজিক), বিজ্ঞানচেতনা ও বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে তোলার জন্য বিজ্ঞান সম্বন্ধে জানা।

২। **প্রয়োগমূলক ও দক্ষতামূলক ঃ**

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সচেতনতা ও শারীরিক এবং মানসিক গঠনে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে জানা। তার চর্যার মধ্য দিয়ে শারীরিক ও মানসিক গঠন প্রয়াস।

সমাজকল্যাণমূলক কাজে পারস্পরিক সহযোগিতার মূল্য সম্পর্কে ধারণা নিয়ে জীবনযাপন করার বিষয়ে অভ্যস্ত হওয়া।

প্রাকৃতিক ও সামাজিক ঘটনাকে, বিশেষত পরিবেশকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পর্যবেক্ষণ করার যোগ্যতা এবং পরিচ্ছন্ন পরিবেশ রক্ষাকরার সামর্থ্য অর্জন।

প্রথমভাষায় লিখিতভাবে বা মৌখিকভাবে মনের ভাব প্রকাশ করা ও লিখিত বা অন্যের কথা শুনে বোঝার দক্ষতা অর্জন করা।

গাণিতিক পদ্ধতিতে চিন্তা ও তার প্রয়োগ করার দক্ষতা অর্জন করা।

ব্যক্তিগত ও সামূহিক সুশৃঙ্খল জীবনযাপনে অভ্যস্ত হওয়া।

আহরিত জ্ঞানের প্রয়োগ করে ছোটোখাটো সমস্যার আশু সমাধানের দক্ষতা অর্জন।

৩। **দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতা ঃ**

প্রাকৃতিক ও সামাজিক ঘটনাবলি সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত মানসিকতার গঠন।

মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে ও দেশের সম্পদ সৃষ্টিতে শ্রমজীবী মানুষের অবদান সম্পর্কে সঠিক মনোভাব গঠন। উৎপাদনমূলক শ্রমসহ সমাজকল্যাণমূলক সমস্ত রকম শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধগঠন।

গণতান্ত্রিক, সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধের প্রতি বিশেষত নারী-পুরুষের প্রতি সমান শ্রদ্ধাশীল মনোভাব গঠন।

শিল্প সৌন্দর্যবোধের জাগরণ।

সমাজজীবনের সমৃদ্ধিতে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সকল শ্রেণীর মানুষের মিলনে সংগঠনমূলক কাজের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতনতার বিকাশ।

আমাদের রাজ্যে প্রথাগত ভিত্তিস্বরূপ পরিকল্পিত হয় প্রাথমিক শিক্ষা। সে বিষয়টি মনে রেখে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর বয়স ধরা হয়েছে ৫+ থেকে ৯+ বছর পর্যন্ত। তাই প্রাথমিক শিক্ষার রূপায়ণে একটি বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও কৃত্যসূচি সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

পূর্বে উল্লিখিত প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে গুরুত্ব দিয়েই প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম-পাঠ্যসূচি ও কৃত্যসূচি প্রস্তুত করার প্রয়াস। এতে প্রতিফলিত হয়েছে –

শরীর ও মন, জ্ঞান, কর্মদক্ষতা ও অনুভূতি বিকাশের ক্ষেত্র।

বিভিন্ন বিষয়ে সামর্থ্য অর্জনের সঙ্গো সঙ্গো সুরুচি ও সৌন্দর্যবোধ, স্বাস্থ্যকর অভ্যাস, প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে সম্যক্ ধারণা গঠনের কর্মসূচি।

অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারমুক্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিগঠন, উৎপাদনশীল শ্রম ও শ্রমজীবীর প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব জাগ্রত করা; জাতি, ধর্ম, ভাষা নির্বিশেষে মানুষের সঙ্গো মানুষের সুসম্পর্ক গড়ে তোলার মনোভাব জাগ্রত করা; ছেলে মেয়ের মধ্যে সমান অধিকারবোধ গড়ে তোলার বিষয়।

মানবপ্রেম ও বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের আলোয় দেশাত্মবোধের জাগরণ, যুদ্ধবিরোধী মনোভাব গঠনপ্রয়াস, অসাম্প্রদায়িক মনোভাব গড়ে তোলা, সামাজিক, মানবিক ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ গড়ে তোলার মনোভাব গঠন, জাতপাতহীন সমাজ গঠনের প্রয়াস।

এই স্তরের উদ্দেশ্যই হল, শিক্ষার্থীর **সামর্থ্য অর্জনের দিকে লক্ষ রেখে** সমস্ত পরিকল্পনার রূপায়ণ। প্রাথমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য যেহেতু পঠনীয় বিষয় কিংবা করণীয় কর্মকাণ্ড, সমস্ত কিছুতেই শিক্ষার্থীর সামর্থ্য অর্জন করার বিষয় এবং ওই পঠনীয় বিষয় বা কৃত্যসূচির জন্য নির্দিষ্ট বিষয়গুলি সামর্থ্য অর্জনের মাধ্যম, সুতরাং পঠন-পাঠন, মূল্যায়ন এবং সংশোধনও সামর্থ্য ভিত্তিক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(খ) পাঠ্যক্রমের রূপরেখা ঃ

পাঠ্যক্রমের বিভিন্ন বিন্যাস - বিন্যাসভঙ্গির যৌক্তিকতা - বিষয়ভিত্তিক কাঙ্ক্ষিত সামর্থ্যের উল্লেখ ।

পাঠ্যক্রম হল একটি সমন্বিত কর্মধারা, যার মাধ্যমে শিক্ষার লক্ষ্য ও অভীষ্ট সাধিত হয়ে থাকে। পূর্বে উল্লেখিত শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সমূহের ভিত্তিতে প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের পাঠ্যক্রমের রূপরেখা নীচের বিষয়গুলির সমন্বয় হিসেবে প্রণীত হয়েছে। যেমন -

(১) স্বাস্থ্যশিক্ষা ও শারীরশিক্ষা বিষয়ক কাজ।

(২) প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক, সৃজনশীল ও উৎপাদনাত্মক কাজ।

(৩) পঠন-পাঠন নির্ভর কাজ।

বিষয়ের বিন্যাসভঙ্গির যৌক্তিকতা বা এভাবে বিন্যাস কেন

স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন হতে পারে, পাঠ্যক্রমের রূপরেখার এভাবে বিন্যাসের কারণ কী অর্থাৎ পঠন-পাঠন নির্ভর কাজের আগেই স্বাস্থ্য-শিক্ষা ও শারীরশিক্ষা বিষয়ক কাজ এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক, সৃজনশীল ও উৎপাদনাত্মক কাজকে প্রাথমিক গুরুত্ব দেওয়া হল কেন? উত্তরে বলা যায়, সুস্থ শরীর না হলে সুস্থ মন তৈরি হতে পারে না এবং সুস্থ শরীর ও মনের সমন্বয় ব্যতীত কোনো রকম শিক্ষাগ্রহণই সম্ভব নয়। সুতরাং শিক্ষাপরিকল্পনা রূপায়ণে প্রাথমিকভাবে যে বিষয়টির উপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত তা হল, স্বাস্থ্য-শিক্ষার বিষয়। স্বাস্থ্যশিক্ষার প্রথম শর্তই হল, স্বাস্থ্যসচেতনতা এবং স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা - শিক্ষার্থীদের প্রাত্যহিক কতকগুলি স্বাস্থ্য-অভ্যাস গড়ে তোলা এবং স্বাস্থ্যবিধিপালনে যত্নবান হওয়া। স্বাস্থ্য পরিচালন কর্তৃপক্ষের উপর অপরপক্ষে দায়িত্ব বর্তাচ্ছে, শিক্ষার্থীদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিষয়। স্বাস্থ্য ও পুষ্টির মধ্যে সম্পর্ক এবং স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সচেতনতার মধ্যে নিবিড় সংযোগ গড়ে ওঠার বিষয়েও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে পাঠ্যক্রমে।

এই বিষয়টির দ্বিতীয় অংশ হল - শিশু শিক্ষার্থীর শরীরচর্চা ও শারীরশিক্ষা সম্পর্কিত ব্যবস্থা গ্রহণ। শিশুর সহজাত কর্মচঞ্চলতা কাজের মধ্য দিয়ে আনন্দ খুঁজে নিতে চায়। এই কাজের মধ্যে খেলাধূলা হল অন্যতম বিষয়। বস্তুত খেলাই যেন শিশুর জীবন ! এই খেলার মধ্য দিয়ে শিশুর দেহ ও মনের সুসংবদ্ধ বৃদ্ধি ঘটতে পারে। শারীরিক বিকাশের সঙ্গো সঙ্গো মনের নানাদিকের বিকাশও ঘটতে পারে এবং একই সঙ্গো পারস্পরিক সহযোগিতাবোধ গড়েওঠা জাতীয় মূল্যবোধের সৃষ্টি হয় তার মধ্যে। প্রাথমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য যেহেতু অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ সাধন এবং শিশুকে তার সমাজ জীবনের উপযোগী করে গড়ে তোলার আয়োজন করা, সেহেতু খেলাধুলার সঙ্গো সঙ্গো তার মস্তিষ্কের যথাযথ ব্যবহার করে নানারকম সৃজনশীল কাজেও তার বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়। নিজ হাতে তৈরি জিনিস দেখে যে আনন্দ সে পায়, তাই তাকে অন্য বিষয়ে (পঠনীয় বিষয় ইত্যাদি) মনোযোগী হতে উৎসাহিত করে। শুধু তাই নয়, পরিবেশের বিভিন্ন বিষয়

এবং সমাজের মানুষের আচার-আচরণ ইত্যাদির পর্যবেক্ষণ, উৎসব ইত্যাদি অনুষ্ঠানের আয়োজন, এবং তাতে সক্রিয় অংশগ্রহণে তার মধ্যে এক অনাবিল আনন্দ ও সৃজনশীল মনোভাগ গড়ে তুলতে সাহায্য করে। সে কারণে বিভিন্ন কাজ করার মধ্য দিয়ে আনন্দকে উপজীব্য করে পঠন-পাঠননির্ভর কাজ, অর্থাৎ বিভিন্ন পঠনীয় বিষয়ের মধ্যে তাকে সংযুক্ত করা সহজ হয় এবং সে পাঠগ্রহণও আনন্দসঞ্চারী হয়, তার মধ্যে গড়ে ওঠে সৌন্দর্যচেতনা, সামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হবার প্রবণতা, কর্মসংস্কৃতিকবোধ এবং মানবিক মূল্যবোধ। মূলত এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই পঠন-পাঠননির্ভর কাজের আগে স্বাস্থ্যশিক্ষা ও শারীরশিক্ষা বিষয়ক কাজ এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক, সৃজনশীল ও উৎপাদনাত্মক কাজ-জাতীয় কর্মনির্ভর বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলিতে কাঙ্ক্ষিত সামর্থ্যের উল্লেখ

১। স্বাস্থ্যশিক্ষা ও শারীর শিক্ষা বিষয়ক কাজ

স্বাস্থ্য বিধিসংক্রান্ত কর্মসূচি গ্রহণ করে স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় নিয়মিত অভ্যাস এবং স্বাস্থ্য সচেতনতা গড়ে তুলতে পারা।

বিশেষ বিশেষ সময়ে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার মধ্যে তাদের শারীরিক দুর্বলতা চিহ্নিত করে প্রতিকারের জন্য এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের আয়োজন করতে পারা (একদিকে চিকিৎসক মণ্ডলী এবং অন্যদিকে প্রশিক্ষিত শিক্ষিকা-শিক্ষকদের দ্বারা এবং সমন্বিতভাবে)।

বয়স ও বিদ্যালয়ের পরিবেশ উপযোগী খেলাধুলার বিষয় নির্বাচন করে এবং নিয়মিত শরীর চর্চার বিষয়গুলির ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শারীরিক উন্নতির আয়োজন করতে পারা।

শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক স্বাস্থ্যসচেতনতা ও অভ্যাস গড়ে তুলতে সাহায্য করতে পারা; পুষ্টি প্রকল্প গ্রহণ করার মাধ্যমে পুষ্টি সম্পর্কিত ধারণা গড়ে তুলতে সাহায্য করতে পারা।

পরিবেশ সচেতনতা গড়ে তুলতে পারা।

২। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক, সৃজনশীল ও উৎপাদনাত্মক কাজ

সমাজে সমস্ত রকমের কাজই যে প্রয়োজনীয় এবং তাদের যে সামাজিক মূল্য আছে, এ ধারণা গড়ে তুলতে পারা।

হাতে-কলমে কাজ করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতার দক্ষতা গড়ে তুলতে পারা। একসাথে মিলেমিশে কাজ করবার মানসিকতা অর্জন ও আনন্দ উপভোগ করা।

সৃজনশীল-উৎপাদনশীল কাজে অংশগ্রহণে আগ্রহ ও যথোপযুক্ত মানসিকতা গড়ে তুলতে সাহায্য করতে পারা।

আধুনিক সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বয়স ও স্থানীয় পরিবেশ অনুযায়ী জিনিস তৈরি করতে পারা।

৩। পঠন-পাঠন নির্ভর কাজ

এই বিভাগকে নীচের কয়েকটি বিষয়ে ভাগ করা হয়েছে। যেমন -

(ক) প্রথম ভাষা (বাংলা, হিন্দি, উর্দু, নেপালি ও সাঁওতালি)।

(খ) দ্বিতীয় ভাষা - ইংরেজি (দ্বিতীয় শ্রেণীর ২য় পর্ব থেকে)।

(গ) গণিত।

(ঘ) **পরিবেশ পরিচিতি - প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ - ইতিহাস, ভূগোল, প্রকৃতিবিজ্ঞান।**

(ক) প্রথম ভাষা ঃ (বাংলা, হিন্দি, উর্দু, নেপালি ও সাঁওতালি)

(প্রথম ভাষা হিসেবে ওড়িয়া ও তেলুগু ভাষার সংযুক্তিকরণের বিষয়টি সুপারিশ আকারে রয়েছে। পরবতীকালে বিবেচ্য।)

সামর্থ্য ঃ ভাব প্রকাশের এবং চিন্তার মাধ্যম হিসেবে প্রথম ভাষা যে অপরিহার্য, এ বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধারণা গড়ে তুলতে পারা।

ভাষা, বিশেষত প্রথম ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে শোনা, বলা, পড়া ও লেখা (এর সঙ্গে 'বোঝা'র বিষয়টিকেও যুক্ত করতে হবে) -র গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করতে পারা।

ঘরের ভাষাকে বিদ্যালয়ের **চলিত মান্য ভাষায়** রূপান্তরিত করার বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন করতে পারা।

সহজ সরলভাবে মাতৃভাষার অনুশীলনের মধ্য দিয়ে যে অন্যান্য পঠনীয় বিষয় এবং কর্মকাণ্ডের সম্বন্ধে স্বচ্ছ ও স্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়, এ বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন করতে পারা।

মূল্যবোধ গড়ে উঠার ক্ষেত্রে প্রথম ভাষার যথাযথ অনুশীলন যে অবশ্য প্রয়োজন, এ বিষয়ে অবহিত করতে পারা।

(খ) দ্বিতীয় ভাষা ঃ ইংরেজি

আধুনিক সমাজ জীবনে যোগাযোগের ভাষা হিসেবে ইংরেজির পঠন-পাঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবহিত করতে পারা। প্রথম ভাষায় যে অনেক ইংরেজি শব্দই অবিকৃতভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, এ বিষয়ে অবহিত করতে পারা। প্রাথমিক স্তরে মৌখিক ভাবে সহজ সম্ভাষণ, সংবাদ দান, অনুরোধ করা ও অনুরোধ পালন বিষয়ক ছোটো ছোটো বাক্য বলা এবং বোঝার সামর্থ্য অর্জন করতে পারা।

ইংরেজি ভাষায় সামর্থ্য অর্জনের বিষয়কে এভাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

পড়া ও লেখার সামর্থ্য অর্জন করতে পারা। দ্বিভাষিক পদ্ধতিতে, অর্থাৎ প্রথম ভাষার মাধ্যমে ইংরেজি শেখার ব্যবস্থা করা। এতে প্রধানত শিক্ষার্থীর পড়া ও লেখার সামর্থ্য অর্জনের ওপরই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষিকা - শিক্ষকের ইংরেজি নির্দেশ বুঝে শিক্ষার্থীর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে পারা।

শোনা ও বোঝার সামর্থ্য বৃদ্ধি করে শিক্ষার্থীরা যাতে মৌখিক ভাবে ইংরেজি পাঠানুশীলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে পারে, সে বিষয়ে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারা। (ক্রমোন্নত পর্যায়ে এটির আয়োজন করা হয়েছে।)

ভাষাগত ও অর্থগত পদ্ধতির অনুশীলনের ফলে ভাষাগত ধারণার ভিত তৈরি করতে পারা।

অনুশীলনের সাহায্যে শব্দ গঠনের সামর্থ্য অর্জন করতে পারা।

ইংরেজি ভাষার একটি পূর্ণবাক্য পড়ে বুঝতে পারা।

ইংরেজি পড়ার মধ্যে আনন্দ লাভ করতে পারা (ছড়া-আবৃত্তি, গল্প-পাঠ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে এবং স্বল্পমূল্যের ও আকর্ষণীয় উপকরণের সাহায্যে)।

(গ) গণিত ঃ সামর্থ্য

গণনা প্রক্রিয়া, গাণিতিক রাশির সাহায্যে চিন্তার সামর্থ্যের যে বৃদ্ধি ঘটে, এবিষয় জানতে ও জানাতে পারা।

ব্যাবহারিক জীবনে গণিতের প্রয়োগের অপরিহার্যতা সম্বন্ধে জানতে ও জানাতে পারা।

যুক্তি বিচার-শক্তি এবং সমস্যার সমাধানে গণিতের ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত করতে পারা।

দ্রুত ও নির্ভুল হিসেব করার সামর্থ্য অর্জন সম্পর্কে জানতে ও জানাতে পারা।

গণিত অনুশীলনের মাধ্যমে আবিষ্কার দক্ষতার উন্মেষ সাধন সম্পর্কে অবহিত করতে পারা।

(ঘ) পরিবেশ পরিচিতি ঃ

পরিবেশকে প্রধানত প্রাকৃতিক ও সামাজিক - প্রধান এই দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশকে সম্পৃক্তভাবে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এরজন্য কোনো আলাদা বই নেই। এ বিষয়ের পাঠ্য ও কৃত্যসূচি আছে। তাতে নির্দেশিকাও রয়েছে। এছাড়া শিক্ষিকা-শিক্ষকদের জন্য শিখন-পাঠন সম্ভার প্রস্তুত করে অভিমুখীকরণ করার প্রস্তাব বিবেচনার পর্যায়ে রয়েছে।

তৃতীয় শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত এই বিষয়কে ধীরে ধীরে তিনটি সুনির্দিষ্ট শাখা হিসেবে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। যথা - ইতিহাস, ভূগোল ও প্রকৃতি বিজ্ঞান। এই শ্রেণিগুলির জন্য বিষয়বস্তু পৃথক হলেও ক্রমে ক্রমে পরস্পরের মধ্যে একটা ঐক্যসূত্র গড়ে ওঠে। ইতিহাসকে সামাজিক পরিবেশের অন্তর্গত, ভূগোল বিষয়কে কিছুটা সামাজিক এবং বাকি অংশ প্রাকৃতিক পরিবেশের ও প্রকৃতি-বিজ্ঞানকে প্রাকৃতিক পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

সামর্থ্য ঃ শিশুর পরিবেশে (সামাজিক ও প্রাকৃতিক) সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলার আয়োজন করতে পারা।

সমাজের উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করতে পারা।

সার্থকভাবে নিজের জীবনচর্যায় অভ্যস্ত করে তুলতে সাহায্য করতে পারা।

সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিশীল মনোভাব গঠনে সাহায্য করতে পারা।

সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে এবং এদের উপাদানগুলির মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক উপলব্ধি করতে পারা।

প্রথম ভাগ ঃ

প্রথম অধ্যায় ঃ (গ)

বিষয়ভিত্তিক সময় বন্টন
(আনুপাতিক শতকরা হিসেবে)

	বিষয়	প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি
১।	প্রথম ভাষা	১৯.৩৫% (৪০ মিনিট) ⑥	১৯.৩৫% (৪০ মিনিট) ⑥	১৬.৬৬% (৪০ মিনিট) ⑦	১৬.৬৬% (৪০ মিনিট) ⑦	১৬.৬৬% (৪০ মিনিট) ⑦
২।	দ্বিতীয় ভাষা (ইংরেজি)		৬.৪৫% (৩০ মিনিট) ②	৯.৫২% (৩০ মিনিট) ④	৯.৫২% (৩০ মিনিট) ④	৯.৫২% (৩০ মিনিট) ④
৩।	গণিত	১৯.৩৫% (৩৫ মিনিট) ⑥	১৯.৩৫% (৩৫ মিনিট) ⑥	১৪.২৮% (৩৫ মিনিট) ⑥	১৪.২৮% (৩৫ মিনিট) ⑥	১৪.২৮% (৩৫ মিনিট) ⑥
৪।	পরিবেশ পরিচিতি (১ম ও ২য় শ্রেণি)	৬.৪৫% (৩০ মিনিট) ②	৬.৪৫% (৩০ মিনিট) ②			
৫।	স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষা বিষয়ক কাজ	১৬.১২% (৩০ মিনিট) ⑤	১৬.১২% (৩০ মিনিট) ⑤	১১.৯০% (৩০ মিনিট) ⑤	১১.৯০% (৩০ মিনিট) ⑤	১১.৯০% (৩০ মিনিট) ⑤
৬।	প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজ ও প্রারম্ভিক সমাবেশ	১৬.১২% (৩০ মিনিট) ⑤	১৬.১২% (৩০ মিনিট) ⑤	৯.৫২% (৩০ মিনিট) ④	৯.৫২% (৩০ মিনিট) ④	৯.৫২% (৩০ মিনিট) ④
৭।	উৎপাদনশীল ও সৃজনশীল কাজ	১২.৯০% (৩০ মিনিট) ⑤	১২.৯০% (৩০ মিনিট) ④	৯.৫২% (৩০ মিনিট) ④	৯.৫২% (৩০ মিনিট) ④	৯.৫২% (৩০ মিনিট) ④
৮।	সাংস্কৃতিক কাজ / মূল্যায়ন	৩.২২% (৩০ মিনিট) ①	৩.২২% (৩০ মিনিট) ①	২.৩৮% (৩০ মিনিট) ①	২.৩৮% (৩০ মিনিট) ①	২.৩৮% (৩০ মিনিট) ①
৯।	ইতিহাস			৭.১৪% (৩০ মিনিট) ③	৭.১৪% (৩০ মিনিট) ③	৭.১৪% (৩০ মিনিট) ③
১০।	ভূগোল			৭.১৪% (৩০ মিনিট) ③	৭.১৪% (৩০ মিনিট) ③	৭.১৪% (৩০ মিনিট) ③
১১।	প্রকৃতি বিজ্ঞান			১১.৯০% (৩০ মিনিট) ⑤	১১.৯০% (৩০ মিনিট) ⑤	১১.৯০ (৩০ মিনিট) ⑤
১২।	পুনরাবৃত্ত কাজের অলোচনা	৬.৪৫% (৩০ মিনিট) ②				
	মোট	৯৯.৯৬%	৯৯.৯৬%	৯৯.৯৬%	৯৯.৯৬%	৯৯.৯৬%

বিঃদ্রঃ বন্ধনীর মধ্যে রয়েছে কত মিনিটের শ্রেণি ঘণ্টা (পিরিয়ড) এবং গোল চিহ্নের মধ্যে রয়েছে বিষয় অনুযায়ী সাপ্তাহিক পিরিয়ডের প্রথম ভাষা বাংলা, হিন্দি, উর্দু, নেপালি, সাঁওতালি, দ্বিতীয় ভাষা ইংরেজি।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির মোট সাপ্তাহিক পিরিয়ড সংখ্যা - ৩১

তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির মোট সাপ্তাহিক পিরিয়ড সংখ্যা - ৪২

বিভিন্ন বিষয়ের সিলেবাস সমূহ
(কৃত্যসূচি ও পাঠ্যসূচি)

প্রথম ভাগ

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ বিভিন্ন বিষয়ের সিলেবাস সমূহ (কৃত্যসূচি ও পাঠ্যসূচি)

বিষয়

স্বাস্থ্যশিক্ষা ও শারীরশিক্ষা বিষয়ক কাজ

প্রস্তাবনা

শিশুর সর্বাঙ্গীণ ও সর্বাত্মক বিকাশের জন্য আধুনিক চিন্তাধারায় স্বাস্থ্যশিক্ষা ও শারীরশিক্ষা বিষয়টিকে নতুন আঙ্গিকে দেখা হচ্ছে। এই বিষয়টির সাথে যুক্ত করা হচ্ছে শিশুর প্রাত্যহিক কর্ম-অভিজ্ঞতা। বিচিত্র ধরনের সৃষ্টির অভিজ্ঞতা এবং প্রকৃতি ও সমাজ পরিবেশে শিশুকে কেন্দ্রে রেখে তার বেড়ে ওঠার দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা। এগুলিকে শিক্ষার বিকাশের জন্য সুসমন্বিত ভাবে পরিচালনা করা বিদ্যালয়ের গৃহীত কর্মসূচির অন্যতম কাজ হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে।

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ঃ

১। জীবনযাপনের দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে সুঅভ্যাসগুলি গড়ে তোলা এবং কুঅভ্যাসগুলি পরিত্যাগ করা।

২। (ক) অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির স্বাভাবিক কার্যকলাপ - চেনা-অঙ্গের যথাযথ সঞ্চালন ও তার সুফল সম্পর্কে শিশুকে সচেতন করে তোলা।

(খ) স্বাস্থ্যসচেতনতা, স্বাস্থ্যাভ্যাস এবং স্থাস্থ্যবিধি পালন সর্ম্পকে শিশুকে অবহিত করে তোলার প্রয়াস।

৩। খাদ্য, অখাদ্য, ক্ষতিকারক খাদ্য - খাদ্য গ্রহণের সঙ্গে শরীরের নানা ক্রিয়াকলাপের সম্পর্ক, খাদ্য গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা, বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি সম্পর্কে জীবন যাপনের মধ্য দিয়ে ক্রমশ সচেতন করে তোলা।

৪। খেলাধুলার নিয়মাবলি বোঝা, খেলধুলা অনুশীলন, পরিচালনা এবং আলোচনা করার সামর্থ্য অর্জন।

৫। সম্ভাব্য দুর্ঘটনা প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে জানা - প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে অবহিত থাকা।

৬। ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা ও পরিবেশগত পরিচ্ছন্নতা - নিয়মিত অনুশীলন।

৭। সংক্রামক রোগ, সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ, এ সব বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করার প্রয়াস।

৮। বিভিন্ন ধরনের কাজ কর্মে সেবার মনোভাব জাগ্রত করা।

৯। জাতীয় সংহতি ও সাংস্কৃতিক উজ্জ্বল দিকগুলি সম্পর্কে চেতনা বৃদ্ধি করা।

১০। নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা, প্রাথমিক চিকিৎসার আয়োজন, স্বাস্থ্য-সচেতনতার ও পরিবেশ সচেতনতার প্রয়োজন ব্যাখ্যা করা।

এই পাঠ্যসূচিতে শিশুর স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপকে প্রাথমিক ভিত্তি হিসেবে ধরে ধীরে ধীরে ক্রমকঠিন বিধিবদ্ধ খেলাধুলা, ছন্দোবদ্ধ ক্রিয়াকলাপের দিকে এগিয়ে নেওয়া হয়েছে।

সামর্থ্য ঃ প্রথমশ্রেণি ও দ্বিতীয় শ্রেণি ঃ

সামর্থ্যের পরিমাপ করা হয় শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানকে বাস্তবে রূপায়িত করার মধ্য দিয়ে।

সামর্থ্য ঃ ১। শিশুর নিজ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চিনতে পারা এবং তাদের আলাদা আলাদা ও সমন্বিত কার্যকারিতা বুঝতে পারা।

২। সুষ্ঠু দেহভঙ্গি, চলা, বসা, এবং দাঁড়ানো আয়ত্ত করা।

৩। পরিষ্কার জামাকাপড় পরার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারা।

৪। খাওয়ার আগে ও পরে হাত-মুখ পরিষ্কার করে ধুয়ে ফেলতে অভ্যস্ত হওয়া।

৫। আগ্রহ ও আনন্দের সঙ্গে খেলাধূলা ও শরীরচর্চায় অংশগ্রহণ করতে পারা ও পারস্পরিক সহযোগিতা বোধে উদ্বুদ্ধ করতে পারা।

৬। নিজে থেকে এই অভ্যাসগুলি নিজআচরণে প্রয়োগ করতে পারা।

৭। মনকে আনন্দময় করে পড়াশুনা বা কাজের একঘেমেয়ি দূর করতে সমর্থ হওয়া।

সামর্থ্য ঃ তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণি ঃ

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির সামর্থ্যগুলির সঠিক অনুশীলন অত্যন্ত প্রয়োজন।

১। আহার, নিদ্রা, বিশ্রাম, নিয়মিত স্নান ও মলমূত্র ত্যাগ ইত্যাদি প্রতিদিনের সু-অভ্যাস গঠনে মনোনিবেশ করতে পারা, কিছু যোগাসন, ব্যায়াম ইত্যাদি করতে পারা।

২। খাদ্য ও খাওয়ার যোগ্য নয় এরকম বিভিন্ন বস্তু সম্বন্ধে ধারণা লাভ করতে পারা।

৩। গৃহে ও বিদ্যালয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার সুফল/অপরিচ্ছন্নতার কু-ফল সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা লাভ করতে পারা।

৪। বিশুদ্ধ ও দূষিত জল সম্পর্কে বিশেষ ধারণা করতে পারা।

৫। বিদ্যালয়ের ও গৃহের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার ক্ষেত্রে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সু-অভ্যাস গড়ে তুলতে পারা।

৬। সংক্রামক রোগ সম্পর্কে সাধারণ ধারণা ও তার প্রতিষেধক সম্পর্কে সঠিকভাবে জানতে পারা।

৭। স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও খেলাধুলা, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ - এসবের পারস্পরিক সম্পর্ক বুঝতে পারা। সস্তায় পুষ্টিলভ্যতা সম্বন্ধে জানতে ও জানাতে পারা।

সামর্থ্য ঃ পঞ্চম শ্রেণি ঃ

পূর্ববর্তী শ্রেণিগুলির সামর্থ্যসমূহ আরও উচ্চতর পর্যায়ে এই শ্রেণীতে অভ্যাস করা একান্ত জরুরি।

১। অঙ্গ সঞ্চালনের সুফল সম্বন্ধে জানতে পারা।

২। নিয়মিত ও পরিমিতভাবে শরীরচর্চার অনুশীলন সম্বন্ধে সচেতনতা অর্জনে সক্ষম হতে পারা।

৩। নিজের ইন্দ্রিয়গুলির দৈহিক গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন হতে পারা এবং অবহেলা করার ফলে কুফলের সম্মুখীন হতে হবে এ সম্বন্ধে সচেতনতা লাভ করাত পারা।

৪। পরিবেশ কী করে দূষিত হয় সে সম্বন্ধে পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারা।

৫। গৃহে ও বিদ্যালয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সুফল / অপরিচ্ছন্নতার কুফল সম্বন্ধে সচেতনতা লাভ করতে পারা।

৬। সংক্রামক রোগ ও তার নিয়ন্ত্রণ এবং সে সম্বন্ধে সামাজিক চেতনা লাভে সমর্থ হওয়া।

৭। নিরাপত্তাবোধ, প্রাথমিক চিকিৎসা ও সেবার মনোভাব গড়ে তুলতে নিজেকে সক্ষম করতে পারা।

সপ্তাহে দু-একদিন খেলার ক্লাস না রেখে প্রতিদিন কিছু সময় বিদ্যালয়ের পরিবেশ অনুযায়ী খেলার ব্যবস্থা করা ভালো। বিদ্যালয়গুচ্ছ ধারণার রূপায়ণ সম্ভব হলে এবং খেলার মাঠ লভ্য হলে ফুটবল, ভলিবল, ইত্যাদি খেলার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

স্বাস্থ্যশিক্ষা ও শারীরশিক্ষা বিষয়ক কাজ ঃ

প্রথম শ্রেণি ও দ্বিতীয় শ্রেণি

গড় বয়স - আনুমানিক ৫+ ও ৬+ বছর

সময় - প্রতিদিন - ৩০ মিনিট

পর্বভিত্তিক প্রাপ্তব্য পিরিয়ডের সংখ্যা

(মূল্যায়ন সহ)

১ম পর্ব - (মে - আগস্ট) - ৪১

২য় পর্ব - (সেপ্টেম্বর - ডিসেম্বর) - ৩৭

৩য় পর্ব - (জানুয়ারি - এপ্রিল) - ৫৭

কৃত্যসূচি

স্বাস্থ্যশিক্ষা বিষয়ক কাজ ঃ

একক ঃ ১। ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা —

ক) নিজের দাঁত, নখ ও চুলের যত্ন ও পরিচ্ছন্নতা;

খ) নিজের জুতো, জামা ও পোশাক-পরিচ্ছদের যত্ন ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ;

গ) খেলাধুলা করে বা মলমূত্র ত্যাগ করে এবং খাওয়ার আগে ও পরে হাত পা মুখ ভালো করে, সম্ভব হলে সাবান দিয়ে ধোওয়া।

একক ঃ ২। প্রাত্যহিক অভ্যাস সমূহ ঃ

ক) আহার, মলমূত্র ত্যাগ, নিয়মিত স্নান, খাদ্য-আখাদ্য বিভেদ এবং খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা।

খ) বিশুদ্ধ জলপান।

গ) নিয়মিতভাবে- খেলাধুলা, বিশ্রাম, অবসরযাপন, নিদ্রা।

একক ঃ ৩। সপ্তাহের বা মাসের একটি বিশেষ দিনে শিক্ষিকা-শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। কোনো রোগ আয়ত্তের বাইরে থাকলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন তিনি। এ সম্পর্কে অভিভাবক-অভিভাবিকাদের অবহিত করতে হবে, অপরদিকে স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বা হাসপাতালে অন্তত প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

একক ঃ ৪। প্রাথমিক চিকিৎসায় প্রশিক্ষিত শিক্ষিকা-শিক্ষকেরা প্রয়োজনে প্রাথমিক চিকিৎসা করবেন। এজন্য প্রতিটি বিদ্যালয়ে প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জাম (First-aid Box) রাখার বিয়য়ে সুপারিশ করা হয়েছে।

বিঃদ্রঃ- প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে কাজের মধ্য দিয়ে

ক) উপরিউক্ত বিষয়গুলি আচরণ এবং অভ্যাসের অন্তর্ভুক্ত হবে।

খ) স্থানীয় সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী সহজসাধ্য খেলাগুলির পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করা যেতে পারে।

গ) খালিহাতের ব্যায়ামগুলিতে নিপুণতার উপর গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

শারীরশিক্ষা বিষয়ক কাজ ঃ

একক ঃ ৫। শিশুর স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপগুলির অনুশীলন ও প্রয়োগ ঃ হামাগুড়ি, বসা, হাঁটা, সোজা হয়ে দাঁড়ানো, আরামে দাঁড়ানো, এক পায়ে লাফানো, জোড়পায়ে লাফানো, দৌড়, ছোড়া, ঝোলা, তোলা, চড়া, টানা, ঠেলা।

একক ঃ ৬। সহজসাধ্য খেলা ঃ

ক) অনুকরণ জাতীয় খেলা, হাতির মতো চলা, সাইকেল চালানো, ঘোড়ার মতো চলা, পাখির মতো ওড়া, দৈত্য ও বামনের মতো হাঁটা, এরোপ্লেনের মতো চলা ইত্যাদি।

খ) তাড়াকরা জাতীয় খেলা - ইঁদুর-বিড়াল, চোর পুলিশ, দাদুর লম্বা পা, পাহাড়ে আগুন লেগেছে, নেকড়ে মশায়, ক-টা বেজেছে ইত্যাদি।

গ) গল্পচ্ছলে খেলা - (গল্পের বিষয়বস্তু বিভিন্ন অঙ্গাভঙ্গির মাধ্যমে এমনভাবে প্রকাশ করা যাতে বিভিন্ন অঙ্গের ব্যায়াম হয়) রাজা, রানি ও পক্ষীরাজ ঘোড়া, চিড়িয়াখানা দেখতে যাওয়া, রাজপুত্রের হরিণ শিকার করতে যাওয়া।

ঘ) ছড়ার মাধ্যমে খেলা ও মূকাভিনয় - ব্যাঙের সাতভাই চড়ে ঠেলা গাড়িতে, ঝম্‌ঝম্‌ বৃষ্টি পড়ে, একটি বুড়ো আঙুল নড়ে, মুনিরাম মুন্‌শি, চড়াই পাখি ইত্যাদি।

ঙ) ভারসাম্যমূলক কার্যকলাপ - পায়ের পাতার ও আঙুলের উপর ভর দিয়ে চলা, সামনে, পিছনে, পাশে চলা, যুক্তভাবে দৌড়োনো, দৌড়োনো অবস্থায় বাঁশি বাজালে থেমে যাওয়া।

ছন্দোবদ্ধ কার্যকলাপ ঃ

আমরা হলেও ছোটো, আমরা সবাই অভিন্ন, লালরঙা ঘুড়ি, ছুটব- খেলব-হাসব।

একক ঃ ৭। খালিহাতের ব্যায়াম এবং ড্রিল ও মার্চিং।

বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গঠনমূলক সহজ ব্যায়াম। নির্দেশ অনুযায়ী সোজা হও, আরামে দাঁড়াও, ডাইনে ফেরো, বাঁয়ে ফেরো, পেছনে ফেরো, সামনে চলো, থামো।

একক ঃ ৮। যোগাসন ঃ প্রস্তুতিমূলক অভ্যাস।

পদ্মাসন (বাবু হয়ে বসা), বজ্রাসন, শবাসন।

একক ঃ ৯। জিমন্যাসটিক্‌স্‌ (প্রস্তুতিমূলক অভ্যাস)

সামনে ডিগবাজি, পিছনে ডিগবাজি, এক পায়ে ভারসাম্য রক্ষা (T)

ক) উপরিউক্ত বিষয়গুলি আচরণ এবং অভ্যাসের অন্তর্ভুক্ত হবে।

একক ঃ১০। অ্যাথলেটিকস্

দৌড়ো ঁ দৌড়ে একপায়ে লাফানো, দাঁড়িয়ে জোড় পায়ে লাফানো, টেনিসবল ছোড়া, সাধারণ ক্রিয়াকলাপের সচেতনতা বৃদ্ধি।

একক ঃ১১। শিক্ষক দ্বারা শরীর সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক তালিকা প্রস্তুত করা - উচ্চতা, ওজন, ছাতির মাপ এবং শারীরিক অসুস্থতার বিবরণ তিনমাস অন্তর লিপিবদ্ধ করা।

তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণি

আনুমানিক গড় বয়স ৭ + থেকে ৮ + বছর। সময় - প্রতিদিন ৩০ মিনিট

পর্বভিত্তিক প্রাপ্তব্য পিরিয়ডের সংখ্যা

(মূল্যায়ন সহ)

১ম পর্ব - (মে - আগস্ট) - ৪১

২য় পর্ব - (সেপ্টেম্বর - ডিসেম্বর) - ৩৭

৩য় পর্ব - (জানুয়ারি - এপ্রিল) - ৫৭

কৃত্যসূচি

স্বাস্থ্যশিক্ষা বিষয়ক কাজ ঃ

একক ঃ ১। ব্যক্তিগত ও পরিবেশগত পরিচ্ছন্নতা -

ক) প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির অভ্যাসের অনুশীলন।

খ) পরিবেশ কী করে দূষিত হয়, এ বিষয়ে সচেতন করা।

গ) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার সুফল / অপরিচ্ছন্নতার কুফল - গৃহে ও বিদ্যালয়ে।

ঘ) এই অভ্যাসের বা অনভ্যাসের ফলাফল ও তার গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা।

একক ঃ ২। প্রাত্যহিক অভ্যাস সমূহ ঃ

ক) আহার, মলমূত্র ত্যাগ, নিয়মিত স্নান - গৃহে ও বিদ্যালয়ে।

খ) খাদ্য ও যা খাবার যোগ্য নয় সে সম্বন্ধে ধারণা।

গ) সময়ে মলমূত্র ত্যাগ না করার কুফল।

ঘ) বিশুদ্ধ ও দূষিত জল সম্পর্কে ধারণা।

একক ঃ ৩। বিদ্যালয়ের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার ক্ষেত্রে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে অভ্যাস গঠন।

একক ঃ ৪। গ্রাম ও শহর ঃ পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার ক্ষেত্রে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

একক ঃ ৫। সংক্রামক রোগ সম্পর্কে সাধারণ ধারণা ও তার প্রতিরোধের সম্ভাব্য পদ্ধতি সম্বন্ধে জানা।

কয়েকটি সংক্রামক রোগ - ইনফ্লুয়েঞ্জা, আমাশয়, মাম্‌স, দাদ, খোস্‌, পাঁচড়া, হাম, চোখওঠা ও তার সংক্রমণ / প্রতিরোধ / সংক্রামক রোগ বলার কারণ।

একক ঃ ৬। নিরাপত্তা, সেবা ও প্রাথমিক চিকিৎসা, নিরাপত্তার শিক্ষা (নিজের পরিবারে, বাইরের সমাজে)। প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে সাধারণ ধারণা ও সেবার মনোভাব নিয়ে শিক্ষিকা-শিক্ষক প্রয়োজনে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন। First-aid Box রাখার সুপারিশ করা প্রয়োজন।

একক ঃ ৭। শিক্ষিকা-শিক্ষক (প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত) নিয়মিত ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করবেন। কোনো শিক্ষার্থী দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে প্রয়োজনে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ ১। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণিতে স্বাস্থ্যশিক্ষার বয়সোপযোগী কিছুটা তাত্ত্বিক আলোচনা প্রয়োজন।

২। বিদ্যালয়গুলিতে সুযোগ সুবিধা অনুসারে শারীরশিক্ষার কার্যক্রম বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পরিবর্তন করা যেতে পারে।

৩। নিরাপত্তা, সেবা ও প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে হাতে-কলমে (Practical) অনুশীলনের প্রয়োজন। যথাসম্ভব দুর্ঘটনা পরিহার করতে শেখা।

শারীরশিক্ষা বিষয়ক কাজ ঃ

একক ঃ ৮। পূর্ববর্তী শ্রেণির কাজগুলি আরও উচ্চতর পর্যায়ে এই শ্রেণিতে অভ্যাস করাতে হবে।

বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠনমূলক খালি হাতে ব্যায়াম এবং ড্রিল ও মার্চিং, লাফানো, ডিগবাজি খাওয়া, হাঁটুমুড়ে বসে মাটিতে মাথা ঝোঁকানো, মাটিতে চিত হয়ে শুয়ে দুপায়ে সাইকেল চালানো, দুপাশে পা ছড়িয়ে দেহকে সামনে ঝোঁকানো, একপায়ে লাফানো, জোড়াপায়ে লাফানো, সামনে ঝুঁকে হাত দিয়ে পায়ের আঙুল ছোঁওয়া, হাতির মতো চলা। আদেশ অনুযায়ী সোজা হও, আরামে দাঁড়াও, সামনে চলো, থামো, ডাইনে ফেরো, বাঁয়ে ফেরো, পিছনে তাল রাখো।

একক ঃ ৯। সহজসাধ্য খেলা ঃ

ক) অনুকরণ জাতীয় খেলা — অশ্বচালনা, রেলগাড়ি, নেতা খোঁজা, নেতাকে অনুসরণ করা, স্ট্যাচু খেলা।

খ) তাড়া-করা জাতীয় খেলা — চোর-পুলিশ, জুড়ি খোঁজা, কানা মাছি, বুড়ি-ছোঁওয়া, বিভিন্ন ধরনের ছোঁওয়াছুঁয়ি খেলা।

গ) ছড়ার মাধ্যমে খেলা - বড়কির বোন ছুটকি, বাজি রাখল বীর পালোয়ান, ফুলকো লুচি, মুনিরাম মুনশি, ছোট্ট মেয়ে পান্না।

ঘ) রিলে গেম্‌স জাতীয় খেলা —

(১) সরঞ্জামের সাহায্যে - বল, বিন ব্যাগ, হুপ্‌ ইত্যাদি।

(২) বিনা সরঞ্জামে - ছুঁয়ে দৌড়ে আসা, ফ্রগ রিলে, স্কিলিং রিলে, আঁকা বাঁকা রিলে, ক্যাঙারু রিলে, বল বাউন্সিং রিলে।

একক ঃ১০। ছন্দোবদ্ধ ক্রিয়াকলাপ -

তরুণদল, চলো যাই, মোরা শিখব লেখা পড়া, ছুটব খেলব হাসব, বীরনৃত্য।

ক) লোকনৃত্য ঃ ঝুমুর, সারি, বাউল, করম নাচ, পাতানাচ।

খ) জিমন্যাসটিক্স ঃ (প্রস্তুতিমূলক অভ্যাস) খরগোশের মতো লাফ, ডিগবাজি খাওয়া (সামনে ও পিছনে), গোরুর গাড়ির চাকা, ব্যাঙ ভাসা।

গ) যোগাসন ঃ প্রস্তুতিমূলক অভ্যাস - পূর্ববর্তী আসনগুলির অভ্যাস ও ভুজঙ্গাসন, সর্বাঙ্গাসন, ধনুরাসন।

ঘ) অ্যাথলেটিকস ঃ অনুশীলনী ঃ ৫০ মিটার দৌড়, দীর্ঘলম্ফন, দাঁড়িয়ে জোড় পায়ে লাফানো, উচ্চ লম্ফন, টেনিস বল ছোঁড়া।

ঙ) সন্তরণ - প্রস্তুতিমূলক অনুশীলন।

চ) নিয়মানুগ খেলাধূলার অভ্যাস - কবাডি, খো খো, ফুটবল, টেনিকোয়েট, থ্রো বল।

ছ) দেশজ খেলা - দাঁড়িয়ে বাঁধা, ল্যাংচা, আঞ্চলিক খেলা।

জ) নিয়মিত শরীরসচেতনতা - শিক্ষকদ্বারা শরীর সচেতনতা বৃদ্ধি মূলক তালিকা প্রস্তুত করা - উচ্চতা, ওজন, ছাতির মাপ এবং শারীরিক অসুস্থতার বিবরণ তিনমাস অন্তর লিপিবদ্ধ করা।

পঞ্চম শ্রেণি

আনুমানিক গড় বয়স ৯+

সময় - প্রতিদিন ৩০ মিনিট

পর্বভিত্তিক প্রাপ্তব্য পিরিয়ডের সংখ্যা

(মূল্যায়ন সহ)

১ম পর্ব - (মে - আগস্ট) - ৪১

২য় পর্ব - (সেপ্টেম্বর - ডিসেম্বর) - ৩৭

৩য় পর্ব - (জানুয়ারি - এপ্রিল) - ৫৭

কৃত্যসূচি

স্বাস্থ্যশিক্ষা বিষয়ক কাজ ঃ

একক ঃ ১। দেহের গঠন ও কার্যাবলি

ক) নিজের ইন্দ্রিয়গুলির দৈহিক গুরুত্ব, সেগুলির যত্ন করা বা অবহেলা করার ফলাফল (চোখ, কান, নাক, জিহ্বা, ত্বক)।

খ) দেহভঙ্গি বিকৃত বা সুঠাম দেহভঙ্গি।

একক ঃ ২। ব্যক্তিগত ও পরিবেশগত পরিচ্ছন্নতা।

ক) স্থানীয় পরিবেশ যে বিভিন্ন রকমে দূষিত হয় তা জানা। বিশুদ্ধ পরিবেশে বাস করার

প্রয়োজনীয়তা। গৃহ, বিদ্যালয় ও বৃহত্তর পরিবেশকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব / সামাজিক চেতনা।

খ) মলমূত্র ত্যাগের বিভিন্ন স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা - খাটা পায়খানা ও স্যানিটারি পায়খানার প্রাথমিক ধারণা, প্রস্রাবত্যাগের স্থান সাফাই (গৃহে ও বিদ্যালয়ে)।

গ) প্রাত্যহিক অভ্যাসসমূহ - নিয়মিত স্নান, লোমকূপ ও ত্বকের পরিচ্ছন্নতা, প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির প্রাত্যহিক অভ্যাস সমূহের অনুশীলন।

ঘ) পানীয় জল সংরক্ষণ ও সরবরাহ ব্যবস্থা / গৃহে / বিদ্যালয়ে, শহর ও গ্রামে।

ঙ) নিদ্রা / নিদ্রার প্রয়োজনীয়তা, বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তা।

একক ঃ ৩। সংক্রামক রোগ ও তার নিয়ন্ত্রণ এবং তৎসংক্রান্ত সামাজিক চেতনা।

একক ঃ ৪। নিরাপত্তা, সেবা ও প্রাথমিক চিকিৎসা ঃ

নিরাপত্তার শিক্ষা (নিজের পরিবারের এবং পরিবারের বাইরের সমাজের) প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে সাধারণ ধারণা ও সেবার মনোভাব জাগ্রত করা, প্রাথমিক সুশ্রূষা।

একক ঃ ৫। পুষ্টিকর সুষম খাদ্য ও শরীরিক বিকাশ ঃ সুষম খাদ্য ও পুষ্টি, পুষ্টিহীনতাজনিত রোগ, রিকেট, বেরিবেরি - প্রতিকার, সামাজিক চেতনা।

একক ঃ ৬। স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমাজ- সেবামূলক কাজ ঃ স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে স্থানীয় বিভিন্ন স্বাস্থ্যকর্মসূচিতে অংশ গ্রহণ এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন।

একক ঃ ৭। শিক্ষিকা-শিক্ষক দ্বারা শিক্ষার্থীদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং স্বাস্থ্যপত্র নিয়মিত রক্ষা করা। কোনো ছাত্র-ছাত্রী দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে তিনি উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

একক ঃ ৮। প্রশিক্ষিত শিক্ষিকা-শিক্ষক প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক চিকিৎসা করবেন। এ কারণে প্রতিটি বিদ্যালয়ে প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জাম (First-aid Box) সরবরাহ করার সুপারিশ করা হয়েছে।

শারীরশিক্ষা বিষয়ক কাজ ঃ

পূর্ববর্তী শ্রেণির কাজগুলি আরও উচ্চতর পর্যায়ে এই শ্রেণিতে অভ্যাস করতে হবে।

একক ঃ ৯। বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠনমূলক খালিহাতে ব্যায়াম (ক্যালিস্থেনিক্স) এবং সরঞ্জামের সাহায্যে (যেমন পতাকা, রিং, পুহ), গঠন মূলক ব্যায়াম - এগুলি রাখতে হবে।

একক ঃ ১০। ছন্দোবদ্ধ ক্রিয়াকলাপ ঃ কাঠিনৃত্য, বীরনৃত্য কোদালচালাই, ব্রতচারী, শের খাঁর মরন নাচ (স্কাউট), অ্যারোবিক্স (Arobics) কিছু অংশ।

ক) লোকনৃত্য ঃ জারি, ধামাইল, ব্রতনৃত্য।

খ) যোগাসন ঃ পূর্বশ্রেণির আসনগুলির অনুশীলন, মৎস্যাসন, সলভাসন, গোমুখাসন, হলাসন।

গ) জিমন্যাস্টিক্‌স্ পূর্ব শ্রেণির বিষয়গুলির অনুশীলন, প্রতিযোগিতামূলক কার্যকলাপের প্রয়োগ, পিরামিড, নয়নফেলা (আর্চ), হেড স্ট্যাণ্ড, হ্যাণ্ড স্ট্যাণ্ড, ময়ূর চলা, টাইগার ব্যালান্স, হ্যাণ্ড স্প্রিং।

ঘ) মল্লক্রীড়া ঃ লাঠি, কুস্তি, ক্যারাটে।

ঙ) অ্যাথলেটিক্স্ ঃ নিয়মানুগ প্রতিযোগিতার অভ্যাস - দৌড় (স্বল্পপাল্লা ও দূর পাল্লার), দীর্ঘলম্ফন, উচ্চলম্ফন, লৌহবল নিক্ষেপ এবং রিলে রেস।

চ) নিয়মানুগ সন্তরণের অনুশীলন।

ছ) নিয়মানুগ খেলাধূলা - কবাডি, ফুটবল, খো খো, থ্রোবল, টেনিকেয়েট, ক্রিকেট।

জ) দেশজ খেলা ঃ বুড়ি-বসন্ত, দাঁড়িয়া বান্ধা, মুরগির লড়াই এবং আঞ্চলিক খেলা।

একক ঃ১১। ক্রীড়া দিবস ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ঃ অংশগ্রহণ ও পরিচালনা।

একক ঃ১২। বহির্ভ্রমণ, অভিযান ও শিবির জীবনের প্রাথমিক প্রস্তুতি ও অনুশীলন (পরিবেশ পরিচিত, প্রকৃতি পাঠ, স্বনির্ভরতা, কম্পাসের ব্যবহার ও দিক নির্ণয়, দড়ির বিভিন্ন প্রকার গিট বাঁধা।)

একক ঃ১৩। শারীরিক সক্ষমতা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও নথিকরণ (শিক্ষক-শিক্ষিকা দ্বারা)।

কিছু বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় ঃ

১। বর্তমানে রাজ্যজুড়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে জিমন্যাসটিক্স, অ্যাথলেটিক্স্ এবং নিয়মানুগ খেলাধুলার গুরুত্ব বৃদ্ধি বাঞ্ছনীয়।

২। বহির্ভ্রমণ, শিবির ইত্যাদি পরিচালনা কালে বিশেষ সতর্কতা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

৩। সুষম খাদ্য সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের কিছুটা তাত্ত্বিক ধারণা দেওয়া প্রয়োজন।

৪। পালস্ পোলিও টিকাকরণ কর্মসূচি অথবা মেলা ইত্যাদিতে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রচার অভিযানে শিক্ষক শিক্ষিকারা ছাত্রছাত্রীদের স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে অংশগ্রহণে অনুপ্রাণিত করতে পারেন। স্থানীয় পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার এবং পরিবেশ সচেতনা গড়ে তোলবার অভিযানেও শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করতে হবে।

৫। পিরিয়ড ঃ প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত প্রতি সপ্তাহে সোম থেকে শুক্রবার পর্যন্ত ৩০ মিনিটের পিরিয়ড।

শিক্ষিকা-শিক্ষকের প্রতি

স্বাস্থ্যশিক্ষা বিষয়ককাজ ও শারীরশিক্ষা বিষয়ক কাজ সম্পাদনের জন্য পর্বভিত্তিক ও প্রাপ্তব্য পিরিয়ডগুলি নির্দিষ্ট করা হয়েছে বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো, ছাত্রছাত্রীদের সামর্থ্য এবং প্রয়োজন-অনুযায়ী। সেই পিরিয়ডগুলিকে কাজে লাগাতে হবে। (সম্ভাব্যস্থলে সব কাজ করতে পারলে ভালো হয়।)

শারীরশিক্ষা বিষয়ক কাজের অঙ্গহিসেবে খেলাধুলা বা অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে অবশ্য স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ক কাজকেও সমানগুরুত্ব দিতে হবে। অর্থাৎ স্বাস্থ্য-সচেতনতা, স্বাস্থ্যভ্যাস গড়ে তোলা বিষয়ের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে (সমষ্টিগতভাবে অন্যতম অবশ্যকরণীয় কাজ হিসাবে ছাত্রছাত্রীদের ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে পরীক্ষা করবেন এবং কোন দুর্বলতা দেখা দিলে সংশোধনের নির্দেশ দেবেন।)

স্বাস্থ্যশিক্ষা বিষয়ক কাজের অন্যতম অবশ্যকরণীয় বিষয় — ছাত্রছাত্রীদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করবেন। (নিজেরা প্রশিক্ষিত হয়ে এবং চিকিৎসক / স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সহায়তায়)।

কোনো ছাত্র বা ছাত্রী কোনো সংক্রামক / দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে সুরাহার জন্যে সত্বর ব্যবস্থা গ্রহণ

করবেন — অভিভাবক / অভিভাবিকার দৃষ্টি আকর্ষণ, স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্র বা সরকারি হাসপাতালে শিক্ষার্থীকে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করতে হবে।

কোনো ছাত্র বা ছাত্রী বিদ্যালয়ে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে কিংবা তার কোনো চোট-আঘাত লাগলে প্রাথমিক চিকিৎসার দায়িত্ব আপনাকেই নিত হবে। অবশ্য প্রয়োজনে এ বিষয়ে বিদ্যালয় প্রধান, অন্য শিক্ষিকা-শিক্ষক এবং ছাত্রছাত্রীরা সাহায্য করবেন।

মূল্যবোধের শিক্ষা

ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব গড়ে উঠবে।

'স্বাস্থ্যই সম্পদ' এ বোধের জাগরণ ঘটবে এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী বন্ধু ছাত্রছাত্রীরাই যে দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক এ কথা বুঝতে পারবে।

স্কুলের মধ্যে কোনো বন্ধু ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন খেলায় অংশগ্রহণ করার ফলে সমস্তরকম বিভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধ হবার মানসিকতা গড়ে উঠবে। এভাবেই ক্রমে ক্রমে জাতীয় সংহতি গড়ে উঠতে পারবে এবং সাম্প্রদায়িকতার মনোভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারবে তারা।

সুস্থ শরীর ও সুস্থ মনের অধিকারী ছাত্রছাত্রীরাই যে ভবিষ্যতে দেশকে গড়ে তুলতে এবং তার সমৃদ্ধিতে প্রধান ভূমিকা পালন করতে পারে, এ বোধ জাগবে।

স্বেচ্ছাসেবার মনোভাব গড়ে উঠবে - বন্যা, ভূমিকম্প-জাতীয় প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সেবায় এগিয়ে যাবে।

স্বাস্থ্যাভ্যাস, স্বাস্থ্য সচেতনতা, সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ, বিভিন্ন প্রতিষেধক ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়ে প্রচার অভিযানের মধ্য দিয়ে স্থানীয় জনসাধারণকে অবহিত করার মাধ্যমে সমাজ সেবামূলক প্রেরণা লাভ করবে ছাত্রছাত্রীরা।

বিঃদ্রঃ- স্বাস্থ্যশিক্ষা ও শারীরশিক্ষা বিষয়ক কাজের বাস্তব প্রয়োগ বিষয়ে কিছু সুপারিশ ঃ

ক) শারীর শিক্ষাবিষয়ক কাজে পরামর্শ এবং প্রশিক্ষণ দেবার ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

খ) স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ক কাজেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যেমন, সংক্রামক রোগের টিকাকরণ, স্বাস্থ্য সচেতনতা সম্বন্ধীয় প্রচার অভিযানে বিভিন্ন বিশ্বস্ত এবং নিবেদিত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

বিষয়

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক, সৃজনশীল ও উৎপাদনাত্মক কাজ

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ঃ

প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যক্রমে বই পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশু শিক্ষার্থীর হাতে-কলমে কাজ করার ব্যবস্থাও রয়েছে। অর্থাৎ পঠনপাঠন নির্ভর কাজের সঙ্গে করণীয় কাজকে সংযুক্ত করা হয়েছে। স্বাভাবিক কর্মচঞ্চল শিশুদের হাতে-কলমে কাজে নিযুক্ত করলে একদিকে যেমন শারীরিক পরিশ্রমের ফলে স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটবে, অপরদিকে মস্তিষ্কের বিকাশ সাধনের সঙ্গে সঙ্গে সৃজনশীলতার আনন্দও তারা লাভ করবে। এই সৃজনশীলতার বীজ শিশুর মধ্যেই থাকে, বিদ্যালয়ের আঙিনায় তার ব্যবহার এবং পরিপুষ্টির মধ্য দিয়ে তার ক্রমশ উন্মেষ ঘটে থাকে।

একারণেই প্রাথমিক পাঠ্যক্রমে প্রাথমিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে স্বাস্থ্যশিক্ষা ও শারীরশিক্ষা বিষয়ক কাজ এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক, সৃজনশীল ও উৎপাদনাত্মক কাজ-এর উপর। সুস্থ শরীর ব্যতীত সুস্থ মন গড়ে উঠতে পারেনা এবং এ দুটির সমন্বয় ব্যতীত কোনোকিছু গ্রহণ করা, ধারণা করা, বা করে ওঠা সম্ভব নয়। উপরন্তু চলনাম সমৃদ্ধ জীবনের সমস্ত কিছুর সঙ্গে সংযোগ রক্ষার জন্যে, আপন পরিবেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হয়ে তার থেকে তথ্য সংগ্রহ করে নিজহাতে করে দেখানোর প্রবণতাই শিশুকে কর্মক্ষম এবং সমাজমনস্ক করে তুলতে সাহায্য করে।

পুনর্নবীকৃত পাঠ্যক্রমে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা মূলক, সৃজনশীল ও উৎপাদনাত্মক কাজকে দুটি ভিন্ন বিষয়ে বিন্যস্ত না করে একটি বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যদিও কর্মনির্ভর বিষয়ের কাজগুলির তালিকা আলাদা ভাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। আমরা আশা করি, সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়গুলি পরিকাঠামো, শিক্ষার্থীদের করণ ক্ষমতা, সংগ্রহসাধ্য উপকরণ ইত্যাদি বিবেচনা করে প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের দিয়ে কাজগুলো করিয়ে নেবেন। কাজগুলির বিচার সংখ্যা বা পরিমাণের ভিত্তিতে নয়, গুণগত মানের ভিত্তিতে বিবেচ্য হওয়া উচিত এবং ব্যাবহারিক জীবনে তাদের প্রয়োজনের দিকেও বিশেষ নজর দিতে হবে। তবে কয়েকটি বিষয়, যেমন, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজের অন্তর্গত, তা সব শ্রেণীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

প্রসঙ্গত, পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্যদ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক, সৃজনশীল ও উৎপাদনাত্মক কাজ - এর উপর একটি পাঠন-শিখন সম্ভার প্রস্তুত করেছে। পর্যদের উদ্দেশ্য, এই পাঠন-শিখন-সম্ভার সহযোগে রাজ্যের সমস্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা-শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে এই বিষয় পরিচালনার ক্ষেত্রে সচেতন করা হবে। তাঁরা সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের শিশুদের সক্রিয় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে আগ্রহী করে তুলতে পারবেন এবং বিষয়টি শুধুমাত্র পাঠ্যক্রমের অংশীভূত না থেকে বাস্তব রূপলাভ করতে পারবে।

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজ

পাঠ্যক্রমে "প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক" কাজের স্থান

শিশুর শিক্ষা বিদ্যালয়ে এবং বিদ্যালয়ের বাইরে লব্ধ অভিজ্ঞতার সমষ্টি। বিদ্যালয় এবং বিদ্যালয়ের বাইরের পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক, সামাজিক ও প্রাকৃতিক জীবন থেকে শিশু বহু প্রকারের অভিজ্ঞতা আহরণ করে। এই অভিজ্ঞতা সে অন্যদের সঙ্গে আদান-প্রদান করে। এই অভিজ্ঞতা থেকেই জীবনযাপনের উপাদনসমূহের ভাণ্ডার গড়ে ওঠে।

শিক্ষার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহের সার্থকতার জন্য বিদ্যালয় এবং বিদ্যালয়ের বাইরে লব্ধ বহুবিধ অভিজ্ঞতাকে

সুসংবদ্ধ, সাঙ্গীকৃত, মার্জিত ও পরিচালিত করার প্রয়োজন আছে। তা ছাড়া বিদ্যালয়ের সামূহিক জীবনে এমন একটি কাজের ও অভিজ্ঞতার পরিবেশ সৃষ্টি করা যায় যেখানে পাঠ্যক্রমের বিভিন্ন বিষয়ে পৃথকভাবে পাওয়া জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা-সমূহ বাস্তব পরিবেশে প্রয়োগের মধ্য দিয়ে সমৃদ্ধ ও প্রাণবন্ত হয়ে শিশুর কাছে অর্থবহ হয়ে উঠতে পারে। পাঠ্যক্রমের সাঙ্গীকরণের এই প্রচেষ্টা যতই সার্থক হবে ততই পাঠ্যক্রম জীবনকেন্দ্রিক হয়ে প্রাসঙ্গিকতা লাভ করবে। এই উদ্দেশ্য মনে রেখে পাঠ্যক্রমে "প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক" কাজের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

যে সকল অভিজ্ঞতার সাথে শিশুর প্রত্যক্ষ সংযোগ আছে, যেগুলি শিশুর শারীরিক, বৌদ্ধিক, সামাজিক ও পারিবেশিক এবং নৈতিক বিকাশে বাঞ্ছিত পরিবর্তনের সহায়ক এবং যে অভিজ্ঞতাগুলি শিক্ষকের পক্ষে পরিচালনা করা সম্ভব, কেবলমাত্র সেগুলিই পাঠ্যক্রমের এই গুরুত্বপূর্ণ অংশে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। পাঠ্যক্রমের এই অংশটি প্রবর্তনের জন্য কোনও পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজন নেই। মূলত নিকটের পরিবেশকে অবলম্বন করে পাঠ্যক্রমের সম্প্রসারণ ঘটিয়ে তাকে জীবনমুখী করবেন শিক্ষিকা-শিক্ষকরা।

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কার্যসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ

(১) উন্নততর জীবনযাপনের উপযুক্ত শিক্ষা এবং পুস্তককেন্দ্রিক শিক্ষার মধ্যে যে বিচ্ছিন্নতা থেকে যায় তা দূরীকরণ করা।

(২) বিদ্যালয়-জীবন আনন্দময় ও অর্থবহ করে তোলা।

(৩) সর্বপ্রকার কাজের প্রতি আগ্রহ, শ্রদ্ধাবোধ এবং কাজের প্রাথমিক দক্ষতা সৃষ্টি করা, কর্মসংস্কৃতির মনোভাব গঠন।

(৪) পারস্পরিক সহযোগিতামূলক সমাজ-জীবন যাপনের বিভিন্ন দিক এবং অবস্থা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা।

(৫) সমাজের বিভিন্ন দিকের সঙ্গে পরিচিতি ঘটানো, মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বৃদ্ধি, গণতান্ত্রিক জীবনযাপনের উপযোগী মনোভাব এবং সুনাগরিকসুলভ অভ্যাস গঠন করা।

(৬) জীবনযাপন আরও উন্নত করবার জন্য আগ্রহ জন্মানো এবং সেই উদ্দেশ্যে লব্ধ শিক্ষার উপযুক্ত প্রয়োগ করার কাজে উৎসাহ এবং প্রয়োজনীয় নতুন তথ্য সংগ্রহ ও নতুন বিষয় শেখার কাজে আগ্রহ সৃষ্টি করা।

(৭) সমাজ-জীবন থেকে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে দলগত আলোচনা ও তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রভৃতি প্রত্যক্ষ শিখনমূলক কাজে অভ্যাস গঠন।

(৮) বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সাঙ্গীকরণ।

(৯) সমাজ ও পরিবেশ উন্নয়নমূলক কাজকর্মে অংশগ্রহণে আগ্রহী করে তোলা।

(১০) সুস্থ সংস্কৃতিমনস্ক করে তোলা, বিশেষত স্থানীয় এবং বাংলার ও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করা।

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজের যে উদ্দেশ্যগুলি উল্লেখ করা হল সেগুলির দিকে লক্ষ রেখে মূলত দুই ধরনের কাজ করা যায় এবং এই সব কাজের মধ্য দিয়ে যে সব কাম্য সামর্থ্য শিশু অর্জন করতে পারবে ও মূল্যবোধের শিক্ষা লাভ করতে পারবে, সেগুলি সম্পর্কে শিক্ষক মহাশয় সজাগ থাকবেন। নীচে কাজগুলির শ্রেণিবিভাগ, কাম্য সামর্থ্য ও সংশ্লিষ্ট মূল্যবোধের উল্লেখ করা হল ঃ

(ক) শিশুর নিজস্ব পারিবারিক ও সমাজজীবন ভিত্তিক কাজ।

(খ) শিশুর বিদ্যালয় জীবনের প্রাত্যহিক ও নিত্য নৈমিত্তিক কাজ ও উৎসব অনুষ্ঠানের কাজ।

(১) **শিশুর নিজস্ব, পারিবারিক ও সমাজীবন-ভিত্তিক কাজ ঃ** (১) ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য রক্ষা সংক্রান্ত কাজ, পরিষ্কার জামাকাপড় পরা, মাথা আঁচড়ানো, নখ কাটা, সময়মত স্নান, খাওয়া ও শোওয়া, স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে পানীয় জল সংরক্ষণ ইত্যাদির অভ্যাস গড়ে দিতে হবে। এই শেখা ও শেখানোর ক্ষেত্রে দায়িত্বে থাকবেন। শিক্ষিকা-শিক্ষক। অনুরূপভাবে নিজের বাড়িঘর ও আশপাশ পরিষ্কার রাখা, বাড়িতে নিজের বইপত্র গুছিয়ে রাখা, আবার সমাজজীবনে নিজের গ্রামের বিভিন্ন পেশার লোকজনের বিষয়ে ওয়াকিবহাল থাকা, গ্রামের ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েত ইত্যাদি সম্পর্কে জানা, গ্রামের ডাকঘর, খোলা হাট বাজার ইত্যাদি সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করা ইত্যাদি। ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সমাজ জীবনে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে থাকতে পারা, স্বাস্থ্য সচেতন হয়ে ওঠা ইত্যাদি কাম সামর্থ্যের কথাও এই প্রসঙ্গো মনে রাখা দরকার। **মূল্যবোধের শিক্ষা ঃ** মানুষ সমাজবদ্ধ জীব আর পরিচ্ছন্নতাই পবিত্রতা। এই দুটি মূল্যবোধ শিক্ষক মহাশয় শিক্ষার্থীর মধ্যে গেঁথে দেবেন।

(২) **বিদ্যালয় জীবনের প্রাত্যহিক ও নিত্য নৈমিত্তিক কাজ এবং উৎসব অনুষ্ঠানের কাজ ঃ** প্রতিদিন বিদ্যালয়ের শুরুতে সব শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা সমবেত হবে। প্রতিদিন সমাবেশে শিশুরা শ্রেণিগতভাবে দৈনিক সংবাদ লিখে এনে পড়বে। সম্ভব হলে বোর্ডে চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির শিশুরা চার-পাঁচটি মূল বিষয় লিখে রাখবে। এই সময়ে সমবেত সঙ্গীত ও প্রেরণা মূলক পাঠ হতে পারে। কাম্যসামর্থ্য ঃ সমবেতবাবে ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে কাজ করতে পারা। সহযোগিতা করা, ও নেতৃত্ব দিতে পারা। **মূল্যবোধের বিকাশ ঃ** সমবেতভাবে কাজ করার সুবিধা এবং সহাযোগিতার মাধ্যমে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করা।

(৩) **শ্রেণি সজ্জার কাজ ঃ** শ্রেণীকক্ষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার কাজ, বিদ্যালয় ও তার আশপাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার কাজ ও প্রয়োজন অনুসারে অন্য কোনো কাজ। কাম্য সামর্থ্য ঃ শ্রেণিকক্ষ, বিদ্যালয় গৃহ ও তার চারপাশ পরিষ্কার রাখতে পারা। **মূল্যবোধ ঃ** সৌন্দর্যবোধ, কর্মোদ্যোগ, সহযোগিতা, সংঘবদ্ধতা।

(৪) **বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস ঃ** কৃতী ব্যক্তিদের জন্মদিবস ও স্থানীয় ভিত্তিতে নাটকাভিনয়, বৃক্ষরোপণ উৎসব, শিক্ষক দিবস, অভিভাবক দিবস, স্থানীয় উন্নয়ন দিবস, গ্রাম দিবস ইত্যাদি পালন। বিদ্যালয়ের বিশেষ অনুষ্ঠান, যথা ক্রীড়ানুষ্ঠান, নাটকাভিনয়, বিনোদন মূলক অনুষ্ঠান; কাম্য সামর্থ্য ঃ এই সব উৎসব অনুষ্ঠানের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারবে। **মূল্যবোধ ঃ** আন্তর্জাতিকতা ও জাতীয়াবোধ, সমবেত প্রচেষ্টা, ঐক্য ও সংহতি বোধ, সংস্কৃতিমনস্কতা।

(৫) **আলোচনা সভা, পাঠচক্র এবং সাহিত্যসভার অনুষ্ঠান ঃ** প্রয়োজনে গ্রামের বিশিষ্ট মানুষ, গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য / সদস্যা, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কর্ণধার, চিকিৎসক বা স্বাস্থ্য কর্মীদের বিদ্যালয়ে আমন্ত্রণ করা। কাম্য সামর্থ্য ঃ নিজের গুণাবলি সম্পর্কে সচেতন হতে পারবে। মূল্যবোধ ঃ অভিব্যক্তি, পারদর্শিতা ও উদ্ভাবনী শক্তি।

(৬) **পর্যবেক্ষণ, তথ্য সংগ্রহ ঃ** পর্যবেক্ষণমূলক কাজ - স্থানীয় ইতিহাস, স্থানীয় ভৌগোলিক বৈচিত্র্য, স্থানীয় শিল্প, স্বাস্থ্য, উদ্ভিদ ও প্রাণীজগৎ, সংযোগ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, খেতখামার, বিভিন্ন ঋতুতে মানুষের কাজ ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে তথ্য সংগ্রহ, বিবরণী

লেখার কাজ। এছাড়া করে দেখা, করে শেখা ইত্যাদি কিছু পরীক্ষামূলক কাজ করানো যেতে পারে। কাম্য সামর্থ্য ঃ পর্যবেক্ষণ করতে, পরীক্ষা, অভীক্ষণ ও তথ্য সংগ্রহ করতে শিখবে। পরিবেশ সম্পর্কে উৎসাহ জন্মাবে। **মূল্যবোধ ঃ** অনুসন্ধিৎসা, কর্মোদ্যোগ, আগ্রহ ও উদ্ভাবনী শক্তি ইত্যাদি।

(৭) চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির জন্য কিছু সমাজসেবামূলক কাজও নির্দিষ্ট করা যেতে পারে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে পরিবেশ পরিচিতির জন্য সামাজিক দৃশ্যকল্প রচনার বিষয়ও এক্ষেত্রে ভাবা যেতে পারে। কাম্য সামর্থ্য ঃ সেবার মনোভাব জাগরিত হবে, সামাজিক পরিবেশের বাস্তব দিক সম্পর্কে জানবে। **মূল্যবোধ ঃ** আগ্রহ, কর্মোদ্যোগ, সহযোগিতা ও নেতৃত্ব।

প্রত্যেক বিদ্যালয় স্থানীয় অবস্থা ও বিদ্যালয়ের বিশেষ পরিস্থিতি অনুযায়ী কার্যসূচি ও সময় বণ্টন স্থির করে দেবেন। নতুন নতুন কাজের কথাও বিবেচনা করবেন। বলাবাহুল্য, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা মূলক কাজগুলির মধ্যে দিয়ে যে সব কাম্য সামর্থ্য ও মূল্যবোধ গঠিত হওয়া সম্ভব বলে বিবেচিত হতে পারে, সেগুলি চারটি মূল ভাগে ভাগ করে দেখানো যেতে পারে ঃ

(১) অনুসন্ধিৎসা, অভিব্যক্তি, উপলব্ধি ও অনুকরণ।

(২) কর্মোদ্যোগ, কর্মমনস্কতা ও কর্মসংস্কৃতি, আগ্রহ, একাগ্রতা ও নিষ্ঠা, সহযোগিতা, দলগত ও সমবায়িক কাজের প্রতি শ্রদ্ধা ও নেতৃত্ব।

(৩) পারদর্শিতা ও উদ্ভাবনী শক্তি।

(৪) বিশেষ গুণাবলি ও উল্লেখিত মূল্যবোধের বিকাশ।

সবশেষে উল্লেখিত মূল্যবোধের বিকাশ সম্পর্কে দুচারকথা বলা দরকার। কোন্ ক্ষেত্রে কোন্ মূল্যবোধ সংশ্লিষ্ট, সে সম্পর্কে শিক্ষক মহাশয়ের সজাগ দৃষ্টি রাখা দরকার। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজের যে ক্ষেত্রগুলির উল্লেখ করা হয়েছে তার প্রতিটি ক্ষেত্রের মূল কাম্য সামর্থ্য ও সংশ্লিষ্ট মূল্যবোধের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

মূল্যায়ন ঃ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজের ক্ষেত্রে শিক্ষিকা-শিক্ষক শেখা ও শেখানোর একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করবেন। শেখা- শেখানোর এই পরিকল্পনা রূপায়িত হতে থাকলে শিশুর মধে কাম্য সামর্থ্যগুলির বিকাশ ঘটতে থাকবে। আর এই বিকাশের ফল স্বরূপ কতগুলি অভিব্যক্তি বা লক্ষণ - আচার আচরণগত লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকবে। জ্ঞান, বোধ, দক্ষতা, প্রয়োগ ও মানসিকতা এবং দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ বিচার করাই হবে মূল্যায়ন। চিহ্নিত সামর্থগুলি অর্জনের মান বিচার করাই হবে মূল্যায়নের মূল লক্ষ্য। খুব ভালো, ভালো, গড়মানের, সন্তোষজনকনয় -চারটি অভিমত মূলক - ক, খ, গ, ঘ এই চার মাত্রার পারদর্শিতার মান (grading) স্থির করতে হবে। কাজে নিয়মিত অংশ গ্রহণ, আগ্রহ, একাগ্রতা, ঐকান্তিক চেষ্টা, দলবদ্ধ ভাবে ও সমবায়িক কাজে অংশ গ্রহণে উৎসাহ ইত্যাদি অর্জনযোগ্য সামর্থ্যগুলোও মুল্যায়নের মাধ্যমে যাচাই করে নিতে হবে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজে তাৎক্ষণিক মূল্যায়নের চাইতে সাময়িক ও সামগ্রিক মূল্যায়নের উপরই বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। তবে কাজ শুরু করে শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে লক্ষ রাখতে হবে ও উল্লেখিত সামর্থ্যগুলির অর্জনের মান নথিবদ্ধ করে রাখতে হবে। কাজ সম্পূর্ণ হলে সামগ্রিক ভাবে মূল্যায়ন করা যাবে।

মোট প্রয়োজনীয় পিরিয়ড সংখ্যা ঃ সাধারণ ভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিধানের কাজ, স্বাস্থ্যসম্মত পানীয় জলের সংরক্ষণ, খবর লেখার কাজ, শ্রেণিসজ্জার কাজ, ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা পরীক্ষার কাজ ইত্যাদির জন্য প্রতিদিন ১৫ মিনিট করে বরাদ্দ করা যেতে পারে। সপ্তাহে মোট ৯০ মিনিট এই সব কাজের জন্য লাগবে। প্রতিদিন বিদ্যালয়ের শুরুতে সমাবেশ, সমবেত সংগীত, প্রেরণামূলক পাঠ ইত্যাদির জন্য প্রত্যহ ১৫ মিনিট করে মোট ৯০ মিনিট সপ্তাহে নির্দ্দিষ্ট থাকবে। দৃশ্যকল্প রচনা, ডাকঘর, হাট, হাসপাতাল, বিদ্যার্থীর আসর / সাহিত্য সভা ইত্যাদি ৩০ মিঃ করে

সময় নিয়ে সপ্তাহে একদিন করবে। প্রয়োজনে সপ্তাহে দুদিন করে অনুষ্ঠান করা যেতে পারে। বিভিন্ন দিবস / উৎসব অনুষ্ঠান পালনের জন্য অনুষ্ঠান প্রভৃতি অনুশীলন ও মূল অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা ইত্যাদির জন্য দুই পিরিয়ড সময় বরাদ্দ করা যেতে পারে। পরিবেশ পর্যবেক্ষণ, পর্যবেক্ষণ মূলক ভ্রমণ (ফেরিঘাট, রেল স্টেশন বা সমীক্ষার কাজ ইত্যাদি বাবদ প্রয়োজন ভিত্তিক সময়, ২/৩ পিরিয়ড নির্দিষ্ট করা যেতে পারে।)

বিশেষ নির্দেশ ঃ

বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্মদিন পালনের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হবে, তাঁদের সম্বন্ধে রচনা পাঠ ও তাঁদের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে আলোচনার উপর।

(১) বিদ্যালয়ের শুরুর সময়ে প্রারম্ভিক সমাবেশে এবং সুযোগ অনুযায়ী বিভিন্ন পর্বে ভাগ করে বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন স্তরভেদ অনুযায়ী প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজ হিসাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি করানো যেতে পারে। জন্মদিবস বাংলা বা ইংরেজি যে তারিখ ধরে পালিত হয় সেভাবেই উল্লেখ করা হল।

প্রথম পর্ব ঃ মে থেকে আগস্ট মাস

(১) নবাগত শিশুদের স্বাগত দিবস পালন।

(২) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২৫শে বৈশাখ) / নজরুল ইসলামের (৬ই জ্যৈষ্ঠ) / আচর্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের (২রা আগস্ট) জন্ম দিবস পালন।

(৩) যুদ্ধবিরোধী দিবস পালন - হিরোশিমা দিবস (৬ আগস্ট)।

(৪) শহিদ দিবস পালন - ক্ষুদিরামের জীবনদান দিবস (১১ আগস্ট)।

(৫) বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান।

(৬) বর্ষামঙ্গল উৎসব / রাখিবন্ধন উৎসব।

(৭) স্বাধীনতা দিবস পালন (১৫ই আগস্ট) / জাতীয় সংহতি দিবস উদ্‌যাপন।

(৮) বিদ্যালয় পরিবেশ পর্যবেক্ষণ ও নিকট ভ্রমণ ইত্যাদি।

(৯) অভিভাবক, পঞ্চায়েত ও অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে সভা।

(১০) মাতৃদিবস পালন।

(১১) বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন (৫ই জুন) - পরিবেশ সচেতনতা সম্পর্কিত পোস্টার প্রস্তুত করে আমন্ত্রণ মূলকভাবে পরিবেশ আন্দোলন গড়ে তোলা / অভিযান।

(১২) শ্রেণী সজ্জা এবং বিদ্যালয়ের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিধান / খবর বলা।

দ্বিতীয় পর্ব (সেপ্টেম্বর মাস থেকে ডিসেম্বর মাস)

(১) শিক্ষক দিবস পালন (৫ই সেপ্টেম্বর) - ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের জন্মদিন।

(২) আন্তজার্তিক সাক্ষরতা দিবস পালন (৮ই সেপ্টেম্বর)

(৩) বিদ্যাসাগরের জন্ম দিবস পালন (১২ই আশ্বিন, ইং-২৬শে সেপ্টেম্বর)

(৪) শিশুর নিকট-ভ্রমণ।

(৫) মহাত্মা গান্ধির জন্ম দিবস পালন (২রা অক্টোবর, ছুটি থাকায় পরদিন পালন করা যেতে পারে।)

(৬) শিশু দিবস উদ্‌যাপন, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর জন্মদিন (১৪ নভেম্বর)।

(৭) সামাজিক বিভিন্ন উৎসব (ধর্মীয় উৎসব বাদে) পালন - সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান / বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণী উৎসব।

(৮) 'আমার বই' এবং সৃজনশীল ও উৎপাদনাত্মক কাজের প্রদর্শনী।

(৯) বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর জন্মদিবস পালন (৩০শে নভেম্বর)

(১০) মহাপুরুষ / স্থানীয় কৃতী মানুষদের ছবি সংগ্রহ ও প্রদর্শনী। স্থানীয় শিক্ষাব্রতী শিক্ষিকা-শিক্ষকের সংবর্ধনা এবং তাঁদের কর্মকৃতির স্মরণ।

(১১) সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ - কবিতা-ছড়া-আবৃত্তি, গান, নাটিকার অভিনয় ইত্যাদি ও গদ্য পাঠের আসরের আয়োজন।

(১২) নারী দিবস (বেগম রোকেয়া, মাতঙ্গিনি হাজরা প্রমুখ নারীদের স্মরণ অনুষ্ঠান)।

তৃতীয় পর্ব (জানুয়ারি থেকে এপ্রিল মাস)

(১) স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিবস পালন (১২ই জানুয়ারি)।

(২) সুভাষচন্দ্র বসুর (নেতাজি) জন্ম দিবস পালন (২৩শে জানুয়ারি)।

(৩) প্রজাতন্ত্রদিবস পালন (২৬ শে জানুয়ারি)।

(৪) বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।

(৫) বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস পালন - (৭ই এপ্রিল) স্বাস্থ্য সচেতনতা সম্পর্কিত পোস্টার, প্ল্যাকার্ড ইত্যাদি প্রস্তুত করে অভিযান - আঞ্চলিক মানুষকে সংযুক্ত করা।

(৬) চড়ুইভাতি।

(৭) বাংলা নববর্ষ দিবস পালন (১লা বৈশাখ)।

(৮) অভিভাবক সভা, সাহিত্য সভা, বিতর্ক সভা ইত্যাদি।

(৯) মিলন দিবস / জাতীয় সংহতি দিবস (স্থানীয় সমস্ত শ্রেণির মানুষের মিলনোৎসব)।

(১০) ডঃ বি. আর. আম্বেদকরের জন্মদিন (১৪ই এপ্রিল) পালন।

(১১) সামাজিক দৃশ্যকল্প রচনা ও চরিত্রাভিনয় অনুষ্ঠান, বিতর্ক সভা (৫ম শ্রেণির জন্য)।

(১২) সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ - কবিতা আবৃত্তি এবং গদ্য পাঠের আসর, নাটক ইত্যাদি।

(১৩) স্থানীয়ভাবে এলাকা সাফাই, স্বাস্থ্য সচেতনতা, সমাজসেবামূলক কাজ এবং পরিবেশ সংরক্ষণের কাজ করা যেতে পারে।

(১৪) ছোটো ছোটো নাটিকার অভিনয় (পাঠ্য গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত বা শিক্ষা / বিজ্ঞান / কলাসম্পর্কিত বিষয় অবলম্বিত বিষয় বা অন্য কোনো শিক্ষামূলক বিষয় নিয়ে তৈরি)।

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা মূলক কাজের পরিকল্পনা

(১) শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সমবেত ভাবে প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য পর্ব ভিত্তিক কাজের তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। প্রত্যেকটি কাজ / অনুষ্ঠান শিশুদের কী ধরনের কাম্য সামর্থ্য অর্জনে সাহায্য করতে পারে সেগুলি লিপিবদ্ধ করতে হবে।

(২) প্রত্যেকটি কাজের জন্য দিনক্ষণ ও পরিচালন ব্যবস্থায় ছাত্র-শিক্ষকের ভূমিকা সুনির্দিষ্ট করতে হবে।

(৩) কোন কাজ / অনুষ্ঠান বিদ্যালয়ের সমস্ত শিশুকে নিয়ে করা হবে এবং কোনগুলি শ্রেণী ভিত্তিক করা হবে সেটি সুনির্দিষ্ট করতে হবে।

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা মূলক কাজের মূল্যায়ন

শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ কোনো কোনো কাজের ক্ষেত্রে এককভাবে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সামুদায়িক ভাবে, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজের মূল্যায়ন শিক্ষার্থীদের অংশ গ্রহণে আগ্রহ, ধারাবাহিকতা ও আন্তরিকতার পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সম্পন্ন করবেন। শিশুর কাজের উৎকর্ষ এবং পারদর্শিতা ও সামর্থ্য উন্নত করার প্রচেষ্টাকেও মূল্যায়নের ভিত্তি হিসাবে গণ্য করতে হবে।

মৌখিক পরীক্ষাকেও মূল্যায়নের কাজে অবশ্যই ব্যবহার করা যেতে পারে।

'প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজ' বিষয়টি যেহেতু মূলত ব্যাবহারিক, তাই মূল্যায়নের ফলাফল নম্বরে না দিয়ে গুণগত মানের (grading) (চারমাত্রার - ক, খ, গ, এবং ঘ) মাধ্যমে চিহ্নিত করাই সমীচীন।

সৃজনশীল ও উৎপাদনাত্মক কাজ

শিক্ষার লক্ষ্য হল, শিশুর অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশসাধন করা এবং শিশুকে তার সমাজ-জীবনের উপযোগী করে গড়ে তোলা। কেবল বই পড়ে এটি হতে পারে না। এর জন্য চাই পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে কাজও করতে হবে। এই কাজের ফলে শিশুর হাত-পা কর্মক্ষম হবে, পটুত্ব লাভ করবে। শুধু তাই নয়, এই কাজ তার মস্তিষ্কেরও বিকাশের সহায়তা করবে। কাজ করতে গেলে কেবল হাত-পায়েরই প্রয়োজন হয় না, মস্তিষ্কেরও প্রয়োজন হয়।

এই কাজ হবে তার নিজের, বিদ্যালয়ের ও সমাজজীবনের সকল প্রকার কাজ। তার মধ্যে সমাজের প্রয়োজনীয় উৎপাদনশীল কাজ থাকবে এবং শিশুর আত্মপ্রকাশের উপযোগী সৃজনশীল কাজও থাকবে। এই দুরকম কাজ পরস্পরবিচ্ছিন্ন হবে না। এমনভাবে কাজের ব্যবস্থা করতে হবে যেন একই সঙ্গে দুই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। প্রত্যেকটি কাজের লক্ষ্য হবে, শিশুর অথবা তার বিদ্যালয় বা সমাজের ব্যবহারোপযোগী কোনো দ্রব্য প্রস্তুত করা এবং সেটিকে যথাসাধ্য ছাত্রদের সামর্থ্য অনুযায়ী সুন্দর ও সুরুচিসম্মত করা। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা দরকার। স্থানীয় ভিত্তিতে নানা জিনিস উৎপাদিত হয়ে থাকে। কোথাও বা বাঁশের ঝুড়ি, ডালা, কুলো, কোথাও বা কাঠের খেলনা, কোথাও বা মুখোশ ইত্যাদি। বৃত্তিমুখী শিক্ষার কথা মনে রেখে উৎপাদনশীল কাজের মধ্যে এই জাতীয় কিছু বৃত্তিমূলক কাজ শেখানো যেতে পারে।

এখানে কয়েকটি কাজের কথা বলা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন পরিবেশের সুযোগসুবিধা ও প্রয়োজন অনুসারে অন্য কাজের কথাও চিন্তা করতে হবে। এই সকল কাজের মধ্যে যেকোনো একটি কাজ নির্বাচন করতে হবে এবং বিদ্যালয়ের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নির্দিষ্ট ক্রমানুসারে সকল ছাত্রই এই কাজ করবে। সম্ভব হলে এবং প্রয়োজন বোধ করলে একই বিদ্যালয়ে একাধিক কাজের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে একদল ছাত্র একটি করবে, অপর দল আর একটি। এই কাজ ছাড়াও বিদ্যালয়-সমাজের প্রয়োজন অনুযায়ী আরও কিছু কাজের ব্যবস্থা করা যেতে পারে - যেমন, ঝাঁটা তৈরি, আসন তৈরি, পাপোশ তৈরি, খাতা বা বই বাঁধানো, আলপনা দেওয়া, বিদ্যালয়

ও উৎসবস্থল সাজানো ইত্যাদি। বিষয় ভিত্তিক ছবি এঁকে শ্রেণীকক্ষের দেওয়ালে টাঙিয়ে দিতে হবে। বেশির ভাগ কাজই দলগত - ভাবে করতে হবে। যে দলের কাজ ভালো হবে সেই দলের কাজের নমুনাটি শ্রেণী কক্ষে বা বাইরে কোথাও প্রদর্শনের জন্য রাখা থাকবে।

শিক্ষার জন্যই কাজ। যন্ত্রবৎ উৎপাদনের কাজ - যেমন, একটা ছাঁচে ফেলে মডেল তৈরি করা শিক্ষার উপযোগী হিসাবে আদর্শ নয়। তেমনই কেবলমাত্র সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্য কিছু করাও - যেমন, বিনা প্রয়োজনে কাগজের নকশা কাটা - শিক্ষার অনুপযোগী। যে কাজ একঘেয়ে নয়, যে কাজের মধ্যে বিভিন্ন প্রক্রিয়া আছে, যে কাজের ফলে একটি ব্যবহারযোগ্য বস্তু তৈরি হবে এবং যে কাজ করে শিশু সৃষ্টির আনন্দ উপভোগ করবে, শিক্ষার পক্ষে সেই কাজই প্রশস্ত।

শিক্ষার জন্যে কাজ করতে গেলে যেমন-তেমন করে যা খুশি করা চলবে না। যে কাজই হোক, কাজের উদ্দেশ্য স্থির করে, উপযুক্ত পরিকল্পনা করে তারপর কাজ করতে হবে এবং কাজ হয়ে গেলে যে উদ্দেশ্যে কাজ করা হয়েছিল সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে কি না বিচার করে দেখতে হবে। কাজের প্রতি পদেই হাত-পায়ের সঙ্গো মনকেও কাজে লাগাতে হবে। কী কাজ করা হল সেটি বড়ো কথা নয়, শিক্ষার দৃষ্টিতে দেখতে গেলে কেমন করে কাজ করা হল সেটিই আসল কথা। সুতরাং সেই দিকে লক্ষ রাখতে হবে। উৎপাদিত দ্রব্যটি যেমন উঁচুমানের হওয় দরকার, তেমনি শিক্ষার দৃষ্টিতে কাজের পদ্ধতিও সুচিন্তিত ও যথোপযুক্ত হওয়া দরকার। কেন সেরকম করে করা হল সেটাও শিশুর বোঝা দরকার।

কাজের ভিতর দিয়ে শিশু জ্ঞান লাভ করবে এবং কর্মে দক্ষতা লাভ করবে এইটুকুই যথেষ্ট নয়। কাজের পরে তার মনোভাবের এবং অভ্যাসেরও পরিবর্তন হবে। কাজ করবার সময় এইদিকে দৃষ্টি থাকা চাই। আমাদের লক্ষ্য, সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত শ্রেণীহীন গণতান্ত্রিক সমাজ। এই প্রকার সমাজ রচনায় বুদ্ধিপ্রযুক্ত শারীরিক কাজের গুরুত্ব খুব বেশি। শিশুদের মনে শারীরিক শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ জাগাতে হবে। তাদের সুশৃঙ্খল শারীরিক শ্রমে অভ্যস্ত করতে হবে। প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে মানসিক শ্রমের সঙ্গো শারীরিক শ্রমের কাজও থাকবে।

উৎপাদনশীল ও সৃজনশীল কাজের মাধ্যমে শিশুদের মনে যাতে সহযোগিতার মনোভাব বৃদ্ধি পায় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। শিশুদের ছোটো ছোটো দলে বিভক্ত করে কাজ করতে দিতে হবে। এক-একজন এক একটা কাজের ভার নেবে এবং সকলে মিলেমিশে পরস্পরের সহায়তায় সমগ্র কাজটি সম্পন্ন করবে। এইভাবে কাজ করতে হলে কাজগুলিকে এক-একটা 'একক' (ইউনিটে ভাগ) করে তাকে একটা প্রকল্পের রূপ দেবার চেষ্টা করতে হবে। উৎপাদনাত্মক কাজের মাধ্যমে সুশৃঙ্খলভাবে কর্মসম্পাদনের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

পাঠ্যক্রম যত ভালো করেই রচনা করা হোক না কেন, যে-নীতি অনুসারে পাঠ্যক্রম রচিত হয়েছে, সেই নীতিকে উপযুক্তভাবে দৈনন্দিন কাজের মধ্যে রূপায়িত করবার চেষ্টা যদি না করা হয়, তা হলে সে পাঠ্যক্রম ব্যর্থই হবে।

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

এই পাঠ্যক্রম অনুসারে যথাযথভাবে কাজ করলে শিশুর দেহ-মন ও চরিত্রের সুষম এবং সর্বাঙ্গীণ বিকাশ হবে। উৎপাদনশীল ও সৃজনশীল কাজের দ্বারা নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলি সিদ্ধ হবে।

(১) কাজের ফলে শিশুর বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিপুষ্টি ও কর্মপটুতা সাধিত হবে।

(২) কাজের মধ্যে শিশু তার পরিবেশের সঙ্গো পরিচিত হবে। কাজের উপকরণ, কাজের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, কাজের ফলে উৎপন্ন দ্রব্যাদি ও তার ব্যবহার সব কিছুর সম্বন্ধে শিশু তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে জ্ঞান লাভ করবে।

(৩) কাজের ফলে শিশুর চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি পাবে, সে কাজের পরিকল্পনা করতে, গুছিয়ে কাজ করতে ও কাজের ফল বিচার করতে শিক্ষালাভ করবে।

(৪) একটা নির্দিষ্ট ক্রম অনুসারে কাজের প্রক্রিয়াগুলি সম্পন্ন করার ফলে শিশু কার্যসম্পাদনের কৌশল আয়ত্ত করবে এবং বুঝতে পারবে পরিকল্পনাভিত্তিক কাজ বেশি ফলদায়ক হয়।

(৫) কাজগুলি শিশুর আত্মপ্রকাশের সহায়ক হবে। কাজের ভিতর দিয়ে সে বিভিন্নভাবে তার অন্তর্নিহিত শক্তির অনুশীলন করার সুযোগ পাবে।

(৬) কাজ করতে গিয়ে শিশু তার শক্তির পরিচয় পাবে এবং তার ফলে তার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে। সে কাজকে ভয় করবে না।

(৭) কাজ করতে গিয়ে শিশু জানবে কোনো কিছুই ফেলবার নয়। অপচয় না করার প্রতি উপযুক্ত মানসিকতা গড়ে উঠবে।

(৮) কাজের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে শিশু উৎপাদনাত্মক শ্রমকে সম্মান দিতে শিখবে।

(৯) পাঁচ জনের সঙ্গে মিলিত হয়ে কাজ করতে করতে শিশু সহযোগিতার মর্ম বুঝতে পারবে এবং সকলের সঙ্গে সহযোগিতা করে কাজ করতে শিখবে।

(১০) সুন্দর করে কাজ করতে গিয়ে শিশুর সৌন্দর্যবোধের চেতনা জাগ্রত হবে।

(১১) একটা কাজের ভার নিয়ে সেটিকে সম্পন্ন করার চেষ্টা করে শিশুর দায়িত্ববোধ জাগ্রত হবে। প্রয়োজনমত নেতৃত্ব গ্রহণ করে কাজ করবার মত নেতৃত্বশক্তিও লাভ করবে।

(১২) কাজের ভিতর দিয়ে শিশুর সৃজনীশক্তি বিকাশ লাভ করবে। সৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সকলে মিলে সেই কাজের ফল ভোগ করতে শিক্ষা লাভ করবে।

(১) সৃজনশীল কাজ

শিশুকে তার আগ্রহ ও পরিবেশ অনুযায়ী স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়াই সৃজনশীল বা সৃজনাত্মক কাজের লক্ষ্য। প্রাথমিক স্তরে শিশু স্বাধীনভাবে নিজের মনের আনন্দে যে কাজ করবে তাই তার কাছে সৃজনাত্মক কাজ। সে তার হাতের কাছে যেসব উপকরণ পাবে তা দিয়েই কাজ করবে এবং তার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশের সুযোগ গ্রহণ করবে। পাঠ্যক্রমের "প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক" কাজের মধ্যদিয়ে সংগীত, নৃত্যকলা, অভিনয়, চিত্রাঙ্কন ইত্যাদি সাঙ্গীকৃত হতে পারে।

সৃজনশীল ও উৎপাদনাত্মক কাজের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সপ্তাহে অন্তত একটা পিরিয়ড শিশুকে সৃজনশীল কাজের জন্য সুযোগ দিতে হবে।

নিম্নে সৃজনশীল কাজের কতকগুলি নমুনা দেওয়া হল। বিদ্যালয়ের সুযোগ সুবিধা অনুযায়ী কাজের ব্যবস্থা হবে। **প্রস্তাবিত সব কাজ করতে হবে এমন প্রয়োজন নেই।**

শ্রেণি অনুযায়ী সৃজনশীল কাজের তালিকা

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি

১। **চিত্রাঙ্কন ঃ** বালির উপর কাঠি বা আঙুল দিয়ে ছবি আঁকা, মাটি ও মেঝের উপরে টুকরো ইট ও কাঠকয়লা দিয়ে এবং বোর্ডের উপর রঙিন খড়ি দিয়ে ছবি আঁকা, কাগজের উপর কালি বা রঙের সাহায্যে ছাপাছবি তৈরি করা, আলুর ছাপ দিয়ে ডিজাইন করা, ইচ্ছেমতো মোটা তুলি দিয়ে ছবি আঁকা ইত্যাদি।

মোট পিরিয়ড ঃ ৫

কাম্য সামর্থ্য ঃ ছবি আঁকা সম্পর্কে একটা ধারণা করতে পারা। কালি রং তুলি ব্যবহার করে ছবিকে আরও আকর্ষণীয় করা যায় এটা বুঝতে পারা।

মূল্যবোধ ঃ আগ্রহ ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করলে পারদর্শিতা অর্জন করা যায়। একসঙ্গে কাজ করা, সহযোগিতা ও কর্মোদ্যোগের মূল্য তুলে ধরতে হবে।

২। **কোলাজের কাজ ঃ** খবরের কাগজ কিংবা রঙিন কাগজের টুকরো এঁটে ছবি তৈরি করা।

মোট পিরিয়ড ঃ ৫

কাম্য সামর্থ্য ঃ কোনো কিছুই ফেলবার নয়। জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে কাজ করতে পারা। আস্তে আস্তে চেষ্টা করে পারদর্শিতা বৃদ্ধি করতে পারবে। বিভিন্ন রঙের কাগজের টুকরো পাশাপাশি কীভাবে সাঁটলে সাযুজ্য আসতে পারে বা সুদৃশ্য হতে পারে সে সম্পর্কে ধারণা গড়ে উঠবে।

মূল্যবোধ ঃ পারদর্শিতা, আগ্রহ, নিষ্ঠা, সৌন্দর্যবোধ ইত্যাদি।

৩। **কাগজের কাজ ঃ** কাগজের ভাঁজ করে থলি, ব্যাগ, টুপি, নৌকা ইত্যাদি তৈরি করা, রঙিন কাগজে নকশা কাটা, আঠা দিয়ে জুড়ে শিকল তৈরি করা, ফুল তৈরি করা, ঘুড়ি তৈরি করা ইত্যাদি।

মোট পিরিয়ড ঃ ৪

কাম্য সামর্থ্য ঃ উপকরণগুলিকে সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়ে কাজ আরম্ভ করতে পারবে। নিখুঁতভাবে ফল, ঘুড়ি, শিকল ইত্যাদি তৈরি করতে পারবে।

মূল্যবোধ ঃ আগ্রহ, নিষ্ঠা, একাগ্রতার মধ্য দিয়ে পারদর্শিতা অর্জন করতে পারা যায়। কাজ বা সৃষ্টির আনন্দ অনুভব।

৪। **পাতা ও কাঠির কাজ ঃ** তাল, নারকোল ও খেজুর পাতার খেলনা (ঘূর্ণি, ঘুড়ি, টুপি, সাপ ইত্যাদি)। তালপাতার সেপাই তৈরি করা।

মোট পিরিয়ড ঃ ৪

কাম্য সামর্থ্য ঃ প্রকৃতির সাধারণ জিনিস থেকে কত সুন্দর জিনিস তৈরি করা যায় সেটি বুঝতে পারা। উপযুক্ত জিনিসগুলি তৈরির কায়দা রপ্ত করে নিতে পারা। পারদর্শিতা অর্জন করতে পারা।

মূল্যবোধ ঃ উদ্ভাবনী ক্ষমতার প্রতি সমীহ, প্রকৃতির দানের মূল্য, প্রকৃতি ও মানুষের পরস্পর নির্ভরশীলতা, সৃষ্টির আনন্দ ইত্যাদি।

৫। **খেলনা তৈরির কাজ ঃ** মাটির ও ন্যাকড়ার পুতুল। ফেলে দেওয়া নানা জিনিস, যেমন খালি দেশলাইয়ের বাক্স, ডিমের খোলা, খালি শিশি বোতল ইত্যাদি দিয়ে রেলগাড়ি খেলনার আসবাবপত্র ইত্যাদি তৈরি করা।

মোট পিরিয়ড ঃ ৫

কাম্য সামর্থ্য ঃ কোনো কিছুই ফেলনা নয়। ঠিকমতো ব্যবহার করতে পারলে ফেলে দেওয়া জিনিসও কাজে লাগে—এটি বুঝতে পারবে। জিনিসগুলি তৈরির কায়দাকানুন সম্বন্ধে জানতে পারা।

মূল্যবোধ ঃ জিনিসের সদ্‌ব্যবহার, কাজের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি আর তার আনন্দ। নিষ্ঠা, আগ্রহ আর পরিশ্রমশীলতা।

উপযুক্ত কাজগুলির মতো আরও নতুন নতুন কিছু কাজ উপরিউল্লিখিত পাঁচটি বিভাগের সঙ্গে যোগ করা যেতে পারে। আরও বেশি দক্ষতা, ভাবনাচিন্তা, কল্পনাশক্তি প্রয়োজন হয় এমনসব কাজ যোগ করার কথা ভাবা যেতে পারে। ফেলে দেওয়া জিনিস থেকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে নতুন নতুন গৃহে ব্যবহার্য জিনিসপত্র যেমন, ধূপদানি, বলপেন রাখার জন্য কলমদানি, ফুলদানি, ফুলের টব, কাগজ চাপা দেওয়ার জিনিস, অ্যালবাম ইত্যাদি তৈরি করা যেতে পারে। পাতা দিয়ে আসন, হাত পাখা, থলি এইসব তৈরি করা যায়। রঙের ব্যবহার, কারুকার্য এসবও যোগ করা যেতে পারে।

স্থানীয় বিশিষ্ট শিল্পী, কারিগর ইত্যাদি বিশেষজ্ঞদের ডেকে এনে উৎসাহ সৃষ্টি করা যেতে পারে ও নতুন নতুন জিনিস তৈরির কায়দাকানুন শিখে নেওয়া যেতে পারে।

কাম্য সামর্থ্য ঃ কলাকৌশল / কায়দাকানুন রপ্ত করা ও পারদর্শিতা অর্জন করতে পারাই হবে মূল কাম্য সামর্থ্য। নিজেদের চিন্তা শক্তি, কল্পনাশক্তি আস্তে আস্তে প্রসারিত করতে পারবে। পরিকল্পনা মাফিক কাজের পুরো প্রক্রিয়াটি জানবে, বুঝবে ও দক্ষতার সঙ্গে প্রয়োগ করতে পারবে। মনের সুকুমার বৃত্তিগুলির যাতে বিকাশ ঘটে সেজন্য নানা জিনিস তৈরির উপর জোর দিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র তৈরিও শিখবে।

মূল্যবোধের শিক্ষা ঃ UNESCO গঠিত আন্তর্জাতিক শিক্ষা কমিশন (দ্যলর কমিশন) একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী শিক্ষার যে চারটি স্তম্ভের কথা বলেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম একটি হল, একসঙ্গে থেকে বাঁচতে শেখা (learning to live together)। আসলে সমবেতভাবে সৃষ্টিশীল কাজের মধ্য দিয়ে একসঙ্গে কাজ করতে শেখার কিছু সুবিধা উপলব্ধিকরতে পারবে। কর্মসংস্কৃতি, সৃষ্টির আনন্দ, পরিশ্রমশীলতা, নিয়ম নিষ্ঠা ইত্যাদি মূল্যবোধগুলি শিশু শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রোথিত করে দেওয়াই হবে পাঠদানের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

মূল্যায়ন ঃ সৃজনশীল কাজের মূল্যায়ন মোটামুটি ভাবে উৎপাদনাত্মক কাজের মূল্যায়নের মতোই হবে। উৎপাদনাত্মক কাজের প্রসঙ্গতো এ বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

(২) উৎপাদনাত্মক কাজ

উৎপাদনাত্মক কাজ শুরু করার আগে কয়েকটি বিষয় মনে রাখা দরকার। প্রথমত, কাজটি যাতে শিক্ষণীয় হয় সেদিকে নজর রাখতে হবে। অর্থাৎ কাজটি সম্পাদনের মধ্য দিয়ে শিশুর মধ্যে যাতে জ্ঞান, বোধ, প্রয়োগ, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতা অর্জনে কিছু সামর্থ্য গড়ে উঠতে পারে সে সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে। দ্বিতীয়ত, কাজ শুধু শিক্ষণীয় হলেই চলবে না। কাজটিকে উৎপাদনধর্মীও হতে হবে। উৎপাদন কথাটার অর্থ হল কোনো জিনিস বা কাজের উপকরণকে নিয়ে শ্রমের দ্বারা একটা উপযোগী বা প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরি করা। যেমন, খেজুরের পাতাকে উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করে বসার আসন তৈরি করা হল একটি উৎপাদনধর্মী বা উৎপাদনশীল কাজ। শিক্ষিকা-শিক্ষক মহাশয় এই দুটি বিষয় মনে রেখে কাজ শুরু করবেন।

কাম্য সামর্থ্য ঃ মনে রাখা দরকার, সৃজনশীল ও উৎপাদনাত্মক কাজের মূল কাম্য সামর্থ্য হল, কাজটি করার কলা-কৌশল, কায়দাকানুন ভালোভাবে রপ্ত করতে পারা এবং কাজটি করার ক্ষেত্রে পারদর্শিতা অর্জন করতে পারা। এই দুটি হল মূল কাম্য সামর্থ্য। এই দুটির সঙ্গে সঙ্গে চলে আসছে জিনিসপত্র ঠিকমতো সাজিয়ে গুছিয়ে নিতে পারা ও একটা পরিকল্পনা বা কাজের ছক ভেবে নিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে কাজটি করতে পারা। কাজেই জিনিসপত্র সাজিয়ে গুছিয়ে নেওয়া, নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে পরিকল্পনা মাফিক কাজে এগোনো এবং পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা কাম্য সামর্থগুলির মধ্যে এসে পড়ে। মনে রাখা দরকার যে, বেশির ভাগ উপকরণই হল হয় ফেলে দেওয়া জিনিসপত্র না হয় প্রকৃতি থেকে আহরণ করা দ্রব্যাদি। এর থেকে এই বোধ জন্মানো দরকার যে, কোনোই জিনিসই ফেলনা নয়। প্রতিটি জিনিসকেই সদ্ব্যবহার করতে পারা যায়। আর প্রকৃতি হল আমাদের সব থেকে

বড়ো বন্ধু। মানুষ ও প্রকৃতি পরস্পর নির্ভরশীল এইটি বুঝতে পারা। সমস্ত সৃজনশীল ও উৎপাদনাত্মক কাজের মধ্য দিয়ে এই কাম্য সামর্থগুলি অর্জনের ধারাই প্রবাহিত। এসব সত্ত্বেও ক্ষেত্রা বিশেষে আলাদা করে কিছু সামর্থ্য উল্লেখ করা হল।

মূল্যবোধের শিক্ষা ঃ মানুষ বেঁচে থাকে কাজ করে, কাজের মধ্য দিয়ে। সেই হিসেবে সৃজনশীল ও উৎপাদনাত্মক কাজ হল মানুষের জীবনে মূল্যবোধ গড়ে দেবার ভিত্তি। শিশু শিক্ষার্থী যখন একটি কাজ করবে সে প্রথমে তার মধ্যে খুঁজে পাবে সৃষ্টির আনন্দ। এটা প্রত্যেকের সহজাত। খেজুরের পাতা দিয়ে যে শিশু একটি বসার চাটাই তৈরি করে সে, লক্ষ করলে দেখা যাবে, পরিচিত সবাইকে সেটি দেখিয়ে সে আনন্দ পায়। সৃজনশীল ও উৎপাদনাত্মক কাজের মধ্য দিয়ে মূল্যবোধের উন্মেষ এখান থেকেই। এরপর এসে পড়ে অন্যান্য মূল্যবোধের কথা। শ্রমের মর্যাদা সে বুঝতে পারবে। নিষ্ঠা, আগ্রহ, একাগ্রতা ও প্রয়োজনে বার বার চেষ্টার মধ্য দিয়ে পারদর্শিতা অর্জনের মূল্যবোধ তার মধ্যে গড়ে ওঠে। ছবি আঁকা, কোলাজের কাগজের ফুল, শিকল তৈরি করা ইত্যাদি কাজের মধ্যে দিয়ে তার মধ্যে সৌন্দর্যবোধ গড়ে ওঠে। সুকুমার বৃত্তিগুলির বিকাশ ঘটে। সমস্ত জিনিসপত্র গুছিয়ে সাজিয়ে রাখতে শেখার মধ্য দিয়ে তার মধ্যে গড়ে উঠতে পারে শৃঙ্খলা ও পরিচ্ছন্নতার মূল্যবোধ। শুধু শ্রমের প্রতি মর্যাদাই নয় কোনো একটি কাজ একাগ্রতার সঙ্গে সম্পন্ন করতে পারার মধ্য দিয়ে একটা কর্মমনস্কতা বা কর্ম সংস্কৃতিসম্পন্ন মন গড়ে ওঠে। এছাড়া দলগত ভাবে কাজ করার ফলে পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা, প্রয়োজনে নেতৃত্ব দেওয়ার মূল্যবোধগুলি টের পায় সে। একাবিংশ শতাব্দীর শিক্ষার জন্য গঠিত আন্তর্জাতিক শিক্ষা কমিশন (UNESCO গঠিত) শিক্ষার চারটি স্তম্ভের কথা উল্লেখ করছেন ঃ জানতে শেখা, করতে শেখা , এক সঙ্গে বেঁচে থাকতে শেখা আর হতে শেখা। সৃজনশীল ও উৎপাদনাত্মক কাজের মধ্যে দিয়ে এর সবগুলিই শিশুর শিক্ষার মধ্যে প্রোথিত করে দেওয়া সম্ভব। সমবেতভাবে কাজের মধ্য দিয়ে এক সঙ্গে থাকা, কাজ করতে শেখার সুবিধা সে বুঝতে পারবেই।

মূল্যায়ন ঃ সৃজনশীল ও উপাদনাত্মক কাজ

(ক) কাম্য সামর্থ্য শিক্ষার্থী অর্জন করতে পারল কিনা, দৃষ্টিভঙ্গি, মানসিকতা ও অভ্যাস গঠনে শিক্ষার্থী কতটা সফল তা সঠিকভাবে জানবার জন্য শিখনের প্রতিটি পর্যায়ে মূল্যায়ন ব্যবস্থা থাকা একান্ত প্রয়োজন।

(খ) সমস্ত শিশু একই সঙ্গে কাজ শুরু ও শেষ করলেও দেখাযাবে যে কর্মসম্পাদনে পারদর্শিতা সকলের সমান নয়। প্রত্যেক শিশুর দৃষ্টিভঙ্গি, পরিকল্পনা রচনা, কল্পনাশক্তি, বিষয়বস্তুর তাৎপর্য উপলব্ধি ভিন্ন ভিন্ন। ফলে কাজে অংশগ্রহণ, নিষ্ঠা, আগ্রহ, উদ্যোগ থাকা সত্ত্বেও কাম্য নৈপুণ্য অর্জন সবার ক্ষেত্রে সমান নয়। মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তার শুরু এখান থেকে।

(গ) এক সময়ে মূল্যায়ন করার অর্থ ছিল কৃতিত্বের ভিত্তিতে কিছু নম্বর দেওয়া। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজ সৃজনশীল ও উৎপাদনাত্মক কাজের ক্ষেত্রে শিক্ষিকা-শিক্ষক মূল্যায়নের জন্য তার মাত্রার স্কেল (গ্রেড) যেমন - (ক) খুব ভালো, (খ) ভালো, (গ) গড়মানের ও (ঘ) সন্তোষজনক নয় ব্যবহার করবেন। মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এমন কৌশল অবলম্বন করতে হবে যাতে শিক্ষার্থী তার অসম্পূর্ণতা / দূর্বলতা দূর করার ব্যাপারে আরও উৎসাহিত হয়। যেমন, (ঙ) সন্তোষজনক নয়, -এর পাশে মন্তব্যের ঘরে "আরো ভালো করতে হবে" লিখে দিতে পারেন।

মূল্যায়নে দলগতভাবে এবং সক্রিয় ও নিয়মিত অংশগ্রহণের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া বাঞ্ছনীয়। সেই সঙ্গে ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের বিষয়টিও দেখতে হবে।

(ঘ) সৃজনশীল ও উৎপাদনাত্মক কাজের ক্ষেত্রে আসলে মূল্যায়নের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করা যেতে পারে ঃ

(১) আগ্রহ, অংশগ্রহণ ও অংশগ্রহণ কতটা নিয়মিত।

(২) কাজটি করার ক্ষেত্রে পারদর্শিতা / কায়দাকানুন / কৌশল ঠিকমতো আয়ত্ত করতে পেরেছে কি না।

(৩) সমবায়িক / সমবেত উদ্যোগ ও সহযোগিতা।

(৪) নেতৃত্ব ও উদ্ভাবনী শক্তি।

(৫) সৌন্দর্যবোধ ও মূল্যবোধের বিকাশ।

(৬) কর্মমনস্কতা ও কর্মসংস্কৃতির চেতনা।

(৭) উৎপাদিত / সৃষ্ট জিনিসটির উৎকর্ষ।

ব্যাবহারিক / প্রায়োগিক দিক সম্পর্কে দু-চার কথা

সীমিত শক্তির কারণে প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে শিশুর পক্ষে বেশি কিছু উৎপাদনাত্মক কাজ করা সম্ভব নয়। কিন্তু এখানেই সব রকম শিক্ষার শুরু। তাই পাঠ্যক্রমের অন্য শিক্ষার সঙ্গে প্রাথমিক স্তরে বাড়িতে, বিদ্যালয়ে ও সমাজে ব্যবহার যোগ্য উৎপাদনাত্মক দ্রব্য প্রস্তুতির শিক্ষাও আরম্ভ হওয়া উচিত। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে উৎপাদনের উপর জোর দেবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এর পরের শ্রেণী থেকে উৎপাদিত দ্রব্যের ব্যবহারযোগ্যতার উপর ক্রমশ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে এবং তদনুযায়ী নিপুণতার বিকাশের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। আর একটি কথা বলা দরকার। সৃজনশীল কাজ উৎপাদনধর্মী হতে পারে। আবার উৎপাদনধর্মী কাজও সৃজনশীল হতে পারে। এই হিসেবে ক্রমিক সংখ্যায় মোট পনেরোটি কৃত্য এককসূচির ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করা হল। একটি বিদ্যালয়ে সব রকম কাজের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়, একটি শিশুর পক্ষে সব রকম কাজ করাও সম্ভব নয়। একটি বিদ্যালয়ে কয়েক রকম কাজের ব্যবস্থা থাকবে। শিশু তার আগ্রহ, পরিবেশ ও সামর্থ্য অনুযায়ী তার মধ্যে যে কোনো একটি বা একাধিক কাজ করবে। তাছাড়া আনুষঙ্গিকভাবে প্রয়োজন অনুযায়ী আরও পাঁচ রকম ছোটোখাটো কাজ করবে।

বাগানের কাজ শিশুদের সকলের চেয়ে বেশি উপযোগী এবং যেখানে যতখানি সম্ভব এই কাজের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। পল্লী অঞ্চলে মাটিতে ফুল ও তরকারি উৎপাদন করা এবং শহর অঞ্চলে টবে গাছ লাগানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তবে বাগান করতে হলে তার উপযুক্ত ব্যবস্থা চাই।

এছাড়া মাটির কাজ, বুননের কাজ, কাগজের কাজ, বাঁশ ও কাঠের কাজ ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের কাজের কথা উল্লেখ করা হলেও স্থানীয়, সহজপ্রাপ্য জিনিসপত্র যে সব কাজে ব্যবহার করা যায় সে সব কাজ করানই বাঞ্ছনীয়।

(৬) **বাগানের কাজ ঃ** মাটিতে অথবা টবে ফুল ইত্যাদির উৎপাদন।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি ঃ

(১) কোপানো বা চাষ দেওয়া জমির আগাছা বাছা ও জমির মাটি তৈরি করা ইত্যাদি।

(২) মরসুমি ফুল ও ফলের বীজ বোনা ও চারাগাছ লাগানো।

(৩) জমির যত্ন নেওয়া, চারাগাছের যত্ন করা, জল সেচন করা, আগাছা পরিষ্কার করা ও যন্ত্রপাতির সাথে পরিচিত হওয়া।

পিরিয়ড সংখ্যা ঃ ৫/৬ টি

কাম্য সামর্থ্য ঃ মাটি প্রস্তুত, চারা তৈরি, চারাগাছের যত্ন নেওয়া টবে মাটি তৈরি (ফেলে দেওয়া টিনের কৌটো, ড্রাই ব্যাটারির বাক্সো ব্যবহার করা যেতে পারে) ইত্যাদি করতে পারবে। ছোটোখাটো কৃষি যন্ত্রপাতির সঙ্গে পরিচিত হবে। জলসেচের গুরুত্ব বুঝতে পারবে। করতে শেখাটাই (Learning to do) এখানে বড়ো কথা।

মূল্যবোধ ঃ কাজের আনন্দ, সৃষ্টির আনন্দ (গাছ যখন ফল বা ফুল দেয় তখনকার আনন্দানুভূতি)। শ্রমের মর্যাদা, গাছপালা তথা প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতি মমত্ব ও যত্নশীলতা।

তৃতীয় শ্রেণি ঃ

(১) সার দিয়ে জমি প্রস্তুত করা, বীজ অঙ্কুরিত করা, কীটনাশক প্রয়োগের বিধি জানা এবং পরবর্তী ফসলের জন্য জমি প্রস্তুত করা, বীজ সংরক্ষণ করা ইত্যাদি।

পিরিয়ড সংখ্যা ঃ ৫/৬ টি

কাম্য সামর্থ্য ঃ সারের ব্যবহার জানবে। বীজের অঙ্কুরোদ্‌গমের বিভিন্ন পর্যায় বুঝতে পারবে। পোকামাকড় ধ্বংস করার কীটনাশক ব্যবহার করতে পারবে। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করতে পারবে, বীজ সংরক্ষণ করতে পারবে।

মূল্যবোধ ঃ কাজের আনন্দ, শ্রমের মর্যাদা ও কর্মোদ্যোগ, অঙ্কুরোদ্‌গম, গাছের জন্ম - সৃষ্টির আনন্দ অনুভব।

চতুর্থ শ্রেণি ঃ

(১) বিভিন্ন প্রকার মাটির প্রকৃতি ও ব্যবহার সম্বন্ধে জানবে।

(২) পূর্বের মতো কাজগুলি করবে এবং কৃষির যন্ত্রপাতির সঙ্গে পরিচয় ঘটবে ও তাদের যত্ন করতে শিখবে।

(৩) বাগানের শাক সবজি সংগ্রহ করা ও তাদের উৎপাদনের ব্যয় ও আয়ের হিসাব রাখা।

পিরিয়ড সংখ্যা ঃ ৫/৬ টি

কাম্য সামর্থ্য ঃ মাটির বিভিন্ন ধরন চিনতে পারা। তাদের ব্যবহার জানতে পারা। কৃষি-যন্ত্রপাতির যত্ন নিতে পারা। উৎপাদনের ব্যয় কী কী, আয় কীভাবে হয় ও কী কী তা জানতে পারা।

মূল্যবোধ ঃ আগ্রহ, নিষ্ঠা, কর্মোদ্যোগ, একত্রে মিলেমিশে কাজ করার দৃষ্টিভঙ্গি, শৃঙ্খলাবোধ ও কর্মসংস্কৃতি ইত্যাদির উপর শিক্ষিকা-শিক্ষক মহাশয় জোর দেবেন।

পঞ্চম শ্রেণি ঃ

(১) বিভিন্ন ফসলের উপযুক্ত মাটি নির্বাচন।

(২) জমির উৎপাদিকা শক্তি অব্যাহত রাখার জন্য প্রতিবছর পরিবর্তিত শস্যের চাষ।

(৩) জৈব ও কম্পোস্ট সারের ব্যবহার।

(৪) কলমের চারা তৈরি করা।

(৫) মাঝে মাঝে কৃষি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা।

(৬) মানুষের জীবনে উদ্ভিদ জগতের দান।

কাম্য সামর্থ্য ঃ মাটি নির্বাচন করতে পারা। বর্ষার জলের সদ্‌ব্যবহার কীভাবে করা যায়, তা ঠিক করতে পারা। জমির উৎপাদিকা শক্তি কখন উৎপাদন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে করে অপরিবর্তিত রাখা যায় এটা বুঝতে পারা। কলমের চারা তৈরির কৌশল আয়ত্ত করতে পারা। মানুষের জীবনে প্রকৃতির দান সম্বন্ধে বুঝতে পারা।

মূল্যবোধ ঃ মানুষ ও প্রকৃতির পরস্পর নির্ভরশীলতা এবং প্রকৃতির দানের সদ্‌ব্যবহার; এছাড়া আগের মতোই একত্রে কাজ করার মানসিকতা, কর্মসংস্কৃতি ইত্যাদির উপর জোর দিতে হবে।

(৭) **মাটির কাজ ঃ** খেলনা তৈরি, বাসন- কোশন, পুতুল তৈরি, বাটাখারা তৈরি, ধূপদানি ও প্রদীপ তৈরি, ফল, সবজি তৈরি, মাটির গাড়ি তৈরি, ছোটো মূর্তি তৈরি করা ইত্যাদি।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি ঃ

(১) মাটির তৈরি, ছোটো ছোটো পুতুল খেলনা তৈরি ইত্যাদি সহজ কাজ করবে। রং-এর ব্যবহার করবে।

কাম্য সামর্থ্য ঃ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় মাটি তৈরি করতে পারা। ইচ্ছেমতো খেলনা তৈরিকরা ও রং করতে পারা। মালা, হাঁড়িকুড়ি বাসনকোসন মাটি দিয়ে তৈরি করতে পারবে। ফলমূলের নকল তৈরি করে রং লাগাতে পারা ইত্যাদি।

পিরিয়ড সংখ্যা ঃ ৫ টি

মূল্যবোধ ঃ কাজের আনন্দ / সৃষ্টির আনন্দ, আগ্রহ, একাগ্রতা, নিষ্ঠা, ঐকান্তিকতা, কর্মোদ্যোগ, সহযোগিতা, নেতৃত্ব, উদ্ভাবনী শক্তি ও সমবেতভাবে কাজের আনন্দ ইত্যাদি।

তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণি ঃ

(১) পূর্বের ন্যায় ইচ্ছেমতো জিনিস গড়া ও তার জন্য মাটি তৈরি করা।

(২) পেয়ালা, পিরিচ, ফুলদানি ইত্যাদি বানানো ও ঠিকমতো রং দেওয়া।

(৩) হাতে আঁকা নকশা। সহজ আকারের সরা, খুরি, পেয়ালার নকশা তৈরি করা।

(৪) নকশা খোদাই করা।

পিরিয়ড সংখ্যা ঃ ৫ টি

কাম্য সামর্থ্য ঃ মাটি তৈরি করে নিতে পারা। জিনিসগুলি ঠিকমতো বানাতে শুরু করতে পারা। নক্‌শা আঁকা ও খোদাই করতে পারা।

মূল্যবোধ ঃ আগের মতোই সৃষ্টির আনন্দ, কর্মসংস্কৃতি, কর্মোদ্যোগ, সমবায়িক অংশ গ্রহণ ইত্যাদি মূল্যবোধগুলির বিকাশের উপর জোর দিতে হবে।

পঞ্চম শ্রেণি ঃ

(১) আগের মতোই মাটির মূর্তি, পুতুল তৈরি করা।

(২) বিভিন্ন ধরনের নকশা ও আকার, আয়তন পর্যালোচনা।

(৩) মাটির পাত্র গড়া, ছাঁচে বানানো।

পিরিয়ড সংখ্যা ঃ ৫ টি

কাম্য সামর্থ্য ঃ বিভিন্ন রকম নকশা আঁকতে ও খোদাই করতে পারা। মূর্তি নিখুঁত ভাবে মডেলের আকৃতিতে তৈরি করতে পারা। আকার-আয়তন সম্পর্কে ধারণা করতে পারা। ছাঁচ সম্পর্কে ধারণা করে নিতে পারা ও ছাঁচের ব্যবহার করতে পারা।

মূল্যবোধ ঃ সৌন্দর্যবোধ, ঐকান্তিক চেষ্টা, কর্মসংস্কৃতি ইত্যাদি।

তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণি ঃ

(১) পূর্বের ন্যায় ইচ্ছেমতো জিনিস গড়া ও তার জন্য মাটি তৈরি করা।

(২) পেয়ালা, পিরিচ, ফুলদানি ইত্যাদি বানানো ও ঠিকমতো রং দেওয়া।

(৩) হাতে আঁকা নকশা, সহজ আকারের সরা, খুরি, পেয়ালার নকশা তৈরি করা।

(৪) নকশা খোদাই করা।

(৮) **রঙের কাজ ঃ** (ক) স্প্রে রং

রং স্প্রে করে বিভিন্ন প্রকার নকশা তৈরি।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি ঃ

(১) কাটা ছবি কাগজের উপর পেতে বিভিন্ন প্রকার রং-এ ব্রাশ (টুথব্রাশ) ভিজিয়ে হাত দিয়ে ব্রাশে ঘসলে পাতা নকশার জায়গা বাদে বাকি জায়গায় বিন্দু বিন্দু রং ছড়িয়ে পড়বে এবং সুন্দর নকশা আত্মপ্রকাশ করবে।

কাম্য সামর্থ্য ঃ নকশা তৈরির কৌশল আয়ত্ত করতে পারবে।

মূল্যবোধ ঃ নান্দনিক সৌন্দর্যবোধ, নিষ্ঠা, একাগ্রতা, কর্মোদ্যোগ ও পারদর্শিতা।

তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণি ঃ

(১) ছবি সাজানোর বিভিন্ন প্রকার পরিকল্পনা করবে এবং আরও বিভিন্ন উপায়ে স্প্রে করতে শিখবে।

পিরিয়ড সংখ্যা ঃ ৪ টি

কাম্য সামর্থ্য ঃ পূর্বানুরূপ।

মূল্যবোধ ঃ নান্দনিক অভিব্যক্তি ইত্যাদি।

(খ) বাঁধনী রং

শিমের পাতা - হলুদ ইত্যাদি রং দিয়ে একই কাপড়ে বিভিন্ন প্রকার রং করা।

পিরিয়ড সংখ্যা ঃ ৪

প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণি ঃ

ছোটো ছোটো কাপড়ে বিভিন্ন রকম রঙের নকশা সহজে করতে পারবে। উদাহরণ হিসেবে প্রস্তুত প্রণালী আলোচনা করা হল।

উপকরণ ঃ সুতো, কাপড়ের টুকরো, বিভিন্ন ধরনের রং।

প্রস্তুত প্রণালী ঃ কাপড়টিকে প্রথমে লম্বাভাবে ভাঁজ ভাঁজ করে পাকানোর মতো গুছিয়ে নিতে হবে। প্রথম মাথায় একটু বাঁধন দিয়ে অল্প অল্প ছেড়ে দু-তিনটে বাঁধানো দিতে হবে। এবার ঐ কাপড়টিকে এক ঘন্টা জলে ভিজিয়ে রাখতে হবে। এবার জল থেকে তুলে চাপ দিয়ে বাড়তি জল বের করে দিতে হবে এবং ব্রাশ দিয়ে গোলা রং লাগাতে হবে। এরপর একদিন রেখে বাঁধন খুলে দিলে নকশা ফুটে উঠবে।

কাম্য সামর্থ্য ঃ স্পষ্টত, অনেকটাই বৃত্তিমূলক এই কাজটি। ভালোভাবে এটি করতে পারাটাই বড়ো সামর্থ্য। জিনিসপত্র যোগাড় যন্ত্র করে পরিকল্পনা মাফিক কাজ করতে পারবে। নিজের কল্পনা শক্তির প্রসার ঘটাতে পারবে।

মূল্যবোধ ঃ সৌন্দর্যবোধ ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ, সৃষ্টির আনন্দ ইত্যাদি।

(৯) **বুননের কাজ ঃ**

কাতাদড়ি, সুতলি দড়ি, উল, পাড়ের সুতো, পলিথিন ইত্যাদি দিয়ে আসন, পাপোশ, ব্যাগ ইত্যাদি তৈরি করা। বাঁশ, বেত, তালপাতা ইত্যাদি ব্যবহার করে বোনার কাজের বিষয়ে পরে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণি ঃ

সকল শ্রেণিতেই সরল থেকে জটিল বুননের কাজ করা যেতে পারে। যেমন, আড়ে সোজা বুননের সাথে সাথে বিভিন্ন প্রকার গাঁট বেঁধে কাজ করা যাবে। ক্রুশকাঁটা দিয়ে বুননের কাজ করা যাবে। বোনা কাজকে আর ও সুন্দর করার নানা উপায়, যেমন চারপাশ রঙিন পাড়ে মুড়ে দেওয়া ইত্যাদি ভাবা যেতে পারে।

পিরিয়ড সংখ্যা - ৬/৭টি

কাম্য সামর্থ্য ঃ বিভিন্ন ধরনের বুননের কাজ করতে পারা। বোনা কাজকে আরও সুন্দর করার নানা কৌশল অবলম্বন করতে পারা।

মূল্যবোধ ঃ কাজের আনন্দ, সমবেতভাবে কাজ করার আনন্দ, কাজে সৌন্দর্য খুঁজে পাওয়া, নিপুণতা ইত্যাদি।

কাগজের আরও কাজ ঃ

কাগজের কাজের কথা আগে সৃজনশীল কাজের ক্ষেত্রে কিছু উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে আরও কয়েকটি কাজের কথা উল্লেখ করা হল। কাগজ ভাঁজ, কাগজ কাটা, বই বাঁধাই, ফাইল, খাম, ঠোঙা, বইয়ের মলাট, লেবেল ইত্যাদি।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি ঃ

(১) কাগজ ভাঁজ করে নৌকো তৈরি, জাহাজ তৈরি, টুপি, দোয়াত, পুতুল ইত্যাদি তৈরি করা।

(২) বই-এ মলাট দিতে পারা, লেবেল আঁটা, শ্রেণীতে ব্যবহারের জন্য অক্ষর সংখ্যার কার্ড তৈরি করা।

(৩) কাজের ছোটোখাটো যন্ত্রপাতি চেনা ও আকার-আয়তন মাপতে শেখা।

পিরিয়ড সংখ্যা ঃ ৫ টি

কাম্য সামর্থ্য ঃ কাগজ কেটে ভাঁজ করে বিভিন্ন জিনিস তৈরি করতে পারা। বই-এ মলাট দিয়ে লেবেল এঁটে নিতে পারা। আর অক্ষর ও সংখ্যা পরিচয়ের কার্ড বানাতে পারা। আকার, আয়তন ও মাপজোখ নিয়ে ধারণা করতে পারা।

মূল্যবোধ ঃ আগের মতোই কাজের আনন্দ, নৈপুণ্য, ইত্যাদির উপর জোর দিতে হবে।

তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণি ঃ

(১) ফাইল, খাম, ঠোঙা ইত্যাদি তৈরি করা।

(২) কাগজ কেটে গ্লোব, চিত্রচার্ট, প্লেট, মুখোশ, বাক্যকার্ড, শব্দ কার্ড, বর্ণকার্ড, পকেট বোর্ড, ঘুড়ি ইত্যাদি করা যেতে পারে।

(৩) বই বাঁধাই-এর কাজ।

(৪) যন্ত্রপাতির ব্যবহার - কাঁটা, পেরেক, ছোটো স্ক্রু ড্রাইভার, কাঁচি, কাগজ কাটার ছুরি ইত্যাদির সঙ্গে পরিচয় ও এদের ব্যবহার।

পিরিয়ড সংখ্যা ঃ ৫ টি

কাম্য সামর্থ্য ঃ ফাইল, খাম, ঠোঙা ইত্যাদি তৈরি করতে পারা। শ্রেণীতে ব্যবহারের জন্য নানা শিক্ষা-সহায়ক দ্রব্য তৈরি করেত পারা। বই বাঁধাতে শিখতে পারা। উল্লিখিত যন্ত্রপাতির ব্যবহার শিখতে পারা।

মূল্যবোধ ঃ আগের মতোই কর্মোদ্যোগ, কর্মসংস্কৃতি, কর্মমনস্কতা, সমবায়িক কাজের আনন্দ ইত্যাদি।

(১০) **বাঁশ ও কাঠের কাজ ঃ** রুলার তৈরি, স্কেল তৈরি, ট্রে তৈরি, ঘরের কাঠামো তৈরি, কাঠের খেলনা তৈরি, মই, নৌকো, ফুলদানি, ধূপদানি, কলমদানি ইত্যাদি তৈরি করা।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি ঃ শিক্ষকের সহযোগিতায় কিছু জিনিস তৈরি করা যেতে পারে।

তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণি ঃ সকল প্রকার কাজই করা যেতে পারে।

পিরিযড সংখ্যা ঃ ৬/৭

কাম্য সামর্থ্য ঃ এসব কাজের কায়দা রপ্ত করতে পারবে ও পারদর্শিতা অর্জন করবে।

মূল্যবোধ ঃ প্রকৃতি থেকে আহৃত উপাদান সংগ্রহের মধ্য দিয়ে প্রকৃতি-সচেতনতা, মানুষ ও প্রকৃতির পারস্পরিক নিবিড়তা গড়ে ওঠার সম্ভাবনা।

পিরিয়ড সংখ্যা ঃ ৫

পাতা ও কাটির আরও কাজ ঃ

চাটাই তৈরি, পাখা তৈরি, তালপাতার সিপাই তৈরি, আসন তৈরি, ঝাঁটা বাঁধাই, খেলনা তৈরি, তালপাতার টুপি ও ব্যাগ তৈরি, নারকেল পাতা বা তালপাতার ঘূর্ণি তৈরি ইত্যাদি।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি ঃ

(১) আসন তৈরি, ঘূর্ণি তৈরি ইত্যাদি।

তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণি ঃ

(১) চাটাই তৈরি, পাখা তৈরি, তালপাতার সিপাই তৈরি, ঝাঁটা বাঁধাই, খেলনা তৈরি ইত্যাদি করা যেতে পারে।

পিরিয়ড সংখ্যা ঃ ৫ টি

কাম্য সামর্থ্য ঃ উপযুক্ত জিনিসগুলি তৈরির কায়দাকানুন রপ্ত করতে পারা। পারদর্শিতা অর্জন করতে পারা। প্রকৃতি থেকে সাধারণ জিনিস আহরণ করে মানুষের শ্রম যে উপযোগ সৃষ্টি করে তা হল উৎপাদন, আর উৎপাদনই হল আয়ের উৎস এই ধারনাটি উপলব্ধি করতে পারা।

মূল্যবোধ ঃ নৈপুণ্য ও শ্রমের মর্যাদা, কর্মসংস্কৃতি ইত্যাদি।

(১১) **থার্মোকলের কাজ ঃ** বিভিন্ন রকম নকশা কাটা, ঘর তৈরি, বাড়ি তৈরি, মূর্তি তৈরি, মানচিত্র তৈরি, বর্ণের অকার কাটা, জ্যামিতিক আকৃতির পরিচয় জ্ঞাপক অংশ কাটা ইত্যাদি।

পিরিয়ড সংখ্যা ঃ ৫/৬ টি

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি ঃ শিক্ষিকা-শিক্ষকের সহযোগিতায় এ জাতীয় কিছু সহজ কাজ করা যেতে পারে।

তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণি ঃ উপর্যুক্ত সকল কাজ করা যেতে পারে।

(১২) **সূচি কর্ম ঃ** তালি, রিপু, হেম-রান-চেন- বোতাম ঘর, নানান রকম স্টিচ, রুমাল তৈরি, টেবিল ক্লথ তৈরি ইত্যাদি।

পিরিয়ড সংখ্যা ঃ ৪ টি

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি ঃ সূচে সুতো পরানো এবং শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে সহজ কিছু কাজ করা যেতে পারে।

কাম্য সামর্থ্য ও মূল্যবোধ ঃ হাতে-কলমে কাজের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তৈরি করতে শেখা। ফেলে দেওয়া বা অব্যহৃত জিনিসপত্র ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরি করা। এসবের মধ্য দিয়ে শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ, নিজের কর্মক্ষমতা ও নিপুণতার প্রতি আস্থা পারস্পরিক সহযোগিতা ইত্যাদি মূল্যবোধ গড়ে উঠবে।

এই সমস্ত কাজ ছাড়াও অনুরূপ সামর্থ্যাবলি অর্জনে ও মূল্যবোধ গঠনে সহায়ক হতে পারে এরকম আরও কিছু কাজের কথা নীচে উল্লেখ করা হল।

(১৩) **প্লাস্টার অফ প্যারিসের কাজ ঃ** ছাঁচের মাধ্যমে শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ফল, সবজি, মূর্তি ইত্যাদি তৈরির কাজ করা যেতে পারে। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতে মাটি দিয়ে ছাঁচ নিজেরাই করে নিতে পারবে। তারপর ঐসব জিনিস তৈরি করতে পারবে।

পিরিয়ড সংখ্যা ঃ ৪

(১৪) **তুলোর ও পাটের কাজ ঃ** পাট, চটের টুকরো সহজলভ্য বলে এই সব উপকরণ দিয়ে ব্যাগ, পুতুল, ম্যাট, নানা রকম নকশা ইত্যাদি তৈরি করা যেতে পারে।

পিরিয়ড ঃ ৫

(১৫) **পুষ্টি প্রকল্প ঃ** বিভিন্ন সবজি, শাক, ফল, শস্যবীজ (ডাল, কলাই ইত্যাদি) পাতা ও অন্যান্য উপকরণ সহযোগে স্বল্প মূল্যের খাদ্যপ্রস্তুত ও সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা।

পিরিয়ড ঃ ৫/৬

পুষ্টি প্রকল্পের কাজগুলি করার মধ্য দিয়ে স্বল্পমূল্যের জিনিস তৈরি করে ব্যবহার করতে পারবে। দেহের পুষ্টিবিধানের জন্য স্বল্প মূল্যে নানা খাদ্য প্রস্তুত করা যায়, এ বিষয় জানতে ও জানাতে পারবে।

এইভাবে নারকোলের মালা দিয়ে কলমদানি, ফুলদানি, ধূপদানি, পশু, পাখি ইত্যাদি তৈরি, তালের আঁটি দিয়ে মুখ ও মুখোশ, ডিমের খোলা দিয়ে পুতুল, বাদ্য যন্ত্র (ঢোল, ডুগি-তবলা) পেঙ্গুইন ইত্যাদি তৈরি, খই ও দানের মালা তৈরি, তুলো দিয়ে বিড়াল, পুতুল, বাঁদর ইত্যাদি তৈরি, কাঠের গুড়ো দিয়ে আলপনা ও বিভিন্ন নকশা তৈরি (আলপনার ছাঁচ, নকশা শিক্ষক শিক্ষিকা তৈরি করে কাঠের গুড়ো নানা রঙে রং করে ব্যবহার করার কাজে ছাত্র ছাত্রীদের নিযুক্ত করবেন)। পাতা ও ফুল সংরক্ষণের কাজ, ফিতে ও কাগজ দিয়ে ব্যাজ তৈরি ও পুষ্টি প্রকল্পের আরও কিছু কাজও (যেমন আলু শুকোনো, বাঁধাকপি, ফুলকপি, আম শুকোনো, ছোলা মটর মুগের অঙ্কুরোদগম, কালমেঘের বড়ি তৈরি, আচার, সস্ ইত্যাদি তৈরি) করা যেতে পারে। কাজগুলো করার ক্ষেত্রে পারদর্শিতা অর্জন হবে মূল কাম্য সামর্থ্য। বিভিন্ন জিনিসের ব্যবহারযোগ্যতা সম্পর্কে একদিকে যেমন শিক্ষার্থীরা ওয়াকিবহাল হবে, অপরদিকে তেমনি এসব জিনিসের বাজারদর সম্পর্কে ধারণা করতে পারবে। ফেলে দেওয়া বিভিন্ন জিনিসপত্রের ব্যবহার সম্পর্কেও বুঝতে পারবে।

কর্মমনস্কতা , কর্মসংস্কৃতি, দলবদ্ধভাবে কাজের সুবিধা, সৃষ্টির আনন্দ ইত্যাদি মূল্যবোধগুলিও তাদের মধ্যে গড়ে উঠতে পারবে বলে আশা করা যায়।

শ্রেণি পর্যায় ঃ শিক্ষক/শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে উপায় বলে দিলে সকল শ্রেণিতে এই কাজ করা যেতে পারে।

মূল্যায়ন ঃ সৃজনশীল ও উৎপাদনাত্মক কাজের মূল্যায়নের কথা আগে আলোচনা করা হয়েছে। উৎপাদনাত্মক কাজের মূল্যায়ন নিয়ে আরও কিছু বিষয় আলাদা করে উল্লেখ করা হল। শিক্ষিকা-শিক্ষকের নির্দেশে কাজ করার সময় পর্যবেক্ষণ এবং কাজ শেষে মূল্যায়ন করে মান বা গ্রেড দেবেন শিক্ষিকা বা শিক্ষক।

তাৎক্ষণিক মূল্যায়ন ঃ কাজ শুরু থেকে শেষ করা পর্যন্ত কাজে ধারাবাহিভাবে আগ্রহ প্রদর্শন ও অংশগ্রহণ এবং উৎপাদিত সামগ্রীর গুণমান পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে মূল্যায়নের কথা ভাবতে হবে।

সাময়িক মূল্যায়ন ঃ একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তে, তথা পর্বের শেষে উৎপাদিত সামগ্রী সমূহের প্রদর্শনের ব্যবস্থা করে পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে কাজের গুণগতমান পরিমাপ করতে হবে এবং মূল্যায়নের ভিত্তিতে পারদর্শিতা উন্নত করার প্রচেষ্টা চালাতে হবে

সামগ্রিক মূল্যায়ন ঃ শিক্ষাবর্ষের শেষ পর্যায়ে সারা বছরের কাজের মধ্য দিয়ে শিশুরা বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্যে কীভাবে সমন্বয় সাধন করতে পারছে, তার অনুসরণ ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে উপরে উল্লিখিত বিষয়গুলিতে তার পারদর্শিতা যাচাই করতে হবে।

প্রথম ভাষা

প্রথম ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি

প্রথম ভাষা কী ও কেন?

সাধারণভাবে সব শিশুরই ভাষাশিক্ষার সূত্রপাত জন্মাবার পর থেকে সে যে-পরিবেশে বড়ো হয় ওঠে সেই পরিবেশ থেকে। এই পরিবেশে যে-ভাষারূপ ব্যবহৃত হয় তা আসলে ওই এলাকার আঞ্চলিক কথ্য ভাষা। বলাবাহুল্য, এই কথ্য ভাষা আয়ত্ত করার জন্য বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার দরকার নেই। তাহলে প্রশ্ন ওঠে ঃ শিশু যদি পরিবেশ থেকেই ভাষা শিখতে পারে তাহলে বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম, ভাষার পাঠ্যক্রম রাখার দরকার কী?

আগেই বলা হয়েছে, পরিবেশ থেকে শিশু আসলে তার চারপাশের আঞ্চলিক কথ্য ভাষাই শেখে। কিন্তু আঞ্চলিক কথ্য ভাষার কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। সাধারণভাবে কোনো ভাষাগোষ্ঠীর ভাষা মূলত এক হলেও এক অঞ্চলের কথ্য ভাষা দিয়ে অন্য অঞ্চলে কাজকর্ম করা যায় না। সেই জন্য প্রায় সব ভাষার ক্ষেত্রেই দেখা যায় ভাষাগোষ্ঠীর বৃহত্তর ও সামগ্রিক কাজকর্ম চালানোর জন্য ভাষাগোষ্ঠীতে একটি অঞ্চল-নিরপেক্ষ সর্বজনমান্য লেখ্য ভাষারূপের প্রচলন আছে। এই সর্বজনমান্য লেখ্য ভাষাটি যেহেতু অঞ্চল-নিরপেক্ষ ও লিখন-সাপেক্ষ, সেজন্য পরিবেশ থেকে শেখা কথ্য ভাষার মৌখিক চর্চায় তা আয়ত্ত করা সম্ভব নয়, তারজন্য প্রয়োজন আলাদা করে লেখা ও পড়ার ব্যবস্থা। এই জন্যই বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে ভাষা শিক্ষার আনুষ্ঠানিক অবতারণা।

বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে দেখা যায় শিক্ষণীয় ভাষাগুলিকে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি ক্রমিক সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। এর তাৎপর্য কী? আসলে এই ক্রমিক সংখ্যা বসানো হয় ভাষা-শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী যে-ক্রম অনুসারে পর পর বিভিন্ন ভাষা শিখে থাকে সেই ক্রম অনুসারে। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী সাধারণত তার পরিবেশ থেকে শেখা কথ্য ভাষার মান্য লেখ্য রূপটি প্রথমে শেখে, তাই শিক্ষার্থীর মাতৃভাষার মান্য লেখ্য রূপটি হচ্ছে বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচির প্রথম ভাষা। এরপর সে যখন মাতৃভাষার বাইরে ইংরেজি, হিন্দি, সংস্কৃত বা অন্য ভাষা পর পর শেখে তখন তার শেখার ক্রম অনুসারে তা দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ইত্যাদি। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে বাংলা, হিন্দি, উর্দু, নেপালি ও সাঁওতালি প্রথম ভাষা, অর ইংরেজি দ্বিতীয় ভাষা। এদুটির বাইরে যদি কেউ অন্য ভাষা শেখে তবে তা হবে তৃতীয় ভাষা, যেমন, কেউ যদি প্রথমে হিন্দি, তারপর ইংরেজি এবং তারপর বাংলা শেখে, তবে সেক্ষেত্রে তার কাছে বাংলা হবে তৃতীয় ভাষা।

> বাংলা বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহৃত এবং **শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের ভাষা হল, মান্য চলিত ভাষা**। বেশির ভাগ শিক্ষার্থীর ঘরের ভাষা কিন্তু এই মান্য চলিত ভাষা নয় (আঞ্চলিক বিভিন্নতার জন্য)। তাই এটি তাদের অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে আয়ত্ত করতে হয়। শিক্ষার্থীরা যাতে মান্য চলিত ভাষার শুদ্ধ উচ্চারণ সহ বাক্‌রীতি ও লিখনরীতিতে অভ্যস্ত হতে পারে সে ব্যাপারে শিক্ষিকা-শিক্ষকদের নজর রাখা দরকার।

বিদ্যালয়ে প্রথম ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব ঃ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ক্রমের ভাষাশিক্ষার মধ্যে প্রথম ভাষা শিক্ষার বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এই প্রথম ভাষা শিক্ষার মাধ্যমেই শিক্ষার্থী তার সীমাবদ্ধ আঞ্চলিক গণ্ডির বাইরে এসে ভাষাগোষ্ঠীর সর্বজনীন ভাব বিনিময়ের মূল স্রোতের সঙ্গে যুক্ত হবার সুযোগ পায়। তাই প্রথম ভাষাশিক্ষার পঠন-পাঠন ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর পক্ষে মান্য ভাষার উচ্চারণ, শব্দরূপ-ধাতুরূপ, বাক্যগঠন, শব্দভাণ্ডার ইত্যাদি প্রকরণের মান্য আদর্শের অনুগামী হবার সামর্থ্যের উপর জোর দিতে হবে। এই কারণে প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যসূচিতে শিক্ষার্থীর বয়স ও মানসিক সামর্থ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কতকগুলি ক্রমান্বয়ী (graded) পাঠ্যক্রম রাখতে হবে। বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রে ব্যাকরণের

প্রথাগত পদ্ধতি (pedagogy) বর্জন করে আরোহী (inductive) ক্রমের ভিত্তিতে মান্য ভাষার বিভিন্ন প্রকরণ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা তৈরি করে দিতে হবে। কারণ প্রাথমিক স্তরের শ্রেণীগুলিতে প্রথম ভাষা শিখনের মূল লক্ষ্য মান্যভাষার ক্রমিক সামর্থ্য অর্জন।

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ঃ

ভাবপ্রকাশের বাহন ও চিন্তনের মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষার স্থান নিয়ে সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই। তাই প্রাথমিক স্তরে পঠন-পাঠনের এক প্রধান অঙ্গ হল মাতৃভাষা শিক্ষা। মাতৃভাষা শেখার আসল উদ্দেশ্য হল এরকম ঃ ক) শব্দসম্ভার বাড়ানো; খ) ভাবগ্রহণ ও ভাবপ্রকাশের উন্নতি করা; গ) মৌখিক ও লিখিত বক্তব্য শুনে ও পড়ে বুঝতে পারা ও দক্ষতা অর্জন করা; ঘ) বিজ্ঞানসম্মত ও রুচিসম্পন্ন মানসিকতা গড়ে তোলা।

পাঠ্যবই-এর প্রতিটি পাঠের আগেই কাঙ্ক্ষিত সামর্থ্যের উল্লেখ করা হবে।

প্রতিটি পাঠকে অর্থাৎ প্রতিটি ছড়া, গল্প, কবিতা বা নাট্যাংশকে এক একটি একক হিসেবে গণ্য করতে হবে।

অন্য আর একটি দিক থেকেও প্রাথমিক স্তরে বিভিন্ন শ্রেণীতে প্রথম ভাষা শিক্ষার বিশেষ উপযোগিতা লক্ষ করা যায়। প্রথম ভাষার পাঠ্যসূচির মাধ্যমে শিক্ষার্থী একদিকে যেমন নিজ ভাষাগোষ্ঠীর সর্বজনীন ভাববিনিময়ের মূল স্রোতের সঙ্গে যুক্ত হবার সুযোগ পায়, অন্যদিকে তেমনই পাঠ্যগুলির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নানা ইতিবাচক সামাজিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মূল্যবোধের ধারণা সঞ্চয় করার অবকাশ ঘটে। প্রাথমিক শিক্ষায় প্রথম ভাষার পাঠ তাই এই হিসাবে মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন ভবিষ্যৎ নাগরিক হবারও প্রথম পাঠ।

প্রথম ভাষা

(বাংলা, হিন্দি, উর্দু, নেপালি, সাঁওতালি)

পাঠ্যসূচি

প্রথম শ্রেণি (আনুমানিক বয়স - ৫ +)

সামর্থ্য ঃ

মৌখিক ঃ দেখা ও শোনা ঃ পরিচিত বিভিন্ন ছবি, যেমন - পশু, পাখি, ফুল, ফল পরিবেশের বিভিন্ন গাছপালা ইত্যাদিকে দেখে জিজ্ঞাসা করা ও প্রশ্নের উত্তর দিতে পারা।

শোনা, বোঝা ও বলা ঃ সহজ, সুপরিচিত এবং প্রচলিত ছড়া, কবিতা শুনে বলতে পারা, বিভিন্ন আদেশ, নির্দেশ গল্প শুনে বলতে পারা, 'হ্যাঁ', 'না', 'কী' দিয়ে সহজ প্রশ্নের উত্তর বলতে পারা, ওইসব কথোপকথন বুঝতে পারা, প্রশ্ন বুঝে উত্তর দিতে পারা।

পড়া ও লেখা ঃ আঁকা, দাগ কাটা, রেখা, বৃত্ত প্রভৃতি আঁকার মাধ্যমে বর্ণের সঙ্গে পরিচিত হওয়া, বর্ণের ছবিরূপ পড়তে পারা, ছবির সঙ্গে মিলিয়ে শব্দ পড়তে পারা, কয়েকটি শব্দ দিয়ে লেখা সহজ বাক্য পড়তে ও লিখতে পারা, কমবেশি ১৫০০ শব্দ আয়ত্ত করতে পারা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ

ক) এই শ্রেণিতে জীবনী, প্রকৃতি-বিষয়ক রচনা, সহজ গল্প এবং সামাজিক কাজকর্ম বিষয়ক রচনা শুনতে, বুঝতে ও বলতে পারা।

খ) যুক্তাক্ষর ছাড়া রচনা পড়তে পারা।

গ) স্ব-শিখনের জন্য অনুশীলনী অতি অবশ্যই রাখতে হবে যাতে শিশুরা কারো সহায়তা ছাড়া নিজেরাই করতে পারে।

বিষয় ঃ বাংলা (প্রথম ভাষা)

প্রত্যহ ১টি করে শ্রেণি ঘণ্টা (পিরিয়ড) ধরে, ৬টি শ্রেণি ঘণ্টা বা পিরিয়ড প্রথম ভাষা পঠন-পাঠনের সময়।

সপ্তাহ ঃ ৩৩.৩৩

৩৩.৩৩ × ৬ শ্রেণি ঘণ্টা = ১৯৯.৯৮ = ২০০ শ্রেণিঘণ্টা

মোট কার্যদিবস - ২০০ দিন

পাঠ নির্বাচনের বিষয় ঃ

(১) প্রকৃতিবিষয়ক, (২) অনগ্রসর অংশের শিশুদের জীবন, (৩) সমাজের সব অংশের শিশুদের মধ্যে সম্প্রীতির ও ঐক্যের ঘটনা (কোনো সামাজিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, খেলার মাঠ), (৪) বালিকাদের কথা (৫) একতা, (৬) স্মরণীয় ব্যক্তিদের শৈশবের উল্লেখযোগ্য ঘটনা, জীবনকথা, (৭) খেলাধুলার আনন্দ, (৮) আদিবাসী মানুষদের কথা, (৯) শিশু কল্পনা, (১০) পরিবেশ সচেতনতা, (১১) স্বাস্থ্য সচেতনতা।

মূল্যায়ন ঃ

ছবি দেখে বুঝতে পারা। বুঝে ঠিকমতো উত্তর দিতে পারা। ঠিকমতো শব্দ, শব্দের বর্ণগুলি চিনে বলতে পারা। বাক্য থেকে শব্দ ভেঙে বর্ণ, বর্ণ দিয়ে শব্দ গড়া। মান্য (শিষ্ট চলিত) উচ্চারণে ছড়া বলতে পারা, লেখার সমস্ত বর্ণ এবং সমান একই আকারের হচ্ছে কি না দেখা।

উপএককের বা এককের পঠন-পাঠনের পরে তাৎক্ষণিক মূল্যায়ন, কিছু এগোবার পর (কয়েকটি বা এককের পর) সাময়িক 'পর্বভিত্তিক' মূল্যায়ন করতে হবে এবং পরে সামগ্রিক মূল্যায়ন করতে হবে।

পাঠ্যসুচি

দ্বিতীয় শ্রেণি (আনুমানিক বয়স - ৬ +)

সামর্থ্য ঃ

মৌখিক ঃ শোনা, বোঝা ও বলা ঃ সহজ কিন্তু অপরিচিত কবিতা, গান ও গল্প বোধসহ শোনা, পরিচিত পরিবেশে সংলাপ এবং কথাবার্তা বুঝতে পারা, পরিচিত পরিবেশে মৌখিক অনুরোধ, নির্দেশ, আদেশ এবং প্রশ্নাদি বুঝতে পারা, কাল সম্বন্ধে ধারণা প্রকাশ করতে পারা; মান্য উচ্চারণে কথা বলতে পারা।

পড়া ও লেখা ঃ যুক্তবর্ণ চিনতে, বুঝতে ও লিখতে পারা, পাঠ্যবই ও পাঠবই বহির্ভূত গল্প পড়তে পারা, দেখে ও শুনে শব্দ এবং বাক্য লিখতে পারা, কোনো মৌক্কিক অথবা লিখতে পাঠের অন্তর্গত ঘটনাবলিকে ধারাবাহিকভাবে মনে করতে পারা, শোনার পর 'কী' 'কীভাবে' ধরনের প্রশ্নের উত্তর বলতে ও লিখতে পারা, শ্রুতলিখন নিতে পারা, সচিত্র অভিধান ব্যবহার করতে পারা, কমবেশি ২০০০ শব্দ আয়ত্ত করতে পারা।

বিষয় ঃ বাংলা (প্রথম ভাষা)

প্রত্যহ ১টি করে শ্রেণি ঘণ্টা (পিরিয়ড়) ধরে, ৬টি শ্রেণি ঘণ্টা বা পিরিয়ড প্রথম ভাষা পঠন-পাঠনের সময় হিসেবে নির্দিষ্ট।

সপ্তাহ ঃ ৩৩.৩৩

৩৩.৩৩ × ৬ শ্রেণি ঘন্টা = ১৯৯.৯৮ = ২০০ শ্রেণিঘন্টা

মোট কার্যদিবস - ২০০ দিন

পাঠ নির্বাচনের বিষয় ঃ

(১) প্রথম শ্রেণির বিষয় সমূহ, (২) মনীষীদের জীবন, (৩) দেশপ্রেমির বীর শহিদদের জীবনী, (৪) প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, (৫) ভ্রমণ, (৬) স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিষয়ক, (৭) বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ, (৮) এলাকার প্রাকৃতিক ও সামাজিক বর্ণনা, (৯) হাসির ঘটনা, (১০) শিশুর কল্পনা, (১১) মূল্যবোধ, (১২) জীবপ্রীতি, (১৩) শ্রমের মর্যাদা, (১৪) শিশুশ্রমের বিরুদ্ধে।

ভাষা পরিচয় ঃ যুক্তবর্ণ দিয়ে শব্দ / বাক্য গঠন, উলটো অর্থের শব্দ, শূন্যস্থানে সঠিক শব্দের ব্যবহার।

মূল্যায়ন ঃ

শুনে ঠিকমতো উত্তর দিতে পারা, মান্য উচ্চারণে গল্প, কবিতা, আবৃত্তি করতে পারা, যুক্তবর্ণ ভাঙা-গড়া এবং যুক্তবর্ণ দিয়ে বাক্য গঠন করতে পারছে কি না তার মূল্যায়ন। প্রশ্ন পড়ে বুঝে উত্তর দিতে পারা ও লিখতে পারা, কাল সম্বন্ধে ধারণা সঠিক হয়েছে কি না দেখা - এসব সামর্থ্যের যাচাই করা দরকার।

এক একটা উপ এককের পঠন-পাঠনের শেষে তাৎক্ষণিক মূল্যায়ন, এককের শেষে একক মূল্যায়ন, কয়েকটি এককের পর পার্বিক মূল্যায়ন এবং সামগ্রিক ভাবে মূল্যায়ন করতে হবে।

পাঠ্যসূচি

তৃতীয় শ্রেণি (আনুমানিক বয়স - ৭+)

সামর্থ্য ঃ

মৌখিক ঃ শোনা, বোঝা ও বলা ঃ যুক্তাক্ষর চিনতে (দ্বিতীয় শ্রেণিতে যে যুক্তাক্ষরগুলো শেখা হয়নি সেইসব যুক্তাক্ষর) ও বলতে পারা, বর্ণনা, বিবরণ, কথার খেলা, ধাঁধা, অপরিচিত পরিবেশের কথাবার্তা-আলাপ শুনে, বুঝে বলতে পারা, গল্প বলতে ও কবিতা আবৃত্তি করতে পারা।

পড়া ও লেখা ঃ সুস্পষ্ট উচ্চারণ, অর্ধযতি ও যতিচিহ্ন ঠিক রেখে পড়তে পারা, পাঠবহির্ভূত পাঠ পড়তে পারা, সরব ও নীরব পাঠ করে ও বুঝে সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তর দিতে পারা; শব্দ, বাক্য, শ্রুতলিখন, নির্দেশিত বিষয়ের উপর কয়েকটি বাক্য স্বাধীনভাবে লিখতে পারা, ছোটো-বড়ো প্রশ্নের উত্তর লিখতে পারা, নির্ভুল আকারে যথাযথ ছাঁদে বর্ণ ও শব্দ লিখতে পারা, দিন নির্দিষ্ট রাখতে পারা, অজানা শব্দের শ্রুতলিখন নিতে পারা, কমবেশি ৩০০০ শব্দ আয়ত্ত করতে পারা।

বিষয় ঃ প্রথম ভাষা

প্রত্যহ অন্যূন ১টি করে সপ্তাহে মোট ৭টি শ্রেণি-ঘন্টা (পিরিয়ড) প্রথম ভাষার পঠন-পাঠনের জন্য নির্দিষ্ট।

সপ্তাহ ঃ ২৮.৫৭

২৮.৫৭ × ৭ শ্রেণি ঘন্টা = ১৯৯.৯৯ = ২০০ শ্রেণিঘন্টা

মোট কার্যদিবস - ২০০ দিন

পাঠ নির্বাচনের বিষয় ঃ

(১) দ্বিতীয় শ্রেণির বিষয়সমূহ, (২) নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার কথা, (৩) স্মরণীয় দেশপ্রেমিকের জীবনকথা, (৪) গ্রামের পরিচয় (৫) শহর সম্পর্কে ধারণা, (৬) শ্রমজীবী মানুষের কথা, (৭) প্রকৃতি বিষয়ক (৮) পুরাকাহিনি (রামায়ণ/মহাভারত প্রভৃতি), (৯) সততার দৃষ্টান্ত, (১০) কৌতুক, (১১) একটি গ্রামের সামাজিক ও প্রাকৃতিক বর্ণনা, (১২) বিজ্ঞানের অভিযান, (১৩) যুদ্ধ বিরোধী বিষয় (১৪) সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিষয়ক।

ভাষা পরিচয় ঃ শব্দাবলির অর্থ, ব্যক্তি/বস্তুর নাম/দোষ-গুণ, কাজ করা বোঝায় এমন ভাবে শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ, বিপরীতার্থক শব্দ, নামের বদলে শব্দ, বর্ণ দিয়ে শব্দ গঠন।

মূল্যায়ন ঃ

শুনে ঠিকমতো উত্তর দিতে পারা। বাক্য পড়তে পারা। মান্য উচ্চারণে গল্প, কবিতা পাঠ বা আবৃত্তি করা। প্রশ্ন পড়ে ঠিকমতো উত্তর লিখতে পারা। কাল সম্বন্ধে ধারণার সঠিক জ্ঞান। একই ধরনের ধ্বনির উচ্চারণ দিয়ে নতুন শব্দ লেখা। এসব সামর্থ্যের যাচাই করা প্রয়োজন পাঠ্যবই এর অংশের ভাষাপরিচয়ের (ব্যাকরণ) মূল্যায়নে সংজ্ঞা বা সূত্র জিজ্ঞাসা করা যাবে না।

এক একটা উপ-এককের পঠন-পাঠনের শেষে তাৎক্ষণিক মূল্যায়ন, একক অভীক্ষণ/মূল্যায়ন এবং কয়েকটি এককের পর সাময়িক মূল্যায়ন এবং সামগ্রিক মূল্যায়ন করতে হবে শেষে প্রতিটি একক ভিত্তিক মূল্যায়নের পরই সংশোধনী পাঠের ব্যবস্থা করতে হবে।

পাঠ্যসূচি

চতুর্থ শ্রেণি (আনুমানিক বয়স - ৮+)

সামর্থ্য ঃ

মৌখিক ঃ শোনা, বোঝা ও বলা ঃ সাধারণ বক্তব্য বোধসহ শোনা, অপরিচিত কথাবার্তা, আলাপ বুঝতে পারা, মৌখিক নির্দেশাবলি বোধসহ শুনতেপারা, না থেমে স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে পারা, যথাযথভাবে আবৃত্তি করতে পারা, কবিতা, গল্প, জীবনী, সামাজিক জীবনযাত্রা বিষয়ক রচনা, দেশ-বিদেশের মানুষের কথা ও শিশুর জীবনকথা, দেশাত্মবোধক গল্প, কবিতা আবৃত্তি করতে পারা।

পড়া ও লেখা ঃ ভ্রমণ কাহিনি, নাটকের অংশ, হাস্যকৌতুক পড়তে ও লিখতে পারা, অপরিচিত বস্তু ও বিষয় বর্ণনা করে কয়েকটি বাক্যে (৩/৪) লিখতে পারা, প্রাচীর পত্র, চিঠি এবং শিশুপাঠ্য পত্রিকা পড়তে ও লিখতে পারা, সুস্পষ্টভাবে সমান ছাঁদে লিখতে পারা, যতিচিহ্ন সহ পড়তে পারা, অনুচ্ছেদ লিখতে পারা, দিনলিপি রাখতে পারা, বাক্যে 'তারপরে', 'যেহেতু' শব্দের যথাযথ ব্যবহার করতে পারা, বাক্যের অন্তর্গত বিভিন্ন পদের (সংজ্ঞা ছাড়া) ব্যবহার করতে পারা, অভিধান ব্যবহার করতে পারা, কমবেশি ৪০০০ শব্দ আয়ত্ত করতে পারা।

বিষয় ঃ প্রথম ভাষা

প্রত্যহ কমপক্ষে ১টি করে সপ্তাহে মোট ৭টি শ্রেণি ঘণ্টা = (পিরিয়ড) প্রথম ভাষা পঠন-পাঠনের জন্য নির্দিষ্ট।

সপ্তাহ ঃ ২৮.৫৭ × ৭ পিরিযড = ১৯৯.৯৯ = ২০০ শ্রেণি ঘণ্টা

মোট কার্যদিবস - ২০০ দিন

পাঠ নির্বাচনের বিষয় ঃ

(১) তৃতীয় শ্রেণির বিষয়সমূহ। (২) জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কিত কাহিনি ও জাতীয়তাবোধের উন্মেষ (৩) দেশপ্রেমিকদের জীবন কথা, (৪) বিজ্ঞানবিষয়ক, ভ্রমণ কাহিনি, বিজ্ঞানীর জীবন কথা, (৫) হাস্যকৌতুক

(৬) আমাদের প্রতিবেশী রাজ্যের জীবনচর্যা, (৭) মহৎ ব্যক্তি, সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের কৃতী ব্যক্তিবর্গের জীবন কথা (৮) শ্রমজীবী মানুষ (৯) পরিবেশ প্রীতি (১০) প্রযুক্তি (১১) আঞ্চলিক/অদিবাসী সংস্কৃতি (১২) শিশুকল্পনা

ভাষা পরিচয় ঃ বাক্যগঠনের সহজ ব্যাবহারিক নিয়ম - সরল, জটিল ও যৌগিক বাক্য রচনা ও বিভাজন।

মূল্যায়ন ঃ

শুনে ঠিকমতো উত্তর দিতে পারা। বাক্য পড়তে পারা। মান্য উচ্চারণে গল্প, কবিতা পাঠ বা আবৃত্তি করতে পারা। প্রশ্ন পড়ে ঠিকমতো উত্তর লিখতে পারা। কাল সম্বন্ধে ধারণার সঠিক জ্ঞান। একই ধরনের ধ্বনির উচ্চারণ দিয়ে নতুন শব্দ লেখা। এসব সামর্থ্যের যাচাই করতে হবে। পাঠ্যবই এর অংশের ব্যাকরণ (ভাষা পরিচয়) অংশের প্রশ্নে কোনোরকম সূত্র বা সংজ্ঞা দেওয়া যাবে না।

এক একটা উপ-এককের পঠন-পাঠনের শেষে তাৎক্ষণিক মূল্যায়ন, কয়েকটি এককের পর সাময়িক মূল্যায়ন এবং শেষে সামগ্রিকভাবে মূল্যায়ন করতে হবে।

পাঠ্যসূচি

পঞ্চম শ্রেণি (আনুমানিক বয়স - ৯+)

সামর্থ্য ঃ

মৌখিক ঃ শোনা, বোঝা ও বলা ঃ আবৃত্তি, বিতর্ক ইত্যাদি বোধসহ শুনতে ও বলতে পারা, অভিনয় দেখে বুঝতে পারা, অপরিচিত পরিবেশের কথাবার্তা, আলাপ-আলোচনা বুঝতে পারা, দলগত কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ বুঝতে পারা, সাবলীল ভাবে, স্বচ্ছন্দে এবং স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে পারা, জানা বিষয়ে কিছু বলতে পারা, চার্ট ও মানচিত্র দেখে বুঝতে পারা।

পড়া ও লেখা ঃ প্রাচীরপত্র, চিঠি, শিশুপাঠ্য পত্রিকা পড়তে ও লিখতে পারা, সুন্দর, সমান ছাঁদে লিখতে ও টানা লিখতে পারা, যতিচিহ্ন সহ শ্রুতলিখন নিতে পারা, কোনো বিষয়ের উপর ৪/৫ টি বাক্য স্বাধীনভাবে কিছু লিখতে পারা, বাক্যে 'যদি হয় তাহলে' 'যদি না হয় তাহলে' ইত্যাদির ব্যবহার করতে পারা, বাক্যের অন্তর্গত বিভিন্ন পদ (সংজ্ঞা ছাড়া) বুঝে যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারা, অভিধান ব্যবহার করতে পারা, বলা ও লেখার সময় যথাযথ ভাষা ব্যবহার করতে পারা, কমবেশি ৫০০০ শব্দ আয়ত্ত করতে পারা।

বিষয় ঃ প্রথম ভাষা

প্রত্যহ কমপক্ষে ১টি করে সপ্তাহে মোট ৭টি শ্রেণি ঘণ্টা (পিরিয়ড) প্রথম ভাষা পঠন-পাঠনের জন্য নির্দিষ্ট।

সপ্তাহ ঃ ২৮.৫৭ × ৭ × ১৯৯.৯৯ = ২০০ শ্রেণি ঘণ্টা

মোট কার্যদিবস - ২০০ দিন

পাঠ নির্বাচনের বিষয় ঃ

(১) চতুর্থ শ্রেণির বিষয় সমূহ, (২) ভারতের উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক স্থান সমূহ, (৩) বীরাঙ্গনার জীবনকথা, (৪) তথ্য প্রযুক্তি, (৫) স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি ঘটনা / আদিবাসী মানুষের ভূমিকা, (৬) কু-সংস্কার-বিরোধিতামূলক ঘটনা, কুসংস্কারমুক্ত বৈজ্ঞানিক সত্য, (৭) যুদ্ধের বিরুদ্ধে, শান্তির পক্ষে (হিরোশিমা-নাগাসাকির ঘটনার প্রেক্ষিতে), (৮) ভ্রমণকাহিনি, (৯) সরস কাহিনি, (১০) নীতিমূলক রচনা, (১১) সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, (১২) প্রকৃতি ও পরিবেশবিষয়ক, (১৩) মানবিক মূল্যবোধ, (১৪) বাংলা সাহিত্যের আদিযুগের নিদর্শন মূলক রচনা (কবিতা / গদ্য ইত্যাদি)।

ভাষা পরিচয় ঃ বাক্যের অন্তর্গত বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া, সংযোগমূলক পদ ইত্যাদির সহজ ব্যবহার; বাক্যের প্রকার, ক্রিয়ার কাল, সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ, বিপরীতার্থক শব্দ, সমার্থক শব্দ, শব্দ ভাণ্ডার, বাগ্‌বিধি, বিশিষ্টার্থক বাক্য ইত্যাদি। কিন্তু ***কোনোক্ষেত্রেই কোনো সংজ্ঞা ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই।*** ভাষা পরিচয়ের প্রশ্নে কোনোরকম সূত্র বা সংজ্ঞা দেওয়া যাবেনা।

ভাষা পরিচয়ের অংশটি কিশলয় - ৫ম ভাগের সঙ্গে সংযোজিত হবে।

মূল্যায়ন ঃ শুনে ঠিকমতো উত্তর দিতে পারা, বাক্য পড়তে পারা। মান্য উচ্চারণে গল্প বলা, কবিতা পাঠ বা আবৃত্তি করতে পারা। প্রশ্ন পড়ে ঠিকমতো উত্তর লিখতে পারা। কাল সম্বন্ধে ধারণার সঠিক জ্ঞান। একই ধরনের ধ্বনির উচ্চারণ দিয়ে নতুন শব্দ লেখা। এসব সামর্থ্যের যাচাই করতে হবে। পাঠ্যবই এর অংশের ব্যাকরণ।

এক একটা উপ-এককের পঠন-পাঠনের শেষে তাৎক্ষণিক মূল্যায়ন, কয়েকটি এককের পর সাময়িক মূল্যায়ন এবং শেষে সামগ্রিক মূল্যায়ন করতে হবে।

মূল্যায়ন নীতি - প্রথম ভাষা

(বাংলা, হিন্দি, উর্দু, নেপালি, সাঁওতালি)

১। প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি

(ক) প্রথম পর্ব ঃ মে-আগস্ট - ৭০ দিন (৮দিন খেলাধুলা ইত্যাদির জন্য বাদ)। ৬২ দিন (পঠন-পাঠন - ৫০ পিরিয়ড + ১২ সাময়িক মূল্যায়ন) = ৬২ পিরিয়ড

(খ) দ্বিতীয় পর্ব ঃ সেপ্টেম্বর - ডিসেম্বর - ৬৮ - ১২ = ৫৬ পিরিয়ড (৪৪ + ১২) সাময়িক মূল্যায়ন।

(গ) তৃতীয় পর্ব ঃ জানুয়ারি - এপ্রিল - ৯০ - ০৮ = পিরিয়ড (৭০ + ১২) সাময়িক মূল্যায়ন = ৮২ পিরিয়ড।

২। প্রতি পর্বে তাৎক্ষণিক মূল্যায়নের সঙ্গে যোগসূত্র রেখে ২টি লিখিত সাময়িক মূল্যায়ন করতে হবে। মৌখিকের ক্ষেত্রে সারা বছরে ৪টি মূল্যায়ন করা যাবে। প্রতি পর্বে অন্তত একটি মৌখিক মূল্যায়ন রাখতেই হবে।

৩। লিখিত মূল্যায়ন - ৮০ নম্বর, প্রতিটি পর্বের জন্য
মৌখিক মূল্যায়ন - ২০ নম্বর

৪। একক চলাকালীন তাৎক্ষণিক মূল্যায়ন ঃ শ্রেণিঘণ্টার প্রথমে অথবা শেষে ১০ থেকে ২০ মিনিটের মধ্যে মূল্যায়নটি করে নিতে হবে। নম্বর - ১০/১৫।

৫। প্রতি এককের পঠন-পাঠনের শেষে একটি করে মূল্যায়ন করে নিতে হবে। তিন/চারটি এককের শেষে সাময়িক মূল্যায়ন করতে হবে। নম্বর ২০/৪০।

৬। কয়েকটি সাময়িক মূল্যায়নের শেষে সামগ্রিক মূল্যায়ন করতে হবে। নম্বর - লিখিত ৮০ + মৌখিক ২০ = ১০০।

৭। সব শেষে বাৎসরিক / সামগ্রিক মূল্যায়ন করতে হবে। নম্বর - লিখিত ৮০ + মৌখিক ২০ = ১০০।

৮। পঠন-পাঠনের প্রথম পর্ব - ৬২ পিরিয়ড।

৯। দ্বিতীয় পর্ব - ৫৬ পিরিয়ড।
তৃতীয় পর্ব - ৮২ পিরিয়ড।
মোট - ২০০ পিরিয়ড।

বিঃ দ্রঃ- পাঠ-একক ও উপ-একক এবং সামর্থ্যভিত্তিক প্রশ্নপত্র তৈরি করতে হবে।

মূল্যবোধের শিক্ষা ঃ প্রথম ভাষা

মাতৃভাষার প্রতি আগ্রহ ও ভালোবাসা সৃষ্টি করা।

আঞ্চলিক ভাষার প্রতি মমত্ববোধ থাকা সত্বেও মান্য চলিত ভাষাকে যত্নের সঙ্গে আয়ত্ত করার চেষ্টা করা। স্বনামধন্য লেখক, কবি, সাহিত্যিক, প্রবন্ধকার, শিশু সাহিত্যিক, বিজ্ঞান-বিষয়ক লেখক, সকলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া ও তাঁদের লেখার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি।

পৌরাণিক গল্পসহ অন্যান্য গল্পের (রূপকথা ইত্যাদি) মধ্য দিয়ে শিশুর সদাচার-বোধ, সততা, সাহসিকতা, সহযোগিতা ও সহমর্মিতার মনোভাব গড়ে তোলার প্রয়াস; গণতান্ত্রিকতাবোধ, দেশপ্রেম, প্রকৃতিপ্রেম, পরিবেশ সচেতনতা, বিজ্ঞানমনস্কতা, ভয়শূন্যতা, শিশুর কল্পনাশক্তির জাগরণ সম্বন্ধীয় বিষয়ের সংযোজন। মজার এবং হাসির গল্পের মধ্য দিয়ে সাহিত্যরসবোধের সৃষ্টি।

মনীষীদের জীবনকথা, সমাজের মানুষ ও তার জীবিকার কথা দেশের নানা অভিযান কাহিনি, প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রত্যক্ষ ঘটনা, ইতিহাসের গল্প, শিশুর নানা কীর্তি-বিষয়ক ঘটনার মধ্য দিয়ে শ্রদ্ধাবোধ ও আত্মবিশ্বাস অর্জন-প্রয়াস।

ধর্মশিক্ষা, কুসংস্কার, জাতি বা বর্ণ ভেদ, বিদ্বেষ, ভোগসর্বস্বতা, অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা, ক্ষমতার দম্ভ, অতিব্যক্তিকেন্দ্রিকতা প্রভৃতি থেকে মুক্ত রাখার প্রয়াস। "সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই" - এ বিশ্বাস অর্জন প্রয়াস।

লিঙ্গ - ধর্ম - ভাষা - প্রদেশভিত্তিক বিচ্ছিন্নতা ও বৈষম্যভাব থেকে দূরে রাখার প্রয়াস। শিশুশ্রমকে উৎসাহিত না করে তাদের সমাজে প্রতিষ্ঠা দেবার কথা। শারীরিক ভাবে দুর্বল (প্রতিবন্ধী) মানুষের আত্মপ্রতিষ্ঠার কাহিনি।

সমস্ত মানুষকে (পেশাগত, সামাজিক-অবস্থানগত পার্থক্য থাকা সত্বেও) মর্যাদাদান বিষয়ক রচনা।

বিশ্বশান্তির প্রয়াস - 'যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই' - একে কার্যকর রূপ দেওয়া। মানব জাতির মহান কীর্তিগুলিকে তুলে ধরার মধ্য দিয়ে মানুষের মহত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস।

অ-বাংলাভাষায় রচিত কাহিনির বা লেখার অনুবাদের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের জীবনচর্যা, সংস্কৃতির পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের সম্বন্ধে শ্রদ্ধার ভাব জাগানো। অন্য অঞ্চলের সাহিত্যের সঙ্গে মাতৃভাষায় রচিত সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনার মধ্য দিয়ে সমগ্র ভারতবর্ষের একটা সামগ্রিক ছবি ফুটে উঠে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের পরিচয় লাভ করার বিষয়।

কিশলয়গুলির গঠন বিন্যাস

প্রথম শ্রেণি

দ্রষ্টব্য ঃ পাঠ্যপুস্তকটি সহজ ও সচিত্র হবে।

শুধু অযুক্তাক্ষর থাকবে।

ছড়া-কবিতা ছাড়াও গল্প অংশ বেশি থাকবে (পাঠ্যবিন্যাস হবে পাঠ এককভিত্তিক)।

ডবল ক্রাউন কাগজ ও ১৮ পয়েন্টের টাইপ।

একের পাঁচ অংশ ছবি সংকলিত।

বইয়ের প্রথমে শিরোনাম (শিক্ষিকা + শিক্ষক – নির্দেশিকা) ৬ / পৃষ্ঠা

পাঠ্যবিষয় ও শিখন সামর্থ্য - ৩৫ পৃষ্ঠা

শিখন (অনুশীলনী) + মূল্যায়ন + কৃত্যাবলি - ৩৭ পৃষ্ঠা।

পুস্তকটির মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৭৮ (আনুমানিক)।

দ্বিতীয় শ্রেণি ঃ

আকার ডবল ক্রাউন। ২০ পয়েন্ট টাইপ।

বইয়ের প্রথমে শিরোনাম পত্র (এককভিত্তিক) + শিক্ষক/শিক্ষিকা-নির্দেশিকা - ৬ পৃষ্ঠা।

ছড়া-কবিতা-নাট্যাংশ (পাঠ্যবিন্যাস হবে 'একক' ভিত্তিক)।

একের পাঁচ অংশ ছবি।

শিখন (অনুশীলনী) + মূল্যায়ন + কৃত্যাবলি + শব্দ তালিকা - ৩৬ পৃষ্ঠা।

পাঠ্যাংশ - ৩৬ পৃষ্ঠা।

মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৮ (আনুমানিক)।

তৃতীয় শ্রেণি ঃ

ডবল ক্রাউন ১৪ পয়েন্ট সাইজে ছাপা।

বই - এর প্রথমে শিক্ষিকা - শিক্ষক নির্দেশিকা সহ শিরোনাম পত্র (একক ভিত্তিতে) - ৬ পৃষ্ঠা।

পাঠ্যাংশ - ৩৮ পৃষ্ঠা (গদ্য-কবিতা-নাট্যাংশ)।

শিখন (অনুশীলন) + মূল্যায়ন + কৃত্যাবলি + শব্দ তালিকা - ৪০ পৃষ্ঠা।

পুস্তকটির মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৮৪ (আনুমানিক)।

চতুর্থ শ্রেণি ঃ

ডবল ক্রাউন ১৪ পয়েন্ট সাইজ টাইপ।

বই এর প্রথমে শিরোনাম (শিক্ষিকা / শিক্ষক - নির্দেশিকা সহ) - ৬ পৃষ্ঠা।

পাঠ্যাংশ - ৪৮ (গদ্য-কবিতা-নাট্যাংশ)। (পাঠ্যাবিন্যাস হবে একক-ভিত্তিক)।

শিখন (অনুশীলন) + মূল্যায়ন + কৃত্যাবলি + শব্দতালিকা + অতিরিক্ত শব্দার্থ - ৫০ পৃষ্ঠা।

পুস্তকটির মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা - ১০৪ (আনুমানিক)।

পঞ্চম শ্রেণি ঃ

চতুর্থ শ্রেণীর মতোই হবে। - পাঠ্যাংশের পাঠ্যবিন্যাস হবে পাঠ 'একক' ভিত্তিতে। ৪-৬ পৃষ্ঠার 'ভাষা পরিচয়' সংযোজিত হবে বইটির শেষে।

পৃষ্ঠা কম / বেশি - ১২৫ (আনুমানিক)।

প্রথম ভাগ ঃ দ্বিতীয় অধ্যায়

ENGLISH

DRAFT SYLLABI OF ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE FOR CLASSES II TO V AND GUIDELINES FOR REVISION/RESTRUCTURING OF TEXT BOOKS WHERE NECESSARY.

Following the recommendations of Dr. Pabitra Sarkar Committee for introducing the teaching of English as a Second Language at the primary level and acting on the instruction issued by the

Education Department, Govt. of West Bengal, The West Bengal Board of Primary Education started the teaching of English as a Second Language from the Second Semester of Class II (only orally) and from Class III simultaneously in the year 1999. Necessary course materials were developed and text books were prepared accordingly.

A few years have been over since English was introduced at the Primary level. We have once again taken up the matter to explore if there is any need for re-structuring the existing syllabi for classes II to V and designing the text books only where it is necessary. Our present endeavour aims at providing the learners with some fresh input and teacher-talk programme for their effective, easy and joyful learning.

OBJECTIVES :

OBJECTIVES OF THE STUDY OF ENGLISH AS SECOND LANGUAGE AT THE PRIMARY LEVEL IN WEST BENGAL :

The teaching-learning method of English study at the Primary Level veers round an eclectic approach[1] of the various methods of Second Language study. In the main, the Semantico-Grammatico Method[2] (propounded by D. A. Willkins) needs be followed since this method has a direct bearing on the Functional -Communicative Method of English Study at the Secondary level.

To encourage English study through a bi-lingual method.

To put emphasis on acquisition of reading and writing skills.

To enable the learners to follow the instructions given by the teachers in the Class room and to re-act accordingly.

To emphasise on the development of the learners' listening comprehension skill to enable them to respond after listening to a material read out by teachers.

To initiate the learners in handling some basic structures of English language.

To enable the learners to build up words by supplying missing letters.

To acquire the ability to read a complete sentence and understand its meaning.

To transact the course books through joyful learning modes and effective use of no-cost low-cost TLMs.

To expose the learners to acquire a sense of language through exposures of real-life specific vocabulary.

To help the learners to acquire clear and distinct articulation of English words through regular pronunciation drills, recitation of rhymes and command - performances.

To encourage the learners to take part spontaneously in simple conversation through answering simple questions put to them by the teachers at the advanced stage in the Primary level.

Notes :

1. Drawing on components from various methods.
2. Vocabulary cum Structure-based method.

DRAFT SYLLABAI (CLASS-WISE) WITH DESIRED COMPETENCY AND NO. OF PERIODS REQUIRED :

CLASS - II

DESIRED COMPETENCY :

To pronounce a few familiar English words having the same sound of some words in the learner's first Language.

To recognise English Alphabet (both capital and small) through rhymes, pictures, cards and pocket board.

Syllabus :

Unit I : Pronunciation of a few known English words written in the first language.

Unit II : Recognition of the English Alphabet (Capital and Small) through rhymes and pictures.

Unit III : Recognition of numerals upto 10 through rhymes.

Total No. of periods required : 40

(Classes will start from the second Semester i.e from November onwards)

Unit I : 15 periods.

Unit II : 20 Periods.

Unit III : 5 Periods.

Total 40 Periods.

CLASS - III

DESIRED COMPETENCIES

To recognise and pronounce English names retold with their pronunciation in the learners's first language.

To recognise a few more words and pronounce these words in English.

To recognise and write the capital and small letters.

To be able to write numerals upto 50 and 60, 70 and so on.

To learn how to read words and also how to form words by inserting letter or letters.

To copy words and sentences.

To recognise colours and know their English names.

To use some of the pronouns (I, He, We, Our, Your, etc.) correctly in sentences.

To follow and give instructions.

To recite rhymes.

SYLLABUS

Unit I : Recognition and pronunciation of Englsih names relating to oft-seen and commonly used objects prevalent in learner's first language.

Unit II : Recognition of English names of other objects along with their pronunciation.

Unit III : Recognition and writing of capital and small letters.

Unit IV : Writing of numerals up to 50.

Unit V : Reading words and forming words by inserting letter/letters.

Unit VI : Copying words and sentences.

Unit VII : Recognition of colours and their English names.

Unit VIII : Use of pronouns (I, You, He, We, Our, My, Your, etc.)

Unit IX : Following and giving instructions.

Unit X : Pronunciation - drill.

Unit XI : Rhymes.

Total no. of periods required for covering the syllabus : 120 Periods

Unit I : 15 Periods

Unit II : 15 Periods

Unit III : 15 Periods

Unit IV : 10 Periods

Unit V : 15 Periods

Unit VI : 15 Periods

Unit VII : 10 Periods

Unit VIII : 10 Periods

Unit IX : 5 Periods

Unit X : 5 Periods

Unit XI : 5 Periods

CLASS IV

DESIRED COMPETENCIES

To recognise 'Vowels' and 'Consonants'.

To use the two articles - 'a' and 'an', singular and plural and to use Verb 'to be' in the Present Tense.

To learn the use of 'This' and 'That'.

To use some more pronouns (Him, His, Her, They, Their etc.)

To learn the English names of days and months.

To indicate relationship between two words.

To use the article 'The' correctly.

Listening to Englsih words through situations.

To recite English rhymes.

Reading a few texts based on values.

SYLLABUS

Unit I : Vowels and Consonants.

Unit II : Use of 'a' and 'an'.

Unit III : Use of singular and plural.

Unit IV : Use of verb 'to be' in the present tense.

Unit V : Use of 'This' and 'That'.

Unit VI : Use of pronouns (His, Him, Her, They, Them, Their etc.)

Unit VII : English names of days and months.

Unit VIII : Englsih words indicating relationship.

Unit IX : Englsih ordinals and the use of 'The'.

Unit X : Introductory 'It'.

Unit XI : 'Listening' and 'speaking' English through situations.

Unit XII : Pronunciation - Drill.

Unit XIII : English Rhymes.

Unit XIV : Reading a few texts based on values.

Total No. of Periods required : 120 Periods

Unit-wise break up of the Periods :

Unit I : 5 Periods

Unit II : 5 Periods

Unit III : 10 Periods

Unit IV : 10 Periods

Unit V : 10 Periods

Unit VI : 10 Periods

Unit VII : 5 Periods

Unit VIII : 5 Periods

Unit IX : 5 Periods

Unit X : 5 Periods

Unit XI : 15 Periods

Unit XII : 15 Periods

Unit XIII : 5 Periods

Unit XIV : 15 periods

CLASS-V

DESIRED COMPETENCIES :

To use 'a', 'an', 'This' and 'That' in sentences and to form plural by adding 'es'.

To learn the use of introductory 'There'.

To learn the use of 'Past Tense' through the use of some 'regular' and 'irregular' verbs and to ask questions with 'who', 'what', 'when', and 'how'.

To learn the use of 'Present Continuous Tense'.

Use of verb 'to have'.

To learn Subject Verb agreement.

To use different Parts of Speech.

To be able to read a few texts based on values.

To be able to listen to English words and sentences and to speak them correctly.

SYLLABUS

Unit I : Further study in the use of 'a' and 'an and 'This' and 'That' and formation of plural by adding- 'es'.

Unit II : Use of Introductory 'There'.

Unit III : Past Tense through use of some 'regular' and 'irregular' Verbs : introduction of 'who', 'what', 'when' and 'how' for questioning.

Unit IV : Present continuous tense through contextual use.

Unit V : Use of verb 'to have'.

Unit VI : Subject-verb 'to have'.

Unit VII : Pronouns (further study).

Unit VIII : Common use of 'The'.

Unit IX : Use of Parts of Speech.

Unit X : Practice in English writing.

Unit XI : Reading a few texts based on values.

Unit XII : Practice in listening and speaking English.

Total No. of periods required : 120

Unit-wise break-up

Unit I : 15 Periods

Unit II : 5 Periods

Unit III : 20 Periods

Unit IV : 10 Periods

Unit V : 10 Periods

Unit VI : 10 Periods

Unit VII : 5 Periods

Unit VIII : 5 Periods

Unit IX : 10 Periods

Unit X : 10 Periods

Unit XI : 10 Periods

Unit XII : 10 Periods

STRATEGIES TO BE FOLLOWED FOR THE PREPARATION OF TEXT BOOKS :

In Class II, teaching of English should be carried only orally from the second semester. The Course book for Class II should have the scope for acquainting the learners with the capital and small letters and numericals upto 10 only.

Syllabus for Classes III to V should be prefixed to the content pages.

Content pages with the lesson names should be successively printed at the beginning of all text books.

SUGGESTIONS FOR PREPARING TEXT BOOKS :

English being taught as the second language, students at the primary level are exempted from learning this foreign language with the same competency as is required in learning the first language. Hence, in preparing the text books from Classes III to V, emphasis should be laid on the following aspects :

Careful adherence to the syllabi and content pages as prepared separately for Classes III to V are given in the document entitled "SYLLABAI FOR ENGLISH". However, the desired competency should be mentioned before each new chapter.

Indentification of the student should be recorded in the beginning of the Text Book by allowing a space for the purpose of mentioning the student's name, names of his/her parents, name of the school, address etc.

No. of Classes/periods allotted for different items in the contents for all the classes should be printed along with the contents.

Lesson titles prepared for each lesson of the Text Books for Classes III to V should be

printed on the top of the relevant lessons. A few lessons expressing and illustrating values should be added.

Competency of the learners should be mentioned in the beginning of every lesson.

It is not feasible to give a list of the pictures, diagrams and sketches separately. However, illestrations should be prominently theme-oriented and attractive with suitable colours and designs.

Words to be used for the lessons should be simple and easy for the learners' understanding. 'GLOSSARY' is not required at this stage. However, a list of new words has already been provided at the end of the text books for Classes III to V.

"WORK BOOK" for drilling is suggested.

Text book contents should have all the desired elements such as 'multiple choice', 'very short answertype questions', scope for self learning etc. These will be helpful for enhancing the competency of the learners.

Separate dictation classes are not necessary. ***Dictation from the text should be given at the end of each lesson and afterwards*** and following the principles of known to unknown. Unseen dictation may also be given.

METHODOLOGY for the teachers is prepared as follows :

Books are designed as self-study materials and teaching should be competency based.

Instructions (where necessary) up to Class IV should be imparted by the teachers to the learners through thier first language. [The text-book lesson-instructions and exercise-directions have been given accordingly.]

From Class V, instructions should be given through English and through the learners' first language, if necessary. [The way, the first language, has been withdrawn may be observed.]

Contextual and useful TLM (no cost and low cost) should be used as far as practicable. **Integrated Orientation Module No. 3** should be consulted for the purpose.

Remedial teaching should be done in the class room on the basis of feed back acquired through instantaneous evaluation. (The detailed academic calendar is required to be introduced by schools.)

Remedial teaching should also be done at the end of each term.

Teachers are advised to follow the details of the text books including the instructions in the class room transactions.

A NOTE ON EVALUATION

Evaluation should be both continuous and comprehensive. It should also be competency based.

In Class II only, ***oral evaluation*** based on the competencies (as prescribed in the syllabus) is recommended.

For Classes III to V both written and oral evaluations based on the prescribed competencies are recommended. **Written test** should include dictation and **oral test** should include reading skill testing.

Evaluation should be instanteneous (during class room transactions) based on the competencies contained in the 'Units' and 'Sub-Units'. It should also be periodical (two or three in each term).

Instead of awarding grades, marks (numerical awards) should be given.

CLASS-WISE DISTRIBUTION OF MARKS :

Class II : 50 marks (only on oral Test)

Classes III to V : 40 marks for written test for each class (including dictation for **spelling skill test**) and 10 marks for oral (including **Reading Skill)** test in each class.

GENERAL SUGGESTIONS :

The syllabi should be prefixed to the content pages of all the text books from classes III to V. For class II only, the syllabus should be given at the beginning of the text book.

NOTE :

The syllabi and the content pages (incorporating the lesson-names) should be successively printed at the beginning of all the text books.

<u>**A LESSON PLAN**</u> for the students of class III is worked out. This may be helpful for the teaches to some extent.

LESSON PLAN for CLASS III (Average age of the students : 7 +)

Name of the School :

Class :

Name of the Teacher : Date :

To-day's lesson : HOW TO TEACH A RHYME IN ENGLISH

DESIRED COMPETENCIES:

Competency in listening to and speaking words in English.

To listen to and repeat a simple familiar rhyme.

To recite the rhyme individually or in groups.

To articulate the words of a rhyme correctly.

To comprehend the meaning of the rhyme through meaningful gestures.

Teaching Aids :

General class room teaching aids;

Alphabet chart;

Pocket Board, cards & cut-outs.

The following rhyme may be taken up for illustration :

"Little Betty Blue

Lost her pretty shoe

What can little Betty do?

Give her another

To match the other

And then she may walk in two."

How to impart **instructions** to the students :-

At first any short rhyme not included in the text may be selected and chanted loudly to the students by the teacher.

Now, the students may be asked to chant the rhyme loudly following the teacher twice or thrice. This drilling will make the students enthusiastic in learning rhymes.

Then some very small questions may be put to the students. These questions may be very simple such as :

What is the rhyme about?

Can you chant any other rhyme? .....etc.

Now, the students should be asked to look at the particular rhyme given in the Text Book.

The students may be asked to pick up the small words like 'little', 'pretty', 'lost', 'shoe', 'match', 'walk', etc.

The teacher will ask the students to demonstrate the meaning of these words in the rhyme with appropriate gestures where necessary.

The students should be encouraged to repeat the rhyme in short sentences in their first attempt.

The drilling should be repeated till the students can chant the whole of the rhyme. Then they will enjoy it.

The teacher may encourage the students to select anyone as Betty from among the girl students.

Then the teacher may ask them to form two groups.

One group will ask questions and the other group will provide the answers.

The first group may ask :

"What can little Betty do"?

The next group will say promptly :

"Give her another

To match the other".

Then the teacher may ask all the students to chant the last line of the'Rhyme' together :

"And then she may walk in two."

APPLICATION :

The students will learn the rhyme and enjoy it.

Time required for the lesson to be taught : Two to three periods.

বিষয় ঃ গণিত

পাঠ্যসূচি

ভূমিকা

যে কোন বিজ্ঞানভিত্তিক আধুনিক গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় গণিতের স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নতুন নতুন বৈজ্ঞাকি-তত্ব আবিষ্কার; আবিস্কৃত তত্ব প্রয়োগ ও উন্নত কলাকৌশলের সার্থক প্রয়োগের ক্ষেত্রেই শুধু নয়, গণতান্ত্রিক সমাজের রীতিনীতি ও ধানধারণার সঙ্গো সঙ্গাতিপূর্ণ সু-অভ্যাস, বৈজ্ঞানিক ও কুসংস্কার মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি এবং সুস্থ ও সবল মানবিক মূল্যবোধ গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও প্রয়োগবিজ্ঞান হিসাবে গণিতের বিশেষ স্থান রয়েছে। আজকের দিনে স্বাধীন ভারতবর্ষের জাতীয় আশা আকাঙ্ক্ষার সঙ্গো সঙ্গাতি পূর্ণ উৎপাদনমুখী বিজ্ঞানভিত্তিক আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় গণিতের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। তাছাড়া বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নব নব যুগান্তকারী-আবিষ্কার ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে তাদের ক্রমবর্দ্ধমান প্রয়োগ গণিত শিক্ষাকে ক্রমেই নবতর পর্যায়ে উন্নীত করছে।

উপর্যুক্ত বিষয়গুলির উপর দৃষ্টি রেখে একটি সক্রিয় ও গতিশীল গণিত পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করতে গিয়ে প্রাথমিক স্তরে গণিত শিক্ষার নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলি স্থিরীকৃত হল ঃ-

১। প্রাথমিক স্তরের প্রয়োজনীয় গাণিতিক মূল ধারণাগুলি সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান এবং ধারণাগুলি ব্যাবহারিক জীবনে প্রয়োগ করার দক্ষতা অর্জন।

২। দ্রুত ও নির্ভুল হিসাব করার দক্ষতা অর্জন।

৩। যুক্তি ও বিচার শক্তি এবং সমস্যা সমাধানের ক্ষমতার বিকাশ সাধন।

৪। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সঠিক পরিমাপ আন্দাজ করার ক্ষমতা অর্জন।

৫। আবিষ্কার-ধর্মিয়তার উন্মেষ সাধন।

৬। গণিত চর্চার পরম্পরা অনুসরণ করে শিক্ষার্থী যেন স্ব-শিখনের মাধ্যমে গণিত চর্চা চালিয়ে যেতে পারে।

৭। জাতীয় উৎপাদন ব্যবস্থা এবং গণতান্ত্রিক সমাজের রীতিনীতি ও ধ্যানধারণার ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত গাণিতিক ধারণাগুলির যথোপযুক্ত প্রয়োগ এবং প্রয়োজনীয় অনুশীলনের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন।

গণিত বিষয়ক পাঠ্যসূচির সাফল্য সাধারণ ভাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভরশীল ঃ

১। **বিদ্যালয়ের পরিবেশ ঃ** বর্তমানে সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপযুক্ত শ্রেণিকক্ষ, প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র নেই। উপরন্তু প্রচলিত ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত খুবই অস্বস্তিকর ও শিক্ষণ সহায়ক নয়। এক-একটি শ্রেণিতে ৩৫-৪০ মিনিটের এক একটি ঘণ্টার মধ্যে প্রতিটি শিক্ষার্থীর দিকে আলাদা করে নজর দেওয়া এবং তাকে প্রয়োজনীয় সাহায্য করা সম্ভবপর হয় না। এমনকী, প্রয়োজনভিত্তিক গ্রুপ টিচিং পদ্ধতিও ব্যবহৃত হয় না। প্রত্যেকটি শিশুকে গণিত শিক্ষাদানে তার পূর্ব অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে সক্রিয় করা হয় না। বিদ্যালয়ের বাড়ি, আসবাব পত্র, শিখন-পদ্ধতি, ছাত্র সংখ্যা ইত্যাদি নিয়ে বিদ্যালয়-পরিবেশ, তার আরও উন্নতি সাধন করা প্রয়োজন, তা না হলে গণিত শিক্ষার ঈপ্সিত ফল পাওয়া যাবে না। এই বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার।

২। **শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির বাস্তব প্রয়াস ঃ** এই সমস্যাটি খুবই জটিল। বিদ্যালয়ে যারা ভর্তি হয় তাদের

অনেকেরই গণিতের প্রতি অনীহা শুরু থেকে গড়ে ওঠে। মূলত শিক্ষণীয় পাঠসমূহ এবং শিখন-পদ্ধতি এর জন্য দায়ী। সমাজের এক বৃহৎ অংশ দুর্বল শ্রেণিভুক্ত — প্রধানত দারিদ্রের কারণে এই শ্রেণির ছেলেমেয়ে বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় না। ভর্তি হলেও মাঝপথে লেখাপড়া ছেড়ে দেয় বা নিয়মিত ভাবে বিদ্যালয়ের অনুপস্থিত থাকে। এখানেও জীবনের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন এবং নিষ্প্রাণ ও নিরানন্দ শিখন পদ্ধতি বহুলাংশে দায়ী। পাঠ্যক্রম এবং পাঠ্যপুস্তক রচনায় এবং পদ্ধতি নির্ণয়ে এই আগ্রহ সৃষ্টির প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া দরকার আর সেই সঙ্গে দরকার দরিদ্র শ্রেণির ছেলেমেয়েরা যাতে বিদ্যালয়ে আসতে পারে, অনুপস্থিত কম থাকতে পারে, তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন।

৩। **গণিত শিক্ষাদানের পদ্ধতি ঃ** প্রাচীনকাল থেকে শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের দেশে যে রীতি চলে আসছে তা হল - 'আবৃত্তি সর্বশাস্ত্রানাং বোধাদপি গরীয়সী'। অর্থাৎ প্রথমে শিক্ষার্থীরা বারবার আবৃত্তির মাধ্যমে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু কণ্ঠস্থ করবে এবং পরবর্তীকালে তারা যখন বাস্তব সমস্যায় সেই বিষয়বস্তু প্রয়োগ করবে তখন প্রকৃত অর্থবোধ হবে। গণিত শিক্ষার ক্ষেত্রে যোগ, বিয়োগ ও গুণের নামতা দীর্ঘদিন ধরে মুখস্থ করানোর রীতি এই পদ্ধতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ফলে গণিতের বিষয় শিক্ষার্থীর কাছে নীরস ও অর্থবিহীন হয়ে পড়ে। আজকের দিনে এই ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতি অচল।

সে যুগে শিক্ষণীয় বস্তু ছিল সীমাবদ্ধ। শিক্ষার্থীরা আসত এমন সব পরিবার থেকে যাদের পরিবারে ছিল শিক্ষাগত পটভূমি, দীর্ঘদিন ধরে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যয় চালানোর মত অর্থসামর্থ্য, অফুরন্ত অবসর ইত্যাদি। সেই যুগে এই পদ্ধতি চললেও আজ তা সম্পূর্ণ অচল ও অবৈজ্ঞানিক। আজকের দিনে জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্রমবর্ধমান বিকাশের ফলে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর পরিমাণ অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সমাজ ব্যবস্থা ও উৎপাদন পদ্ধতির দ্রুত বিকাশের ফলে শিক্ষার বিষয়বস্তুতে নানা বৈচিত্র্য ও নতুনত্বের আবির্ভাব ও ঘটেছে। আজকের দিনে শিক্ষার্থীদের একটি বড়ো অংশ আসে এমন সব পরিবার থেকে যাদের না আছে শিক্ষাগত অতীত ঐতিহ্য, না আছে পর্যাপ্ত অর্থসামর্থ্য, না আছে দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষাগ্রহণ করার মত অফুরন্ত সময়। এ অবস্থায় গণিত শিক্ষা-পদ্ধতিতে এমন পরিবর্তন আনতে হবে যার ফলে শিক্ষার্থীদের কাছে গণিতের বিষয়বস্তু হয়ে উঠবে আরও আকর্ষণীয়, অধিকতর অর্থবহ ও বাস্তবধর্মী।

তাই প্রথম থেকেই গাণিতিক মূল ধারণা ও প্রক্রিয়াগুলি সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও কর্ম মাধ্যমে লব্ধ উপলব্ধি ও জ্ঞানকে প্রয়োগ ও ব্যবহার মাধ্যমে দৃঢ়বদ্ধ করতে হবে। তখন শিক্ষার্থীরা অতি সহজেই সেই ধারণা ও প্রক্রিয়াগুলি আয়ত্ত করে বাস্তব সমস্যায় তা প্রয়োগ করতে সক্ষম হবে এবং অনুশীলনের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন করতে পারবে। শিক্ষার্থীদের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে সক্রিয়তাভিত্তিক পদ্ধতি অবলম্বন করে পাঠ দিতে হবে।

যে পরিবেশ থেকেই আসুক না কেন, প্রত্যেক শিশুর গণিত সম্পর্কে কিছু প্রাথমিক অভিজ্ঞতা থাকেই। যে সকল শিশু পারিবারিক প্রয়োজনে গণিতের হিসেবের সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনে স্বাভাবিকভাবেই পরিচিত হয় তাদের ক্ষেত্রে তো বটেই, সর্বপ্রকার ক্ষেত্রে এই প্রাথমিক অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করে গণিতের শিক্ষা আরম্ভ করলে গণিত শিক্ষা অর্থবহ ও আগ্রহভিত্তিক হয়ে উঠবে। তৈরি নামতা মুখস্থ করতে বাধ্য না করিয়ে কীভাবে গাণিতিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে নামতার বিভিন্ন ফল পাওয়া যায় তা শিক্ষা দিতে হবে। তখন শিক্ষার্থীরা নিজেরাই বিভিন্ন নামতা তৈরি করতে পারবে। পরে সেইসব নামতার ফল যাতে প্রয়োজনমতো দ্রুত ব্যবহার করা যায় তার জন্য নামতা মুখস্থ করে রাখা প্রয়োজন - এই কথা বুঝিয়ে সেইগুলি মুখস্থ করতে উৎসাহিত করতে হবে।

এর ফলে উক্ত নামতাগুলি তাদের কাছে দুর্বোধ্য বা অবাস্তব বলে মনে হবে না। তারা বুঝতে পারবে যে, তাদের নিজেদের চেষ্টায় যুক্তিগ্রাহ্য পদ্ধতিতেই তারা নিজেরা ফলগুলি আবিষ্কার করেছে। এর ফলে গণিত সম্বন্ধে তাদের আগ্রহ, আনন্দ ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে, গণিত সম্পর্কে তাদের অহেতুক ভীতি দূর হবে।

কোনো একটি বিশেষ নামতা ভুলে গেলেও প্রয়োজনমতো নিজেই আবার তা তৈরি করে নিতে পারবে।

উপলব্ধি, আত্মীকরণ ও প্রয়োগ — পর্যায়ক্রমে এই পদ্ধতিতে গাণিতিক ধারণা ও প্রক্রিয়াগুলি শিক্ষার্থীদের মনে একবার দৃঢ়বদ্ধ করতে পারলে গণিত সম্পর্কে তাদের অনীহা, অমূলক ভীতি ও অসাফল্য অনেকাংশে কমে যাবে।

৪। **বিষয়বস্তু ও তার উপস্থাপনা ঃ** সাধারণত একটি ধারণা আছে যে গণিত একটি শুদ্ধ বিজ্ঞান, বিভিন্ন গাণিতিক প্রক্রিয়ার প্রয়োগ অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের Mental discipline কে সমৃদ্ধ ও অধিকতর যুক্তিমুখী করাই এই বিজ্ঞানের একমাত্র উদ্দেশ্য। সুতরাং গণিতের পাঠ্যসূচি প্রধানত হবে যুক্তিগ্রাহ্যক্রম অনুযায়ী বিভিন্ন গাণিতিক ধারণা ও প্রক্রিয়াগুলির একটি সূচিপত্র মাত্র।

উপর্যুক্ত ধারণা সম্পূর্ণ ভুল না হলেও নিতান্তই একপেশে। গণিত মূলত একটি প্রয়োগ-বিজ্ঞান। তাছাড়া ভাবনিবিনময় (Communication) এর একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। গাণিতিক ধারণা ও প্রক্রিয়াগুলির নিজস্ব কোনো বাস্তবমূল্য নেই যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা সমাজ ও জীবনের কোনো না কোনো সমস্যাতে, যাতে গাণিতিক রাশি যুক্ত হয়েছে-প্রযুক্ত হয়। আধুনিক যুগে প্রয়োগবিজ্ঞান হিসাবে গণিতের ব্যবহার ও গুরুত্ব ক্রমবর্ধমান। এতদিন পর্যন্ত শিক্ষার যে সব শাখাকে গণিত বর্জিত শুদ্ধ কলাবিদ্যা (Arts) হিসেবে গণ্য করা হত। তাদের মধ্যেও আজ গণিতের প্রয়োগ শুরু হয়েছে এবং ক্রমেই তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুতরাং বর্তমান কালে গণিত আর শুধু কতকগুলি বিমূর্ত সংখ্যা নিয়ে কারিগরি নয়, গণিত আজ শিক্ষার প্রতিটি শাখার জ্ঞান ও তত্ত্বের সুনির্দিষ্ট মান নির্ভর বাস্তব প্রযোগের হাতিয়ার।

একটি প্রকৃত জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যের প্রস্তাবিত পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন "সর্বোপরি শোষণমুক্ত গণতান্ত্রিক সমাজের উপযুক্ত সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধর বিকাশ সাধন - সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারমুক্ত বৈজ্ঞানিক যুক্তিশীল মনোভাব গঠন" আবার "প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত সামাজিক কাজ সম্পর্কে জনা এবং সকল প্রকার সমাজ উন্নয়ন মূলক কাজের পিছনে মানবজাতির উ'পাদনশীল শ্রমশক্তি কাজ করছে এবং পরশ্রমভোগী শ্রমবিমুখ মানুষ বা গোষ্ঠীই যে মানবের দুঃখের কারণ এ বিষয়ে জানা, দেশ ও জগৎ তথা সমাজের গতিশীলতা সম্পর্কে সাধারণ ধারণা সৃষ্টি", "সমাজ কল্যাণকর কাজে সহযোগিতামূলক জীবন যাপন করার জন্য অভ্যস্থ হওয়া", "আধুনিক সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ উৎপাদনসীল ও সৃজনশীল কাজ" ইত্যাদি।

উপর্যুক্ত বিষয়গুলি বিশেষভাবে উপলব্ধি করে এই অভিমত প্রকাশ করা যায় যে, গণিত পাঠ্যসূচিকে শুধু কতকগুলি গাণিতিক ধারণা ও প্রক্রিয়ার কর্মসূচি হিসাবে পেশ করলেই হবে না। গণিত পাঠ্যসূচিতে এমন কিছু ব্যবস্থামূলক বক্তব্য সংযোজিত করা প্রয়োজন যেন তা দেখে শিক্ষক সমাজ ও পুস্তক প্রণেতারা পাঠ্যসূচির Spirit ও গতিধারা বুঝে সেইমতো বিষয়টি শিক্ষার্থীদের নিকট উপস্থিত করতে পারেন।

আগেই বলা হয়েছে, গণিত একটি প্রয়োগ-বিজ্ঞান। সুতরাং এর যথার্থ প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জাতীয় জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষায় সম্পৃক্ত কুসংস্কারমুক্ত বিজ্ঞান ভিত্তিক উৎপাদনমুখী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা সম্ভব। আবার শোষণমুক্ত গণতান্ত্রিক সমাজের উপযুক্ত সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটিয়ে সমাজ কল্যাণকর কাজে সহযোগিতামূলক জীবনযাপনের উপযুক্ত নাগরিক তৈরি করার ক্ষেত্রেও গণিত খুবই গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। অবশ্য এর সার্থকতা নির্ভর করবে গাণিতিক ধারণা ও প্রক্রিয়াগুলির আধার হিসাবে সমাজ ও জীবনের কোন্ কোন্ ক্ষেত্রকে বেছে নেওয়া হল এবং কতটুকু সুচিন্তিতভাবে জাতীয় জীবনের কাম্য সামাজিক ও বৈষয়িক নীতিগুলিকে তুলে ধার হল। উদারহণ স্বরূপ কয়েকটি প্রয়োগ ক্ষেত্রের উল্লেখ করে বাস্তব উদাহরণ উপস্থাপিত করা হল যেমন ঃ

১। (ক) **উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রয়োগ ঃ** কৃষিতে রাসায়নিক সার, উন্নতমানের বীজ, সেচের জল, কীটনাশক ঔষধ, কলের লাঙল, ট্রাক্টর ইত্যাদি প্রয়োক করে উৎপাদন বৃদ্ধি।

উদারহণ ঃ তোমাদের বিদ্যালয়ের বাগানে তোমরা গত বছর শুধু গোবর সার দিয়ে আলু চাষ করে ৩ কুইন্ট্যাল ২৫ কেজি আলু পেয়েছিলে। এ বছর গোবর সারের সঙ্গে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করে ৪ কুইন্ট্যাল ৩৫ কেজি আলু পেলে। রাসায়নিক সার ব্যবহার করে উৎপাদন কত বাড়ল?

(খ) শিল্পে উন্নত যন্ত্রপাতি, বিদ্যুৎ, অধিকতর শ্রমিকদের পারস্পরিক সহযোগিতা, কাঁচামাল ও শ্রমের অপচয় রোধ ইত্যাদির ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি।

উদাহরণ ঃ এক কৃষি সমবায় সমিতি নিজস্ব কারখানায় ৮০০ টাকা খরচ করে ১৬টি লাঙল তৈরি করেছিল। কিন্তু যদি তারা কাঠ ও লোহার অপচয় কমাতে পারত এবং একটু বেশি শ্রম দিতে পারত তবে প্রতিটি লাঙলের উৎপাদন ব্যয় ১০ টাকা কমে যেত। তবে তারা ওই টাকায় কতগুলি লাঙল পেত?

২। **সাধারণ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের প্রয়োগ ঃ** বস্তুত স্বাভাবিক ধর্ম, বায়ুতে গ্যাসের অনুপাত, মিশ্র ধাতুতে অনুপাত ইত্যাদি।

উদাহরণ ঃ একটি বিশেষ মানের পিতলে ৭/১০ ভাগ তামা ও বাকি অংশ দস্তা আছে। ওই পিতলে কত ভাগ দস্তা আছে ?

৩। **কুসংস্কার ও কু-অভ্যাসের বিরুদ্ধে ঃ** ভাগ্যের উপর নির্ভরতা দূর করে সমষ্টিগত কর্ম প্রচেষ্টার উপর আস্থা স্থাপন।

উদাহরণ ঃ পূর্বে গাঁয়ের শিশুদের পোলিও খাওয়ানো হত না। মোহনপুর গাঁয়ের কেউ গতবছর শিশুদের পোলিও খাওয়ায়নি। গত বছর তাই ১৫ শতাংশ শিশু পোলিও রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। এই বছর স্বাস্থ্য কর্মীরা গ্রামবাসীদের বুঝিয়ে গ্রামের প্রায় বেশির ভাগ শিশুকে পোলিও খাওয়ানোর ব্যবস্থা করে। ফলে এবছর মাত্র ২ শতাংশ শিশু পোলিও রোগে আক্রান্ত হয়েছে। গ্রামের মোট শিশুর সংখ্যা যদি ২৫০০ হয় তবে পোলিও খাওয়ানোর ফলে শতকরা কতজন শিশু পোলিও আক্রমণ থেকে রক্ষা পেয়েছে? (পঞ্চম শ্রেণি)

৪। **সমবায় ঃ** সমবায় প্রথায় চাযবাস ও শিল্প পরিচালনা, ক্রেতা সমবায় ঋণ সমবায়, বিক্রেতা সমবায়ের সুবিধা।

উদাহরণ ঃ মির্জাপুর গাঁয়ের চাষিরা সরকারি সহযোগিতায় তাঁদের গাঁয়ে একটি সমবায় শস্যগোলা স্থাপন করেন। মাঘ মাসে সেই গাঁয়ের আনোয়ার আলি দেখেন যে বাজারে প্রতি কুইন্ট্যাল ৪৫০ টাকা দরে ধান বিক্রি হচ্ছে। তিনি বাজারে ধান বিক্রি না করে সমবায় শস্য গোলায় ধান জমা রেখে প্রতি কুইন্ট্যাল ৪০০ টাকা ধার পেলেন। আষাঢ় মাসে সেই ধান তিনি প্রতি কুইন্ট্যাল ৬২০ টাকা দরে বিক্রি করলেন এবং প্রতি কুইন্ট্যাল ধারের টাকার সুদ বাবদ তাকে ৩০ টাকা এবং গোলা ভাড়া বাবদ ১৫ টাকা দিতে হল। সমবায় শস্য গোলায় ধান রাখতে পারায় আনোয়ার আলি কুইন্ট্যাল প্রতি কত বেশি টাকা পেলেন ?

৫। **বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কাজ ঃ** নিরক্ষরতা দূরীকরণ, স্বাস্থ্যবিষয়ক প্রচার, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারি ইত্যাদির বিরুদ্ধে সংগ্রামের সুফল।

উদাহরণ ঃ বন্যায় অবরুদ্ধ গ্রামের ৫৫০ জন অধিবাসীর ৫ দিনের খাবার মজুত ছিল। একদিন পর একটি উদ্ধারকারী দল গ্রামের ৩৩০ জন স্ত্রীলোক ও শিশুকে নিরাপদ আশ্রয় শিবিরে সরিয়ে দেয়। বাকি খাদ্যে অবরুদ্ধ গ্রামবাসীদের আর কতদিন চলবে?

৬। **ব্যক্তিগত সুদখোর ও কালোবাজারির বিরুদ্ধে ঃ**

উদাহরণ ছ গাঁযের সুদখোর মহাজন ১০০ টাকা ধার দিয়ে প্রতি মাসে ১.৫০ টাকা সুদ আদায় করে। কিন্তু সমবায় ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার করলে বৎসরে শতকরা ৭.৫০ টাকা সুদ দিতে হয়। যদি কোনো একজন চাষি বিপদে পড়ে সুখখোর মহাজনের কাছ থেকে ৩০০ টাকা ধার নিতে বাধ্য হয়, তবে এক বছরে তাকে কত বেশি টাকা সুদ গুণতে হবে?

৭। **জাতীয় ঐক্য এবং সংহতি নষ্ট করে, এমনন কোন উদাহরম পাঠ্য বইতে থাকবেনা ঃ**

উপরোক্ত উদাহরণগুলিই সব নয়, জাতীয় শিক্ষার মৌলিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির ক্ষেত্রে প্রয়োগ-বিজ্ঞান হিসাবে গণিতকে কাজে লাগানোর সম্ভাবনা যে কত বিরাট তারই কিছুটা নমুনা হিসাবে সাব কমিটি উপরোক্ত উদাহরণগুলি তুলে ধরেছে। সাব কমিটি মনে করে উক্ত ধারায় গণিত পুস্তকে সমস্যাবলীর সমাবেশ একান্ত বাঞ্ছনীয়। সামাজিক ও নৈতিক মূলবোধের বিকাশের সঙ্গে সম্পর্কিত করে শুধু গণিত কেন প্রত্যেকটি বিষয় শিক্ষাদান করলে এবং সেইভাবে পাঠ্যপুস্তক প্রণীত হলে প্রাথমিক শিক্ষার সামাজিক ও নৈতিক মূল্যলাভে সমর্থ হওয়া সম্ভব হতে পারে। মূল আদর্শের রূপায়নে সমস্ত বিষয়ের সামাগ্রিক প্রচেষ্টা একান্তভাবে দরকার।

৫। **গণিতের ভাষা ঃ** জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখার প্রকাশ ভঙ্গিমা ও শব্দ ব্যবহারে নিজস্ব একটি বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য আছে। গণিতেরও সেইরূপ একটি নিজস্ব ভাষা আছে। আছে নিজস্ব প্রকাশভঙ্গি, নিজস্ব পরিভাষা। গণিত শিক্ষাদানের সময় শিক্ষক মহাশয়দের সেই সম্পর্কে সদা-সতর্ক থেকে শিক্ষার্থীদের গণিতের ভাষার সঙ্গে পরিচিত করে তুলতে হবে।

সাধারণত ঃ বিভিন্ন গাণিতিক ধারণা ও প্রক্রিয়াগুলির জন্য বিশেষ বিশেষ শব্দ ব্যবহার করা হয়, যেমন — বৃহত্তর, সমান, যোগ, গুণ ইত্যাদি। প্রায়ই দেখা যায় যে শিক্ষার্থীদের মনে কোনো একটি বিশেষ শব্দ ও তা দ্বারা প্রকাশিত গাণিতিক ধারণা বা প্রক্রিয়ার বন্ধন (Bond) খুব স্পষ্ট বা দৃঢ় হয় না। ফলে সেই বিশেষ শব্দটি শিক্ষার্থীদের কাছে বিমূর্ত অর্থহীন ধ্বনি মাত্র হয়ে থাকে, শ্রবণে প্রবেশে করলেও মরমে প্রবেশ করেনা। সুতরাং গাণিতিক ভাষাকে শিক্ষার্থীর মনে এমনভাবে দৃঢ়বন্ধ করতে হবে যে, যেমন "খেলা করা" বললেই কোনো একজন শিক্ষার্থীর মনে বিশেষ একটি দৃশ্য ভেসে ওঠে, তেমনি "যোগকরা" বললেই বিশেষ একটি প্রক্রিয়ার দৃশ্য শিক্ষার্থীর মনে ভেসে উঠবে। একমাত্র তখনই গাণিতিক পরিভাষা শিক্ষার্থীর কাছে সম্পূর্ণ অর্থপূর্ণ, সহজও আনন্দদায়ক হয়ে উঠবে। সুতরাং যখনই শিক্ষার্থীদের কাছে কোন নতুন গাণিতিক শব্দ উপস্থাপনের প্রশ্ন দেখা দেবে তখন শিক্ষক মহাশয় বিশেষ ভাবে নজর কাখেবেন যেন গাণিতিক শব্দটি ও তার দ্বারা প্রকাশিত গাণিতিক ধারনা বা প্রক্রিয়াটির বন্ধন (Bond) শিক্ষার্থীদের মনে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

গাণিতিক সমস্যাগুলিকে বিশ্লেষণ করলে দুটি প্রধান দিক লক্ষ করা যায় যথা - (১) কোনো গাণিতিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে সমস্যার সমাধান। (২) কোনো জটিল গাণিতিক বাক্যকে হিসাব নিকাশের মাধ্যমে সরলীকরণ। প্রতি স্তরে সাধারণ ভাষায় লিখিত গাণিতিক সমস্যাগুলিকে গাণিতিক পরিভাষায় রূপান্তর ও গাণিতিক ভাষা বোঝার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের অসুবিধা দূর হবে। প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে গণিতের সমস্যা তৈরি করার ভাষা সম্পর্কে আরও একটি সাবধানতা গ্রহণ করা বিশেষ প্রয়োজন। সব সময় এমন ভাষায় সমস্যাগুলি তুলে ধরতে হবে যা শিক্ষার্থীর ভাষাজ্ঞানের পরিধির মধ্যে পড়ে।

উপকরণ ঃ গণিত শিক্ষার ক্ষেত্রে কতিপয় পাঠোপকরণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বিভিন্ন গাণিতিক ধারণা ও প্রক্রিয়াগুলিকে বাস্তব বস্তুর সাহায্যে বা বাস্তব কর্ম অভিজ্ঞতার মাধ্যমে উপস্থাপিত করলে বিমূর্ত ধারণাগুলি দেবার ইঙ্গিত শিক্ষণ ব্যাবহারিকায় বিস্তারিত ভাবে থাকবে।

৬। **পাঠ্যপুস্তক ঃ** প্রাথমিক পর্যায়ের গণিত পুস্তক লেখার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি নজর দেওয়া দরকার ঃ

(ক) প্রতিটি শ্রেণির গণিত পুস্তকের ভাষা, বিশেষত সমস্যাগুলির ভাষা এমন হবে যে তা সেই শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ভাষাজ্ঞানের পরিধির মধ্যে থাকে।

(খ) গণিত পুস্তকের আকৃতি (Size) বর্তমানে প্রচলিত 'নব গণিত মুকুলের' আকৃতির মতো হবে।

(গ) গাণিতিক ধারণা ও প্রক্রিয়া উপস্থাপনার সময় তাকে বাস্তব পাঠ্যোপকরণের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের বোধগম্য, আনন্দ ও উৎসাহবর্ধক রূপে পরিবেশনের নির্দেশ ও উদাহরণ পাঠ্য পুস্তকে থাকতে হবে।

(ঙ) গাণিতিক সমস্যাবলি নির্বাচন করতে হবে সমাজ ও জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে। উদাহরণগুলির ভাব ও ভাষার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি ও অভ্যাসকে এমনভাবে প্রভাবিত করতে হবে যেন তারা একটি উন্নয়ণশীল দেশের উৎপাদন ব্যবস্থায় সহযোগিতা মূলক ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়। কুসংস্কার, সংকীর্ণতা, অসাধুতা, আলস্য, লিজা-বৈষম্য ও সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি দোষমুক্ত গণতান্ত্রিক উদার মনোভাব সম্পন্ন নাগরিক তৈরির ক্ষেত্রে উদাহরণগুলির গুরুত্ব সব সময় মনে রাখতে হবে। এই প্রকার কয়েকটি লক্ষ্যভিত্তিক অঙ্কের নমুনা পূর্বেই দেওয়া হয়েছে। সর্বদা মনে রাখতে হবে। উদাহরণগুলি কোন ক্ষেত্রেই নীরস ও অর্থহীন বিমূর্ত সংখ্যা নিয়ে নাড়াচাড়ার পর্যায়ে যেন না পড়ে।

(চ) পাঠ্যপুস্তকে অভ্যাসের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে অনুশীলনী থাকতে হবে।

(ছ) প্রতিটি অধ্যায়ের প্রতিটি পাঠের একটি শিরোনাম দিতে হবে।

(জ) প্রত্যেক পাঠের প্রথমে সামর্থ্যগুলি বিবৃত করতে হবে।

৭। **গাইডবুক ঃ** গণিতে নতুন পাঠ্যসূচিতে যে পরিবর্তনের সুপারিশ করা হয়েছে তা সমানভাবে কার্যকরী করতে হলে নতুন ধারায় 'গণিত শিক্ষার পদ্ধতি ও প্রয়োগকৌশল সম্বন্ধে বিস্তারিত নির্দেশ সহ একটি শিক্ষণ ব্যাবহারিকা (Teachers guide book) অবশ্যই প্রয়োজন। এই গাইডবুকে একদিকে গাণিতিক ধারণা ও প্রক্রিয়াগুলি কীরূপে সার্থকভাবে উপস্থাপিত করা যায় তার নির্দেশ থাকবে, তেমনি থাকবে কোন্ কোন্ ক্ষেত্র থেকে সমস্যা নির্বাচন করলে শিক্ষার্থীদের মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে কাম্য পর্যায়ে পরিবর্তিত করা যাবে। কিন্তু কোনো কারণেই গাইডবুকের নির্দেশই শেষ কথা হবে না। শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ স্থান ও কাল ভেদে নিজস্ব উদ্ভাবনী শক্তি প্রয়োগ করবেন।

৮। **মূল্যায়ন ঃ** গণিতের সমস্যাগুলি হবে শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশিত সামর্থ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং পঠন-পাঠন ও অনুশীলন হবে সামর্থ্যভিত্তিক। সুতরাং এই স্বাভাবিক মূল্যায়নের সময় সামর্থ্যগুলিকে অনুসরণ করেই মূল্যায়ন করতে হবে।

এমন এক সময় ছিল যখন মনে করা হত কোনো একটি অঙ্কের ফল সম্পূর্ণ সঠিক হলে তবেই তার জন্য পূর্ণ মান দেওয়া হবে, না হলে শূন্য দেওয়া হবে। এ ধারণার পরিবর্তন প্রয়োজন। কারণ যে কোনো গাণিতিক সমস্যার একাধিক সামর্থ্য প্রয়োগ করার প্রয়োজন হতে পারে। মূল্যায়নের সময়, যে সব সামর্থ্য শিক্ষার্থী অর্জন করেছে বলে মনে হবে আংশিক ভাবে তার জন্য নম্বর দিতে হবে।

প্রতিটি পাঠ চলাকালীন তাৎক্ষণিক মূল্যায়ন করতে হবে। প্রতিটি পাঠ এককের পর বা একাধিক পাঠ এককের পর বা একটি পর্বে সাময়িক মূল্যায়ন করতে হবে। শিক্ষাবর্ষের শেষ পর্যায়ে হবে সামগ্রিক মূল্যায়ন।

গণিত

প্রথম শ্রেণি (আনুমানিক বয়স ৫ + বছর)

১। কম-বেশি, লম্বা-খাটো, ভারী-হাল্কা ইত্যাদির ধারণা এবং ১—৯ পর্যন্ত গণনা, পড়া ও লেখাকে দৃঢ়বদ্ধ করতে হবে। এক থেকে দেড় মাসের মধ্যে এই কাজ শেষ করতে হবে।

২। ১—৯, পর্যন্ত সংখ্যার মধ্যে আগের, পরের ও মাঝের সংখ্যা চিনতে পারা ও চিহ্নিত করার কাজ করাতে হবে। এ সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের সমস্যা সৃষ্টি করতে সাহায্য করার ব্যবস্থা করে সেই সমস্যা সমাধান করতে উৎসাহিত করতে হবে। বেশি কমের ধারণা (ঊর্ধ্বমুখী ও অধঃমুখী) দিতে হবে। সমান-অসমান ধারণার জন্য গাণিতিক প্রতীক বা চিহ্নের (=, ≠) অবতারণা করতে হবে এবং সমান-অসমান থেকে 'বৃহত্তর' ও 'ক্ষুদ্রতর' ধারণার জন্য গাণিতিক প্রতীক বা চিহ্নের (<,>) অবতারণা করতে হবে।

৩। **প্রক্রিয়া ঃ**

(ক) অসমানকে সমান করার উদাহরণ দিয়ে শুধু করে যোগ ও বিয়োগ প্রক্রিয়া একই সঙ্গে উপস্থাপন করতে হবে এবং গাণিতিক প্রতীক (+,–) বা চিহ্নের ধারণা দিতে হবে। যোগ ও বিয়োগ একটি যে অপরটির বিপরীত প্রক্রিয়া সে সম্বন্ধে ধারণা দিতে হবে। মার্বেল, কাঁইবীজ, মাটিরগুলি ইত্যাদি এক জাতীয় বাস্তব বস্তুর দুটি আলাদা আলাদা দলকে একত্র করে যোগফল নির্ণয়ের ধারণা এবং একটি বড়ো দল থেকে তার একটি অংশ দল সরিয়ে নিয়ে বিয়োগ ফল নির্ণয়ের ধারণা দেওয়া যেতে পারে। এই পর্যায়ে সব সময় বাস্তব সাহায্য নিয়ে যোগ ও বিয়োগের নামতা তৈরি করতে হবে; (যোগফল ৯ এর বেশি হবে না এবং বিয়োগ ফল ১ এর কম হবে না।)

(খ) যোগ, বিয়োগ প্রক্রিয়ার জন্য যোগ ও বিয়োগের বাস্তব সমস্যায় প্রতীকগুলি প্রয়োগ করে প্রতীকগুলিকে গাণিতিক ভাষার শব্দ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সাধারণ ভাষায় প্রকাশিত যোগ-বিয়োগের সমস্যাকে কী করে গাণিতিক ভাষায় প্রকাশ (অর্থাৎ সংখ্যা প্রতীক ও ভাষা প্রক্রিয়া প্রতীকে) করা যায় তার লিখিত উদাহরণ দিয়ে ধারণাটিকে দৃঢ়বদ্ধ করতে হবে। পরে শিক্ষার্থীরা নিজে সমস্যা উদ্ভাবন করে তা সাধারণ ভাষা থেকে গণিতের ভাষায় এবং গণিতের ভাষা থেকে সাধারণ ভাষায় রূপান্তরের অনুশীলন করবে।

(গ) ৯ এর চেয়ে কম ফল হয় এমন যোগ-বিয়োগের সমস্যা পাশাপাশি, উপরে নীচে লিখে নামতার সাহায্যে সমাধান করবে।

৪) **সংখ্যা ঃ**

(ক) একটি বস্তুও রইল না, এরূপ অবস্থার থেকে শূন্যের ধারণা দিতে হবে। শূন্যকে '০' প্রতীক দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এরূপ ইঙ্গিত দিয়ে ০ প্রতীকের অবতারণা ও প্রয়োগ শেখাতে হবে। শূন্যের সঙ্গে অন্য সংখ্যার যোগ ও অন্য সংখ্যা থেকে শূন্যের বিয়োগ শেখাতে হবে।

(খ) ৯ এর চেয়ে বেশি সংখ্যক বস্তু গণনা করা ও প্রকাশ করার সমস্যা সামনে এনে ০ প্রতীকের প্রয়োগ করে সমাধানের পথ খুলে দিতে হবে।

(গ) ১০ এর দল বা গুচ্ছের ধারণা দিয়ে একক ও দশকের স্থানীয় মানের ধারণার অবতারণা। স্থানীয় মানের ধারণার প্রয়োগে ১—৯৯ পর্যন্ত সংখ্যা তৈরি করতে ও লিখতে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করতে হবে। পরে নিজেদের তৈরি সংখ্যা চার্ট দেখে পড়তে ও গণনা করতে অভ্যাস করাতে হবে এবং মুখস্থ করাতে হবে।

৫) **প্রক্রিয়া ঃ**

(ক) স্থানীয় মান অনুসারে দু-অঙ্ক বিশিষ্ট দুটি দুটি করে সংখ্যা স্তম্ভাকারে সাজিয়ে যোগ ও বিয়োগ অনুশীলন করাতে হবে থাকবে না এবং ফল ৯৯ এর বেশি হবে না)।

৬) **মুদ্রা পরিচিতি ঃ**

(ক) ১ পয়সা থেকে ৫০ পয়সা পর্যন্ত মুদ্রার পরিচিত ও তাদের যোগ, বিয়োগ। ১ টাকা, ২ টাকা, ৫ টাকা ও ১০ টাকা পর্যন্ত মুদ্রা ও নোটের পরিচিত ও তাদের যোগ-বিয়োগ।

৭) **সময় পরিচিতি ঃ**

ঘণ্টা দিন ও সপ্তাহ সম্বন্ধে ধারণা এবং একই এককের যোগ-বিয়োগ।

৮) **বিবিধ প্রশ্ন ঃ**

পরিচিত বস্তু ও চিত্রের সাহায্যে যোগ-বিয়োগের সহজ সমস্যার সমাধান।

দ্বিতীয় শ্রেণি (আনুমানিক বয়স ৬ + বছর)

আগের বছরের (প্রথম শ্রেণির) পাঠের পুনরনুশীলন (এক থেকে দেড় মাস)

১। **সংখ্যা ঃ**

(ক) স্থানীয় মানের সাহায্য নিয়ে ১—৯৯ এর মধ্যে যে কোনো স্থান থেকে যে কোনো সংখ্যা লিখতে, পড়তে ও চিনতে শেখাতে হবে। ১—৯৯ পর্যন্ত সংখ্যার মধ্যে যে কোন একটি সংখ্যার আগের ও পরে কোনো সংখ্যা নির্ণয়, দুটি সংখ্যার মধ্যবর্তী সংখ্যাটি নির্ণয় করতে ও পড়তে অভ্যাস করাতে হবে, স্থানীয় মানের সাহায্যে একাধিক সংখ্যার মধ্যে কোন্‌টি বড়ো কোন্‌টি ছোটো তা চিনতে লিখতে ও পড়তে শেখাতে হবে (লিখিত ও মৌখিক)। বৃহত্তর ও ক্ষুদ্রতর সংখ্যার প্রতীক প্রয়োজনে ব্যবহার করতে হবে।

(খ) ১০০ -এর দল বা গুচ্ছের ধারণা দিয়ে শতকের স্থানীয় মানের ধারণার অবতারণা করতে হবে। পর্যায়ক্রমে একক, দশক, শতক লিখিত ছকের সাহায্যে তিন অঙ্কের সংখ্যার ভাষান্তর (সাধারণ ভাষা থেকে গণিতের ভাষায় ও বিপরীতটি) অনুশীলন করতে হবে।

(গ) হাজারের দল বা গুচ্ছের ধারণা দিয়ে হাজারের স্থানীয় মানের ধারণার অবতারণা করতে হবে। পর্যায়ক্রমে একক, দশক, শতক, হাজার লেখা ছকের সাহায্যে চার অঙ্কের সংখ্যার ভাষান্তর অনুশীলন করতে হবে।

(ঘ) ক্রমপর্যায়সূচক বা পূরণ বাচক সংখ্যা (দশম পর্যন্ত)।

২। **প্রক্রিয়া ঃ**

(ক) স্থানীয় মানের ছকে স্তম্ভাকারে সাজানো দু-অঙ্কের দুটি সংখ্যা নিয়ে হাতে থাকে এমন যোগ অহক এবং পরে তিনটি সংখ্যা নিয়ে যোগ শেখাতে হবে। স্থানীয় মানের ছকে স্তম্ভাকারে সাজানো তিন

অঙ্কের দুটি সংখ্যা নিয়ে হাতে থাকে এমন শেখাতে হবে। তারপরে তিনটি ও তার বেশিসংখ্যা নিয়ে যোগ শেখাতে হবে। যোগফল অবশ্য ১০০০ -এর কম থাকবে। যোগ বিষয়ক সহজ প্রশ্নের অঙ্ক।

(খ) স্থানীয় মানের ছকে স্তম্ভাকারে সাজানো দু-অঙ্কের দুটি সংখ্যা নিয়ে পরে তিন অঙ্কের সংখ্যা নিয়ে হাতে থাকে না এমন বিয়োগ। বিয়োগের ক্ষেত্রে হাতে থাকে এই ধারণাটিকে বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে উপস্থাপনা। স্থানীয় মানের ছকের সাহায্যে সেই ধারণাকে আরও সুস্পষ্ট এবং দৃঢ়বন্ধ করতে হবে। শিক্ষার্থীরা নিজেদের দিক থেকে ধারণাটি কতটুকু বুঝতে পেরেছে তার যাচাই ও প্রয়োজনীয় সংশোধনের জন্য শিক্ষার্থীদের নিজস্ব প্রচেষ্টায় সমস্যা সৃষ্টি করতে উ'সাহিত করে তার সমাধানের মাধ্যমে ধারণাটিকে দৃঢ়বন্ধ করতে হবে। (ধারণাটির জটিলতা সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে) পরে দু-অঙ্কের ও তিন-অঙ্কের আরও সংখ্যা নিয়ে অনুশীলন। বিয়োগ বিষয়ক সহজ প্রশ্নের সমাধান। বিয়োগফল ৯৯৯ এর বেশি হবে না।

(গ) এই পর্যায়ে ১—১০ পর্যন্ত সংখ্যার যোগ ও বিয়োগের নামতা তৈরি করতে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করতে হবে এবং নিজেদের তৈরি নামতা বারবার পড়তে ও মুখস্থ করতে উৎসাহিত করতে হবে। যোগ ও বিয়োগ করার সময় নামতার সাহায্য নিলে যে বাড়তি সুযোগগুলি পাওয়া যায় তা বুঝিয়ে দিয়ে মুখস্থ ও ব্যবহার করার উৎসাহ বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

(ঘ) পরিচিত বস্তুর (গুলি, মার্বেল ও বিভিন্ন প্রকার কাজ ইত্যাদি) সাহায্যে গুণ ও ভাগের অবতারণা করতে হবে। যোগের পুনরাবৃত্তির সঙ্গে গুণের ধারণা ও বিয়োগের পুনরাবৃত্তির সঙ্গে ভাগের ধারণার সঙ্গতি দেখিয়ে ধারণা দুটিকে দৃঢ়বন্ধকরতে হবে। প্রক্রিয়া দুটি যে বিপরীতগর্মী তা বুঝিয়ে দিতে হবে।

(ঙ) গুণ ও ভাগ প্রক্রিয়ার জন্য গাণিতিক প্রতীক বা চিহ্নের "+" ও "+" অবতারণা। গুণ ও ভাগের বাস্তব সমস্যায় প্রতীক চিহ্ন ব্যবহার করে কী করে এদের গাণিতিক ভাষার প্রকাশ করা যায় তা শোখাতে হবে। গাণিতিক ভাষাকে সাধারণ ভাষায় এবং সাধারণ ভাষাকে গাণিতিক ভাষায় রূপান্তরের মাধ্যমে প্রতীক চিহ্নগুলির অর্থবহ প্রয়োগে শিক্ষার্থীদের অভ্যস্ত করতে হবে। প্রতি স্তরে শিক্ষার্থীদের নিজেদের সমস্যা সৃষ্টি করতে উৎসাহিত করতে হবে, শূন্যের সঙ্গে অন্য সংখ্যার গুণ শেখাতে হবে।

(চ) যোগ প্রক্রিয়ার সাহায্যে গুণের নামতা তৈরি করতে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করে ০ থেকে ১০ সংখ্যা পর্যন্ত গুণের নামতা তৈরি করতে হবে পরে নিজেদের তৈরি নামতা বারবার পড়তে, মুখস্থ করতে ও ব্যবহার করতে উৎসাহিত করতে হবে।

(ছ) নামতার সাহায্যে প্রথমে এক অঙ্কের সংখ্যাকে এক অঙ্কের সংখ্যা দ্বারা গুণ ও পরের দু-অঙ্কের সংখ্যাকে স্থানীয় মান হিসাবে লিখে এক অঙ্কের সংখ্যা দ্বারা গুণ করতে শেখাতে হবে। প্রথম দিকে যোগের পুনরাবৃত্তি প্রক্রিয়াটিকেও পাশাপাশি দেখাতে হবে। পারে তিন অঙ্কের সংখ্যাকে এক অঙ্গের সংখ্যা দ্বারা গুণ (গুণফল ৯৯৯ এর বেশি হবে না) খেশাতে হবে।

(জ) নামতার সাহায্যে প্রথমে এক অঙ্কের সংখ্যাকে এক অঙ্কের সংখ্যা দ্বারা ভাগ করতে শেখাতে হবে (ভাগশেষ থাকবে না)। পরে স্থানীয় মানের ছকে লিখিত দুই এবং তিন অঙ্কের সংখ্যাকে এক অঙ্কের সংখ্যা দ্বারা ভাগ করতে শেখাতে হবে। অঙ্কগুলি আলাদা আলাদাভাবে বিভাজ্য হবে, ভাগফল ভাজ্যের উপর রেখা টেনে স্থানীয় মানের ছক অনুসারে বসাতে হবে।

(ঝ) প্রথমে এক অঙ্কের সংখ্যাকে এক অঙ্কের সংখ্যা দ্বারা (ভাগশেষ থাকবে) এমন ভাগ করতে শেখাতে হবে। পরে দু-অঙ্কের, তিন অঙ্কের সংখ্যাকে এক অঙ্কের সংখ্যা দ্বারা ভাগ শেখাতে হবে (ভাগশেষ থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে)।

(ঞ) গুণ ও ভাগ সম্বন্ধীয় সহজ প্রশ্নাবলির সমাধান।

(ট) সংখ্যার বিশ্লেষণ (৫ = ১ + ৪, ৫ = ২ + ৩ ইত্যাদি) ধারণার অবতারণা।

(ঠ) কোনো গোটা বস্তুর অংশ বিভাজন (ছবির সাহায্যে, কাগজ কেটে বা ভাঁজ করে) শেখাতে হবে।

৩। **বিভিন্ন এককাবলি ঃ**

(ক) মুদ্রার অধিকতর ব্যবহার ১ টাকা = ১০০ পয়সা সম্বন্ধে ধারণার অবতারণা, টাকা-পয়সার যোগ-বিয়োগ (পয়সার যোগফল ১ টাকার কম হবে)। টাকা-পয়সার যোগ-বিয়োগ সম্বন্ধীয় সহজ বাস্তব সমস্যার সমাধান।

(খ) লম্বা-খাটো ধারণাকে আরও সুস্পষ্ট করার জন্য দূরত্ব পরিমাপের সমস্যা সৃষ্টি করে কোনো একটি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের শিক্ষার্থীদের এক পা দু পা করে এবং এক হাত দু হাত করে মাপতে উৎসাহিত করা। বিভিন্ন শিক্ষার্থীর হাত ও পায়ের দৈর্ঘ্য বিভিন্ন হওয়ায় প্রাপ্ত ফল বিভিন্ন হচ্ছে — এই সমস্যা থেকে একটি সর্বজনস্বীকৃত নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের একক ঠিক করার সমস্যায় পৌঁছে মিটারের ধারণার অবতারণা। মিটারের সর্বজনীন পরিমাপ কীভাবে ঠিক হয়েছে তার আভাস দেওয়া।

(গ) ভারী-হাল্কা ধারণাকে আরও সুস্পষ্টরূপ দেওয়ার জন্য ওজনের সমস্যার অবতারণা। ওজনের জন্য একটি সর্বজনস্বীকৃত একক না থাকলে কী সমস্যার উদ্ভব হতে পারে তা তুলে ধরে "গ্রামের" ধারণার অবতারণা। গ্রামের সর্বজনস্বীকৃত পরিমাপ সম্পর্কে ধারণা দেওয়া, দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত কিলোগ্রাম এবং অন্যান্য বাটখারার সঙ্গে পরিচিত করানো।

(ঘ) তরল পদার্থ পরিমাপের সমস্যা এনে নির্দিষ্ট আয়তনের আধারের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত দেওয়া ও লিটারের অবতারণা। লিটারের সর্বসম্মত পরিমাপ সম্পর্কে ধারণা দেওয়া।

(ঙ) সময় পরিমাপে ঘণ্টা, মিনিটও সেকেন্ডের অবতারণা করে ঘড়ি দেখতে ও পড়তে শেখানো। দিন, সকাল, বিকাল, সন্ধ্যা, রাত্রি প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে সময় পরিমাপ সম্পর্কিত অর্থবহ পরিচয়। সপ্তাহের সাতটি দিনের নাম এবং বাংলা ও ইংরেজি মাসের নামের সঙ্গে পরিচয়।

বিঃদ্রঃ ঘড়ি এবং মুদ্রা শেখানোর আগে আন্তর্জাতিক সংখ্যার প্রতীক শেখাতে হবে।

তৃতীয় শ্রেণি (আনুমানিক বয়স ৬ + বছর)

আগের বছরের (দ্বিতীয় শ্রেণীর) পাঠের পুনরনুশীলন (এক থেকে দেড় মাস)

১। **সংখ্যা ঃ** স্থানীয় মানের ধারণার আরও বিস্তার ঘটিয়ে ছয় অঙ্ক পর্যন্ত সংখ্যা লিখতে ও পড়তে শেখাতে হবে। স্থানীয় মানের অঙ্কগুলির তুলনা করে দুই বা ততোধিক সংখ্যার মধ্যে বড়ো- ছোটো নির্ণয় করা।

২। **প্রক্রিয়া ঃ**

(ক) কঠিনতর যোগ ও বিয়োগফল ছয় অঙ্কের মধ্যে থাকবে। যোগ-বিয়োগ সম্বন্ধীয় বাস্তব সমস্যার সমাধান। শূন্যের সঙ্গে অন্য সংখ্যার গুণ ও ভাগ।

(খ) ১১ থেকে ২০ এর ঘর পর্যনত গুণের নামতা তৈরি ও ব্যবহার করতে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করতে হবে (গুণের নামতা তৈরি ও ব্যবহার করতে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করতে হবে (গুণক ১—১-০ এর মধ্যে) এবং তাদের নজেদের তৈরি নামতা পড়ে ও ব্যবহার করতে ও সম্ভব হলে মুখস্থ করতে

উৎসাহিত করতে হবে। নামতার অন্তর্গত সংখ্যার দ্বারা সংক্ষিপ্ত গুণ ও ভাগ (এক অঙ্কের বেশি সংখ্যা হাতে থাকবে না।)

(গ) স্থানীয় অনুযায়ী দুই তিন বা ততোধিক অঙ্কের সংখ্যা গুণ। দুই অঙ্কের ভাজক দ্বারা ভাগ, ভাগফল সরল রেখা টেনে স্থানীয় মান অনুযায়ী ভাজ্যের উপর বসাতে হবে (প্রথম মিলে যায় এমন, পরে ভাগশেষ থাকে এমন)।

(ঘ) প্রক্রিয়া সম্বন্ধীয় বিবিধ সমস্যার সমাধান।

(ঙ) পর্যায়ক্রমিক গাণিতিক বাস্তব সমস্যাকে কীকরে গাণিতিক ভাষায় (+, –, ×, ÷ চিহ্ন দ্বারা যুক্ত) প্রকাশ করা যায় দেখিয়ে, সেই রাশিকে কী করে সরল করে চূড়ান্ত ফল নির্ণয় করা যায় তা শেখানো এবং এমনি সমস্যা তৈরি করতে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা। সংখ্যা ও বন্ধনী চিহ্নের দ্বারা প্রস্তুত কিছু সমস্যার অনুশীলনের ব্যবস্থা থাকবে।

৩। মৌলিক ও যৌগিক সংখ্যা সম্পর্কে ধারণার অবতারণা করে গুণিতক ও গুণনীয়ক সম্পর্কে ধারণার অবতারণা। ১, ২, ৩, ৪, ৫, ১০ দ্বারা বিভাজ্যতার নিয়ম আবিষ্কার, জোড়, বিজোড় সংখ্যা সম্বন্ধে ধারণা, উৎপাদক সম্পর্কে ধারণা এবং সহজ উৎপাদক নির্ণয় করতে পারা।

৪। পরিচিত বস্তুর সাহায্যে গোটা বস্তুর ভগ্নাংশের ধারণা থেকে সাধারণ ভগ্নাংশ সংখ্যার ধারণা, লব হরের ধারণাকে দৃঢ়বন্ধ করা। একই হর বিশিষ্ট বা একই লব বিশিষ্ট দুই বা দুই এর অধিক ভগ্নাংশ সংখ্যার তুলনা করতে পারা।

৫। সাধারণ ভগ্নাংশের বিশেষরূপ হিসেবে দশমিক ভগ্নাংশের অবতারণা। পরে আমাদের হিসেব ও গণনা পদ্ধতিতে দশমিকের প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনা। একক দশক প্রভৃতি স্থানীয় মানের ধারণার সঙ্গে দতাংশ, শতাংশ প্রভৃতি স্থানীয় মানের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য সম্বন্ধে ধারণা বদ্ধমূল করতে সাহায্য করা। একক, দশক, ও দশাংশ, শতাংশ ইত্যাদি স্থানীয় মান অনুসারে সংখ্যাযুক্ত দশমিক রাশি লিখতে শেখানো এবং সেই মতে লিখে সহজে যোগ ও বিয়োগ। কিন্তু অনুশীলনের ব্যবস্থা থাকবে।

৬। **এককাবলি ঃ**

(ক) ১ টাকা = ১০০ পয়সা, এই সম্পর্কটিকে দশমিকের ধারণার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হিসেবে উপস্থাপন।

(খ) রৈখিক পরিমাপ সম্বন্ধীয় কাজ করাতে হবে।

(গ) রৈখিক পরিমাপ, ওজন পরিমাপ ও তরল পদার্থের আয়তন পরিমাপ সম্বন্ধীয় মূল এককাবলি মিটার, গ্রাম, লিটার ইত্যাদি উর্দ্ধতর ও নিম্নতর এককাবলির প্রয়োজন সম্বন্ধে সমস্যা সৃষ্টি করে একই প্রকার উপসর্গ ব্যবহার করে প্রত্যেক এককের উর্দ্ধতর এককাবলি পাওয়া যায় তা দেখিয়ে কিলো, হেক্টো, ডেকা এবং ডেসি, সেন্টি, মিলি প্রভৃতি উপসর্গগুলির অবতারণা। হাজার, শতক, দশক এবং দশাংশ শতাংশ সহস্রাংশ এর স্থানীয় মানের সঙ্গে তাদের সম্পর্কে নির্দেশ করা।

হাজার	শতক	দশক	একক	দশাংশ	দতাংশ	সহস্রাংশ
কিলো	হেক্টো	ডেকা	মিটার	ডেসি	সেন্টি	মিলি
১০০০ গুণ	১০০ গুণ	১০ গুণ	গ্রাম	১	১	১
		লিটার	১০ অংশ	১০০	অংশ	১০০০ অংশ

(ঘ) দিন, ঘণ্টা, মিনিট, সেকেণ্ড ইত্যাদি পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন এবং দিন, সপ্তাহ, মাস, বৎসর ইত্যাদির পারস্পরিক সম্পর্কে স্থাপন। ঐ সম্বন্ধীয়া উর্ধ্ব ও নিম্নক্রমে পরিবর্তনের সহজ প্রশ্নাবলির সমাধান।

চতুর্থ শ্রেণি (আনুমানিক বয়স ৬ + বছর)

আগের বছরের (তৃতীয় শ্রেণির) পাঠের পুনরনুশীলন (এক থেকে দেড় মাস)

১। **সংখ্যা ঃ** স্থানীয় মানের ধারণার আরও বিস্তার ঘটিয়ে আট অঙ্ক পর্যন্ত সংখ্যা লিখতে শেখাতে হবে। সংখ্যার কয়েকটি বিশেষ ধর্মের ধারণা দিতে হবে — সংখ্যার বিভিন্ন সারি, পূরণবাচক বা ক্রমবোধক সংখ্যা, ইত্যাদি।

২। **প্রক্রিয়া ঃ** গুণ ও ভাগ সম্বন্ধীয় বাস্তব সমস্যার সমাধান।

৩। ল. সা. গু ও গ. সা. গু — বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ল. সা. গু ও গ. সা. গু নির্ণয়ের সমস্যা সৃষ্টি করে ল. সা. গু ও গ. সা. গু—'র ধারণার অবতারণা। নামতার অন্তর্গত সংখ্যার উৎপাদক নির্ণয় করে তার সাহায্যে ল. সা. গু ও গ. সা. গু নির্ণয় করা। ভাগ প্রক্রিয়ার সাহায্যে গ. সা. গু নির্ণয়।

৪। **ভগ্নাংশ ঃ** ভগ্নাংশের সমতার ধারণা। একই হর বিশিষ্ট করে দুই বা ততোধিক ভগ্নাশের মধে বড়ো- ছোটো চিনতে পারা এবং প্রতীক ব্যবহার করে তা প্রকাশ করতে পারা। ভগ্নাংশের যোগ ও বিয়োগ, ভগ্নাংশের যোগ ও বিয়োগ সম্বন্ধীয় সহজ সমস্যা ও তার সমাধান, সহজ ভগ্নাংশের যোগ ও বিয়োগ - ল. সা. গু ও গ. সা. গু এর প্রয়োগ ও প্রশ্নাবলির সমাধান।

৫। **দশমিক ঃ** দশমিক ভগ্নাংশের কঠিনতর যোগ বিয়োগ এবং সহজ সমস্যায় তার প্রয়োগ। দশমিক ভগ্নাংশকে পূর্ণ সংখ্যা দ্বারা গুণ ও ভাগ ১০, ১০০, ১০০০ ইত্যাদি দ্বারা দশমিকযুক্ত সংখ্যাকে গুণ ও ভাগ করার সহজ নিয়ম।

৬। **গড় ঃ** সমাজ ও ব্যক্তিজীবনের প্রাত্যহিক কাজ ও বাস্তব সমস্যার সঙ্গে যুক্ত করে গড়ের ধারণার অবতারণা। এককের সংখ্যা, তাদের মোট ফল এবং তা থেকে প্রাপ্ত গড়ের মধ্যকার সম্পর্ক নিরুপণে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করে গড় সম্বন্ধীয় সমস্যা তৈরি করতে সাহায্য করা। গড় সম্বন্ধীয় সহজ সমস্যার সমাধান।

৭। **ঐকিক নিয়ম ঃ** বাস্তব সমস্যা থেকে ঐকিক নিয়মের ধারণার উপস্থাপনা এবং ঐকিক নিয়ম প্রয়োগ করে সহজ সমস্যার সমাধান।

৮। **এককাবলি ঃ**

(ক) পরিমাণ, ওজন পরিমাপ ও তরল পদার্থের পরিমাপ সম্বন্ধীয় মেট্রিক পদ্ধতির বিভিন্ন এককাবলি ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে আরো আলোচনা।

(খ) দশমিক বিন্দুর স্থানান্তরের মাধ্যমে কী করে অতি সহজেই মেট্রিক পদ্ধতির এককাবলির উর্ধ্ব ও নিম্ন লঘুকরণ করা যায় তার সম্বন্ধে বিস্তারিক আলোচনা ও অনুশীলন।

(গ) দশমিক যোগ ও বিয়োগ পদ্ধতি প্রয়োগ করে বিভন্নি এককাবলির যোগ ও বিয়োগ এবং ঐ সম্বন্ধীয় বিভিন্ন সহজ সমস্যার সমাধান।

(ঘ) দশমিকের গুণ ও ভাগ পদ্ধতি প্রয়োগ করে বিভিন্ন এককাবলি পূর্ণ সংখ্যা দ্বারা গুণ ও ভাগ এবং ঐ সম্বন্ধীয় সমস্যার সমাধান।

(ঙ) প্রাত্যহিক জীবনের সম্পর্ক বুঝিয়ে দেওয়া এবং সহজ সমস্যায় তার প্রয়োগের মাধ্যমে অনুশীলন।

৯। **জ্যামিতি ঃ** বাস্তব ঘন বস্তুর সাহায্যে তল, সমতল, অসমতল, বক্রতল প্রভৃতির ধারণার অবতারণা। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বিভিন্ন প্রকার সামতলিক ক্ষেত্রের প্রাথমিক পরিচিতি। সরল রেখা, বিন্দু, বক্ররেখা ও রেখাংশের ধারণার অবতারণা, বাহুভেদে ত্রিভূজের প্রকার ভেদ, ঘনবস্তু থেকে আয়তক্ষেত্রে, বর্গক্ষেত্র ও বৃত্তের ধারণা।

পঞ্চম শ্রেণি (আনুমানিক বয়স ৯ + বছর)

আগের বছরের (চতুর্থ. শ্রেণির) পাঠের পুনরনুশীলন (এক থেকে দেড় মাস)

১। **ভগ্নাংশ ঃ**

(ক) সামান্য ভগ্নাংশের কঠিনতর যোগ ও বিয়োগ। ভগ্নাংশের গুণ ও ভাগ। ভগ্নাংশ সম্বন্ধীয় সহজ বাস্তব সমস্যাকে গাণিতিক ভাষায় রূপান্তর করে সরল করা।

(খ) দশমিক ভগ্নাংশের কঠিনতর যোগ ও বিয়োগ। দশমিক ভগ্নাংশকে দশমিক ভগ্নাংশ দ্বারা গুণ ও ভাগ (গুণক ও ভাজক তিন দশমিক স্থান পর্যন্ত) দশমিক ভগ্নাংশ সম্বন্ধীয় সহজ সমস্যা গাণিতিক ভাষায় রূপান্তর করে সরল করা।

(গ) সাধারণ ভগ্নাংশকে দশমিক ভগ্নাংশে প্রকাশ (তিন দশমিক স্থান পর্যন্ত) এবং দশমিক ভগ্নাংশকে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করা।

২। **ঐকিক নিয়ম ঃ** দুটি বিভিন্ন এককের আলাদা আলাদা সম্পর্ককে একত্রিত করে ঐকিক নিয়মের সমস্যা তৈরি করতে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা এবং তার সমাধান করতে শেখানো। দ্রব্য মূল্য, সময়-দূরত্ব, সময় ইত্যাদি সম্পর্কে বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি করে ঐকিক নিয়মের সাহায্যে তার সমাধান করা।

৩। **শতকরা ঃ** বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে শতকরার ধারণার অবতারণা। সমাজ ও জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিমাণগত বৃদ্ধি ও হ্রাসের সঙ্গে শতকরার ধারণাকে যুক্ত করে সমস্যা সৃষ্টি করে সমাধান করা। যেমন — কৃষিতে রাসায়নিক সার প্রয়োগের পলে উপাদন বৃদ্ধি, ইলেকট্রিক ট্রেন চালু হওয়ায় যাতায়াতের সময় হ্রাস, টিকার ব্যবহারে বসন্ত-কলেরা প্রভৃতি রোগে মৃত্যুর হার হ্রাস, নিরক্ষরতা দূরীকরণ প্রচেষ্টার ফলে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি, ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ গ্রহণ করায় সুদের হার হ্রাস ইত্যাদি।

৪। সহজ ও বাস্তব সমস্যার থেকে অনুপাত ও সমানুপাতের ধারণার অবতারণা এবং সমানুপাতের সাহায্যে অনুপাত সংক্রান্ত বিভিন্ন বাস্তব সমস্যার সমাধান।

৫। **হিসাব রক্ষণ ঃ** (ক) পারিবারিক আয়-ব্যয়, (খ) উৎপাদনাত্মক ও সৃজনাত্মক কাজের আয় - ব্যয় এবং (গ) বিদ্যালয়ের উৎসব সংক্রান্ত আয়-ব্যয় ইত্যাদি।

৬। **বিভিন্ন এককাবলি ঃ** রৈখিক পরিমাপ, ওজন, পরিমাপ, তরল পদার্থের পরিমাপ ও মুদ্রা সম্বন্ধীয় বিভিন্ন সমস্যার সমাধান। জমির পরিমাপ, শতক, এককের সাহায্যে সহজ সমস্যার সমাধান।

৭। **জ্যামিতি ঃ** বস্তু ও বাস্তব অভিজ্ঞতা, কাজ ও ছবি প্রভৃতির সাহায্যে বিন্দু, সরলরেখা, বক্ররেখা, সমান্তরাল, রেখা, কোণ, ত্রিভূজ, চতুর্ভুজ, সামন্তরিক, আয়তক্ষেত্র, বর্গক্ষেত্র ও বৃত্ত সম্পর্কে ধারণার অবতারণা। জ্যামিতির সংজ্ঞার প্রয়োজন নাই। একটি সরল রেখাংশের লম্ব সমদ্বিখণ্ডক অঙ্কন করা।

৮। **ক্ষেত্রফল ঃ** বাস্তব ক্ষেত্রে জমি-পরিমাপের সমস্যা সামনে এনে আয়তক্ষেত্রাকার ও বর্গক্ষেত্রাকার জমি ও তার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং পরিসীমা সম্পর্কে ধারণা দৃঢ়বদ্ধ করা, আয়তক্ষেত্র ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা এবং ওই সম্বন্ধীয় সহজ সমস্যার সমাধান করা।

৯। **স্তম্ভ লেখচিত্র ঃ** প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা সম্পর্কিত হ্রাসবৃদ্ধি জ্ঞাপক লেখচিত্র অঙ্কন — নিম্নতম এক সেন্টিমিটার বর্গ একক সম্বলিত।

গণিত ঃ কাম্য শিখন সামর্থ্যের সুসংহত তালিকা

১। প্রাক্ সংখ্যা বিষয়ক সামর্থ্য

শিক্ষার্থী

প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি
কম বেশি, লম্বা-খাটো, ভারী-হাল্কা ইত্যাদি চিনতে পারবে। পাশাপাশি সাজিয়ে তুলনা করতে পারবে।				

২। সংখ্যা ব্যবহারের সামর্থ্য

শিক্ষার্থী

প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি
১-৯ পর্যন্ত সংখ্যা সঠিক ক্রমে গুণতে পারবে। ১-৯ পর্যন্ত সঠিক সংখ্যা প্রতীক চিনতে পারবে। ১-৯ পর্যন্ত উর্ধ্বক্রমে ও নিম্নক্রমে পড়তে পারবে। ১-৯ পর্যন্ত সংখ্যা উর্ধ্বক্রমে ও নিম্নক্রমে প্রত্যেকটির সাথে অপরটির কম / বেশি তুলনা করতে পারবে। আগের, পরের, মাঝের সংখ্যা সাজাতে পারবে (১-৯)। ছোটো থকে বড়ো বা বড়ো থেকে ছোটো সাজাতে পারবে। সমান ও অসমান ঘটনা শনাক্ত করতে পারবে। সমান ও অসমানের প্রতীক চিনতে ও লিখতে পারবে।	১-৯ পর্যন্ত সংখ্যাকে স্থানীয়মান অনুসারে কথায় ও সংখ্যায় পড়তে ও লিখতে পারবে। দুই অঙ্কের আগেল, পরের ও মাঝের সংখ্যা শনাক্ত করতে পারবে। দুই অঙ্কের সংখ্যাকে বড়ো থেকে ছোটো ও ছোটো থেকে বড়ো অনুযায়ী সাজাতে পারবে। ৯৯+১ কে ১০০ বা এক শতক বা এক শত হিসাবে চিনতে পারবে। ১০০০-৯৯৯৯ পর্যন্ত সংখ্যা স্থানীয় মান অনুসারে (হাজার হাজার, শতক, দশক, একক) ও সাধারণ ভাষায় পড়তে পারবে। ১০০০-৯৯৯৯ পর্যন্ত সংখ্যা লিখতে পারবে।	৯৯৯৯+১ কে "দশ হাজার" হিসাবে চিনতে পারবে। দশ হাজার পাঁচ অঙ্কের সংখ্যা লেখার জন্য স্থানীয়মানের ছকে হাজারের ঘরের বাঁ-পাশে অযুতের ঘর নেওয়ার প্রয়োজন শনাক্ত করতে পারবে। দশ হাজার থেকে নিরানব্বই হাজার নয় শত নিরানব্বই পর্যন্ত পাঁচ অঙ্কের সংখ্যা লিখতে ও পড়তে পারবে। ৯৯৯৯+১ কে লক্ষ হিসাবে চিনতে পারবে। এক লক্ষকে ছয় অঙ্কের সংখ্যা হিসাবে চিনতে পারবে। ছয় অঙ্কের সংখ্যা লেখার জন্য স্থানীয় মানের ছকে অযুতের	৯৯৯৯+১ কে দশ লক্ষ হিসাবে চিনতে পারবে। দশ লক্ষ বা সাত অঙ্কের সংখ্যা লেখার জন্য স্থানীয়মানের ছকে লক্ষ্যের ঘরের বাঁ-পাশে নিযুতের ঘর নেওয়ার প্রয়োজন শনাক্ত করতে পারবে। শত অঙ্কের সংখ্যা পড়তে ও লিখতে পাবরে। ৯৯৯৯৯৯ + ১ কে এক কোটি হিসাবে চিনতে পারবে। এক লক্ষকে আট অঙ্কের সংখ্যা লেখার জন্য স্থানীয়মানের ছকে নিযুতের ঘরের বাঁ পাশে কোটির ঘর নেওয়ার প্রয়োজন শনাক্ত করতে পারবে।	

২। সংখ্যা ব্যবহারের সামর্থ্য

শিক্ষার্থী

প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি
সমান ও অসমানের প্রতীক ব্যবহার করতে পারবে। বৃহত্তর ও ক্ষুদ্রতর প্রতীক চিনতে ও লিখতে পারবে। শূন্যের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। শূন্য প্রতীক চিনতে পারবে ও লিখতে পারবে। ১০-৯৯ পর্যন্ত গুণতে পারবে। ৯১ কে দশক বা এক দশ হিসাবে চিনতে পারবে। ০, ১, ২ ...... ৯ দিয়ে ১০ ...... ৯৯ পর্যন্ত সংখ্যা দশের গুচ্ছ, স্থানীয়মান ও সাধারণ কথায় পড়তে পারবে। ১০-৯৯ পর্যন্ত সংখ্যা লিখতে পারবে। ১০-৯৯ পর্যন্ত সংখ্যার স্থানীয়মান শনাক্ত করতে পারবে। ১০-৯৯ পর্যন্ত সংখ্যাকে দশক এ এককের যোগফল হিসাবে বিশ্লেষণ করতে পারবে।	এক, দুই তিন ও চার অঙ্কের ক্ষুদ্রতম বৃহত্তম সংখ্যা চিনতে পারবে। ১-৯ পর্যন্ত সংখ্যাকে যোগফল হিসাবে বিশ্লেষণ করতে পারবে। আন্তর্জাতিক সংখ্যা চিনতে ও লিখতে পারবে।	ঘরের বাঁ-পাশে লক্ষের ঘর নেওয়ার প্রয়োজন শনাক্ত করতে পারবে। অযুতের ঘরের মানের সঙ্গে লক্ষের ঘরের তুলনা করতে পারবে। এক লক্ষ থেকে নয় লক্ষ নিরানব্বই হাজার নয় শত নিরানব্বই পর্যন্ত সংখ্যা লিখতে ও পড়তে পারবে। বিভিন্ন অঙ্কের সংখ্যাকে স্থানীয় মানের ছকে সাজিয়ে লিখতে পারবে। সংখ্যার ছোটো বড়ো নির্ণয়ের ধাপগুলি অনুসরণ করে একাধিক সংখ্যার মধ্যে ছোট বড়ো শনাক্ত করতে পারবে। একাধিক সংখ্যাকে ছোট থেকে বড়ো / বড়ো থেকে ছোট ক্রম অনুসারে সাজিয়ে লিখতে পারবে। কোনো অঙ্কের বৃহত্তম / ক্ষুদ্রতম সংখ্যার সঙ্গে পূর্ববর্তী বা পরবর্তী অঙ্কের বৃহত্তম / ক্ষুদ্রতম সংখ্যার সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারবে। ক্ষুদ্রতম / বৃহত্তম সংখ্যা সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করতে পারবে। নিজস্ব উদ্যোগে ক্ষুদ্রতম বৃহত্তম সংখ্যা বিষয়ক সমস্যা তৈরি করে তা সমাধান করতে পারবে।	আট অঙ্কের সংখ্যা পড়তে ও লিখতে পারবে। পরিমাণবাচক। পূরণবাচক বা ক্রমবোধক সংখ্যা শনাক্ত করতে পারবে। বিভাজ্যতার রীতি অনুযায়ী সংখ্যার কয়েকটি সারি শনাক্ত ও তৈরি করতে পারবে।	

৩। প্রক্রিয়া ব্যবহারের সামর্থ্য

শিক্ষার্থী

প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি
যোগ ও বিয়োগ প্রক্রিয়ার ধারণা প্রকাশ করতে পারবে। যোগ ও বিয়োগ প্রক্রিয়া এবং প্রশ্ন এর প্রতীক চিহ্ন চিনতে ও লিখতে পারবে। যোগ ও বিয়োগ প্রক্রিয়ার ফল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। যোগ ও বিয়োগ প্রক্রিয়া যে পরস্পর বিপরীত তা ব্যাখ্যা করতে পারবে। যোগ ও বিয়োগরে ঘটনাকে গণিতের ভাষায় প্রকাশ করতে পারবে (১-৯)। যোগ ও বিয়োগের সমস্যাকে গণিতের ভাষায প্রকাশ করতে পারবে (১-৯)। গণিতের ভাষায় প্রকাশিত যোগ ও বিয়োগের সমস্যাকে সাধারম ভাষায় ভাষান্তরিত করতে পারবে (১-৯)। যোগ ও বিয়োগের সমস্যার সমাধান করতে পারবে (১-৯)। (বস্তুগুণে গুণে)। সংখ্যার যোগফল ও বিয়োগফল উপর -নিচ বা পাশাপাশি সাজিয়ে বস্তু গুণে গুণে করতে পারে।	দুই অঙ্কের সংখ্যাকে স্থানীয় মান অনুসারে সাজিয়ে যোগফল (প্রতি অঙ্কের যোগফল ১০ বা তার বেশি নির্ণয় করতে পারবে।) ১-১০ পর্যন্ত যোগের নামতা তৈরি করতে পারবে। যোগের নামতা ব্যবহার করতে দুই অঙ্কের দুটি বা তিনটি সংখ্যার যোগফল স্থানীয়মান অনুসারে সাজিয়ে নির্ণয় করতে পারবে (প্রতি অঙ্কের যোগফল ১০ এর বেশি বা কম)। যোগের নামতা ব্যবহার করে দুই অঙ্কের দুটি বা তিনটি সংখ্যার যোগফল স্থানীয়মান অনুসারে সাজিয়ে নির্ণয় করতে পারবে (প্রতি অঙ্কের যোগফল ১০ এর বেশি বা কম) যোগের নামতা ব্যবহার করে তিন অঙ্কের দুটি বা তিনটি সংখ্যার যোগফল স্থানীয়মান অনুসারে সাজিয়ে নির্ণয় করতে পারবে (প্রতি অঙ্কের যোগফল ১০ এর বেশি বা কম)। যোগের নামতা ব্যবহার করে চারটি সংখ্যার (তিন অঙ্ক পর্যন্ত) যোগফল স্থানীয় মান অনুসারে সাজিয়ে করতে	যোগফল নির্ণয়ের সময় কোন স্থানীয় মানের সংখ্যাগুলির যোগফল ৯-এর বেশি হলে যোগফলের দশকের ঘরের সংখ্যাটি বাঁপাশের পূর্ববর্তী স্থানীয় মানের উপর লিখে রাখার কৌশল স্মরণ করতে পারবে। বিয়োগফল নির্ণয়ের সময় কোন স্থানীয় মানের বিয়োজ্যের সংখ্যার মান বিয়োজকের সংখ্যার মানের চেয়ে কম হলে পূর্ববর্তী স্থানীয়মানের বিয়োজ্য সংখ্যা থেকে 'ধার করা' প্রভৃতি ধাপগুলি স্মরণ করতে পারবে। সাধরণ ভাষায় প্রকাশিত যোগ / বিয়োগের সমস্যা গাণিতিক ভাষায় প্রকাশ করতে পারবে এবং এই সমস্যা সমাধান করতে পারবে। যোগ ও বিয়োগের নতুন সমস্যা করে সমাধান করতে পারবে। শূন্যের সংঙ্গে কোনো সংখ্যার যোগফল ও বিয়োগফলের সূত্র স্মরণ করতে পারবে। বারবার যোগের পদ্ধতিতে শূন্যের সঙ্গে কোনো সংখ্যার সঙ্গে শূন্যের গুণফল নির্ণয়	গুণ সম্পর্কিত বাস্তব সমস্যাকে অঙ্কের ভাষায় প্রকাশ করে সমাধান করতে পারবে। ভাগ সম্পর্কিত বাস্তব সমস্যাকে অঙ্কের ভাষায় প্রকাশ করে সমাধান করতে পারবে। গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক বা গ. সা. গু সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন করবে। লঘিষ্ট সাধারণ গুণনীয়ক বা ল. সা. গু. সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন করবে। নামতার অন্তর্গত সংখ্যার উৎপাদক নির্ণয় করে তার সাহায্যে ল. সা. গু ও গ. সা. গু নির্ণয় করতে পারবে। ভাগ প্রক্রিয়ার সাহায্যে গ. সা. গু নির্ণয় করতে পারবে। স. সা. গু ও ল. সা. গু সম্পর্কিত বাস্তব সমস্যায় সমাধান করতে পারবে। ভগ্নাংশকে লঘিষ্ঠ আকারে পরিণত করতে পারবে। দুই বা ততোধিক (সমান / অসমান হরবিশিষ্ট) ভগ্নাংশের মানের তুলনা করতে পারবে। দুই বা ততোধিক (সমান / অসমান হরবিশিষ্ট)	সামান্য ভগ্নাংশে সমন্ধীয় কঠিনতর যোগফল ও বিয়োগফল নির্ণয় করতে পারবে। সামান্যভগ্নাংশ সম্বন্ধীয় গুণফল ও ভাগফল নির্ণয় করতে পারবে। এই চার প্রক্রিয়ার সাহায্যে ভগ্নাংশ সম্বন্ধীয় সহজ বাস্তব সমস্যাকে গাণিতিক ভাষায় রূপান্তর করে সরল করতে পারবে। দশমিক ভগ্নাংশের কঠিনতর যোগফল ও বিয়োগফল নির্ণয় করতে পারবে। দশমিক ভগ্নাংশকে দশমিক ভগ্নাংশ দিয়ে ভাগ করে ভাগফল নির্ণয় করতে পারবে (তিন দশমিক স্থান পর্যন্ত)। সাধারণ ভগ্নাংশকে দশমিক ভগ্নাংশে এবংদশমিক ভগ্নাংশকে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে পারবে। দুটি বিভিন্ন এককের আলাদা আলাদা সম্পর্ককে একত্রিত করে ঐকিক নিয়মের সমস্যা তৈরি করতে পারবে। ঐ সমস্যায় সমাধান করতে পারবে। দ্রব্যমূল্য, সময় দূরত্ব ও

৩। প্রক্রিয়া ব্যবহারের সামর্থ্য

শিক্ষার্থী

প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি
যোগের নামতা (যোগফল ৯ পর্যন্ত) তৈরি করতে পারবে। বিয়োগের নামতা (বিয়োগ ফল ৮ পর্যন্ত) তৈরি করতে পারবে। নামতা ব্যবহার করে সংখ্যার যোগফল ও বিয়োগফল নির্ণয় করতে পারবে। যোগের নামতা ব্যবহার করতে বাস্তব সমস্যার সমাধান করতে পারবে। বিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কত কম/কত বেশি নির্ণয় করতে পারবে। বিয়োগের নামতা ব্যবহার করে বিয়োগ প্রক্রিয়ার বাস্তব সমস্যার সমাধান করতে পারবে। শূন্য ও সংখ্যার যোগ (১-৯) করতে পারবে। সংখ্যা থেকে শূন্য বিয়োগ করতে পারবে। দুই অঙ্কের সংখ্যা যোগ ও বিয়োগ স্থানীয়মান অনুসারে সাজিয়ে করতে পারবে যোগফল ৯৯ পর্যন্ত বিয়োগফল ৯৯ এর কম - যোগের ক্ষেত্রে প্রতি অঙ্কের যোগফল ৯ এর বেশি হবে না। বিয়োগের ক্ষেত্রে বিয়োজ্য সংখ্যার প্রাসঙ্গিক অঙ্ক থেকে বড় বা সমান হবে।	পারবে। দুই অঙ্কের সংখ্যার বিয়োগফল স্থানীয় মান অনুসারে সাজিয়ে (ভাঙাতে হবে না বা হবে এমন) নির্ণয় করতে পারবে। বিয়োগের নামতা তৈরি করতে পাররে। নামতা ব্যবহার করে তিন অঙ্কের সংখ্যার বিয়োগফল (ভাঙাতে হলে না বা হবে এমন) নিরূপন করতে পারবে। গুণ ও ভাগ প্রক্রিয়ার উদাহরণ দিতে পারবে। গুণকে যোগের এক বিশেষ রূপ হিসাবে চিনতে পারবে / ভাগকে বিয়োগের এক বিশেষ রূপ হিসাবে চিনতে পারবে। গুণ ও ভাগের প্রতীক চিনতে ও লিখতে পারবে। গুণ্য, গুণক ও গুণফল এর সম্পর্ক চিনতে পারবে ও গুণ্য × গুণক = গুণ্য যাচাই করতে পারবে। ভাজ্য, ভাজক ও ভাগফলের সম্পর্কে চিনতে পারবে। ভাজ্য ÷ ভাগফল = ভাজক যাচাই করতে পারবে।	করতে পারবে। কোনো সংখ্যাকে শূণ্য দিয়ে ভাগ করা যায় না তা স্মরণ করতে পারবে। ১ থেকে ১০ এর গুণের নামতার যে কোনো জায়গা থেকে বিক্ষিপ্তভাবে যে কোন দুটি এক অঙ্কের সংখ্যার গুণফল স্মরণ করতে পারবে। সংক্ষিপ্ত যোগের পদ্ধতিতে গুণের নামতা তৈরির কৃৎকৌশল প্রয়োগ করে ১১ থেকে ২০ পর্যন্ত গুণের নামতা তৈরি করতে পারবে। গুণের নামতার ছক দেখে ১১ থেকে ২০ এর মধ্যে যে কোন দুটি সংখ্যার গুণফল খুঁজে বের করতে পারবে। বারবারক আবৃত্তি করে বা ব্যবহার করে গুণের নামতা মুখস্থ করতে পারবে। সাধারণা ভাষায় প্রকাশিত গুণের সমস্যাকে শনাক্ত করে তাকে গণিতের ভাষায় ভাষান্তর করতে পারবে। নামতার সাহায্যে গুণফল নির্ণয় করে সমস্যাটি সমাধান করতে পারবে। নামতার সাহায্যে সমাধান করা যায় এমন গুণের	ভগ্নাংশকে ছোটে থেকে বড়ো বড়ো থেকে ছোটো হিসাবে সাজিয়ে লিখতে পারবে। ভগ্নাংশের যোগফল এবং বিয়োগফল নির্ণয় করতে পারবে। ভগ্নাংশের যোগ ও বিয়োগ সম্বন্ধীয় সহজ সমস্যার সমাঝান করতে পারবে । স্থানীয় মান অনুযায়ী সাজিয়ে দশমিকযুক্ত সংখ্যার যোগফল / বিয়োগফল নির্ণয় করতে পারবে। দশমিকযুক্ত সংখ্যার যোগ ও বিয়োগ প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে সহজ সমস্যার সমাধান করতে পারবে। দশমিক ভগ্নাংশকে পূর্ণসংখ্যা দিয়ে গুণ করে গুণফল নির্ণয় করতে পারবে। দশমিক ভগ্নাংশকে পূর্ণসংখ্যা দিয়ে ভাগ করে ভাগফল নির্ণয় করতে পারবে। দশমিক সংখ্যাকে ১০, ১০০, ১০০০ ইত্যাদি সংখ্যা দিয়ে সহজ পদ্ধতিতে করতে পারবে। মানসমষ্টি ও গড় মানের সম্পর্ক শনাক্ত করতে পারবে।	সময় কার্যসম্বন্ধীয় সমস্যার ঐকিক নিয়ম প্রয়োগ করে সমাধান করতে পারবে। শতকরা হিসাব স্মরণ করতে পারবে। সমজ ও জাতীয় জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি ও হ্রাসকে শতকরা হিসাবে প্রকাশ করতে পারবে। শতকরা হিসাব সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করতে পারবে। অনুপাত ও সমানুপাত স্মরণ করতে পারবে। এই ধারণা প্রয়োগ করে বিভিন্ন সহজ সমস্যার সমাধান করতে পারবে। (পারিবারিক, উৎপাদনাত্মক ও সৃজনাত্মক কাজ) বিভিন্ন ক্ষেত্রে আয় ব্যয়ের সহজ হিসাব রাখতে পারবে। আয়তক্ষেত্র ও বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে পারবে। আয়তক্ষেত্র ও বর্গক্ষেত্র সম্বন্ধীয় সহজ সমস্যার সমাধান করতে পারবে। রৈখিক পরিমাপ ও ওজন পরিমাপ, তরল পদার্থের পরিমাপ ও মুদ্রা সম্বন্ধীয় বাস্তব সমস্যার সমাধান করতে পারবে।

৩। প্রক্রিয়া ব্যবহারের সামর্থ্য

শিক্ষার্থী

প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি
পারবে। যোগের নামতা (যোগফল ৯ পর্যন্ত) তৈরি করতে পারবে।	গুণ ও ভাগ প্রক্রিয়াকে পরস্পর বিপরীত প্রক্রিয়া হিসাবে চিনতে পারবে। গুণ ও ভাগের সমস্যাকে অঙ্কের ভাষায় প্রকাশ করতে পারবে। অঙ্কের ভাষায় লেখা গুণ ও ভাগের সমস্যাকে সাধারণ ভাষায় প্রকাশ করতে পারবে। শূন্যের সঙ্গে অন্য সংখ্যার গুণফল নির্ণয় করতে পারবে। ১-১০ পর্যন্ত সংখ্যার গুণের নামতা তৈরি করতে পারবে। ১-১০ পর্যন্ত গুণের নামতার সংক্ষিপ্ত রূপ পড়তে পারবে। গুণের নামতা ব্যবহার করতে সংখ্যার গুণফল নির্ণয় করতে পারবে। গুণের নামতা ব্যবহার করে গুণ ও ভাগের বিশেষত্ব / ধর্ম যাচাই করতে পারবে। দুই ও তিন অঙ্কের সংখাকে স্থানীয়মান অনুসারে সাজিয়ে এক অঙ্কের সংখ্যা দিয়ে গুণ করতে পারবে। দুই অঙ্কের সংখ্যাকে এক অঙ্কের সংখ্যা দিয়ে ভাগ (নামতা ব্যবহার করে) করতে পারবে। দুই অঙ্কের সংখ্যাকে	সমস্যা (সাধারণ ভাষায় / সংখ্যায়) তৈরি করে সমাধান করতে পারবে। গুণ্য × গুণক = গুণফল সূত্র থেকে ভাজক × ভাগফল = ভাজ্য, এই সূত্রে পৌঁছোতে পারবে। নামতার সাহায্যে দুই / তিন অঙ্কের সংখ্যাকে ১ থেকে ২০ এর মধ্যে যে কোনো সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে পারবে (ভাগশেষ থাকবে না)। সাধারণ ভাষায় প্রকাশিত ভাগের সমস্যাকে শনাক্ত করে তাকে গণিতের ভাষায় ভাষান্তর করতে পারবে। নামতার সাহায্যে সেই সমস্যাকে সমাধান করতে পারবে। নামতার সাহায্যে সমাধান করা যায় যেন ভাগের সমস্যা (সাধারণ ভাষায় / সংখ্যায়) তৈরি করে সমাধান করতে পারবে। কোনো সংখ্যাকে ১০/১০০/১০০০ ইত্যাদি সংখ্যা দ্বারা গুণ করার সহজ কৌশল স্মরণ করতে পারবে। ১০/১০০/১০০০ ইত্যাদি সংখ্যাকে ২,৩,৪, ... ৯ সংখ্যা দিয়ে গুণ করতে পারবে।	যে কোন একটির অজ্ঞাত মান নিরূপণ করতে পারবে। সমস্যার সমাধান করতে পারবে। ঐকিক নিয়ম স্মরণ করতে পারবে। পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিষয়ের হ্রাসবৃদ্ধির সমস্যায় ঐকিক নিয়ম প্রয়োগ করতে পারবে। ঐকিক নিয়ম প্রয়োগ করে সহজ বাস্তব সমস্যার সমাধান করতে পারবে।	

৩। প্রক্রিয়া ব্যবহারের সামর্থ্য

শিক্ষার্থী

প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি
	স্থানীয়মান অনুসারে সাজিয়ে এক অঙ্কের সংখ্যা দিয়ে দীর্ঘ ভাগ পদ্ধতিতে ভাগ করতে পারবে (ভাজ্যের প্রতিটি অঙ্ক ভাজক সংখ্যা দিয়ে বিভাজ্য)। এক অঙ্কের সংখ্যাকে এক অঙ্কের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ থাকবে এমন ভাগ করতে পারবে। দুই বা তিন অঙ্কের সংখ্যাকে এক অঙ্কের সংখ্যাকে এক অঙ্কের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ থাকবে এমন ভাগ করতে পারবে। কোন সংখ্যাকে দুটি সংখ্যার যোগফল হিসাবে প্রকাশ করতে পারবে। কোন গোটা জিনিসকে অসমান অংশে ভাগ করলে বড়ো ও ছোটো অংশগুলি নিত পারবে। কোন গোটা জিনিসকে কয়েকটি সমান অংশে ভাগ করলে অংশগুলি দেখে তা শনাক্ত করতে পারবে। অসমান / সামান অংশগুলি একত্রিত করলে গোটা বস্তুটির আকৃতি পাওয়া যায় তা নিতে পারবে।	সংখ্যার গুণফল নির্ণয়রে ক্ষেত্রে সম্ভাব্য স্থানে উক্ত প্রকৌশল প্রয়োগ করাত পারবে। এক অঙ্কের সংখ্যাকে বিশ্লেষণ করার পদ্ধতি স্মরণ করতে পারবে। দুই বা ততোধিক অঙ্কের সংখ্যাকে স্থানীয়মান অনুসারে বিশ্লেষণ করতে পারবে। এক অঙ্কের সংখ্যার গুণফল এবং বিশ্লেষিত এক অঙ্কের সংখ্যার গুণফলের সমষ্টি তুলনা করে পদ্ধতিটির যথার্থতা যাচাই করতে পারবে। এক বা ততোধিক অঙ্কের গুণককে বিশ্লেষণ করে তাদের দ্বারা গুণ্যকে গুণ করে সেই গুণফলগুলির সমষ্টি নিয়ে মূল গুণকের গুণফল নির্ণয় করতে পারবে। সাধারণ ভাষায় প্রকাশিত গুণের সমস্যাকে গণিতের ভাষায় ভাষান্তর করে সমস্যা সমাধানে গুণককে বিশ্লেষণ করে গুণের কৌশল প্রয়োগ করতে পারবে। গুণকের এককের ঘরের সংখ্যা দিয়ে গুণ শুরু হবে। পরপর দশক ইত্যাদি ঘরের সংখ্যা দিয়ে গুণ করতে হবে। গুণফলগুলি নিয়মমতো পরপর নীচে বসিয়ে যোগ করে গোটা গুণফল পাওয়া যাবে — এই ধাপগুলি স্মরণ করতে পারবে। সংক্ষিপ্ত সাধারণ নিয়মের প্রকৌশল প্রয়োগ করতেপারবে। সাধারণ ভাষায় প্রকাশিত গুণের সমস্যাকে গাণিতিক ভাষায় ভাষান্তর করে সাধারণ নিয়মে গুণ করে তা সমাধান করতে পারবে। গুণের সাধারণ নিয়মের ধাপগুলির সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য চিহ্নিত করতে পারবে। দীর্ঘভাগের সময় ধাপগুলি পর্যায়ক্রমে উল্টেয়ায় তা স্মরণ করতেপারবে। ভাগ অঙ্কের বামদিকে গাত কারণ ব্যাখ্যা		

৩। প্রক্রিয়া ব্যবহারের সামর্থ্য

শিক্ষার্থী

প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি
		করতে পারবে।		
		ভাজ্যকে স্থানীয়মান অনুসারে সাজিয়ে লিখে তার উপর দাঁড়ি টেনে ভাগফল লেখার কৌশল স্মরণ করতে পারবে।		
		কোন স্থানীয় মানের উপর ভাগফলের প্রথম সংখ্যাটি হবে তা নির্ণয় করতে পারবে।		
		দীর্ঘ ভাগের সাধারণ নিয়মে ভাগফল নির্ণয করতে পারবে।		
		সাধারণ ভাষায় প্রকাসিত ভাগের সমস্যাকে গাণিতিক ভাষায় ভাষান্তর করে দীর্ঘ ভাগের পদ্ধতিতে সমাধান করতে পারবে।		
		ভাগ অঙ্কের নতুন সমস্যা (সাধারণ ভাষায় / সংখ্যায়) তৈরি করে সমাধান করতে পারবে।		
		ভাগশেষ / অবশিষ্ট শব্দগুলি স্মরণ করতে পারবে।		
		ভাজ্য ÷ ভাজক = ভাগফল = অবশিষ্ট — এই সম্পর্কটি ভাগের সাধারণ রূপ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে।		
		অবশিষ্ট থাকে এমন বাগের সমস্যা দীর্ঘ ভাগের পদ্ধতিতে সমাধান করতে পারবে এবং ভাগফল ও অবশিষ্ট চিহ্নিত করতে পারবে।		
		সাধারণ ভাষায় প্রকাশিত ভাগের সমস্যাকে (মিলে যায় / অবশিষ্ট থাকে) তৈরি করে সমাধান করতে পারবে।		
		যোগ / বিয়োগ / গুণ / ভাগের সময় বাস্তব সমস্যা গাণিতিক ভাষায় ভাষান্তরের প্রক্রিয়া স্মরণ করতে পারবে।		
		সাধারণ ভাষায় প্রকাশিত বাস্তব সমস্যাটি পড়ে গাণিতিক প্রক্রিয়াগুলির পর্যায়ক্রমে শনাক্ত করে তাকে গাণিতিক ভাষায় ভাষান্তর করতে পারবে এবং উদ্দিষ্ট মূল প্রশ্নটি শনাস্ত করতে পারবে।		
		ঘটনার ক্রম অনুযায়ী বিভিন্ন অংশকে বিভিন্ন প্রকার বন্ধনীতে আবদ্ধ করতে পারবে।		
		অগ্রাধিকারের ক্রম অনুসারে বন্ধনীগুলির নাম, প্রতীক চিহ্ন এবং পর্যায়ক্রম স্মরণ করতে পারবে।		
		ভাষান্তরিত সমস্যাটিকে "সরল অঙ্ক" হিসাবে শনাক্ত করে চূড়ান্ত উত্তরটি নির্ণয় করতে পারবে।		
		দুই বা ততোধিক প্রক্রিয়াযুক্ত নতুন সমস্যা। (সাধারণ ভাষায় / সংখ্যায়) তৈরি করে সরলীকরণের সাহায্যে চূড়ান্তফল নির্ণয় করতে পারবে।		

৩। প্রক্রিয়া ব্যবহারের সামর্থ্য

শিক্ষার্থী

প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি
		মৌলিক ও যৌগিক সংখ্যার পার্থক্য করতে পারবে। ১ সংখ্যাটির বিশেষত্ব স্মরণ করতে পারবে। বিভিন্ন সংখ্যাকে মৌলিক ও যৌগিক হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করতে পারবে। গুণনীয়ক বা উৎপাদক শব্দ স্মরণ করতে পারবে। কোনো সংখ্যার গুণনীয়কগুলি স্মরণ করতে পারবে। কোন সংখ্যার অন্তত দুটি গুণনীয়ক আছে তা যাচাই করতে পারবে। গুণিতক কথাটির অর্থ স্মরণ করতে পারবে। গুণিতকের উদাহরণ দিতে পারবে। গুণনীয়ক ও গুণিতকের পার্থক্য নিরূপণ করতে পারবে। কোনো সংখ্যার গুণনীয়কের সংখ্যা যে সীমিত তা যাচাই করতে পারবে। কোনো সংখ্যার গুণিতকের সংখ্যা যে অসংখ্য তা যাচাই করতে পারবে। বিভাজ্যতা শব্দের অর্থ স্মরণ করতে পারবে। ২, ৩, ৫, ও ১০ দ্বারা বিভাজ্যতার শর্তাবলি শনাক্ত করতে পারবে। বড়ো বড়ো সংখ্যা নিয়ে ২, ৩, ৫, ১০ দ্বারা বিভাজ্যতার শর্তাবলি যাচাই করতে পারবে। বিভিন্ন সংখ্যা নিয়ে যাচাই করে তাদের ২, ৩, ৫, ১০ দ্বারা বিভাজ্য হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করতে পারবে। সাধারণ ভাষায় প্রকাশিত বিভাজ্যতার সমস্যা সমাধান করতে পারবে। কোনো সংখ্যার গুণনীয়ক বা উৎপাদক নির্ণয় করতে পারবে। কোন সংখ্যার মৌলিক উৎপাদক নির্ণয় করতে পারবে। গোটা বস্তুর সংখ্যা প্রকাশ করার জন্য ১,২৩ ... ইত্যাদি পূর্ণ সংখ্যা ব্যবহারের রীতি স্মরণ করতে পারবে। ভগ্নাংশ শব্দের অর্থ স্মরণ করতে পারবে। ভগ্নাংশ সংখ্যা প্রকাশের রীতি স্মরণ করতে পারবে। ভগ্নাংশের হর ও লব চিনতে পারবে।		

৩। প্রক্রিয়া ব্যবহারের সামর্থ্য

শিক্ষার্থী

প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি
		হর ও লব দেওয়া থাকলে ভগ্নাংশ সংখ্যা তৈরি করতে পারবে। সাধারণ ভাষায় প্রকাশিত ভগ্নাংশকে সংখ্যায় প্রকাশ করতে পারবে এবং ভগ্নাংশ সংখ্যাকে সাধারণ ভাষায় প্রকাশ করতে পারবে। পূর্ণ সংখ্যাযুক্ত ভগ্নাংশের অর্থ স্মরণ করতে পারবে। ১ কে প্রয়োজনে যে কোনো সংখ্যার ভগ্নাংশ হিসাবে প্রকাশ করতে পারবে। স্থানীয় মানের ছককে এককের ডান দিকে আরো বিস্তার ঘটিয়ে দশমিক ভগ্নংশ প্রকাশের রীতি স্মরণ করতে পারবে। দশমিক বিন্দু শনাক্ত করতে পারবে এবং দশমিক বিন্দু যে পূর্ণসংখ্যা থেকে দশমিক ভগ্নাংশ সংখ্যাকে আলাদা করার জন্য ব্যবৃহত হয় তা স্মরণ করতে পারবে। দশমিক ভগ্নাংশ পড়ার রীতি স্মরণ করতে পারবে। ১০, ১০০, ১০০০ ইত্যাদি হরবিশিষ্ট সামান্য ভগ্নাংশকে দশমিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে পারবে। দশমিক ভগ্নাংশ সংখ্যাকে ১০, ১০০, ১০০০ ইত্যাদি হর বিশিষ্ট সামান্য ভগ্নাসে প্রকাশ করার ধাপগুলি স্মরণ করতে পারবে। দশমিক ভগ্নাংশ ও সমান্য ভগ্নাংশের পার্থক্য শনাক্ত করতে পারবে। স্থানীয়মান অনুসারে দশমিক ভগ্নাংশ যুক্ত সংখ্যা সাজিয়ে লেখার রীতি স্মরণ করতে পারবে। সাধারণ সংখ্যা হিসাবে ধরে যোগ ও বিয়োগফলবের করে ফলে দশমিক বিন্দুর নীচে দশমিক বিন্দু বসানোর রীতি স্মরণ করতে পারবে। সাধারণ ভাষায় প্রকাশিত দশমিক ভগ্নাংশের যোগ ও বিয়োগের সমস্যাকে গাণিতিক ভাষায় ভষান্তর করে সমাধান করতে পারবে। দশমিক ভগ্নাংশযুক্ত সংখ্যা দিয়ে যোগ ও বিয়োগের নতুন সমস্যা (সাধারণ ভাষায় / সংখ্যায়) তৈরি করে সমাধান করতে পারবে।		

৪। এককাবলি ব্যবহারের সামর্থ

(ক) মুদ্রা বা নোট বিষয়ক

প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি
বিভিন্ন মুদ্রা ও ৫০ টাকা পর্যন্ত নোট চিনতে পারবে। কোনো মুদ্রাকে অন্যান্য মুদ্রায় ও ৫০ পর্যন্ত টাকাকে অন্যান্য নোটে ভাঙাতে পারবে। পয়সার যোগ ও বিয়োগ করতে পারবে (দুই অঙ্ক পর্যন্ত)। দুই অঙ্কের টাকার যোগ ও বিয়োগ করতে পারবে।	বিভিন্ন মুদ্রাকে অন্যান্য মুদ্রায় ভাঙাতে পারবে। সিকি আধুলি চিনতে পারবে। ৫০০ পর্যন্ত টাকার নোট চিনতে পারবে। টাকা ও পয়সার সম্পর্ক স্মরণ করতে পারবে। টাকা পয়সাকে পড়া ও লেখার নিয়ম স্মরণ করতে পারবে। টাকা পয়সাকে পয়সায় পরিণত করতে পারবে। টাকা পয়সার যোগ ও বিয়োগ করতে পারবে। টাকা পয়সার যোগ ও বিয়োগ সম্পর্কিত বাস্তব সমস্যার সমাধান করতে পারবে। হাত বা পায়ের পাতা, লাঠি প্রভৃতি জিনিস দিয়ে দৈর্ঘ্য মাপতে পারবে। সঠিকভাবে দৈর্ঘ্য মাপার জন্য মিটার স্কেল চিনতে ও ব্যবহার করতে পারবে। মিটার ও সেন্টিমিটারের সম্পর্ক স্মরণ করতে পাররে। দৈর্ঘ্য বিষয়ক বাস্তব সমস্যার সমাধান করতে পারবে (একটি একক বিশিষ্ট)।	দশমিক মুদ্রাকে দশমিক ভগ্নাংশযুক্ত সংখ্যায় প্রকাশের রীতি স্মরণ করতে পারবে। দশমিক ভগ্নাংশযুক্ত সংখ্যার যোগফল ও বিয়োগফল নির্ণয়ের কৌশল অবলম্বন করে দশমিক মুদ্রার যোগফল ও বিয়োগফল নির্ণয় করতে পারবে। দশমিক মুদ্রার যোগ ও বিয়োগ নতুন সমস্যা (সাধারণ ভাষায় / সংখ্যায়) তৈরি করে সমাধান করতে পারবে।		

৪। এককাবলি ব্যবহারের সামর্থ্য

(খ), (গ), (ঘ) দৈর্ঘ্য, ওজন ও তরল পদার্থের আয়তন পরিমাপের এককাবলি

প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি
বিভিন্ন বস্তু সাজিয়ে তাদের দৈর্ঘ্য তুলনা করতে পারবে (লম্বা-খাটো)। বিভিন্ন বস্তুকে হাতে তুলে অনুভব করে বা খেলনা দাঁড়ি-পাল্লা দিয়ে মেপে ভারী-হালকা তুলনা করতে পারবে।	হাতে তুলে আন্দাজ করে বা খেলনা দাঁড়ি পাল্লায় ওজন তুলনা করতে পারবে। ওজন মাপার প্রমাণ মাপকাঠি হিসাবে গ্রাম ও কিলোগ্রাম চিনতে পারবে ও তাদের সম্পর্ক স্মরণ করতে পারবে। গ্রামের ও এক কিলোগ্রামের বিভিন্ন বাটখারা চিনতে পারবে সঠিক ভাবে কতটা ভারী হালকা নিরূপন করতে পারবে। ওজন বিষয়ক (একটি একক) বাস্তব সমস্যার সমাধন করতে পারবে। তরল পদার্থ মাপার প্রয়োজনীয়তা শনাক্ত করতে পারবে। লিটার, কিলোলিটর ও মিলিলিটার চিনতে পারবে ও লিটার, কিলোলিটার, লিটার মিলিলিটার এর সম্পর্ক স্মরণ করতে পারবে। লিটার মাপক পাত্র চিনতে পারবে।	দৈর্ঘ্য, ওজন ও তরল পদার্থ পরিমাপের মূল একক যতাক্রমে মিটার, গ্রাম, লিটার হিসাবে স্মরণ করতে পারবে। দশমিক ভগ্নাংশ লেখার ছকে এককের ঘরে মিটার গ্রাম / লিটার বসিয়ে ডানদিকে ও বাঁদিকে যথাক্রমে বৃহত্তর ও ক্ষুদ্রতর একক লেখার রীতি স্মরণ করতে পারবে। পরিমাপের এককাবলিযুক্ত সংখ্যা লেখা ও পড়ার রীতি স্মরণ করতে পারবে। বৃহত্তর ও ক্ষুদ্রতর এককাবলির সাধারণ নাম ও তাদের সংক্ষিপ্ত নাম স্মরণ করতে পারবে। সাধারণ ভাষায় প্রকাশিত দৈর্ঘ্য, ওজন ইদ্যাতির পরিমাণকে সাধারণ ছকে বসানোর ধাপগুলি স্মরণ করতে পারবে। সাধারণ ভাষায় প্রকাশিত দৈর্ঘ্য, ওজন ইত্যাদির পরিমাণকে গণিতের ভাষায় এবং গণিতের ভাষায় প্রকাশিত পরিমাণকে সাধারণ ভাষায় প্রকাশ করতে পারবে।	দৈর্ঘ্য, ওজন ও তরল পদার্থের মূল এককগুলিকে (মেট্রিক পদ্ধতিতে) শনাক্ত করতে পারবে। ওই মূল এককের উর্ধ্বক্রম ডেকা, হেকটা, কিলো এবং নিম্নক্রম ডেসি, সেন্টি, মিলি স্মরণ করতে পারবে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দশমিক বিন্দুর স্থান পরিবর্তন করে বিভিন্ন এককাবলির উর্ধ্ব ও নিম্নক্রমে পরিবর্তন করতে পারবে। দশমিক যোগ, বিয়োগ গুণ ও ভাগ পদ্ধতি প্রয়োগ করে এককাবলি সমন্ধীয় সমস্যার সমাধান করতে পারবে।	

৪। এককাবলি ব্যবহারের সামর্থ্য

(ঙ) সময় বিষয়ক

প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি
সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, দিবাভাগ, রাত্রিভাগ, একদিন, ঘণ্টা, সপ্তাহ ইত্যাদির সম্পর্ক স্মরণ করতে পারবে। সপ্তাহের সাত দিনের নাম ক্রমপর্যায়ে স্মরণ করতে পারবে। ঘণ্টা / দিন সংক্রান্ত বাস্তব সমস্যা (যোগ / বিয়োগের) সমাধান করতে পারবে।	ঘণ্টা, মিনিট, সেকেন্ডের স্মরণ করতে পারবে। ঘড়িতে সময় দেখতে পারবে। দিন, সপ্তাহ, পক্ষ, মাস, বছর এদের পারস্পরিক সম্পর্ক স্মরণ করতে পারবে। বাংলা / ইংরেজি বারোমাসের নাম ক্রমপর্যায়ে স্মরণ করতে পারবে। সময় সম্পর্কিত (একটি এককের বাস্তব সমস্যার সমাধান করতে পারবে।)	দিন, ঘণ্টা, মিনিট, সেকেন্ড ইত্যাদি এককের সম্পর্ক স্মরণ করতে পারবে। ঘণ্টা, মিনিট, সেকেন্ডে প্রকাশিত সময়কে (নিম্নলঘুকরণের মাধ্যমে) সেকেন্ডে পরিণত করার গাণিতিক ধাপগুলি স্মরণ করতে পারবে। ভাষায় প্রকাশিত সময়ের সমস্যা সমাধান করতে পারবে। অনুরূপ সময় বিষয়ক নতুন সমস্যা তৈরি করে সমাধান করতে পারবে। ঘণ্টা, মিনিট, সেকেন্ডে যুক্ত সময়ের যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগের বাস্তব সমস্যা গাণিতিক ভাষায় প্রকাশ করতে পারবে। অনুরূপ নতুন সমস্যা (সাধারণ ভাষায় / সংখ্যায়) তৈরি করে সমাধান করতে পারবে। দিন, সপ্তাহ, মাস, বৎসর ইত্যাদি এককের পারস্পরিক সম্পর্ক স্মরণ করতে পারবে। এদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত রাশিমালার লঘুকরণ করতে পারবে। এদের নিয়ে বাস্তব সমস্যা গাণিতিক ভাষায় ভাষান্তর করে সমাধান করতে পারবে। অনুরূপ নতুন সমস্যা তৈরি করে সমাধান করতে পারবে। দিন, সপ্তাহ, মাস, বৎসর ইত্যাদি যুক্ত যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগের বাস্তব সমস্যা গাণিতিক ভাষায় ভাষান্তর করতে পারবে। সমস্যা সমাধানের ধাপগুলি স্মরণ করে সমাধান করতে পারবে। অনুরূপ নতুন সমস্যা তৈরি করে সমাধান করতে পারবে। ঘড়ির মিনিটের কাঁটা পুরো একবার ঘুরে আসতে ৬০ মিনিট সময় লাগে তা স্মরণ করতে পারবে।		

৪। এককাবলি ব্যবহারের সামর্থ্য

(ঙ) সময় বিষয়ক

প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি
		ঘড়ির মিনিটের কাঁটা পুরো একবার ঘুরে এলে ঘণ্টার কাঁটা ৫ মিনিট ঘর এগিয়ে যায় তা স্মরণ করতে পারবে। ঘড়ির কাঁটা ও মিনিটের কাঁটার অবস্থান দেখে কতটা বেজেছে তা শনাক্ত করতে পারবে। অন্তর্বর্তী সময় সম্পর্কিত বাস্তব সমস্যা গাণিতিক ভাষায় ভাষান্তর করে সমাধান করতে পারবে। অন্তর্বর্তী সময় নিরূপণ সংক্রান্ত নতুন সমস্যা তৈরি করে সমাধান করতে পারবে।		

৫। জ্যামিতি

প্রথম শ্রেণি	দ্বিতীয় শ্রেণি	তৃতীয় শ্রেণি	চতুর্থ শ্রেণি	পঞ্চম শ্রেণি
			পরিবেশের বিভিন্ন ঘনবস্তু শনাক্ত করে তালিকা তৈরি করতে পারবে। তল, সমতল, অসমতল, বক্রতল শনাক্ত করতে পারবে। সামান্তরিক ক্ষেত্রগুলির আকৃতি দেখে সেগুলিকে ত্রিভুজ, আয়তক্ষেত্র, বৃত্তহিসেবে শনাক্ত করতে পারবে। সরলরেখা, বিন্দু শনাক্ত করতে পারবে। বাহুর প্রকারভেদে, বিভিন্ন ত্রিভুজ শনাক্ত করতে পারবে।	বিন্দু, সরলরেখা, বক্ররেখা, সমান্তরাল রেখা স্মরণ করতে পারবে। কোণ স্মরণ করতে পারবে। ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, সামন্তরিক, আয়তক্ষেত্র, বর্গক্ষেত্র, শনাক্ত করতে পারবে। বৃত্ত শনাক্ত করতে পারবে। উপর্যুক্তগুলির ছবি আঁকতে পারবে। একটি সরলরেখাংশের লম্ব-সমদ্বিখণ্ডক আঁকতে পারবে। আয়তক্ষেত্র ও বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল স্মরণ করতে পারবে। স্তম্ভ লেখচিত্র আঁকতে পারবে।

পরিবেশ পরিচিতি
প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি

ভূমিকা

শিশু বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তার চারপাশের জগৎকে দেখে, চিনতে ও জানতে শেখে, বোঝার চেষ্টা করে। শিশুমন স্বাভাবিকভাবেই অনুসন্ধিৎসাপ্রবণ। তার সহজাত পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা তার মধ্যে নানা বিষয় সম্পর্কে এই অসুন্ধিৎসা আরও বাড়িয়ে তোলে। পরিবেশ সম্পর্কে তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতানির্ভর জ্ঞানকে সুসংহত করে, সমৃদ্ধ করে তোলা, তার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বাড়িয়ে তার মধ্যে সৃষ্ট অনুসন্ধিৎসার যথাযথ নিবৃত্তি ঘটানো, শিশুর শারীরিক, বৌদ্ধিক ও মানসিক বিকাশের স্বার্থে একান্ত প্রয়োজন।

তার চারপাশের যে জগৎ - (১) গাছপালা, পশুপাখি, জমি, জল, জঞ্জাল, আলো, বাতাস আর তার (২) পরিবার, বাড়িঘর বিদ্যালয়, গ্রাম, গ্রামের হাটবাজার, পাড়া, এলাকা, আশপাশের মানুষজন, এইসব নিয়ে তার পরিবেশ। একে স্পষ্টতই দু'ভাগে ভাগ করে দেখানো যেতে পারে—প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সামাজিক পরিবেশ।-

পরিবেশ পরিচিতির তথাকথিত পড়ানোর ভূমিকা গৌণ। মুখ্য ভূমিকা হল শিখনের-স্বশিখনের। শিশু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নিজে নিজেই শেখে। শিক্ষকের ভূমিকা হল তার মধ্যকার সহজাত পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, ঔৎসুক্য, অনুসন্ধিৎসা আরও বাড়িয়ে তোলা। তার লব্ধ জ্ঞানকে সুসংবদ্ধ করে তুলতে সাহায্য করা। কাজের মধ্য দিয়ে, প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে, তথ্য সংগ্রহ করে, আবিষ্কার পদ্ধতি বা সমস্যা সমাধান পদ্ধতি অবলম্বন করে তিনি শিশুর ঔৎসুক্য, কৌতূহল ও জিজ্ঞাসার নিরসন করতে পারেন। আস্তে আস্তে শিশুকে কাছের পরিবেশ থেকে দূরের পরিবেশে, যেমন নিজের বাড়ি, পরিবার থেকে সমাজ, গ্রাম ও তারপর মহকুমায়, আর এইভাবে জানা থেকে অজানায়, মূর্ত থেকে বিমূর্তে নিয়ে যেতে পারেন। এইভাবে শিশু শিক্ষার্থীর মধ্যে জ্ঞান, দক্ষতা, অভ্যাস, দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতা অর্জন করানোই হবে শিক্ষিকা বা শিক্ষকের মূল লক্ষ্য।

পঠন-পাঠনের বিভাগ

পরিবেশকে প্রধানত প্রাকৃতিক ও সামাজিক—এই দুই প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে সাধারণভাবে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশকে সম্পৃক্তভাবে শিশুরা জানবে। তৃতীয় শ্রেণি থেকে দুটি বিষয় ধীরে ধীরে দুটি সুনির্দিষ্ট বিভাগ হিসাবে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর জন্য বিষয়বস্তু পৃথক হলেও ক্রমে ক্রমে পরস্পরের কাছাকাছি বিষয়ের পারস্পরিকতার সদ্ব্যবহার করা উচিত। মনে রাখতে হবে যে সহজ, সাবলীল ভাষা ও ভাবে গল্প বলার ভঙ্গিতে যে কোনো বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা সম্ভব। এই পাঠ্যক্রমে নিম্নোক্ত নীতিগুলি অনুসৃত হয়েছে ঃ

১। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে পাঠ্যকে একটি সামগ্রিক এবং ধারাবাহিক পাঠ হিসেবে দেখা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে শিশুর বয়স বাড়বার সাথে সাথে পরিবেশ সম্বন্ধে এক-একটি অভিজ্ঞতার বৃহত্তম সংস্করণ পুনরালোচিত হয়েছে—যেমন, প্রথম শ্রেণিতে পরিবার, দ্বিতীয় শ্রেণিতে পারিবারিক পরিবেশ, প্রথম শ্রেণিতে বাড়িঘর, দ্বিতীয় শ্রেণিতে বাড়িঘরের আলোচনায় বাড়িঘর তৈরির ইতিহাস, মালমশলা ইত্যাদি।

২। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির পাঠ্যাংশকে দুটি শ্রেণির জন্য মোটামুটি একটা ভাগ করে দিলেও সেটাই চূড়ান্ত নয়। কোন্ শ্রেণিতে কতটুকু শেষ করবেন, সে বিষয়টি প্রতি স্কুলের শিক্ষকরাই স্থির করে নেবেন।

৩। নিতান্ত পারিবারিক জীবন থেকে শুরু করে শিশুর জ্ঞানের সীমানা দূরের বিষয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হয়েছে।

৪। প্রতি ক্লাসের পাঠ্যসূচির শেষটি এমনভাবে যেন অনুসরণ করা হয় যাতে স্বাভাবিক গতিতেই পরবর্তী ক্লাসের পড়া শুরু করা যায়, অর্থাৎ দুটি শ্রেণিতে পড়াতে সংযোগবিন্দু রাখবার চেষ্টা করা উচিত হবে।

পরিবেশ পরিচিতির শিক্ষার পঠন-পাঠনের উদ্দেশ্য ও কাম্য সামর্থ্যসমূহ ঃ

১। শিশুর তার চারপাশের জগৎ (অর্থাৎ প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ) কে দেখবে, জানবে, চিনবে ও বোঝার চেষ্টা করবে।

২। নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে প্রতিটি ঘটনার কার্যকরণ সম্পর্কে জানার ও বোঝার চেষ্টা করবে।

৩। কাছের এবং দূরের জিনিস জানার ও বোঝার বিষয়ে একটি অনুসন্ধিৎসু ও পর্যবেক্ষণের মন গড়ে উঠবে। পরিণতিতে শিশুর মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতা তৈরি হবে।

৪। শিশু পরিবেশ সংরক্ষণে সচেষ্ট হবে। উদ্ভিদ, প্রাণী এবং সমাজের সকলকে ভালোবাসতে শিখবে।

৫। নিজের, পরিবারের ও সমাজের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করার ও স্বাস্থ্যবিধি পালন সম্বন্ধে সচেতন হবে।

৬। পারিপার্শ্বিক পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানগুলির (সজীব ও জড় উভয় প্রকারেরই) পারস্পরিক সম্পর্ক ও নির্ভরতা উপলব্ধি করতে পারবে।

পরিবেশ পরিচিতি ঃ ১ম শ্রেণি

পাঠ্যসূচি

একক

১। **শিশুর পরিচয়** ঃ- নিজের, বাবার, মায়ের, ভাইবোনদের নাম; গ্রামের / শহরের নাম।

কাম্য সামর্থ্য ঃ

১। নিজের বাবা, মা এবং গ্রাম/শহর-এর নাম (নিজের পরিচয় ও ঠিকানা) জানা কেন দরকার তা বুঝতে পারা।

২। নিজের পুরো নাম বলতে পারা। বাবা, মা, ভাই বোনদের এবং গ্রাম/শহরের নাম বলতে পারা।

মূল্যবোধ ঃ পরিবারের অন্য সদস্যদের প্রতি প্রীতি-ভালোবাসা, পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা ইত্যাদি গড়ে উঠবে।

পঠন-পাঠন পদ্ধতি ঃ

১। প্রয়োজনে ছবি/গল্পের সাহায্যে শিশু নিজের পরিচয় ও ঠিকানা জানা কেন দরকার তা বুঝবে। পরবর্তী পর্যায়ে শিখন সম্ভার ইত্যাদি তৈরির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ছবি/গল্প ইত্যাদি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য সংযোজিত হতে পারে।

২। কথোপকথনের সাহায্যে শিশু নিজের পরিচয় জানতে শিখবে।

৩। "দুজনে বন্ধু হও। বন্ধুর নাম ও তার বাবার নাম বলো"—এই ধরনের খেলা করানো যায়। বন্ধুর সংখ্যা ক্রমশ বাড়ানো যেতে পারে।

৪। ক) ছবি ও গল্পের সাহায্যে নিজের বাবা, মা, ভাইবোনের নাম বিষয়ে মৌখিক প্রশ্নোত্তরের কাজ।

প্রয়োজনীয় পিরিয়ড সংখ্যা - ১+২

২। **শিশুর পরিবার** ঃ- বাবা, মা, ছেলেমেয়ে ও অন্যান্য সদস্য; বাবার ও মায়ের কাজ; শিশুর কাজ, কয়েকটি নমুনা; শিশুদের কীভাবে চলা উচিত।

কাম্য সামর্থ্য ঃ

১। পরিবারের গঠন সম্পর্কে জানা।

২। পরিবারের সবার কাজ সম্পর্কে জানা। সবার কাজই গুরুত্বপূর্ণ তা বুঝতে পারা।

৩। সহানুভূতি ও সহযোগিতামূলক মনোভাব গড়ে তোলা।

মূল্যবোধ ঃ পরিবারের মধ্যে দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যবোধ, ভালোবাসা ও সহযোগিতা ইত্যাদি গড়ে উঠবে।

পঠন পাঠন পদ্ধতি ঃ

১। একটি পরিবারিক ছবির সাহায্যে গল্প বা কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে পরিবারের সদস্যদের কথা বলা।

খ) আঁকাছবি যোগাড় করতে পারলে ইচ্ছেমতো রং করার কাজ দেওয়া যেতে পারে।

গ) গল্পে বলা সম্পর্কগুলো শনাক্ত করবে।

২। ক) কথোপকথনের সাহায্যে পরিবারের কে কী কাজ করেন বলবে।

খ) চরিত্রাভিনয়ের সাহায্যে এক এক জনের কাজ দেখানো। (যতটা সম্ভব জটিলতা বাদ দেওয়াই বাঞ্ছনীয়)।

(দুটি দলের মধ্যে খেলা করানো যায়—একটি দলের একজন একটি অভিনয় দেখাবে, অন্য দলের একজন কী কাজ দেখানো হল বলবে।)

প্রয়োজনীয় পিরিয়ড সংখ্যা ১+২

৩। **শিশুর বাড়িঘর ঃ** বাড়িঘরের দরকার কেন; বিভিন্ন প্রয়োজনের ঘর —শোবার ঘর, রান্না ঘর, গোয়াল ঘর, বসবার ঘর ইত্যাদি; একটা ঘর বিভিন্ন কাজের জন্য ব্যবহৃত; পাকাবাড়ি ও কাঁচা বাড়ি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা।

কাম্য সামর্থ্য ঃ

১। বাড়িঘরের প্রয়োজন কেন তা বোঝা।

২। নানা ধরনের ঘর কী কাজে লাগে এবং অনেক সময় একটাই ঘর বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করতে হয় তা বুঝতে পারা।

৩। সাধারণভাবে পাকাবাড়ি ও কাঁচাবাড়ি সম্পর্কে ধারণালাভ করতে পারা।

মূল্যবোধ ঃ বাড়িঘর তথা আশ্রয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করা, বাড়িঘরের প্রতি মমত্ব জালা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাবোধ গড়ে ওঠা।

পঠন-পাঠন পদ্ধতি ঃ

১। রোদ, ঝড়-বৃষ্টি, পশু-পাখির আক্রমণ ইত্যাদি থেকে বাঁচতে কেন বাড়িঘরের দরকার তার আলোচনা।

২। ক) শ্রেণির শিশুরা কী ধরনের বাড়িঘরে থাকে এ বিষয়ে আলোচনার সাহায্যে বিভিন্ন ধরনের ঘর ও তাদের ব্যবহার সম্পর্কে জানানো।

খ) কাছাকাছি কোনো বাড়ি পর্যবেক্ষণের জন্য শিশুদের নিয়ে যাওয়া।

গ) কোলাজ পদ্ধতিতে বাড়ির ছবি তৈরি।

ঘ) মাটি/দেশলাই বাক্সের সাহায্যে বাড়ি তৈরি।

(ঘর ও বাড়ির মধ্যে পার্থক্য কী তা কথোপকথনের সাহায্যে তুলে ধরা যেতে পারে।)

প্রয়োজনীয় পিরিয়ড় সংখ্যা - ৯

৪। **শিশুর বিদ্যালয় ঃ** বিদ্যালয় বাড়িটি কী দিয়ে তৈরি; ক-টি ঘর; বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র; জলের বন্দোবস্ত; শৌচাগার; খেলার মাঠ; বাগান, কতজন শিক্ষিকা-শিক্ষক; কোন গ্রাম/পাড়া/শহরে অবস্থিত; বিদ্যালয় আমাদের কী উপকারে লাগে, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শ্রদ্ধা করি কেন; বিদ্যালয় জীবনে ঐক্য, সহপাঠীদের প্রতি প্রীতি ও সহযোগিতা; বিদ্যালয় শ্রেণিকক্ষ, শৌচাগার পবিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা দরকার কেন, এ বিষয়ে শিশুরা কী করবে; শিশুরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবে কেন, কীভাবে থাকবে—দাঁতমাজা, চুল আঁচড়ানো, নখ কাটা, পোশাক পরা, স্বাস্থ্যবিধি মানা ইত্যাদি।

কাম্য সামর্থ্য ঃ

১। পর্যবেক্ষণ করতে এবং সঠিকভাবে মৌখিক বিবরণ দিতে পারা।

২। বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারা।

৩। বিদ্যালয়ের সকলের প্রতি প্রীতি, শ্রদ্ধা ও সহযোগিতার ভাব গড়ে তোলা।

৪। বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা ও নিয়মকানুন মেনে চলা।

৫। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বোধ গড়ে তোলা।

মূল্যবোধ ঃ শিক্ষার অঙ্গান হিসাবে বিদ্যালয়ের প্রতি মমত্ব ও শ্রদ্ধাবোধ, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রতি শ্রদ্ধা, সহপাঠীর প্রতি প্রেম, প্রীতি ও ভালোবাসা, পারস্পরিক সহযোগিতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাবোধ, দলবদ্ধভাবে বা সমবেতভাবে থাকা, শেখা ও কাজ করার গুরুত্ববোধ।

পঠন-পাঠন পদ্ধতি ঃ

১। ক) বিদ্যালয় ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করা। মৌখিক প্রশ্নোত্তরের সাহায্যে সঠিক বিবরণ দেওয়া।

খ) নিজের শ্রেণিকক্ষের একটি সরল নকশা আঁকা।

২। কথোপকথনের সাহায্যে ‘বিদ্যালয়ে কেন আসি’ এই বোধে পৌঁছোনো।

৩। ক) শ্রেণিকক্ষ বিদ্যালয় ও শৌচাগার-এর সাফাই কাজে নিয়মিত অংশগ্রহণের ব্যবস্থা (শ্রেণির শিশুদের সামর্থ্য অনুযায়ী)। বাজে কাগজ, নোংরা ফেলার জন্য বাক্স/ঝুড়ির অবশ্য ব্যবহার।

খ) ভঙ্গি সহকারে স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত ছড়া বলার অনুশীলনী।

প্রয়োজনীয় পিরিয়ড সংখ্যা - ৪+৫

৫। **শিশুর প্রাকৃতিক পরিবেশ ঃ** গৃহপালিত পশু; এরা কী কী কাজে লাগে; বাড়িতে/ আশে-পাশে/দেখতে পাওয়া গাছপালা; এইসব গাছপালায় ও বাড়িতে কী কী পাখি, কীট, পতঙ্গ ইত্যাদি দেখা যায়; বাড়িতে কী কী শাকসবজি হয়; বাড়ির গাছপালা ও শাক সবজির জন্য শিশু নিজে কী কাজ করে; এইসব শাকসবজি নিজেরাই খায় না বিক্রি করে, বিক্রি করলে কোথায় করে; যাদের বাড়িতে বাগান নেই তাদের বাড়িতে শাকসবজি কোথা থেকে আসে; বাজারে কী কী শাক সবজি পাওয়া যায়; শহরের বাজারে জিনিসপত্র কোথা থেকে আসে; কী ভাবে আসে।

কাম্য সামর্থ্য ঃ

১। প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে তথ্য সংগ্রহ করতে পারা।

২। এ বিষয়ে মৌখিক বিবরণ দিতে পারা।

৩। এদের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারা।

৪। অন্যান্য প্রাণী ও গাছপালার প্রতি যত্ন নিতে শেখা।

৫। উৎপাদন ও কেনা-বেচা ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা। গ্রামে উৎপন্ন দ্রব্য যে শহরের চাহিদা মেটায় এটা জানা। এসব জিনিস কী ধরনের যানবাহনে করে আসে তা জানা।

মূল্যবোধ ঃ পরিবেশ সচেতনতা, পরিবেশ সংরক্ষণ, গৃহপালিত জীবজন্তুর প্রতি মমত্ববোধ, উৎপাদনে প্রকৃতির গুরুত্ব উপলব্ধি, গ্রাম-শহর, শহর-গ্রাম পরস্পর নির্ভরশীলতার গুরুত্ববোধ করা ইত্যাদি।

পঠন-পাঠন পদ্ধতি ঃ (এই এককে প্রাকৃতিক পরিবেশের তিনটি বিষয় তুলে ধরতে হবে—উদ্ভিদ, প্রাণীজগৎ এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের মূল চারটি উপাদান। এই জন্য শিশুর পর্যবেক্ষণকেই পঠনপাঠন পদ্ধতিতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া দরকার। বিদ্যালয় সংলগ্ন বা কোনোও গাছপালা সমন্বিত স্থান দেখাতে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে।

১। ক) শিশুর পরিবেশে সহজলভ্য পাতা, ফুল, পাখির পালক সংগ্রহ করে (সাধারণত কুড়িয়ে) আনবে এবং এগুলি শনাক্ত করবে।

খ) নমুনা সংরক্ষণের জন্য দু / চারটি আঠা দিয়ে আটকাবে।

২। ক) নানা প্রাণী, ফল, ফুল, গাছ ইত্যাদির তালিকা তৈরি (মৌখিক ও লিখিত দু-ভাবেই করা যেতে পারে)।

খ) এই তালিকাভুক্ত প্রাণী, ফল, ফুল, গাছ ইত্যাদির ছবির কার্ড ও তাদের নামের কার্ড মেলানো।

গ) "ফল-ফুল-শকসবজি চাই"—খেলা।

৩। কথোপকথনের সাহায্যে বিভিন্ন প্রাণী ও গাছপালার প্রতি যত্ন নেওয়ার দরকার এ কথা বোঝানো হবে।

৪। হাট / বাজারে গিয়ে সবজি বাজার দেখে এসে আলোচনা, কথোপকথন।

৫। কথোপকথনের সাহায্যে আলো, জল, হাওয়া, মাটি-এসবের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ধারণা গড়ে তোলা। নাটক, ছড়া, গান-ইত্যাদির সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

প্রয়োজনীয় পিরিয়ড - ১ + ২

ম্যূলায়ন ঃ মূল্যায়ন হবে কাম্য সামর্থ্য ভিত্তিক। মৌখিক আলোচনা / কথোপকথন এবং প্রয়োজনীয় কাজ করার মধ্য দিয়েই পরিবেশ পরিচিতি বিষয়টির পঠনপাঠন চলবে। একারণে এ বিষয়ের মূল্যায়ন এইরকমভাবে হতে পারে —

১। কিছু প্রশ্নোত্তরের সাহায্যে (পর্যবেক্ষণ ভিত্তিক)।

২। করণীয় কাজে অংশগ্রহণের ধারাবাহিকতা, আগ্রহ, নিষ্ঠা ইত্যাদি বিচার করে।

৩। সারা বছর ধারাবাহিক ভাবে যে সব কাজে অংশ নিয়েছে সেগুলির গুণমান / উৎকর্ষ বিচার করে।

মূল্যবোধ গঠন সম্পর্কিত দু-চার কথা ঃ স্নেহ, প্রেম, প্রীতি-দয়ামায়া, কর্তব্যবোধ, দায়িত্ববোধ ও দায়িত্বপালন, শ্রদ্ধা এইসব মানবিক গুণাবলির উপরই পারিবারিক সম্পর্কের সার্থক অবস্থান। আলোচনা, কথোপকথন, কাজকর্ম ইত্যাদির মাধ্যমে মূল্যবোধগুলি মনের মধ্যে গেঁথে দিতে হবে।

পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখা, শোভন ও সৌন্দর্যের অনুভূতি, সহপাঠীদের সঙ্গে এক সাথে চলা, আন্তর্জাতিক শিক্ষা কমিশন / দ্যলর কমিশন উল্লিখিত Learning to live together এর কথা মনে রেখে সহযোগিতা, সহমর্মিতা, প্রেম-প্রীতি, ঐক্য ইত্যাদি মূল্যবোধগুলি তুলে ধরতে হবে।

পরিবেশ পরিচিতি পঠনপাঠনের এই পর্যায়ের অবশ্যই পরিবেস সচেতনতা, পরিবেশের সংরক্ষণ, গৃহপালিত পশুপাখির উপর মমত্ববোধ, উৎপাদন ও বিনিময়ের গুরুত্ব, গ্রাম-শহর পরস্পর নির্ভরশীলতার উপলব্ধি ইত্যাদি মূল্য বোধগুলি গড়ে দিতে হবে।

পরিবেশ পরিচিতি ঃ দ্বিতীয় শ্রেণি

একক

১। **শিশুর পারিবারিক পরিবেশ** ঃ- পরিবারে সকলের মধ্যে যথাযথ সম্পর্ক, আত্মীয়স্বজন, পরিবারের বন্ধু, পারিবারিক সাংস্কৃতিক পরিবেশ, দৈনন্দিন জীবনে সুষ্ঠু আচরণ।

কাম্য সামর্থ্য ঃ

১। পারিবারিক সম্পর্কগুলি কেমন হওয়া উচিত তা বুঝতে পারা।

২। পরিবারে যে সাংস্কৃতিক পরিবেশ রয়েছে সে সম্পর্কে বোধ জাগা।

৩। দৈনন্দিন জীবনে নিয়ম মেনে চলতে পারা।

মূল্যবোধ ঃ পারিবারিক দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ, আচার-আচরণ রুচিশীলতা, পরিমিতিবোধ ইত্যাদি।

পঠন-পাঠন পদ্ধতি ঃ

১। মৌখিক প্রশ্নোত্তরের সাহায্যে বিষয়টি আলোচনা করা। সহপাঠীদের সঙ্গে পারস্পরিক আলোচনা — সঠিক সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত।

২। ক) পরিবারের বড়োদের কাছ থেকে শোনা গান, কবিতা, ছড়া, গল্প, খবর, ইত্যাদি শিশুরা বলবে।

খ) শ্রেণিতে আলোচনার মধ্যে দিয়ে এসব মূল্যবোধের দিকটি তুলে ধরা হবে।

৩। সুন্দর জীবন যাপন করার জন্য দৈনন্দিন কী কী নিয়ম পালন করা দরকার সে বিষয়ে মৌখিক প্রশ্নোত্তর। (যেমন, এই ধরনের প্রশ্ন, তুমি কখন ঘুম থেকে ওঠো, বাড়িতে বড়োদের সঙ্গে কেমন আচরণ করো, কখন পড়াশোনা করো, বাব/মা- কে কাজে সাহায্য করো কি না, ইত্যাদি)।

প্রয়োজনীয় পিরিয়ড সংখ্যা - ৮

২। **বাড়ি-ঘর ঃ**- বাড়িঘর তৈরির আগের ইতিহাস, কাঁচা ও পাকা বাড়িঘর তৈরির উপাদান, কারা তৈরি করেন, বাড়িতে রোদ, হাওয়া, বিশুদ্ধ পানীয় জল দরকার কেন, বাড়িতে উঠোন থাকলে কী সুবিধে, পরিচ্ছন্নতা — ব্যক্তিগত, পরিবার, পরিবেশগত (চেতনা ও অভ্যাস গঠন)

কাম্য সামর্থ ঃ

১। বাড়িঘর তৈরি কেন দরকার হল তা বুঝতে পারা।

২। ক) কাঁচা বা পাকা বাড়ি তৈরির উপাদান শনাক্ত করতে পারা।

খ) যাঁরা বাড়ি তৈরি করেন তাঁরা কী নামে পরিচিত তা জানা (রাজমিস্ত্রি, ঘরামি, জোগাড়ে, ছুতোর ইত্যাদি)।

৩। বাড়ির ওপর প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে ধারণা, বাড়িতে খোলামেলা জায়গা (যেমন উঠোন) থাকলে কী সুবিধে তা জানা।

৪। পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সম্যক্ ধারণা লাভ করা এবং তার ব্যাবহারিক প্রয়োগ করতে পারা।

মূল্যবোধ ঃ শ্রমের মর্যাদা, পরিচ্ছন্নতা - ব্যক্তিগত, পারিবারগত ও পরিবেশগত, পরিবেশ সংরক্ষণ ইত্যাদি।

পঠন পাঠন পদ্ধতি ঃ

১। ক) ছড়ার গান / গল্প ইত্যাদির সাহায্যে ও বাড়িঘর তৈরির আগের অবস্থা ও বর্তমান অবস্থা জানা।

খ) ছবির সাহয্যে নেওয়া যেতে পারে।

২। ক) শিশুর অভিজ্ঞতা থেকে বাড়িঘরের উপাদান বিষয়ে আলোচনা করবে, তালিকা তৈরি করবে।

খ) উপাদানের নমুনা সংগ্রহ করবে।

গ) কাঁচা ও পাকা বাড়ির ১টি করে ছবি / মডেল তৈরি করবে।

ঘ) প্রশ্নোত্তরের সাহায্য যাঁরা বাড়ি তৈরি করেন তাঁদের কী বলা হয় জানবে। সম্ভব হলে কাছাকাছি কোনও বাড়ি তৈরি হওয়া দেখিয়ে আনা যায়।

৩। ক) রোদ, হাওয়া, বিশুদ্ধ পানীয় জল—কেন দরকার — এ সম্পর্কে নিজেদের অভিজ্ঞতা আলোচনা। পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে এগুলি বাড়িতে থাকা / না-থাকার ফলে সুবিধা ও অসুবিধের তালিক তৈরি।

খ) বাড়িতে উঠোন থাকার সুবিধে / না-থাকার অসুবিধে — প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আলোচনা।

৪। বিদ্যালয়ের সামুদায়িক কাজের মাধ্যমে, ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক দৈনন্দিন কাজের মাধ্যমে, অনুশীলনের সাহায্যে সু-অভ্যাস গঠন।

প্রয়োজনীয় পিরিয়ড সংখ্যা - ৮

৩। **শিশুর পাড়ার পরিবেশ ঃ** পাড়া / বসতি / কলোনি সম্পর্কে ধারণা, সেখানে রাস্তাঘাট কেমন, পানীয় জলের ব্যবস্থা—পুকুর, টিউবওয়েল খেলার মাঠ, ক্লাব, পাঠাগার ইত্যাদি আছে কি না।

কাম্য সামর্থ্য ঃ

১। নিজের বসবাসের এলাকা সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট ও দৃঢ় হওয়া।

২। নির্দিষ্ট এলাকা পর্যবেক্ষণ করে বিবরণ দিতে পারা।

মূল্যবোধ ঃ একসঙ্গে বসবাসের প্রয়োজনীয়তা, আন্তর্জাতিক শিক্ষা কমিশন, দ্যলর কমিশন নির্দেশিত Learning to live together -এর ভিত্তিতে পারস্পরিক সহযোগিতা, নির্ভরশীলতা ইত্যাদি।

পঠন-পাঠন পদ্ধতি ঃ

১। পর্যবেক্ষণ (নিজের অথবা যে কোনোও পাড়া) ও বিবরণ দান।

২। বাড়ি থেকে বিদ্যালয়ে আসার পথে ও আশপাশে যা আছে তার নকশা আঁকা। এ বিষয়ে আলোচনা।

৩। শহরাঞ্চলে যেখানে গাছপালা বিশেষ নেই, সেখানে রাস্তার ধারে গাছপাল লাগানো কোন দরকার — এবিষয়ে আলোচনা (শব্দদূষণ / বায়ুদূষণ প্রতিরোধ, পথিকের বিশ্রাম ইত্যাদি)।

প্রয়োজনীয় পিরিয়ড সংখ্যা - ১৬

৪। **সমাজে বিভিন্ন পেশা ও উৎপাদন ঃ** গ্রামে কী ধরণের জিনিস উৎপাদন হয়, কারা করেন (যেমন চাষি, তাঁতি, কামার, কুমোর, ইত্যাদি)

শহরে কলে-কারখানায় কী ধরনের জিনিসের উৎপাদিত হয়, কারা করেন (শ্রমিক)।

অন্যান্য আরও পেশা (ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অফিসকর্মী, পিওন, সাংবাদিক ইত্যাদি)।

কাম্য সামর্থ্য ঃ

১। গ্রামীণ এবং শহুরে উৎপাদন সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা গঠন।

২। সমাজের মূল ভিত্তি যেসব জীবিকার উপরে নির্ভরশীল সে সম্পর্কে জানা এবং শ্রম সম্পর্কে মূল্যবোধ তৈরি।

৩। বিভিন্ন ধরনের পেশা সম্পর্কে একেবারে প্রাথমিক ধারণা লাভ।

মূল্যবোধ ঃ শ্রমের মর্যাদা, শ্রমবিভাগের গুরুত্ব উপলব্ধি, কর্মসংস্কৃতি, পারস্পরিক সহযোগিতা ও নির্ভরশীলতা ইত্যাদি।

পঠন-পাঠন পদ্ধতি ঃ

১। নিজের পাড়ার মানুষদের বিভিন্ন পেশা সম্পর্কে নিজের অভিজ্ঞতা জানাবে।

২। সম্ভব হলে কোনও উৎপাদনস্থল (চাষের ক্ষেত, তাঁতঘর, কারখানা, কামারশালা) পর্যবেক্ষণ করিয়ে আনা হবে।

৩। শিশুর পরিচিত মানুষদের পেশা সম্পর্কে কথোপকথনের মধ্য দিয়েই শ্রমের মর্যাদার প্রতি মূল্যবোধ তৈরি করতে হবে।

৪। **কাজের workseet পাতায়** বিভিন্ন পেশার ছবি ও কাজের নাম মেলানোর কাজ দেওয়া যেতে পারে।

৫। বিভিন্ন পেশাগত বিষয় সম্পর্কিত ছড়া।

প্রয়োজনীয় পিরিয়ড সংখ্যা - ১৬

৫। **দূরের পরিবেশ ঃ**

ক) গ্রাম / শহরের বিভিন্ন যানবাহন, বাস ও রেল স্টেশন, ফেরিঘাট ও স্টিমারঘাট, যোগাযোগ ব্যবস্থা-ডাক ও তার, টেলিফোন, রেডিয়ো, টি.ভি. খবরের কাগজ।

খ) গ্রাম, ডাকঘর, থানা, মহকুমা, জেলা, রাজ্য, দেশ, রাজ্য ও দেশের রাজধানী।

কাম্য সামর্থ্য ঃ

১। যানবাহনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানা।

২। যোগাযোগের নানা ব্যবস্থা সম্পর্কে জানা।

৩। বিভিন্ন অবস্থানগত বিভাগগুলির (মানচিত্র ভিত্তিক) কেবলমাত্র নাম জানবে।

মূল্যবোধ ঃ শ্রমের মর্যাদা, শ্রমবিভাগ, কর্মসংস্কৃতি, নিয়মানুর্তিতা, পরস্পর নির্ভরশীলতা, সংহতিবোধ (আঞ্চলিক ও জাতীয়) ইত্যাদি।

পঠন-পাঠন পদ্ধতি ঃ

১। পর্যবেক্ষণ ও আলোচনা।

২। গ্রাম ও শহরের বিভিন্ন যানবাহনের ছবি ও মডেল ব্যবহার

৩। মানচিত্র দেখিয়ে আলোচনা। (মানচিত্রে নির্দিষ্ট নাম খুঁজে বার করার খেলা করানো যেতে পারে।)

প্রয়োজনীয় পিরিয়ড সংখ্যা - ৮

৬। **স্ব-শাসন ঃ**

ক) গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ।

খ) ওয়ার্ড, মিউনিসিপ্যালিটি (পুরসভা / কর্পোরেশন / পৌরনিগম)।

কাম্য সামর্থ্য ঃ

১। ৬ নং অংশে উল্লিখিত সংস্থাগুলি কীভাবে তৈরি হয় এবং এদের কাজ সম্পর্কে একেবারে প্রাথমিক ধারণা (বিশেষভাবে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, রাস্তাঘাট দেখভাল করা, আলোচনা ইত্যাদি,

মূল্যবোধ ঃ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার, দায়িত্ববোধ, জাতীয় সংহতি।

পঠন-পাঠন পদ্ধতি ঃ

১। কথোপকথন ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা (যেমন - তোমার পাড়ার / অঞ্চলের রাস্তা মেরামত করা, নতুন করে রাস্তা তৈরি করা — এসব কারা করেন —এ ধরনের প্রশ্ন ইত্যাদি)।

প্রয়োজনীয় পিরিয়ড - ১২

৭। **প্রাকৃতিক পরিবেশ ও মানুষ ঃ**

আকাশে আছে সূর্য, চাঁদ, তারা — এদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত দিন, মাস, ঋতু।

প্রাকৃতিক পরিবেশে সব উপাদানগুলির প্রয়োজনীয়তা।

কাম্য সামর্থ্য ঃ

১। সূর্য ও চাঁদের প্রভাবে কীভাবে দিন, মাস, ঋতু ইত্যাদি হয় তা বুঝতে পারা।

২। দিন, মাস ঋতুর পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারা।

৩। প্রাকৃতিক পরিবেশ-এর ভারসাম্য নষ্ট হলে মানুষের ক্ষতি এটা বুঝতে পারা।

মূল্যবোধ ঃ মানুষ ও প্রকৃতির পরস্পর নির্ভরশীলতা, পরিবেশ সচেতনতা ও পরিবেশ সংরক্ষণ।

পঠন-পাঠন পদ্ধতি ঃ

১। পরীক্ষা (ছোটোখাটো) ও পর্যবেক্ষণ - (যেমন ছায়াকাঠি, ক্যালেণ্ডার, সূর্য, চাঁদ ইত্যাদি)।

২। গ্লোব, বিভিন্ন চার্ট ইত্যাদির সঙ্গে পরিচয়।

৩। কাজের পাতায় — বিভিন্ন ঋতুতে কী কী ফুল-ফল-আনাজ ইত্যাদি হয়, ঋতুর পরিবর্তনে গাছের পাতার কী বদল দেখা যায় — এসবের তালিকা তৈরি, বিবরণ লেখা প্রভৃতি কাজ।

৪। বিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপণ করায় (সম্ভব হলে), শ্রেণির উপযোগী কাজে অংশ নেওয়া, পর্যবেক্ষণ করে বিভিন্ন দূষণের ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা করা (বিদ্যালয় ও বাড়ির এলাকায়)

প্রয়োজনীয় পিরিয়ড সংখ্যা - ১১

৮। **উৎসব ও আনন্দ ঃ**

পারিবারিক নানা অনুষ্ঠান, সামাজিক উৎসব, জাতীয় উৎসব।

কাম্য সামর্থ্য ঃ

১। উৎসবে পরস্পরের মধ্যে যে মিলন ঘটে, এ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করতে পারা।

২। সামাজিক সম্প্রীতি বৃদ্ধির জন্য নানারকম উৎসব, মেলা ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে পারা।

৩। বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত উৎসবে আগ্রহের সঙ্গে যোগদান করতে পারা।

মূল্যবোধ ঃ প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা ইত্যাদি মানবিক মূল্যবোধ, সমবেতভাবে আনন্দ-উৎসবের গুরুত্ব, সমস্ত রকম সামাজিক সম্প্রীতিরক্ষা আর সমস্তরকম ভেদবুদ্ধির বিরোধিতা।

পঠন-পাঠন পদ্ধতি ঃ

১। পর্যবেক্ষণ এবং আলোচনা।

২। বিদ্যালয়ে বিভিন্ন উৎসবের আয়োজন করা, শিশুদের শ্রেণির উপযোগী কাজকর্মে অংশ নিতে উৎসাহ দান করা।

৩। এই সব উৎসবের মৌখিক ও লিখিত বিবরণ দেওয়া।

প্রয়োজনীয় পিরিয়ড সংখ্যা - ১০

মূল্যায়ন ঃ ১ম শ্রেণীর মতো একই পদ্ধতিতে হবে।

প্রথম ভাগ ঃ দ্বিতীয় অধ্যায়
ইতিহাস
তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি
পাঠ্যসূচি

ইতিহাস পাঠের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

১। প্রাথমিকস্তরের পাঠ্য ও কর্ম পরিচালনার মূল ভিত্তি যেহেতু সক্রিয়তাভিত্তিক, ইতিহাস পাঠ পরিচালনাও হবে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক এবং শিক্ষিকা/শিক্ষকের ভূমিকা হবে সহৃদয়/ এবং সহায়কের।

২। সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে অন্ধবিশ্বাস এবং কুসংস্কার থেকে মুক্ত বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিশীল মনোভাব গড়ে তুলতে সাহায্য করা।

৩। সমাজের উপযুক্ত সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ সাধনে সহায়তা করা।

৪। সমাজের উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করা। অসাম্প্রদায়িক মনোভাব, দেশপ্রেম ও আন্তর্জাতিক মনোভাব সম্পন্ন নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা/ওঠা।

৫। প্রতিদিনের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সামাজিক কাজ সম্পর্কে জানা। এই সকল কাজের পিছনে মানুষের যে শ্রমশক্তি কাজ করছে সে বিষয়ে জানা। শ্রমভোগী অথচ শ্রমবিমুখ মানুষ ও গোষ্ঠীই যে মানুষের দুঃখের কারণ, সে বিষয়ে জানতে পারা।

৬। প্রাকৃতিক ও সামাজিক ঘটনাকে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে দেখার সামর্থ্য অর্জন করতে সাহায্য করা।

৭। মানবসভ্যতা অগ্রগতিতে এবং দেশের সম্পদ সৃষ্টিতে শ্রমজীবী মানুষের যে অবদান রয়েছে, তার সঠিক ধারণা গঠন করা এবং সব ধরনের কাজের প্রতি মর্যাদাবোধ গড়ে তুলতে সাহায্য করা। সংঘশক্তির শ্রমের মাধ্যমে যে মানবসভ্যতার বিকাশ সম্ভব হয়েছে এটি উপলব্ধি করতে সাহায্য করা।

পাঠ্যসূচি
তৃতীয় শ্রেণি

সামর্থ্য ঃ

ক) মানবসভ্যতার উন্নতির মূলে যে মানুষের শ্রম, বুদ্ধি, চিন্তা ও জ্ঞান সেই কথা জানতে, বুঝতে ও জানাতে পারা।

খ) আদিম মানুষ ও তাদের জীবনযাত্রা, খাদ্য সংগ্রহ, ভাষা প্রভৃতি সম্পর্কে জেনে এবং বুঝে বলেও শিখে ও জানাতে পারা।

গ) মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ হল, ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব হল, সম্পত্তির অধিকার নিয়ে গোষ্ঠীবিবাদ শুরু হল, সে সম্বন্ধে জানতে, বুঝতে ও জানাতে পারা।

ঘ) মানুষের সভ্যতা কীভাবে নানা আবিষ্কারের সঙ্গে তালমিলিয়ে এগিয়ে চলেছে সে সম্পকে' জানতে এবং বুঝতে ও বলে এবং লিখে জানাতে পারা।

ঙ) নদীর অববাহিকা অঞ্চলে গড়ে ওঠা প্রাচীন সভ্যতা সম্পর্কে জানতে ও বলে এবং লিখে জানাতে পারা।

চ) লোহার আবিষ্কার ও সভ্যতার উন্নতি সম্বন্ধে জানা, বোঝা এবং বলেও লিখে জানাতে পারা।

বিশেষ নির্দেশ ঃ- বাক্য সহজ সরল হবে/বাক্য ছোটো হবে/যুক্তবর্ণের স্বচ্ছ লিপিরূপ ব্যবহৃত হবে।

প্রথম পর্ব

(মে-আগস্ট)

প্রাপ্তব্য পিরিয়ড - ১৮

(পঠনপাঠন ও মূল্যায়নসহ)

পাঠ-একক এক ঃ বিষয় - **আজকের কথা** পিরিয়ড - ২

সামর্থ্য (ক) গ্রাম-শহরের সামাজিক জীবন সম্পর্কে জানতে ও জানাতে এবং বোঝাতে পারা।

(খ) সভ্যতার উন্নতির মূলে যে মানুষের শ্রম, বুদ্ধি, চিন্তা ও জ্ঞান তা জেনে এবং বুঝে বলে ও লিখে জানাতে পারা।

পাঠ-একক দুই ঃ বিষয় - **আদিম যুগের কথা** পিরিয়ড - ৩

সামর্থ্য ঃ আদিম যুগের জীবন ও পুরোনো পাথরের যুগ সম্বন্ধে জানতে, বুঝতে ও জানাতে এবং বোঝাতে পারা।

পাঠ-একক তিন ঃ বিষয় - **মানুষ জোট বাঁধল, কথা বলল।** পিরিয়ড - ৩

সামর্থ্য ঃ কীভাবে মানুষ জোট বাঁধল এবং কথা বলতে শিখল সে সম্পর্কে জেনে এবং বুঝে বলে ও লিখে জানাতে পারা।

পাঠ-একক চার ঃ বিষয় - **গুহাবাসী মানুষ** পিরিয়ড - ৩

সামর্থ্য ঃ মানুষ কীভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হল, গুহাজীবনে অভ্যস্ত হল, আগুন জ্বালাতে শিখল ও সভ্যজীবনে প্রবেশ করল, সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করে বলে ও লিখে জানাতে ও বোঝাতে পারা।

পাঠ-একক পাঁচ ঃ বিষয় - **উন্নত হাতিয়ার।** পিরিয়ড - ২

সামর্থ্য ঃ নতুন পাথরের যুগ কাকে বলে তা জানতে এবং বুঝতে ও জানাতে পারা

পাঠ-একক ছয় ঃ বিষয় - **পশুপালন** পিরিয়ড - ৩

সামর্থ্য ঃ মানুষ কেন পশুপালন করতে শিখল সে সম্পর্কে জানতে ও জানাতে পারা।

পাঠ-একক সাত ঃ বিষয় - **গোচারণ** পিরিয়ড - ২

সামর্থ্য ঃ মানুষ কেন গোচারণের কাজ শুরু করল বা পরিবহনের কাজে কেন ব্যবহার করল তা বুঝতে ও বোঝাতে পারা।

দ্বিতীয় পর্ব

(সেপ্টেম্বর - ডিসেম্বর)

প্রাপ্তব্য পিরিয়ড - ১৬

(পঠনপাঠন ও মূল্যায়নসহ)

পাঠ-একক আট ঃ বিষয় - **চাষবাস** পিরিয়ড - ৩

সামর্থ্য ঃ মানুষের খাদ্যোৎপাদন, পশুকে নানান কাজে ব্যবহার প্রভৃতি ঘটনা সম্পর্কে জানতে ও বলে এবং লিখে জানাতে পারা।

পাঠ-একক নয় ঃ বিষয় - **চাকা** পিরিয়ড - ৩

সামর্থ্য ঃ চাকার ব্যবহার ও উপকারিতা সম্পর্কে সার্বিক ধারণা গড়ে তুলতে ও লিখে বোঝাতে পারা।

পাঠ-একক দশ ঃ বিষয় - **ধাতুর ব্যবহার** পিরিয়ড - ৩

সামর্থ্য ঃ কীভাবে গ্রাম-শহর গড়ে উঠল, ধাতুর ব্যবহার শুরু হল, বিশেষ করে তামা-ব্রোঞ্জ ইত্যাদি সম্বন্ধে জানতে ও বুঝতে পারা এবং বলে ও লিখে জানাতে পারা।

পাঠ-একক এগারো ঃ বিষয় - **শিল্প ও কারিগরি বোঝাপড়া** পিরিয়ড - ৩

সামর্থ্য ঃ ভাষা ও লিপির সূত্রপাত কীভাবে সম্ভব হল সে সম্বন্ধে জানতে ও জানাতে পারা।

পাঠ-একক বারো ঃ বিষয় - **গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন** পিরিয়ড - ২

সামর্থ্য ঃ গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন কীভাবে গড়ে উঠল সে সম্পর্কে জেনে এবং বুঝে বলে ও লিখে জানাতে পারা।

একক তেরো ঃ বিষয় - **ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও দানপ্রথা** পিরিয়ড - ২

সামর্থ্য ঃ কীভাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তি, গোষ্ঠী ও ক্রীতদাস প্রথা গড়ে উঠল তা জানতে ও বুঝতে পারা এবং বলেও লিখে জানাতে পারা।

তৃতীয় পর্ব

(জানুয়ারি - এপ্রিল)

প্রাপ্তব্য পিরিয়ড - ১৬

(পঠনপাঠন ও মূল্যায়নসহ)

পাঠ-একক চোদ্দ ঃ বিষয় - **মানুষের নানা সংস্কার ও অনুষ্ঠান** পিরিয়ড - ৪

সামর্থ্য ঃ পুরোহিততন্ত্রের (শ্রেণীর) উদ্ভব এবং পাশাপাশি অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের উদ্ভব কীভাবে হল তা বুঝতে শেখা ও বোঝাতে পারা।

পাঠ-একক পনেরো ঃ বিষয়- **নদীর অববাহিকা অঞ্চলের সভ্যতা** পিরিয়ড - ৫

সামর্থ্য ঃ নদীর অববাহিকা অঞ্চলের সভ্যতা কেন গড়ে উঠেছিল সে সম্বন্ধে ধারণালাভ করে বলে ও লিখে বোঝাতে পারা।

পাঠ-একক ষোলো ঃ বিষয় - **লোহার আবিষ্কার** পিরিয়ড - ৩

সামর্থ্য ঃ লৌহযুগের সভ্যতা বলতে কী বোঝায় এবং কীভাবে তা শুরু হল সে সম্বন্ধে জানতে এবং বুঝতে পারা ও বলে এবং লিখে জানাতে পারা।

পাঠ-একক সতেরো ঃ বিষয় - **সভ্যতার অবদান** পিরিয়ড - ৪

সামর্থ্য ঃ সভ্যতার বিকাশে মানবজীবনে বিকাশ কীভাবে ঘটল সে সম্পর্কে ধারণালাভ করে বলে ও লিখে জানাতে পারা।

মূল্যবোধ ঃ সমস্ত শুভশক্তির মূল উৎস মানুষ। মানুষই মানুষের উপকার করে, এই চেতনা জাগরিত হবে। প্রাকৃতিক নিয়ম সম্পর্কে মূল্যবোধ গড়ে উঠবে। মানুষ প্রকৃতি-সচেতন হয়েছিল কীভাবে তা জেনে মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে। পশুপালন বিষয়ক অধ্যায়টিতে প্রাণীর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নতুন চেতনা জাগরিত হবে। জীবজগৎ ও মানবজগতের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠবে। মানবসভ্যতার গুরুত্ব ও গোষ্ঠীজীবনের প্রয়োজনীয়তাবোধ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠবে। সভ্যতার খারাপ দিকগুলি সম্পর্কে সচেতন হবে এবং সুস্থ সভ্যতা কীভাবে গড়ে তুলতে হবে সেসম্পর্কে নানান বিষয় শিখতে শুরু করবে। সভ্যতাকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করবে। শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধা গড়ে উঠবে। দেশ-বিদেশের জ্ঞানী-গুণী মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ গড়ে উঠবে। মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা হারানো অন্যায়, এ সম্পর্কে চেতনা গড়ে উঠবে।

পাঠ্যসূচি

চতুর্থ শ্রেণি

সামর্থ্য ঃ ক) কৃষির উন্নতি, ভূস্বামী ও ভূমিদানের উদ্ভবের ঘটনা জানতে এবং বলে ও লিখে জানাতে পারা।

খ) কুটির শিল্প ও ছোটোখাটো কারখানা গড়ে উঠল কীভাবে সে সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে পারা।

গ) বিভিন্ন দেশে কীভাবে বাণিজ্য ও মুদ্রার প্রচলন শুরু হল তা জেনে ও বুঝে বলে এবং লিখে জানাতে পারা।

ঘ) দেশে দেশে কীভাবে সাম্রাজ্য গড়ে উঠল তা জানা এবং বোঝা ও বলে এবং লিখে জানাতে পারা।

ঙ) গ্রিক, রোম, পারসিক, মৌর্য, গুপ্ত সাম্রাজ্য সম্পর্কে জানতে ও বলে এবং লিখে জানাতে পারা।

চ) পৃথিবীতে যুদ্ধ বাঁধাবার জন্য যেমন একজাতীয় মানুষ এসেছে, তেমনি শান্তি স্থাপনের জন্যও শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষও এসেছেন — এঁদের জীবনী ও কার্যকলাপ সম্পর্কে ধারণালাভ করে বলে ও লিখে জানাতে পারা।

ছ) প্রাচীন যুগের সাহিত্য, ভাস্কর্য, স্থাপত্য সম্পর্কে বুঝতে ও বোঝাতে পারা।

প্রথম পর্ব

(মে - আগস্ট)

প্রাপ্তব্য পিরিয়ড - ১৮

(পঠন-পাঠন ও মূল্যায়নসহ)

পাঠ-একক এক ঃ বিষয় - পুরোনো যুগের কথা। পিরিয়ড - ৬

সার্থম্য ঃ লৌহ যুগের বিষয় জানতে ও জানাতে পারা।

পাঠ-একক দুইঃ বিষয় - **কারখানা**

পিরিয়ড - ৫

সামর্থ্য ঃ কারখানা, কুটিরশিল্প ও শিক্ষানবিশ বলতে কী বোঝায় তা জানতে ও জানাতে পারা।

পাঠ-একক তিন ঃ বিষয়- দেশে দেশে নতুন সভ্যতা। পিরিয়ড - ৭

সামর্থ্য ঃ প্রাচীন এশীয় ও ইউরোপীয় সভ্যতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করে বোঝাতে পারা।

দ্বিতীয় পর্ব

(সেপ্টেম্বর - ডিসেম্বর)

প্রাপ্তব্য পিরিয়ড - ১৬

(পঠনপাঠন ও মূল্যায়নসহ)

পাঠ-একক চার : বিষয় - **দেশে দেশে সাম্রাজ্য**

সার্থম্য : পুরোনো সাম্রাজ্যগুলি কীভাবে গড়ে উঠল সে বিষয়ে জানতে পারা এবং বলে ও লিখে জানাতে পারা।

পাঠ-একক পাঁচ : বিষয় - **দেশ বিদেশের জ্ঞানীগুণী মানুষের কথা** পিরিয়ড - ৮

সামর্থ্য : দেশ বিদেশের সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত বিখ্যাত পন্ডিত, ধর্মপ্রাণ মানুষের ও নানা জাতির জ্ঞানীগুণী মানুষ জন্মেছিলেন তাঁদের বিষয় সম্পর্কে জেনে বলে ও লিখে জানাতে ও বোঝাতে পারা।

তৃতীয় পর্ব

(জানুয়ারি - এপ্রিল)

প্রাপ্তব্য পিরিয়ড - ১৬

(পঠনপাঠন ও মূল্যায়নসহ)

পাঠ-একক ছয় : বিষয় - **শিক্ষা, শিল্প ও সংস্কৃতি জগতের সৃষ্টিশীল মানুষ** পিরিয়ড - ৮

সামর্থ্য : বিভিন্ন দেশের স্থাপত্যের পরিচয় সম্বন্ধে জানতে এবং বলেও লিখে জানাতে পারা।

পাঠ-একক সাত : বিষয় - **মধ্যযুগে সভ্যতার অবদান।** পিরিয়ড - ৮

সামর্থ্য : মধ্যযুগে সভ্যতার অবদান কী ছিল সে সম্বন্ধে ধারণালাভ করে বলে ও লিখে জানাতে পারা।

মূল্যবোধ : দেশ-বিদেশের জ্ঞানী-গুণী মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ গড়ে উঠবে। মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা হারানো অন্যায়, এ সম্পর্কে চেতনা গড়ে উঠবে। সভ্যতার অবদান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধ্যান-ধারণা গড়ে উঠবে।

পাঠ্যসূচি

পঞ্চম শ্রেণি

সামর্থ্য : ক) ভৌগোলিক আবিষ্কার ও তার ফলে বাণিজ্যের প্রসার এবং উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার কারণ জানাতে ও বোঝাতে পারা।

খ) বিজ্ঞানের অগ্রগতির কথা জানতে পারা এবং এর ফলে মানুষের সহজতর এবং উন্নততর জীবনযাত্রা কীভাবে সম্ভব হল তা বুঝতে, জানতে ও জানাতে পারা।

গ) শিল্পের অগ্রগতি, মালিক ও শ্রমিক শ্রেণির উত্থাপন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির কথা ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের কথা বলে ও লিখে জানাতে পারা।

ঘ) স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সমানাধিকারের জন্য দেশে দেশে স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে জেনে বলে / লিখে জানাতে পারা।

ঙ) ভারতে দেশাত্মবোধের জাগরণ ও বিভিন্ন মনীষীদের বিষয় ধারণালাভ করে বলে এবং লিখে জানাতে পারা।

ছ) সভ্যতায় আগামী দিনের লক্ষ্যের কথা উল্লেখ করতে পারা (সুখী সমাজ ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা) এবং অতীত ও বর্তমান সভ্যতার তুলনা করতে পারা।

জ) ভারতের শাসনতন্ত্রের ভূমিকা, প্রস্তাবনা, নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার উল্লেখ করতে পারা ও এ বিষয়ে বলে ও লিখে জানাতে পারা।

প্রথম পর্ব

(মে-আগস্ট)

প্রাপ্তব্য পিরিয়ড - ১৮

(পঠনপাঠন ও মূল্যায়নসহ)

পাঠ-একক এক ঃ বিষয় - বাণিজের প্রসার, ভৌগোলিক আবিষ্কার পিরিয়ড - ৪

সার্থম্য ঃ ভৌগোলিক আবিষ্কারের দৃষ্টান্ত দিতে পারা। ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে বাণিজ্যের প্রসার, উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার উদারহণ দিতে পারা (ভারত, ইন্দোচিন ইত্যাদি)।

পাঠ-একক দুই ঃ বিষয় - আধুনিকযুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা পিরিয়ড - ৩

সামর্থ্য ঃ আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতির মাধ্যমে বাষ্পশক্তি, বিদ্যুৎশক্তি, চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রভৃতির সম্পর্কে কথা বলতে ও লিখতে পারা।

পাঠ-একক তিন ঃ বিষয় - শিল্প ও কৃষির প্রসার। পিরিয়ড - ৪

সামর্থ্য ঃ শিল্পের অগ্রগতির ফলে কারখানা, খনি, রেল বন্দর-এর কথা জনাতে ও জানাতে পারা। শ্রমিক ও কৃষকদের উন্নতির কথা জেনে এবং বুঝে বলে ও লিখে জানাতে পারা।

পাঠ-একক চার ঃ বিষয় - একালের যোগাযোগ ব্যবস্থা পিরিয়ড - ৩

সামর্থ্য ঃ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির কথা জানতে, বলতে ও লিখেতে পারা।

পাঠ-একক পাঁচ ঃ বিষয় - ভিন্ন দেশ দখলের লড়াই পিরিয়ড - ৪

মূল্যবোধ ঃ বাণিজ্যের প্রসার ও উপনিবেশ স্থাপনে বড়ো বড়ো রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ ও তার জন্য মারণাস্ত্র প্রয়োগ -এর সম্বন্ধে ধারণালাভ করে সে সম্বন্ধে বলতে এবং লিখতে পারা।

দ্বিতীয় পর্ব

(সেপ্টেম্বর - ডিসেম্বর)

প্রাপ্তব্য পিরিয়ড - ১৬

(পঠনপাঠন ও মূল্যায়নসহ)

পাঠ-একক ছয় ঃ বিষয় - দেশে দেশে নবচেতনার বিকাশ ও উন্মেষ পিরিয়ড - ৪

সার্থম্য ঃ দেশে দেশে গণতন্ত্র ও সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বিদ্রোহ সম্বন্ধে জানতে এবং বুঝতে পারাও বলতে এবং লিখতে পারা।

পাঠ-একক সাত ঃ বিষয় - নানা দেশে জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম পিরিয়ড - ৪

সামর্থ্য ঃ দেশে দেশে উপনিবেশগুলির বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলন সম্বন্ধে জেনে এবং বুঝে বলতে ও লিখতে পারা।

পাঠ-একক আট ঃ বিষয় - ভারতে নবচেতনার বিকাশ পিরিয়ড - ৮

সামর্থ্য ঃ ভারতে দেশাত্মবোধের জাগরণে বিভিন্ন মনীষীদের অবদানের কথা জানতে ও বুঝতে এবং বলতে ও লিখতে পারা।

পাঠ-একক নয় ঃ বিষয় - ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন পিরিয়ড - ৯

মূল্যবোধ ঃ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের কথা জানতে, বলতে ও লিখতে পারা।

তৃতীয় পর্ব

(জানুয়ারি - এপ্রিল)

প্রাপ্তব্য পিরিয়ড - ১৬

(পঠনপাঠন ও মূল্যায়নসহ)

পাঠ-একক দশ ঃ বিষয় - মানব সভ্যতার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা পিরিয়ড - ৩

সামর্থ্য ঃ সভ্যতায় আগামীদিনের লক্ষ্য সম্বন্ধে ধারণালাভ করে সে সম্পর্কে বলতে ও লিখতে পারা।

পাঠ-একক এগারো ঃ **বিষয় - ভারতের শাসনতন্ত্র ও পৌরনীতি** ঃ শাসনতন্ত্রে প্রস্তাবনা, নাগরিকের কর্তব্য, অধিকার এবং স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি। পিরিয়ড - ৪

সামর্থ্য ঃ ভারতের শাসনতন্ত্র, নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে জানতে, বলতে ও লিখতে পারা। স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে জেনে এবং বুঝে বলে ও লিখে প্রকাশ করতে পারা।

এক থেকে এগারো পাঠ-একক ঃ

মূল্যবোধ ঃ পৃথিবার বিভিন্ন দেশের প্রতি আগ্রহ বেড়ে উঠবে। সংস্কৃতির বিভিন্নতা সম্পর্কে ধারণা গড়ে উঠবে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মাধ্যমে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে মানুষের চেতনা বৃদ্ধি পাবে। শ্রমিক ও কৃষকের আবিষ্কার ও সৃজনশীলতার সম্বন্ধে শ্রদ্ধার ভাব জাগরিত হবে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিতে দূর হবে নিকট। আন্তর্জাতিকতাবোধ জাগরিত হবে। সাম্রাজ্যবাদের কুফল সম্পর্কে জানতে পারা যাবে। গণতন্ত্র ও সমান-অধিকার প্রতিষ্ঠার চেতনা জাগরিত

হবে। স্বাধীনতা আন্দোলনের মাধ্যমে নাগরিকের যে চেতনা বৃদ্ধি পায় সে সম্পর্কে ধ্যান-ধারণা গড়ে উঠবে। নাগরিকতার, নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে চেতনার বিকাশ ঘটবে।

মন্তব্য ঃ তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণির ইতিহাসের পর্বভিত্তিক ভাগ অনুযায়ী পঠন-পাঠন পরিচালিত করতে হবে।

মূল্যায়ন ঃ প্রতিটি পর্বে কমপক্ষে তিনটি করে একক নিয়ে মূল্যায়ন করলে ভালো হয়। পাঠদানকালে প্রতিটি এককের জন্য ক-টি পিরিয়ড পাওয়া যাবে এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মেধার বিচার করে উপ-এককে ভাগ করে নিলে ভালো হয়। প্রতিটি উপ-এককের শেষে মৌখিক বা লিখিত (তাৎক্ষণিক) মূল্যায়ন করতে হবে। সংক্ষিপ্ত বা অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নের মাধ্যমে প্রতিটি এককের শেষে আরও একবার মূল্যায়ন করতে হবে। প্রতিটি পর্ব অনুযায়ী ভাগ করে দেওয়া এককগুলি নিয়ে সার্বিক মূল্যায়ন করতে হবে। কোনোভাবেই এক পর্বের এককের প্রশ্ন অন্য কোনো পর্বে দেওয়া যাবে না। মূল্যায়ন পর্বে প্রশ্নগুলি বৈচিত্র্যপূর্ণ ও শিক্ষার্থীদের সহজবোধগম্য হতে হবে। শিখনের ব্যবস্থা এবং অজানা থেকে জানা এরূপ প্রশ্ন হতে হবে।

প্রতিটি পর্বে লিখিত পরীক্ষার জন্য ৪০ নম্বর এবং মৌখিক পরীক্ষার জন্য - ১০ নম্বর, মোট - ৫০ নম্বর নির্দিষ্ট থাকবে। কোনো পর্বে দুটির বেশি লিখিত পরীক্ষা নেওয়া যাবে না, কিন্তু প্রতিটি পর্বে অন্তত একটি লিখিত পরীক্ষা নিতেই হবে। এক্ষেত্রে ২টি লিখিত পরীক্ষার জন্য ২০ নম্বর করে এবং ১টির জন্য ৪০ নম্বর হবে। মৌখিক কিন্তু একবার ১০ নম্বরের হবে। পর্বশেষে মূল্যায়ন পঞ্জিতে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মোট প্রাপ্ত নম্বরকে শতকরা হিসেবে পরিবর্তন করে (দ্বিগুণ করে) লিখতে হবে এবং তার সমান গুণগত মান (গ্রেড) বসাতে হবে।

পঞ্চম শ্রেণীতে লিখিত নম্বর - ৮০ এবং মৌখিক ২০, সর্বমোট - ১০০ নম্বর।

মূল্যায়ন শেষে সংশোধনী পাঠের ব্যবস্থা থাকতেই হবে। তাৎক্ষণিক / উপ-একক ভিত্তিক মূল্যায়ন পঠন-পাঠনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণী কক্ষেই এবং একক / সাময়িক / সার্বিক মূল্যায়নও শ্রেণীকক্ষে শুধুমাত্র মূল্যায়ন হিসেবে এবং সংশোধনের কাজ শ্রেণীর বাইরে করা যেতে পারে।

প্রথম ভাগ ঃ দ্বিতীয় অধ্যায়

ভূগোল

(তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি)

পাঠ্যসূচি

ভূগোল পাঠের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

'ভূ' অর্থে পৃথিবী। ভূসম্পর্কিত বিজ্ঞান-ই হল ভূগোল। প্রাকৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের সঙ্গে মানুষের নিকট সম্পর্ক গড়ে তোলাই হল ভূগোল পাঠের প্রধান উদ্দেশ্য।

এই উদ্দেশ্যকে সার্থক করতে পাঠ্যসূচির পরিবর্তন, পারিবর্ধন ও পরিমার্জন আবশ্যক।

প্রথম, দ্বিতীয় শ্রেণিতে পরিবেশ পরিচিতি পঠন-পাঠনের মাধ্যমে পারিবারিক জীবন সম্পর্কে ধ্যান-ধারণা গড়ে উঠবে, তৃতীয় শ্রেণিতে এসে জেলা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা বিস্তার লাভ করবে এবং সঙ্গে সঙ্গে চেনা গন্ডি থেকে অচেনার দিকে, জানা থেকে অজানার দিকে ভূগোলের জ্ঞান বিস্তারলাভ করবে। ভূগোলের এই জ্ঞান চতুর্থ শ্রেণিতে রাজ্যের কথায় এবং পঞ্চম শ্রেণিতে আমাদের দেশ ভারতের কথায় আরও অধিক বিস্তার লাভ করবে। এইভাবে গড়ে উঠবে দূরকে চেনার ও জানার আগ্রহ।

রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার আদর্শ নানা দেশে যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়েছে। সর্বত্র এই শিক্ষার একটি মূল সূত্র বাধাহীন ভাবে এগিয়ে চলেছে। এর মাধ্যমে সঙ্গতি সাধন সম্ভব হয়েছে। এই সঙ্গতি সাধনের জন্য মানুষকে তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশকে জানতে হয়। শুধু তাই নয়, প্রতিদিনের অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত সামাজিক কাজ সম্পর্কে জানা এবং সমস্ত সমাজ উন্নয়নমূলক কাজের পেছনে যে মানবজাতির উৎপাদনশীল শ্রমশক্তি কাজ করছে, সে সম্বন্ধে জানতে পারাই হল ভূগোল পাঠের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। শুধু উদ্দেশ্য জানতে পারলে চলবে না — প্রাকৃতিক ও সামাজিক ঘটনাকে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে পর্যবেক্ষণ করবার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।

ভূগোল পাঠের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলি নীচে দেওয়া হল

১। সমাজের উপযুক্ত নাগরিক তৈরি করা।

২। শোষণমুক্ত, গণতান্ত্রিক ও শ্রেণিবিহীন সমাজের উপযুক্ত সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশসাধন।

৩। সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে অন্ধবিশ্বাস এবং কুসংস্কারের থেকে মুক্ত বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিশীল মনোভাব গঠন।

৪। সার্থকভাবে নিজের জীবন চর্চায় অভ্যস্ত করে তোলা।

৫। প্রাকৃতিক ঘটনাবলি সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি অর্থাৎ জিজ্ঞাসু, অনুসন্ধিৎসু এবং যুক্তিশীল মানসিকতা গঠন।

৬। প্রাকৃতিক সম্পদকে সদ্ব্যবহার করে দেশের সম্পদ সৃষ্টিতে শ্রমজীবী মানুষের অবদান সম্পর্কে সঠিক ধারণা গঠন করা।

৭। উৎপাদনমুখী এবং সমাজকল্যাণমুখী সমস্ত রকমের শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ-গঠন প্রয়াস।

৮। বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন অঞ্চল এবং বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর পারস্পরিক নির্ভরশীলতা সম্পর্কে ধারণালাভের ভিত্তিতে জাতীয় ও মানবসংহতি সম্পর্কে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতা অর্জনের চেষ্টা।

তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণির ভূগোল পাঠ্যসূচি নির্দিষ্ট করা হয়েছে শিক্ষার্থীকে নিম্নলিখিত কয়েকটি সামর্থ্যে উপনীত করার জন্য ঃ

জ্ঞানমূলক ঃ-

১। প্রাকৃতিক ঘটনার কার্যকরণ সম্পর্কে জানতে পারা।

২। দেশের ভৌগোলিক বৈচিত্র্য এবং পরিবেশের বেশিষ্ট্য ও প্রভাব সম্পর্কে পরিচিত হওয়া।

৩। প্রাকৃতিক গঠনের বৈশিষ্ট্যের জন্য খাদ্য-পোশাক-বাসস্থান-জীবিকার পার্থক্য সম্বন্ধে জানতে ও জানাতে পারা।

৪। দেশের বিভিন্ন সম্পদকে মানুষের প্রয়োজনে কাজে লাগানো প্রয়োজন - এ সম্পর্কে ধারণার সৃষ্টি করা।

৫। বিভিন্ন সম্পদের বণ্টন এবং একই সঙ্গে বিভিন্ন জীবিকার সম্পর্ক সম্বন্ধে জানতে ও জানাতে পারা।

৬। বিভিন্ন ভাষা এবং জীবনযাত্রার বৈচিত্র্য, উৎসব — অনুষ্ঠান সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারা।

৭। শিক্ষার ও প্রশাসনের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে জানতে ও জানাতে পারা।

৮। জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে নিয়ে আমাদের দেশ গঠিত, সে সম্পর্কে জানতে পারা এবং দেশ গঠনে ও দেশের উন্নতিতে সকলেরই ভূমিকার কথা জানতে ও জানাতে পারা।

৯। পরিচ্ছন্ন পরিবেশের প্রয়োজনীয়তা ও এই বিষয়ে মানুষের করণীয় সম্পর্কে জানতে পারা।

দক্ষতা ও অভ্যাসমূলক ঃ-

১। প্রাকৃতিক ও সামাজিক ঘটনাকে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে পর্যবেক্ষণ করার দক্ষতা অর্জন করা।

২। বিভিন্ন ভৌগোলিক ও সামাজিক বৈচিত্র্য সম্পর্কে জানার সঙ্গে সঙ্গেই তুলনা করবার সামর্থ্য অর্জন করা।

৩। দেশের বিভিন্ন সম্পদের বন্টনের সম্পর্কে জানতে পেরে এই বিষয়ে মানচিত্র / সরণি / চিত্র প্রভৃতি প্রস্তুত করতে পারা।

৪। সম্পদের অসম বন্টন সৃষ্টি হলে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মধ্য দিয়ে সমবন্টনের ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারা।

দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতা ঃ-

১। প্রাকৃতিক ঘটনার কার্যকরণ সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি গঠন।

২। জিজ্ঞাসু, অনুসন্ধিৎসু ও যুক্তিশীল মানসিকতা গঠন।

৩। দেশের বিভিন্ন সম্পদকে মানুষের প্রয়োজনে কাজে লাগানো প্রয়োজন - এ সম্পর্কে উৎপাদনমূলক শ্রম সহ সমাজকল্যাণমুখী সর্বপ্রকার শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ গড়ে তোলা।

৪। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে নিয়ে আমাদের দেশ গঠিত — এ বিষয়ে জাতীয় সংহতি এবং মানুষে মানুষে সম্পর্ক সৃষ্টি সম্বন্ধে ধারণা গঠন।

৫। পরিচ্ছন্ন পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা গঠনের মাধ্যমে বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ে উপলব্ধি করতে পারা।

৬। সম্পদ সংরক্ষণ, সম্পদের অপচয় নিবারণ, নতুনতর সম্পদ গড়ে তোলা, সম্পদের জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে পারস্পরিক নির্ভরতার প্রাথমিক ধারণা সম্পর্কে গুরুত্ব আরোপ করে স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা।

পাঠ্যসূচি

তৃতীয় শ্রেণি

প্রথম পর্ব ঃ (মে - আগস্ট)

প্রাপ্তব্য পিরিয়ড - ১৮

পঠনপাঠন - ১৪ + মূল্যায়ন ও সংশোধন - ৪

পাঠ-একক ঃ এক - **স্থল, জল, বায়ু** - প্রাথমিক পরিচয় এবং মানুষ, ও অন্যান্য জীবের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ক, পরিচ্ছন্ন পরিবেশের প্রয়োজনীয়তা ও এই বিষয়ে মানুষের করণীয়। পিরিয়ড সংখ্যা - ৯

সামর্থ্য ঃ স্থলভাগ, জলভাগ ও বায়ুমণ্ডল সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ও প্রাথমিক ধারণালাভ করতে পারা। মানুষ ও অন্যান্য জীবের পারস্পরিক আদান-প্রদান বিষয়ে বুঝতে পারা ও এ বিষয়ে সচেতন হওয়া। 'পরিচ্ছন্ন'

শব্দটির অর্থ কী — এ সম্বন্ধে ধারণালাভ ও একই সঙ্গে পরিবেশ অপরিচ্ছন্ন কেন হয় তা বুঝতে এবং বলে ও লিখে জানাতে পারা। এ বিষয়ে মানুষ কীভাবে সচেষ্ট হবে সে বিষয়ে জেনে বলে বা লিখে প্রকাশ করতে পারা।

পাঠ-একক ঃ দুই - **জেলার প্রাথমিক ধারণা** - দেশ ও রাজ্যের প্রাথমিক ধারণা। পৃথিবীর মহাদেশ ও মহাসাগর সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা। আমাদের দেশ, রাজ্য ও জেলা সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা। (মানচিত্রের সাহায্যে)

পিরিয়ড সংখ্যা -৯

সামর্থ্য ঃ স্থল-জল-বায়ুর ধারণার পর পৃথিবীর মহাদেশ ও মহাসাগর সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা (ভূ-গোলক ও মানচিত্রের সাহায্যে)। ক্রমে চেনা থেকে অচেনার দিকে অগ্রসর হতে পারা। একই সঙ্গে আমাদের দেশ, রাজ্য ও জেলা সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা লাভ করতে পারা ও তাদের মানচিত্রে অবস্থান সম্বন্ধে অনুধাবন করতে এবং লিখে বা বলে প্রকাশ করতে পারা।

দ্বিতীয় পর্ব

(সেপ্টেম্বর - ডিসেম্বর)

প্রাপ্তব্য পিরিয়ড - ১৬

পঠনপাঠন - ১২ + মূল্যায়ন ও সংশোধনী পাঠ - ৪

পাঠ-একক ঃ তিন - **পশ্চিমবঙ্গের জেলাভিত্তিক পরিচিতি,** প্রাকৃতিক পরিবেশ, ভূ-প্রকৃতি, নদনদী, জলবায়ু, মৃত্তিকা, বনভূমি।

অর্থনৈতিক পরিবেশ ঃ খনিজ পদার্থ, কৃষি, শিল্প, মৎস, শক্তির উৎস, যোগাযোগ ব্যবস্থা, উল্লেখযোগ্য স্থান সমূহ, জীবিকা।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ ঃ- অধিবাসী, ভাষা, পোশাক, উৎসব-অনুষ্ঠান। (মানচিত্রের সাহায্যে জেলার পরিচিত)।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে অনুসৃত কর্মসূচি কিছু কিছু চলবে। স্থানীয় ভৌগোলিক পরিবেশ পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে নকশা তৈরি করতে শিখবে। নকশাতে পাহাড়-পর্বত, নদী, জলাশয়, কৃষিক্ষেত্র, নিজের বাড়ি, হাট-বাজার, হাসপাতাল, বিদ্যালয় ইত্যাদি চিহ্নিত করতে শিখবে। ভূগোল-এর সঙ্গে পরিচিত হবে।

সামর্থ্য ঃ পাঠ-একক-দুইয়ে উল্লিখিত সামর্থ্য।

তৃতীয় পর্ব

(জানুয়ারি - এপ্রিল)

প্রাপ্তব্য পিরিয়ড - ১৬

পঠনপাঠন - ১২ + মূল্যায়ন ও সংশোধনী পাঠ - ৪

পাঠ-একক ঃ চার - **সৌরজগৎ** - সূর্য ও অন্যান্য নক্ষত্র, গ্রহ ও উপগ্রহের প্রাথমিক পরিচয়, পৃথিবীর গতি ও কক্ষপথ, আহ্নিক গতি — দিনরাত ও বার্ষিকগতি — ঋতুপরিবর্তন।

সামর্থ্য ঃ নক্ষত্র ও গ্রহের সাধারণ ধারণা লাভ করতে পারা, উপগ্রহ কাকে বলে তা জানাতে পারা। পৃথিবীর গতি কত রকমের ও কী কী, জানতে পারা। ছবির সাহায্যে কক্ষপথের ধারণা লাভ করতে পারা। 'অহ্ন' থেকে আহ্নিক শব্দটির অর্থ বুঝতে পারা। আর, একই সঙ্গে আহ্নিক গতি ও তার ফলাফল সম্বন্ধে ধারণা লাভ করতে পারা। পৃথিবীর বার্ষিক গতি ও ঋতু পরিবর্তন সম্বন্ধে (প্রাত্যহিক জীবন থেকে) উদাহরণ সহযোগে ধারণা লাভ করতে পারা। যেমন ঋতুভেদ প্রকৃতি, ফুল-ফল, পোশাক প্রভৃতি পরিবর্তনের কারণ জানতে পারা।

পাঠ্যসূচি

চতুর্থ শ্রেণি

প্রথম পর্ব ঃ (মে-আগস্ট)

প্রাপ্তব্য পিরিয়ড - ১৮

পঠনপাঠন - ১২ + মূল্যায়ন ও সংশোধনী পাঠ - ৬

পাঠ-একক ঃ এক - **পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পরিচিতি** ঃ অবস্থান ও গুরুত্ব, প্রশাসনিক ব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থা, প্রাকৃতিক পরিবেশ ঃ ভূ-প্রকৃতি, নদনদী, জলবায়ু, মৃত্তিকা, স্বাভাবিক উদ্ভিদ। পিরিয়ড সংখ্যা - ৩

অর্থনৈতিক পরিবেশ ঃ কৃষিজসম্পদ, মৎস সম্পদ, বনজসম্পদ, খনিজসম্পদ, শক্তিসম্পদ, শিল্পসম্পদ, যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, প্রসিদ্ধ স্থানসমূহ, অন্য জীবিকা।

কৃষিজ সম্পদ ঃ ধান, পাট, গম, চা ও অন্যান্য কৃষিজদ্রব্য এবং তাদের উৎপাদনের অনুকূল পরিবেশ। পিরিয়ড সংখ্যা - ৪

মৎস সম্পদ ঃ জলাশয়, পুকুর, খালবিলের শিঙি, মাগুর, কই ইত্যাদি। পিরিয়ড সংখ্যা - ২

নদী ঃ ইলিশ, বাগদা চিংড়ি ইত্যাদি। পিরিয়ড সংখ্যা - ৩

সমুদ্র ঃ পমফ্রেট, ভেটকি, ভোলা ভেটকি ইত্যাদি। পিরিয়ড সংখ্যা - ২

বনজ সম্পদ ঃ কাঠ, মধু, মোম, লাক্ষা, তারপিন তেল, মাদুরকাঠি পিরিয়ড সংখ্যা - ৪

সামর্থ্য ঃ ভারতের মানচিত্রে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান চিনতে পারা। পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান ও প্রাকৃতিক এবং একই সঙ্গে অবস্থান জনিত গুরুত্বের ধারণা লাভ করতে পারা ও লিখে বা বলে জানাতে পারা।

দ্বিতীয় পর্ব ঃ

(সেপ্টেম্বর - ডিসেম্বর)

প্রাপ্তব্য পিরিয়ড - ১৬

পঠনপাঠন - ১০ + মূল্যায়ন ও সংশোধনী পাঠ - ৬

পাঠ-একক ঃ-

দুই- খনিজ সম্পদ ঃ কয়লা, আকরিক লৌহ, চুনাপাথর, চিনামাটি ইত্যাদি। পিরিয়ড সংখ্যা - ৭

শক্তি সম্পদ ঃ কয়লা - তাপবিদ্যুৎ পিরিয়ড সংখ্যা - ৩

নদী ঃ জলবিদ্যুৎ। পিরিয়ড সংখ্যা - ২

সূর্য ঃ সৌরশক্তি (অপ্রচলিতশক্তি) পিরিয়ড সংখ্যা - ২

বায়ু ঃ বায়ুশক্তি (অপ্রচলিত) পিরিয়ড সংখ্যা - ২

সামর্থ্য ঃ পাহাড়, মালভূমি ও সমভূমির মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারা ও মানচিত্রে চিহ্নিত করতে পারা। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান প্রধান নদনদী ও নিজ নিজ জেলার নদনদীগুলির নাম বলতে পারা এবং তাদের গতিপথ মানচিত্রে চিহ্নিত করতে পারা। পশ্চিমবঙ্গের সব জেলাতেই একরকম জলবায়ু নয় তা বুঝতে পারা এবং কেন ভিন্নধরনের জলবায়ুর সম্মুখীন হতে হয়, তার কারণ অনুসন্ধান করতে পারা। মানবজীবনে জলবায়ু কীভাবে প্রভাব বিস্তার করে তা বুঝতে পারা। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় যে বিভিন্ন মৃত্তিকা পাওয়া যায় তা জানতে পারা। পশ্চিমবঙ্গের কোথায় বনভূমি আছে সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারা। পশ্চিমবঙ্গের পাহাড়, মালভূমি ও সমভূমিতে কী ধরনের গাছ দেখতে পাওয়া যায়, তা জানতে পারা।

তৃতীয় পর্ব ঃ

(জানুয়ারি - এপ্রিল)

প্রাপ্তব্য পিরিয়ড - ১৬

পঠন-পাঠন + মূল্যায়ন ও সংশোধন - ৬

পাঠ-একক ঃ তিন - শিল্প সম্পদ ঃ

শিল্পের প্রকার ভেদ

কুটির শিল্প ঃ হস্তচালিত তাঁত শিল্প, রেশম শিল্প, গালা শিল্প, বাসন শিল্প, মৃৎশিল্প, শাঁখশিল্প, পোড়ামাটির শিল্প, মাদুর, পাটি শিল্প ইত্যাদি। পিরিয়ড সংখ্যা - ২

ক্ষুদ্র শিল্প ঃ যন্ত্রচালিত তাঁত, হোসিয়ারি, চর্ম, বিড়ি, মৎস্য, পর্যটন শিল্প প্রভৃতি।
পিরিয়ড সংখ্যা - ২

বৃহৎ শিল্প ঃ লৌহ ও ইস্পাত, তৈল পরিশোধন শিল্প, কাগজ, পাট, কার্পাস, চা, মোটরগাড়ি ও রেলইঞ্জিন নির্মাণ, রাসায়নিক শিল্প। পিরিয়ড সংখ্যা - ২

সামর্থ্য ঃ খনিজ দ্রব্য কাকে বলে তা জানতে ও জানাতে পারা। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান প্রধান খনিজ দ্রব্যগুলি কী কী ও কোথায় কোথায় পাওয়া যায় তা জানতে পারা। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান প্রধান বনজ সম্পদগুলি কী কী এবং কোন কোন কাজে লাগে তা জানতে ও জানাতে পারা। মৎস্যসম্পদগুলি কী কী এবং কোথায় পাওয়া যায় তা জানতে ও জানাতে পারা। প্রচলিত ও অপ্রচলিত শক্তি সম্পদ কথা দুটির অর্থ জানতে পারা। শক্তি সম্পদগুলি কী কী এবং পশ্চিমবঙ্গের কোথায় পাওয়া যায় সে সম্বন্ধে জানতে ও জানাতে পারা। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান প্রধান কৃষিজ ফসলের ব্যবহার এবং উৎপাদনের উপযোগী অনুকূল পরিবেশ সম্পর্কে জানতে ও জানাতে পারা। শিল্পের বিভিন্ন প্রকার-ভেদ সম্পর্কে উদাহরণ সহযোগে প্রাথমিক ধারণা লাভ করা। পরিবহনের জন্য বিভিন্ন প্রকার পথ ও বিভিন্ন ধরনের যানবাহন সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।

পাঠ-একক ঃ চার - যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ঃ যাতায়াত - স্থলপথ, জলপথ, আকাশপথ ও ভূগর্ভপথ।

যোগাযোগ - টেলিফোন, টেলিগ্রাম, চিঠিপত্র, ফ্যাক্স, রেডিয়ো, দূরদর্শন ও কম্পিউটার।
পিরিয়ড সংখ্যা - ২

প্রসিদ্ধস্থান সমূহ ঃ ঐতিহাসিক স্থান, তীর্থস্থান, সামরিক কেন্দ্র, প্রশাসনিক কেন্দ্র, মনোরম প্রাকৃতিক স্থান, সংগ্রহ স্থান, সাংস্কৃতিক উৎসবের কেন্দ্রসমূহ। পিরিয়ড সংখ্যা - ২

পাঠ-একক ঃ পাঁচ - জীবিকা ঃ জীবিকা সম্পর্কে ধারণা, প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব, বনজ দ্রব্য আহরণ, খনন, মৎস্য সংগ্রহ, কৃষিকার্য, শিল্পকার্য প্রভৃতি — অঞ্চলভিত্তিক। পিরিয়ড সংখ্যা - ৩

পাঠ-একক ঃ ছয় - সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ ঃ অধিবাসী, ভাষা, পোশাক, উৎসব-অনুষ্ঠান ইত্যাদি। পিরিয়ড সংখ্যা - ৩

সামর্থ্য ঃ যোগাযোগের বিভিন্ন মাধ্যম ও তাদের ব্যবহার সম্বন্ধে জানতে ও জানাতে পারা। বিভিন্ন প্রসিদ্ধ স্থান যেমন, ঐতিহাসিক স্থান, মনোরম প্রাকৃতিক স্থান ইত্যাদি সম্বন্ধে জানতে পারা এবং সম্ভব হলে পরিভ্রমণে গিয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারা। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ধরনের অধিবাসীদের জীবিকার প্রকারভেদ। ভাষা ও পোষাকের বৈচিত্র্য সম্বন্ধে জানতে ও জানাতে পারা। বিভিন্ন জেলার বিশেষ বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানতে পারা। বিভিন্ন ধরনের উৎসব যে মানুষের সংস্কৃতিকে প্রকাশ করে এবং মানুষে মানুষে ঐক্য স্থাপন করে, তা বুঝতে পারা।

পঞ্চম শ্রেণি

প্রথম পর্ব

(মে - আগস্ট)

প্রাপ্তব্য পিরিয়ড - ১৮
(মূল্যায়ন ও সংশোধনী পাঠসহ)

পাঠ-একক এক ঃ আমাদের পৃথিবী ঃ মহাদেশ, মহাসাগর, মহাশূন্য।

সামর্থ্য ঃ মহাদেশ, মহাসাগরগুলির নাম জানতে ও জানাতে পারা। মহাশূন্যের ধারণালাভ করতে পারা এবং বলে ও লিখে প্রকাশ করতে পারা। পিরিয়ড সংখ্যা - ৫

পাঠ-একক দুই ঃ আমাদের দেশ ভারতের কথা ঃ আমাদের গৌরবময় অতীতের কথা, পৃথিবীর মধ্যে ভারতের অবস্থান ও দেশের চারপাশ।

প্রাকৃতিক পরিবেশ ঃ ভারতের প্রাকৃতিক গঠন - পর্বত, মালভূমি, সমভূমি, মরুভূমি, প্রধান নদ-নদী। পিরিয়ড সংখ্যা - ৭

সার্মথ্য ঃ ভারতবাসী হিসেবে আমাদের গৌরবময় ইতিহাস জানা ও জানাতে পারা। বিভিন্ন প্রাচীন নিদর্শনের সাহায্যে মেগাস্থিনিস, ফা-হিয়েন, আল্‌বিরুনী প্রমূখ বিদেশী পর্যটকদের বিবরণের সাহায্যে তৎকালীন ভারতবর্ষের গৌরবময় অতীতের কথা জানতে ও জানাতে পারা। 'অবস্থান' - এই শব্দটি সহজ উদাহরণের সাহায্যে অনুধাবন করতে পারা। সহজ ভাষায় নিরক্ষরেখা ও মূলমধ্যরেখার ধারনা লাভ করতে পারা। মানচিত্রে ভারতের অবস্থান সম্পর্কে জেনে বুঝিয়ে দিতে পারা। ভূ-প্রাকৃতিক গঠন সম্বন্ধে ধারনা লাভ করতে পারা। ভারতের বিভিন্ন শৃঙ্গ, পার্বত্যভূমি, মালভূমি, সমভূমি ও মরুভূমি সম্বন্ধে ধারণা লাভ করতে পারা। ভারতের প্রধান নদনদী সম্পর্কে জানতে ও জানাতে পারা।

পাঠ-একক তিন ঃ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের জলবায়ু, মৃত্তিকা, স্বাভাবিক উদ্ভিদ। পিরিয়ড সংখ্যা - ৬

সামর্থ্য ঃ আবহাওয়া ও জলবায়ুর প্রাথমিক ধারণা লাভ করতে পারা। ভারতের জলবায়ু বিভিন্ন রকম, সে সম্বন্ধে অনুধাবন করে ব্যাখ্যা করতে পারা। পার্বত্য মালভূমি, সমভূমি প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলে মৃত্তিকার প্রকার ভেদ বুঝতে ও বোঝাতে পারা। বিভিন্ন জলবায়ু ও ভূ-প্রকৃতি ভেদে স্বাভাবিক উদ্ভিদের বৈচিত্র্য সম্বন্ধে জানতে ও জানাতে পারা।

দ্বিতীয় পর্ব

(সেপ্টেম্বর - ডিসেম্বর)

প্রাপ্তব্য পিরিয়ড - ১৬

(মূল্যায়ন ও সংশোধনীপাঠসহ)

পাঠ-একক চার ঃ অর্থনৈতিক পরিবেশ ঃ

ভারতের সম্পদ ঃ কৃষিজ, মৎস্য, খনিজ, শক্তি সম্পদ, শিল্পজ, বাণিজ্য ও যাতায়াত ব্যবস্থা।

কৃষিজ ঃ খাদ্য ফসল ও বাণিজ্য ফসল - পিরিয়ড সংখ্যা - ৬

খাদ্য ফসল ঃ ধান, গম, জোয়ার, বাজরা, রাগি।

ডাল জাতীয় শস্য ঃ মুগ, মুসুর।

বাণিজ্য ফসল ঃ পানীয় ফসল - চা ও কফি।

শর্করা জাতীয় ঃ ইক্ষু, বিট।

তন্তু জাতীয় ঃ পাট, কার্পাস।

মৎস্য ঃ অন্তর্দেশীয় জলাশয় সমূহ এবং নদ-নদী ও সমুদ্র। পিরিয়ড সংখ্যা - ২

খনিজ সম্পদ ঃ কয়লা, খনিজ তৈল, আকরিক লোহা, ম্যাঙ্গানিজ, বক্সাইট, তামা, অভ্র।
পিরিয়ড সংখ্যা - ৩

শক্তি সম্পদ ঃ কয়লা - তাপবিদুৎ পিরিয়ড সংখ্যা - ২

নদী ঃ জলবিদ্যুৎ

সূর্য ঃ সৌরশক্তি (অপ্রচলিত শক্তি)

বায়ু ঃ বায়ুশক্তি (অপ্রচলিত শক্তি)

শিল্প সম্পদ ঃ ক) কার্পাস বস্ত্র-শিল্প, শর্করা শিল্প, কাগজ শিল্প।

খ) লৌহ ও ইস্পাতশিল্প

গ) মোটরগাড়ি, রেলইঞ্জিন, জাহাজ নির্মাণ শিল্প।

ঘ) পর্যটন শিল্প পিরিয়ড সংখ্যা - ৩

পাঠ-একক পাঁচ ঃ অন্তর্দেশীয় ও বহির্বাণিজ্য, যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা পিরিয়ড সংখ্যা - ২

সামর্থ্য ঃ ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ফসল উৎপাদন প্রধানত জলবায়ু, মৃত্তিকা ও ভূপ্রাকৃতিক তারতম্যের

ওপর ভিত্তি করে হয়, সে সম্বন্ধে অনুধাবন করতে পারা। ভারতের মতো জলবায়ুতে কী ধরনের মৎস্য সম্পদ পাওয়া যায় ও তার ব্যবহার সম্বন্ধে জানতে ও জানাতে পারা। খনিজ, শিল্প ও শক্তিসম্পদ সম্বন্ধে জানতে পেরে ভারতের সম্পদ সম্বন্ধে ধারণা লাভ করতে পারা এবং সম্পদগুলিকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারা। বাণিজ্য কয়প্রকার ও কী কী সে সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা লাভ করতে পারা ও সে সম্বন্ধে বুঝিয়ে দিতে পারা।

তৃতীয় পর্ব

(জানুয়ারি - এপ্রিল)

প্রাপ্তব্য পিরিয়ড - ১৬

(মূল্যায়ন ও সংশোধনী পাঠসহ)

একক ছয় ঃ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ ঃ

দেশের মানুষ ঃ অধিবাসী, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। পিরিয়ড সংখ্যা - ৮

সামর্থ্য ঃ বিভিন্ন ভারতীয় রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের রাজধানী, জনসংখ্যা ও ভাষা সম্বন্ধে একটি তালিকার মাধ্যমে জানতে ও জানাতে পারা। সহজ উদাহরণের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য সম্বন্ধে বুঝতে পারা ও বলে এবং লিখে জানাতে পারা।

একক সাত ঃ ভারতের প্রতিবেশী দেশ সমূহের ভৌগোলিক বিবরণ ঃ পিরিয়ড সংখ্যা - ৮

ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহ (নেপাল, ভূটান, বাংলাদেশ, মায়ানমার, পাকিস্থান, আফগানিস্থান, শ্রীলঙ্কা) — ভৌগোলিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ, ভারতীয়দের সঙ্গে তাদের তুলনা।

সামর্থ্য ঃ **মানচিত্রে ভারতের প্রতিবেশী দেশসমূহের অবস্থান বুঝতে পারা।** প্রতিটি দেশের জাতীয় পতাকা ও খাদ্য, পোশাক, ঘরবাড়ি, ভাষা ও জীবনযাত্রা সম্বন্ধে জানতে ও জানাতে পারা। ভারতের সঙ্গে প্রতিবেশী দেশ ও অন্যান্য দেশগুলির জীবনযাত্রার মিল ও অমিলগুলি খুঁজে বার করতে পারা।

মূল্যায়ন নীতি ঃ

১। বিষয়বস্তুকে তিনটি পর্বে ভাগ করতে হবে এবং ওই তিনটি পর্বেরই মূল্যায়ন করতে হবে।

ক) প্রথম পর্ব ঃ মে - আগস্ট — প্রথম সাময়িক মূল্যায়ন।

খ) দ্বিতীয় পর্ব ঃ সেপ্টেম্বর - ডিসেম্বর — দ্বিতীয় সাময়িক মূল্যায়ন।

গ) তৃতীয় পর্ব ঃ জানুয়ারি - এপ্রিল — তৃতীয় সাময়িক মূল্যায়ন।

২। প্রতি পর্বেই লিখিত ও মৌখিক মূল্যায়ন হবে। মোট ৫০ নম্বর = লিখিত মূল্যায়ন ৪০ নম্বর এবং মৌখিক মূল্যায়ন ১০ নম্বর। কোনো পর্বে ২টির বেশি লিখিত পরীক্ষা নেওয়া যাবে না। আর প্রতিটি পর্বে অন্তত ১টি লিখিত পরীক্ষা নিতেই হবে। দুটি লিখিত পরীক্ষা ২০ নম্বরের এবং একটি লিখিত পরীক্ষা হলে তা ৪০ নম্বরের। মৌখিক কিন্তু ১টি ১০ নম্বরের। পর্বশেষে মূল্যায়নপত্রে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বরকে শতকরা হিসেবে পরিবর্তন করে (দ্বিগুণ করে) লিখতে হবে এবং তার সমান গুণগত মান (গ্রেড - ক, খ, গ এমনভাবে) বসাতে হবে।

কেবলমাত্র পঞ্চম শ্রেণির ক্ষেত্রে

লিখিত - ৮০ নম্বর

মৌখিক - ২০ নম্বর

৩। মূল্যায়নের প্রকারভেদ ঃ এই প্রকারভেদ দু-প্রকারের ঃ

ক) তাৎক্ষণিক (একক / উপ-একককে ভিত্তি করে)

খ) সাময়িক (পর্ব নির্দিষ্ট এককগুলিকে ভিত্তি করতে হবে।)

গ) সামগ্রিক

৪। মূল্যায়নের জন্য প্রশ্ন অবশ্যই নির্দিষ্ট সামর্থ্যের ভিত্তিতে করতে হবে।

৫। পর্বভিত্তিক সাময়িক মূল্যায়নের জন্য অবশ্যই প্রাপ্তব্য দিনসংখ্যা ও প্রাপ্তব্য পিরিয়ড সংখ্যা হিসেব করে নিতে হবে।

৬। তাৎক্ষণিক মূল্যায়নের জন্য শ্রেণীতে ১৫/২০ মিনিট সময় নির্ধারিত করতে হবে এবং সব শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

৭। পঠন-পাঠনের জন্য কার্যদিবস মোট ২০০ দিন হবে।

৮। পর্ব অনুযায়ী মোট দিনসংখ্যাকে তিনটি ভাগ করে নিতে হবে।

মূল্যবোধ ঃ

পঠনীয় বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে মানবিক মূল্যবোধ ও বৈষম্যহীন সমাজব্যবস্থার ওপর আলোকপাত, বিজ্ঞান, পরিবেশ ও স্বাস্থ্য সচেতনতা, বিজ্ঞান সাধনা, আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কীয় প্রাথমিক ধারণা, দেশাত্মবোধ, জাতীয় সংহতি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ইত্যাদি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবে শিক্ষার্থীরা। মানুষের সঙ্গে মানুষের, একটি দেশের সঙ্গে প্রতিবেশী কিংবা অন্য দেশের সম্পর্ক, জাতীয় সম্পদ (বনজ-কৃষিজ-খনিজ-পাহাড়-পর্বত-হ্রদ-জলাশয় ইত্যাদি) সম্পর্কে গৌরববোধ করা।

প্রথম ভাগ ঃ দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রকৃতি বিজ্ঞান

(তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি)

প্রকৃতি বিজ্ঞান শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

শিশু তার প্রাকৃতিক পরিবেশের অন্তর্গত বিভিন্ন জিনিস ও ঘটনা দেখছে এবং জানছে। কিন্তু পরিবেশ সম্পর্কে তার এই জ্ঞান সংগঠিত নয়। প্রাথমিক স্তরে বিজ্ঞান শিক্ষার লক্ষ্য হবে, পরিবেশ সম্পর্কে শিশুর জ্ঞানকে সুশৃঙ্খল, সুসংহত ও সমৃদ্ধ করা, পরিবেশের বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে তার অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধি, পরিবেশের সাথে যথাযথ সম্পর্ক বিধান করে চলতে পারার জন্য উপযুক্ত দক্ষতা ও অভ্যাস গড়ে তোলা, প্রকৃতির সাথে মানব জীবনের যোগাযোগ বুঝতে পারা, প্রাকৃতিক (ও সামাজিক) পরিবেশের উপাদানগুলির পারস্পরিক নির্ভরতা ও নিবিড় সম্পর্ক উপলব্ধি করা, বিপদ সঙ্কুল

পরিস্থিতিতে উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বনের শিক্ষাগ্রহণ করা, কুসংস্কারমুক্ত উদার দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা, পরিবেশ সংরক্ষণে সচেষ্টা হওয়া এবং বিজ্ঞানমনস্ক হওয়ার শিক্ষা গ্রহণ করা। এই লক্ষ্যে পৌঁছোনোর জন্য এবং এই সব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শিখনের স্তরকে প্রধানত পাঁচভাগে ভাগ করা যায়, এগুলি হল জ্ঞান, বোধ, দক্ষতা, প্রয়োগ ও উপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি, বিজ্ঞান শিক্ষার ফলে শিক্ষার্থীদের মূল্যবোধের ধারণা গড়ে ওঠা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে প্রাকৃতিক পরিবেশের পাঠকে সামাজিক পরিবেশের পাঠের সঙ্গে সমন্বিতভাবে দেওয়া হয়েছে, তবে এই দুই শ্রেণির জন্য কোনো নির্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তক থাকবে না। তৃতীয় শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাকৃতিক পরিবেশের অন্যান্য বিষয়ের মতো (ইতিহাস, ভূগোল) 'প্রকৃতি বিজ্ঞান' একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে শ্রেণী ভিত্তিক পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা থাকবে। প্রকৃতি বিজ্ঞান বিষয়টিতে থাকবে ভৌত বিজ্ঞান, জীবন বিজ্ঞান এবং প্রাকৃতিক ভূগোলের কিছু অংশ। বিষয়বস্তুর বিস্তৃতি ও কাঠিন্য অনুযায়ী প্রকৃতি বিজ্ঞানের পাঠ্যবিষয়কে তৃতীয় থেকে পঞ্চমশ্রেণি পর্যন্ত ক্রমোন্নতভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে। শিক্ষার্থীর সামর্থ্য, বৌদ্ধিক স্তর ও সামাজিক প্রয়োজন অনুসারে বিষয়বস্তুর নির্বাচন ও বিন্যাস করা হয়েছে।

প্রকৃতি বিজ্ঞান শিখনের ক্ষেত্রে শ্রেণিকক্ষে, শিক্ষিকা শিক্ষকদের পাঠদান পদ্ধতিতে ব্ল্যাক বোর্ডের ব্যবহারই যথেষ্ট নয়। প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্পর্কে শিক্ষার্থীর মধ্যে কৌতূহল জাগাতে হবে, জানার বিশেষ আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে এবং শিক্ষার্থীদের পরিবেশ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার উন্মেষ ঘটাতে হবে। সেই সাথে পরিবেশে সহজলভ্য জিনিসপত্রকে কাজে লাগিয়ে সহজ পরীক্ষা করা, ছোটোখাটো যন্ত্রপাতি নির্মাণ করা এবং নিজ অভিজ্ঞতাকে লিপিবদ্ধ করা ও পরিবেশন ক্ষমতার বিকাশ ঘটাতে হবে। শিক্ষার্থীর কোনো প্রশ্নের উত্তর সরাসরি না দিয়ে, শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা ও সক্রিয়তার ভিত্তিতে তার প্রশ্নের উত্তর তাকেই খুঁজে নিতে সাহায্য করতে হবে। বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রকে শ্রেণি কক্ষ এবং বিদ্যালয়ের বাইরে প্রসারিত করতে হবে। প্রকৃতি বিজ্ঞান শিক্ষার এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে পঠন পাঠনের জন্য প্রশিক্ষণ সম্ভার রচনা করে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ রাজ্যব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষিকা-শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী প্রকৃতি বিজ্ঞান পঠন-পাঠনে শিক্ষিকা-শিক্ষকের ভূমিকা হবে শিক্ষার্থীর বিজ্ঞান বিষয়ক কাজের ব্যবস্থাপক, সহায়ক এবং পরামর্শদাতা। প্রকৃতি বিজ্ঞান পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে তিনটি দিকের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। পরিবেশ সম্পর্কিত শিখন, পরিবেশের মাধ্যমে পাঠ এবং পরিবেশের জন্য শিখন।

প্রকৃতি বিজ্ঞান শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় স্তরগুলি হল —

বিভিন্ন ধরণের জড়বস্তু ও সজীব বস্তুর বৈচিত্র্য এবং এসব বিষয় সম্পর্কিত ধারণাটি গড়ে ওঠা।

প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবন প্রক্রিয়া ও জীবন চক্র।

মানুষ এবং পরিবেশের অন্যান্য জড় ও জৈব উপাদানগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক।

বিভিন্ন বস্তুর প্রকারভেদ ও উপযোগিতা।

জল-এর প্রয়োজনীয়তা, অপচয়নিবারণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ।

বায়ু, বায়ুমণ্ডল এবং আবহাওয়া।

আলো, শব্দ এবং সুরযুক্ত ও সুরহীন শব্দ।

ঠান্ডা ও গরমের প্রভাব।

গতি ও বল।

তাপশক্তি, গতি শক্তি এবং সৌরশক্তি।

পাথর, মাটি ও খনিজ পদার্থ — এগুলির প্রয়োজনীয়তা, ভূমিক্ষয় ও মৃত্তিকা দূষণ।

আকাশ, সৌরজগৎ ও নক্ষত্র মণ্ডল।

পরিবেশ সচেতনতা, পরিবেশ সংরক্ষণ ও স্বাস্থ্যবিধি পালন।

প্রকৃতি বিজ্ঞান

তৃতীয় শ্রেণি (শিক্ষার্থীর বয়স আনুমানিক বছর ৭ +)

প্রস্তাবিত পাঠ্যসূচি

পাঠ-একক এক ঃ প্রাকৃতিক পরিবেশ — জীব ও জড়

উপএকক ঃ ক) আমাদের পরিবেশ — বাড়ির পরিবেশ, বিদ্যালয়ের পরিবেশ, গ্রাম ও শহরের পরিবেশ।

খ) পরিবেশ উপাদান — (১) জীব ও জড়, কয়েকটি পরিচিত জীব ও জড়বস্তুর বিবরণ ও সাধারণ কয়েকটি পার্থক্য।

(২) কয়েকটি পরিচিত সাধারণ প্রাণী ও উদ্ভিদের পরিচয়।

(৩) একটি পরিচিত উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশের পরিচয়।

(৪) কয়েকটি পরিচিত প্রাণী ও তাদের দেহের বিভিন্ন অংশের পরিচয়।

গ) জড় পদার্থ — (১) মাটির প্রকার ভেদ ও তদনুযায়ী উৎপন্ন ফসল। রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যাপক ব্যবহারের সুফল ও কুফল এবং বিভিন্ন মাটির জল ধারণ ক্ষমতা।

(২) জলের সাধারণ ধর্ম ও বিভিন্ন অবস্থা।

(৩) বায়ুর সাধারণ ধর্ম ও প্রধান উপাদনসমূহ, অক্সিজেন ও কার্বন-ডাই অক্সাইডের আনুপাতিক পরিমাণ মোটামুটিভাবে ঠিক থাকার কারণ।

(৪) জীব ও জড়ের মধ্যে সাধারণ পার্থক্য।

কাম্য সামর্থ্য ঃ ১) বিভিন্ন পরিবেশ সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞানলাভ করা।

২) পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জীব ও জড় চিনতে এবং তাদের বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করে বস্তুকে জীব ও জড় অনুযায়ী সাজাতে পারা।

৩) পরিচিত বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদকে আলাদাভাবে চিনতে পারা।

৪) পরিবেশের পরিচিত উদ্ভিদ, পশু, পাখি ও মাছের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্যগুলি শনাক্ত করতে পারা।

৫) জীবের বৃদ্ধি, বাইরের উত্তেজনায় সাড়া দেওয়া এবং বংশবৃদ্ধি বিষয়ে জানা এবং জড় বস্তু যে এসব কিছু পারেনা সে বিষয়ে জানা।

৬) মাটি, জল ও বাতাসকে জড় বস্তু / পদার্থ হিসাবে জানা।

৭) মাটির উপাদান, প্রকার ভেদ ও জল ধারণ ক্ষমতা এবং বিভিন্ন মাটিতে নানা প্রকার উদ্ভিদের জন্মানোর বিষয়ে জানতে পারা, মাটিতে ব্যাপকভাবে রাসায়নিক কীটনাশক সার প্রয়োগর সুফল ও কুফল বুঝতে পারা।

৮) জলের সাধারণ ধর্ম, উপযোগিতা এবং জল যে তিন অবস্থায় থাকতে পারে সে বিষয়ে বিশেষ ভাবে জানা।

৯) বাতাস বা বায়ুর প্রকৃতি, উপাদান এবং জীব জগতের বেঁচে থাকার জন্য এর প্রয়োজনীয়তা জানতে ও জানাতে পারা।

১০) আনুষঙ্গিক ছোটোখাটো দু-একটি পরীক্ষা করতে পারা।

১১) পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক বুঝতে পারা।

সম্ভাব্য পিরিয়ড সংখ্যা ঃ পঠন-পাঠন- ২০, পর্যবেক্ষণ ও অনুশীলন — ৬ তাৎক্ষণিক একক ভিত্তিক ও সাময়িক মূল্যায়ন - ৪, মোট - ৩০।

পাঠ-একক দুইঃ সূর্য, পৃথিবী ও চাঁদ

উপ-একক ঃ ক) পৃথিবীর আকৃতি — পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে।

খ) পৃথিবী সূর্য থেকে আলো ও তাপ পায়।

গ) আলো ও ছায়ার সম্পর্ক।

ঘ) পৃথিবীর উপর দিন ও রাত্রি কেমন করে হয়।

ঙ) চাঁদ পৃথিবীর চার দিকে ঘোরে এবং চাঁদের নিজের আলো নেই।

চ) রাতের আকাশে চাঁদের আকার ও আকৃতির পরিবর্তন।

কাম্য সামর্থ্য ঃ ১) পৃথিবী যে গোলাকৃতি (আসলে গোলকাকৃতি) তা বুঝতে পারা।

২) পৃথিবীর উপরিতল কেন চ্যাপ্টা বা সমতল মনে হয় তা জানাতে পারা।

৩) পৃথিবী যে সূর্যের চারদিকে ঘোরে তা বুঝতে ও বোঝাতে পারা।

৪) সূর্য পৃথিবীকে আলো ও তাপ দেয় তা শনাক্ত করতে পারা এবং আলো ও তাপের জানা উৎস সমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত করা।

৫) ছায়ার উৎপত্তির কারণ ব্যাখ্যা করতে পারা।

৬) দিনের বিভিন্ন সময়ে কোনো বস্তুর ছায়ার দৈর্ঘ্যের তারতম্য বুঝতে ও বোঝাতে পারা।

৭) পৃথিবী নিজের অক্ষের চারদিকে ঘোরার জন্য দিন ও রাত্রি হয়, তা বুঝতে পারা এবং সেই সময় পৃথিবীর অন্য যে সব স্থানে রাত্রি বা দিন হয় তার ধারণা লাভ করা ও বলে এবং লিখে জানাতে পারা।

৮) চাঁদ যে পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে রাতের আকাশ থেকে তার ধারণা লাভ করা ও বলে এবং লিখে জানাতে ও জানাতে পারা।

৯) অমাবস্যা থেকে পূর্ণিমা এবং পূর্ণিমা থেকে অমাবস্যা পর্যন্ত চাঁদের আকার ও আকৃতির বৃদ্ধি ও হ্রাসের কারণ জানতে পারা।

১০) চাঁদের গায়ে কালো কালো দাগের ব্যাখ্যা এবং চাঁদ থেকে পৃথিবীকে কেমন দেখায় সে সম্পর্কে সাধারণ বিবরণ দিতে পারা।

১১) প্রাসঙ্গিক দু-একটি ছোটোখাটো পরীক্ষা করতে পারা।

সম্ভাব্য পিরিয়ড সংখ্যা ঃ পঠন-পাঠন- ১২, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুশীলন এবং মূল্যায়ন - ৫, মোট - ১৭।

পাঠ-একক তিন ঃ বল ও কার্য

ক) বলের দ্বারা কাজ।

খ) বল — কম ও বেশি।

গ) গতি ও বাধা — সরল যন্ত্রের ব্যবহার।

কাম্য সামর্থ্য ঃ ১) কোনো কাজ করতে হলে যে বলের প্রয়োজন হয় তা বুঝতে পারা।

২) সাধারণ কাজ ও বিজ্ঞানের কাজের মধ্যে পার্থক্য জানতে পারা।

৩) সহজ পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন কাজের জন্য যে কম বা বেশি বলে প্রয়োজন হয়, তা শনাক্ত করতে পারা।

৪) ধাক্কা, টান এবং পাক বা মোচড়ের মাধ্যমে বলের তারতম্যের উদাহরণ দিতে পারা।

৫) প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে ছোটোখাটো পরীক্ষা করতে পারা।

সম্ভাব্য পিরিয়ড সংখ্যা ঃ পঠন-পাঠন- ৬, পরীক্ষা ও অনুশীলন - ৫, সাময়িক মূল্যায়ন - ৪, মোট - ১৫।

পাঠ-একক চার ঃ আমাদের দেহ

উপএকক ঃ ক) আমাদের দেহের বিভিন্ন অঙ্গ ও তাদের কাজ।

খ) বিভিন্ন অঙ্গের কাজের মধ্যে সমন্বয়।

গ) অঙ্গ সঞ্চালন ও শরীরের যত্ন।

কাম্য সামর্থ্য ঃ ১) আমাদের দেহের মুখ্য তিনটি ভাগ বা অংশ এবং চোখ, কান, নাক, দাঁত, চুল এবং হাত ও পায়ের কাজ সম্পর্কে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করা এবং বিভিন্ন অঙ্গের কাজের মধ্যে যে সমন্বয় রয়েছে তা শনাক্ত করতে পারা।

২) সঠিক অঙ্গ সঞ্চালন, সহজ ব্যায়াম ও শরীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার নিয়মিত অভ্যাসের মাধ্যমে সু-স্বাস্থ্য গঠনের উপায় আয়ত্ত করতে পারা।

৩) সক্রিয়তার মাধ্যমে এসব বিষয় বোঝা।

সম্ভাব্য পিরিয়ড সংখ্যা ঃ পঠন-পাঠন- ১০, অনুশীলন - ৬, সাময়িক মূল্যায়ন - ২, মোট - ১৮।

পাঠ-একক পাঁচ ঃ স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য জল, খাদ্য ও বায়ুর ভূমিকা

উপএকক ঃ ক) জলের বিভিন্ন উৎস।

খ) পানীয় জলের প্রয়োজনীয়তা এবং গ্রাম ও শহরে কীভাবে পানীয় জল পাওয়া যায়, তা জানা।

গ) জলদূষণ, জলবাহিত কয়েকটি সাধারণ রোগের সংক্রমণ ও সম্ভাব্য প্রতিকার।

ঘ) জলের অপচয় নিবারণের প্রয়োজনীয়তা।

ঙ) বিশুদ্ধ খাদ্য গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা এবং অখাদ্য-কুখাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে রোগ সংক্রমণ ও তার সম্ভাব্য প্রতিকার।

চ) সংক্রামক রোগগুলির মধ্যে সাধারণত আমাশয়, আন্ত্রিক, ইনফ্লুয়েঞ্জা, খোস-পাঁচড়া, দাদ, হাম, মাম্‌স, ম্যালেরিয়া ইত্যাদির বিষয়ে জানা।

ছ) স্বাস্থ্য বিধিপালন ও সু-অভ্যাস গঠন।

জ) স্থানীয়ভাবে মাটি, জল, বায়ু এসবের দূষণের সম্ভাব্য কারণ এবং সম্ভাব্য প্রতিকার পন্থা। ভূমিক্ষয় ও তার সম্ভাব্য প্রতিকার পন্থা।

কাম্য সামর্থ্য ঃ ১) আমাদের জীবনে জলের গুরুত্ব বুঝতে পারা।

২) গ্রাম ও শহরের পানীয় জলের বিভিন্ন উৎস সম্বন্ধে জানা এবং পানীয় জল গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারা।

৩) জলের উৎসগুলিতে (যেমন পুকুর, কুয়ো, নদী ইত্যাদি) জল কীভাবে দূষিত হয় তা শনাক্ত করতে পারা এবং জল-বাহিত বিভিন্ন রোগ সম্পর্কে জানতে পারা।

৪) জল বিশুদ্ধ রাখার জন্য কী কী করণীয় সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারা।

৫) বিশুদ্ধ ও সুষম খাদ্য বিষয়ে জানা এবং খাদ্য কীভাবে দূষিত হয় তার কারণগুলি জানা ও বলে এবং লিখে জানাতে পারা।

৬) দূষিত খাদ্য গ্রহণের ফলে যে সব অসুখ হতে পারে, সে বিষয়ে জানা ও জানাতে পারা।

৭) বিশুদ্ধবায়ু গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা, বায়ু দূষিত হওয়ার কারণগুলি সম্পর্কে জানা এবং বায়ু-বাহিত রোগের হাত থেকে কীভাবে রেহাই পাওয়া যায় সে বিষয়ে জানতে পারা।

৮) উপযুক্ত খাদ্য, বিশুদ্ধ জল ও বায়ু গ্রহণের সাথে সাথে নিয়মিত ব্যায়াম ও কয়েকটি সু-অভ্যাস গঠনের মাধ্যমে সু-স্বাস্থ্য অর্জন করা এবং স্বাস্থ্য বিধিগুলি নিয়মিত পালনের মানসিকতা গড়ে তোলা।

৯) সক্রিয়তার মাধ্যমে বিষয়গুলি সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারা।

১০) পরিবেশ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ। ভূমিক্ষয় রোধে বৃক্ষরোপণ, বনসৃজনের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে ও বোঝাতে পারা।

সম্ভাব্য পিরিয়ড সংখ্যা ঃ পঠন-পাঠন- ১৪, অনুশীলন — ৪, সাময়িক মূল্যায়ন - ২, মোট - ২০।

প্রকৃতি বিজ্ঞান

চতুর্থ শ্রেণি (শিক্ষার্থীর বয়স আনুমানিক বছর ৮ +)

প্রস্তাবিত পাঠ্যসূচি

পাঠ-একক এক ঃ প্রাণী ও উদ্ভিদ — প্রাণী

উপএকক ঃ ক) প্রাণীর প্রকারভেদ — মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী।

খ) একটি মেরুদণ্ডী প্রাণীর দেহের সাধারণ গঠন - মাছ।

গ) অপর মেরুদণ্ডী প্রাণীদের সম্পর্ক সাধারণ ধারণা, উদাহরণ সহ।

ঘ) একটি অমেরুদণ্ডী প্রাণীর দেহের সাধারণ গঠন- কেঁচো।

ঙ) অপর অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের সম্পর্কে সাধারণ ধারণা—উদাহরণ সহ।

কাম্য সামর্থ্য ঃ ১) প্রাণীদের সাধারণভাবে মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণী হিসেবে শনাক্ত করতে পারা।

২) একটি মেরুদণ্ডী ও একটি অমেরুদণ্ডী প্রাণীর সাধারণ গঠন বুঝতে পারা এবং অন্যান্য প্রাণীদের অনুরূপভাবে শনাক্ত করতে পারা।

৩) কোনো প্রাণীকেই যে অযথা উত্যক্ত করা উচিত নয়, তা অনুধাবন করে বলে ও লিখে বোঝাতে পারা।

সম্ভাব্য পিরিয়ড সংখ্যা ঃ পঠন-পাঠন- ৮, অনুশীলন ও সাময়িক মূল্যায়ন - ৩, মোট - ১১।

পাঠ-একক দুই ঃ উদ্ভিদ

উপ-একক ঃ ক) উদ্ভিদের প্রকারভেদ — সপুষ্পক ও অপুষ্পক।

খ) একটি সপুষ্পক উদ্ভিদের সাধারণ গঠন।

গ) অন্যান্য সপুষ্পক উদ্ভিদ সম্পর্কে সাধারণ ধারণা—উদাহরণ সহ

ঘ) একটি অপুষ্পক উদ্ভিদের সাধারণ গঠন।

ঙ) অন্যান্য অপুষ্পক উদ্ভিদ সম্পর্কে সাধারণ ধারণা - উদাহরণ সহ।

চ) বীজ ও বীজের অঙ্কুরোদ্‌গম।

ছ) উদ্ভিদের খাদ্য গ্রহণ ও বৃদ্ধি।

জ) আমাদের জীবনে উদ্ভিদের অবদান, বৃক্ষরোপন ও রক্ষণ, বনসংরক্ষণ ও বনসৃজনের প্রয়োজনীয়তা।

ঝ) প্রাণী ও উদ্ভিদের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা।

কাম্য সামর্থ্য ঃ ১) উদ্ভিদের সাধারণভাবে সপুষ্পক ও অপুষ্পক উদ্ভিদ হিসাবে শনাক্ত করতে পারা।

২) একটি সপুষ্পক ও একটি অপুষ্পক উদ্ভিদের সাধারণ গঠন শনাক্ত করতে পারা এবং অন্যান্য উদ্ভিদের অনুরূপভাবে শনাক্ত করতে পারা ও বলে এবং লিখে জানাতে পারা।

৩) বীজের অঙ্কুরোদ্‌গমের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলি সম্পর্কে জানতে পারা এবং পরীক্ষার মাধ্যমে তা নিশ্চিত করা।

৪) উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা পরীক্ষার মাধ্যমে শনাক্ত করতে পারা।

৫) মানবজীবনে উদ্ভিদের অবদান এবং প্রাণী ও উদ্ভিদের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বুঝতে পারা। বৃক্ষরোপণ, বনসংরক্ষণ ও বনসৃজনের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারা এবং এ বিষয়ে কিছুটা প্রয়োগ সামর্থ্য অর্জন করতে পারা।

৬) পরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এসব বিষয় সম্যক্ বুঝতে ও বোঝাতে পারা।

সম্ভাব্য পিরিয়ড সংখ্যা ঃ পঠন-পাঠন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা - ১৬, অনুশীলন ও সাময়িক মূল্যায়ন - ৩, মোট - ১৯।

পাঠ-একক তিন ঃ শক্তি, বল ও কার্য

ক) খাদ্য, শক্তি বল ও কার্যের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক।

খ) বিভিন্ন প্রকার শক্তির ব্যবহার — বায়ুশক্তি, জল শক্তি, তাপশক্তি, বাষ্প শক্তি ও তড়িৎ বা বিদ্যুৎ শক্তি।

গ) ওজন ও পৃথিবীর টান।

কাম্য সামর্থ্য ঃ ১) খাদ্য গ্রহণের ফলে শক্তি উৎপন্ন হওয়া এবং সেই শক্তি থেকে বল ও বলের দ্বারা কার্য সম্পন্ন করার সম্পর্ক জানতে ও জানাতে পারা।

২) আমাদের প্রয়োজনে বিভিন্ন প্রকার শক্তির ব্যবহার সম্পর্কে জানতে পারা।

৩) ছোটোখাটো পরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিষয়গুলি সম্যক্‌ভাবে বুঝতে ও বোঝাতে পারা।

সম্ভাব্য পিরিয়ড সংখ্যা ঃ পঠন-পাঠন- ১১, অনুশীলন ও সাময়িক মূল্যায়ন - ৪, মোট - ১৫।

পাঠ-একক চার ঃ তাপের প্রভাব

উপএকক ঃ ক) তাপের প্রভাবে সব জিনিস সমানভাবে গরম হয় না।

খ) তাপে বস্তুর আয়তন বৃদ্ধি এবং পদার্থের অবস্থার পরিবর্তন।

গ) তাপমাত্রা মাপার যন্ত্র — থার্মোমিটার।

ছ) জল- মেঘ ও বৃষ্টি — জলচক্র।

কাম্য সামর্থ্য ঃ ১) তাপের প্রভাবে পদার্থের কী কী পরিবর্তন হয়, তা পরীক্ষা করে দেখাতে পারা।

২) সমান তাপে সব জিনিস সমান গরম হয় না, তা পরীক্ষার মাধ্যমে জানা ও জানাতে পারা।

৩) থার্মোমিটারের গঠন ও ব্যবহার জানা এবং তাদের প্রয়োগ করতে পারা।

৪) জল থেকে বাষ্প, মেঘ ও বৃষ্টির উৎপত্তির কারণ পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জানা ও ব্যাখ্যা করতে পারা। বিভিন্ন স্থানে জলচক্র ক্রিয়াশীল থাকা সত্ত্বেও জলের অভাব ঘটে কেন তা বোঝা।

সম্ভাব্য পিরিয়ড সংখ্যা ঃ পঠন-পাঠন- ১০, অনুশীলন ও সাময়িক মূল্যায়ন - ৫, মোট - ১৫।

পাঠ-একক পাঁচ ঃ আকাশ ও নক্ষত্র

উপএকক ঃ ক) দিন ও রাত্রের আকাশ।

খ) সূর্য - একটি নক্ষত্র।

গ) নক্ষত্র ও নক্ষত্র মণ্ডল।

ঘ) গ্রহ- গ্রহ ও নক্ষত্রের পার্থক্য।

ঙ) চাঁদ - পৃথিবীর উপগ্রহ।

চ) আহ্নিক ও বার্ষিক গতি।

ছ) ঋতু পরিবর্তন।

কাম্য সামর্থ্য ঃ ১) দিন ও রাত্রের আকাশ পর্যবেক্ষণ করতে শেখা।

২) আকাশে বিভিন্ন নক্ষত্রের অবস্থান পর্যবেক্ষণ করতে শেখা।

৩) বিভিন্ন গ্রহ ও উপগ্রহের আকার, দূরত্ব, গতি ও আলোর উৎস সংক্রান্ত তথ্য জানা ও উল্লেখ করতে পারা।

৪) দিন ও রাত্রি এবং ঋতু পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারা।

৫) চাঁদের আকার, আকৃতি, অবস্থান ও আলোর উৎস সম্পর্কে জানা ও বলে এবং লিখে জানাতে পারা।

৬) এ সব বিষয় সম্পর্কিত ছোটোখাটো পরীক্ষা করতে পারা।

সম্ভাব্য পিরিয়ড সংখ্যা ঃ পঠন-পাঠন ও পর্যবেক্ষণ- ১৪, অনুশীলন ও মূল্যায়ন - ৪, মোট - ১৮।

পাঠ-একক ছয় ঃ মানবদেহের প্রধান কয়েকটি শারীরিক প্রক্রিয়া

উপএকক ঃ ক) মানব দেহের কয়েকটি প্রধান শারীরিক প্রক্রিয়া

খ) শ্বাসকার্য।

গ) পুষ্টি ও বৃদ্ধি।

কাম্য সামর্থ্য ঃ ১) মানবদেহের কয়েকটি প্রধান শারীরিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানা ও জানাতে পারা।

২) আমাদের শ্বাসকার্য কীভাবে চলে সে বিষয়ে জানা ও জানাতে পারা।

৩) আমাদের শরীরের পুষ্টি ও বৃদ্ধি কীভাবে হয়, সে বিষয়ে জানা ও জানাতে পারা।

৪) শারীরিক প্রক্রিয়াগুলি ঠিকমতো না হলে আমরা যে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারি তা বুঝতে ও বোঝাতে পারা।

সম্ভাব্য পিরিয়ড সংখ্যা ঃ পঠন-পাঠন —৭, অনুশীলন ও মূল্যায়ন - ৪, মোট - ১১।

পাঠ-একক সাত ঃ সাধারণ নিরাপত্তা বিধি

উপএকক ঃ ক) নিরাপত্তা বিধি বলতে কী বোঝায়।

খ) পথ চলার সাধারণ নিয়ম ও সতর্কতা।

গ) আগুন ও ধারালো অস্ত্র ব্যবহারে ক্ষেত্রে সতর্কতা।

ঘ) বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাবধানতা।

ঙ) রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্কতা।

চ) জলাশয়ে ও নদীতে নামা এবং অধিক উঁচু কোনো স্থানে আরোহণ করার ক্ষেত্রে সাবধানতা।

কাম্য সামর্থ্য ঃ ১) পথ চলার কয়েকটি সাধারণ নিয়ম সম্পর্কে জানা ও জানাতে পারা।

২) পথ দুর্ঘটনা, জল, আগুন, ধারালো অস্ত্র ব্যবহার, উচ্চস্থানে আরোহণের ক্ষেত্রে যে সব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে সে বিষয়ে সচেতন হওয়া।

৩) বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে কীরূপ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে সে বিষয়ে জানা ও বলে এবং লিখে জানাতে পারা।

৪) নদী সমুদ্রসহ যে-কোনো জলাশয়ে নামার ক্ষেত্রে সাবাধানতা অবলম্বন করার বিষয়ে বোঝা ও বোঝাতে পারা।

৫) নিজেদের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাওয়া এবং অপরকে দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা করার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা এবং সে বিষয়ে সতর্ক করতে পারা

সম্ভাব্য পিরিয়ড সংখ্যা ঃ পঠন-পাঠন ৬, অনুশীলন ও মূল্যায়ন - ৪, মোট - ১০।

প্রকৃতি বিজ্ঞান

পঞ্চম শ্রেণি (শিক্ষার্থীর বয়স আনুমানিক ৯ + বছর)

প্রস্তাবিত পাঠ্যসূচি

পাঠ-একক এক ঃ উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ ও তাদের কাজ

উপএকক ঃ ক) মূল।
খ) কাণ্ড।
গ) পাতা।
ঘ) ফুল।
ঙ) ফল।

কাম্য সামর্থ্য ঃ পরিবেশে কয়েকটি পরিচিত উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশের নাম, গঠন ও তাদের কাজ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা। এসব সম্পর্কিত পর্যবেক্ষণ বা ছোটোখাটো পরীক্ষা করতে পারা।

সম্ভাব্য পিরিয়ড সংখ্যা ঃ পঠন-পাঠন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা- ৩, অনুশীলন ও মূল্যায়ন - ২, মোট - ৫।

পাঠ-একক দুই ঃ কয়েকটি প্রাণীর জীবন চক্র

উপএকক ঃ ক) ব্যাং।
খ) প্রজাপতি।
গ) মৌমাছি।

কাম্য সামর্থ্য ঃ প্রাণীগুলির জীবনের পর্যায়ক্রমিক বিভিন্ন দশা এবং তাদের জীবন চক্র সম্পর্কে ধারণা লাভ করে বলে ও লিখে জানাতে এবং বোঝাতে পারা।

সম্ভাব্য পিরিয়ড সংখ্যা ঃ পঠন-পাঠন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা- ৭, অনুশীলন ও মূল্যায়ন - ৩, মোট - ১০।

পাঠ-একক তিন ঃ সৌরশক্তি, তড়িৎ / বিদ্যুৎ শক্তি, চুম্বক-শক্তি

উপএকক ঃ ক) সৌরশক্তি।
খ) তড়িৎ / বিদ্যুৎ শক্তি।
গ) চুম্বক শক্তি।
ঘ) শক্তিসংকট এবং দু-একটি অপ্রচলিত শক্তির উৎস।

কাম্য সামর্থ্য ঃ উল্লিখিত তিনটি শক্তির বিভিন্ন রূপ এবং দৈনন্দিন জীবনে তাদের ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্পর্কে জানতে পারা। দু-একটি অপ্রচলিত শক্তির উৎস সম্পর্কে জানা।

সম্ভাব্য পিরিয়ড সংখ্যা ঃ পঠন-পাঠন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা- ১২, অনুশীলন ও মূল্যায়ন - ৬, মোট - ১৮।

পাঠ-একক চার ঃ সাধারণ জীবনযাত্রাকে স্বচ্ছন্দময় করার জন্য ব্যবহৃত কয়েকটি সরল যন্ত্র ও তাদের প্রয়োগ কৌশল

উপএকক ঃ ক) যন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা এবং যন্ত্র কী করে কাজ করে।
খ) কয়েকটি পরিচিত সরল যন্ত্র ও তাদের প্রয়োগ কৌশল।

কাম্য সামর্থ্য ঃ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করা হয় এমন কয়েকটি সরলযন্ত্রের ব্যবহার ও যন্ত্র ব্যবহারের সুবিধা সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে পারা।

সম্ভাব্য পিরিয়ড সংখ্যা ঃ পঠন-পাঠন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা- ৩, অনুশীলন ও মূল্যায়ন - ২, মোট - ৫।

পাঠ-একক পাঁচ ঃ পরিমাপের বিভিন্ন একক

উপএকক ঃ ক) ভর ও ওজন।

খ) দৈর্ঘ্যের পরিমাপ।

গ) তরল বস্তুর আয়তনের পরিমাপ।

কাম্য সামর্থ্য ঃ ১) ভর, ওজন, দৈর্ঘ্য ও আয়তনের পরিমাণ পদ্ধতি ও তাদের একক সম্পর্কে ধারণা লাভ ও দৈনন্দিন জীবনে তাদের ব্যবহারের সুবিধা সম্পর্কে জানতে ও জানাতে পারা।

২) ভর ও ওজনের পার্থক্য বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা লাভ করে বলে ও লিখে জানাতে পারা।

সম্ভাব্য পিরিয়ড সংখ্যা ঃ পঠন-পাঠন- ৪, অনুশীলন ও মূল্যায়ন - ২, মোট - ৬।

পাঠ-একক ছয় ঃ সূর্য, পৃথিবী ও চন্দ্রের অবস্থান, আবর্তন ও আকর্ষণ

উপএকক ঃ ক) সূর্যগ্রহণ।

খ) চন্দ্রগ্রহণ।

গ) জোয়ার-ভাটা।

ঘ) কয়েকটি নক্ষত্র মণ্ডলের অবস্থা।

ঙ) সপ্তর্ষিমণ্ডল ও ধ্রুবতারা।

চ) লঘু সপ্তর্ষিমণ্ডল।

ছ) ক্যাসিওপিয়া।

ঘ) কালপুরুষ।

কাম্য সামর্থ্য ঃ ১) সূর্য গ্রহণ ও চন্দ্র গ্রহণের কার্যকারণ জানতে ও জানাতে পারা।

২) জোয়ার ভাটা কীভাবে হয় সে বিষয়ে জেনে বলে ও লিখে জানাতে পারা।

৩) রাতের আকাশে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে দেখা যায় এমন কয়েকটি নক্ষত্র মণ্ডলের অবস্থান এবং তাদের সম্পর্কে ধারণা লাভ করা ও বলে বা লিখে জানাতে পারা।

৪) একটি ছোটোখাটো দু-একটি পরীক্ষা করতে পারা এবং আঁকতে পারা।

সম্ভাব্য পিরিয়ড সংখ্যা ঃ পঠন-পাঠন ও পর্যবেক্ষণের সংকেত - ৬, অনুশীলন ও মূল্যায়ন - ২, মোট - ৮।

পাঠ-একক সাত ঃ পাথর এবং মাটির প্রকার ভেদ ও খনিজ পদার্থ

উপএকক ঃ ক) শিলা।

খ) মটির উৎপত্তি ও প্রকারভেদ।

গ) খনিজ পদার্থ।

কাম্য সামর্থ্য ঃ ১) শিলা ও পাথর সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণালাভ করতে পারা ও লিখে আলোচনা করতে পারা।

২) মাটির উৎপত্তি ও প্রকারভেদ সম্পর্কে জানা ও জানাতে পারা।

৩) কয়েকটি পরিচিত খনিজ পদার্থের উৎস ও ব্যবহার সম্পর্কে সাধারণ ভাবে জানতে এবং বলে বা লিখে জানাতে পারা।

৪) এ সব প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার এবং অপচয় নিবারণ জরুরি, এটি উপলব্ধি করা এবং সে বিষয় বলে ও লিখে জানাতে পারা।

সম্ভাব্য পিরিয়ড সংখ্যা ঃ পঠন-পাঠন ও পর্যবেক্ষণ- ৫, অনুশীলন ও মূল্যায়ন - ২, মোট - ৭।

পাঠ-একক আট ঃ মানবদেহের কতকগুলি প্রধান শারীরিক প্রক্রিয়া

উপএকক ঃ ক) রক্ত সংবহন প্রক্রিয়া।

খ) রেচন প্রক্রিয়া।

কাম্য সামর্থ্য ঃ ১) মানবদেহে রক্ত সংবহণ ও রেচন প্রক্রিয়া সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করা।

২) সকল মানুষের রক্তের রঙ ও মূল গঠন এক - এটি বুঝতে পারা।

সম্ভাব্য পিরিয়ড সংখ্যা ঃ পঠন-পাঠন - ৪, অনুশীলন ও মূল্যায়ন - ২, মোট - ৬।

পাঠ-একক নয় ঃ পরিবেশ দূষণ ও তার প্রতিকার

উপএকক ঃ ক) পরিবেশ দূষণ বলতে কী বোঝায়?

খ) মাটি জল, বাতাস, শব্দ এসবের দূষণগুলির সাধারণ কয়েকটি কারণ ও সম্ভাব্য প্রতিকার পন্থা।

গ) পরিবেশ সংরক্ষণ, বিশেষত বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, সম্পদের অপচয় রোধ।

কাম্য সামর্থ্য ঃ ১) পরিবেশ দূষণের কারণগুলি জানতে এবং দূষণ প্রতিরোধ শিক্ষার্থীদের নিজেদের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন হতে পারা।

২) বিভিন্ন ধরণের পরিবেশ দূষণের সম্ভাব্য প্রতিকার পন্থা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা এবং তা বলে ও লিখে জানাতে পারা।

৩) বনসংরক্ষণ ও প্রাকৃতিক সম্পদগুলির অপচয় নিবারণের প্রয়োজনীয়তা বোঝা এবং বলে বা লিখে বোঝাতে পারা।

সম্ভাব্য পিরিয়ড সংখ্যা ঃ পঠন-পাঠন- ৫, অনুশীলন ও মূল্যায়ন - ২, মোট - ৭।

পাঠ-একক দশ ঃ মানবজীবনে বিজ্ঞানের প্রভাব এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন কয়েকজন বিজ্ঞানীর সংক্ষিপ্ত জীবনী ও আবিষ্কার।

উপএকক ঃ ক) মানবজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অবদান — কৃষিকার্যে, শিল্পে, পরিবহনে, চিকিৎসাশাস্ত্রে এবং দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে।

খ) কয়েকজন যুগান্তকারী বিজ্ঞানীর জীবনী ও বিশেষ আবিষ্কার বিষয়ে জানতে পারা।

কাম্য সামর্থ্য ঃ ১) দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রয়োগ করতে পারা।

২) কয়েকজন ভারতীয় বিজ্ঞানীসহ কয়েকজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বৈজ্ঞানিকের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাঁদের আবিষ্কার সম্পর্কে জানা এবং বলে বা লিখে জানাতে পারা ও প্রেরণালাভ করতে পারা।

সম্ভাব্য পিরিয়ড সংখ্যা ঃ পঠন-পাঠন - ১০, অনুশীলন ও মূল্যায়ন - ৪, মোট - ১৪।

প্রকৃতি বিজ্ঞান

মূল্যায়ন

১। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম প্রতিটি শ্রেণির সব বিষয় বস্তুকে (পাঠ্যসূচি) তিনটি পর্বে বিভক্ত করা হবে।

২। সাময়িক মূল্যায়ন তিনটি পর্বে গৃহীত হবে

ক) প্রথম পর্ব ঃ মে - আগস্ট।

খ) দ্বিতীয় পর্ব ঃ সেপ্টেম্বর - ডিসেম্বর।

গ) তৃতীয় পর্ব ঃ জানুয়ারি - এপ্রিল।

তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী

৩। প্রতি পর্বে লিখিত ও মৌখিক মূল্যায়ন, পূর্ণ সংখ্যা - ৫০, লিখিত - ৪০, মৌখিক - ১০।

পঞ্চম শ্রেণী ঃ লিখিত - ৮০, মৌখিক - ২০

৪। মূল্যায়ন হবে চার প্রকারের

ক) তাৎক্ষণিক মূল্যায়ন (উপ-এককের উপর ভিত্তি করে)।

খ) একক ভিত্তিক মূল্যায়ন (বা একক-অভীক্ষণ)।

গ) সাময়িক মূল্যায়ন (পর্বে নির্দিষ্ট এককগুলির উপর ভিত্তি করে)।

ঘ) শিক্ষাবর্ষের শেষ পর্যায়ে তৃতীয় পর্বে হবে সামগ্রিক মূল্যায়ন।

কোনো পর্বে ২টির বেশি লিখিত পরীক্ষা নেওয় যাবে না। আর প্রতিটি পর্বে অন্তত ১টি লিখিত পরীক্ষা নিতেই হবে। লিখিত পরীক্ষা ২টি হলে ২০ নম্বর করে প্রতিটি এবং ১টি পরীক্ষা নিলে, লিখিত পরীক্ষার নম্বর হবে ৪০। উভয়ক্ষেত্রেই ১টি করে ১০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা নিতে হবে। তৃতীয় পর্বের মূল্যায়ন শেষে মূল্যায়ন পত্রে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরকে শতকরা হিসেবে পরিবর্তন করে (অর্থাৎ দ্বিগুণ করে) লিখতে হবে এবং তার সমান গুণগত মান (গ্রেড - ক, খ, গ ইত্যাদি) বসাতে হবে।

৫। ক) তাৎক্ষণিক মূল্যায়ন পঠন-পাঠন চলাকালীন হবে।

খ) পর্ব-ভিত্তিক সাময়িক মূল্যায়নের জন্য প্রাপ্তব্য দিন সংখ্যা ও প্রাপ্তব্য পিরিয়ড পূর্বেই নির্দিষ্ট করে রাখতে হবে।

৬। সামর্থ্যের উপর ভিত্তি করে মূল্যায়নের প্রশ্নপত্র তৈরি করতে হবে। প্রশ্ন হবে - নৈর্ব্যক্তিক, সংক্ষিপ্ত এবং অতি সংক্ষিপ্ত।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ প্রতিটি ধরনের মূল্যায়নের পরেই সংশোধনী পাঠের ব্যবস্থা করতে হবে। (অর্জিত হয়নি এমন সামর্থ্য সমূহের দিকে লক্ষ রেখে) প্রকৃতি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মূল্যায়নের সময় বিশেষ ভাবে লক্ষ রাখতে হবে ঃ

হাতে-কলমে কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন।

বিভিন্ন পরীক্ষামূলক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন।

পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মূল্যায়ন।

পঠন-পাঠনের জন্য কমপক্ষে মোট কার্য-দিবস ২০০ দিন ধরা হয়েছে।

পর্ব অনুযায়ী মোট দিন সংখ্যাকে তিনটি ভাগে ভাগ করে নিতে হবে।

প্রকৃতি বিজ্ঞানের জন্য প্রাপ্তব্য পিরিয়ডকে পর পর দুটি পিরিয়ড হিসাবে সপ্তাহে অন্তত দু-দিন সময়সূচিতে বিন্যস্ত করতে হবে। এর ফলে হাতে-কলমে সক্রিয়তা ভিত্তিক কাজ ও পর্যবেক্ষণের ঠিক পরে পরেই পঠন-পাঠন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনুকূল পরিবেশ তৈরি হবে।

প্রকৃতি বিজ্ঞান অধ্যয়নে কাম্য মূল্যবোধ

১। মানুষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব হলেও মানুষের জীবন যাত্রায় পরিবেশের বিভিন্ন জড় বস্তু এবং অন্যান্য প্রাণী ও উদ্ভিদের অবদান সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং তাদের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা।

২। প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য গাছপালা লাগানো ও গাছপালা বাঁচানোর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা।

৩। বিশ্বের আঙিনায় যে সব ঘটনা ঘটে চলেছে তাদের কার্য-কারণ সম্পর্ক সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা এবং প্রচলিত অন্ধ সংস্কার ও কুসংস্কার মুক্ত হয়ে যুক্তি নির্ভর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠা এবং বিজ্ঞানমনস্ক হওয়া।

৪। মানুষের বেঁচে থাকার তাগিদে দূষণ মুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিজ নিজ কর্তব্য সচেতন হওয়া এবং সেই কর্তব্য পালনে উদ্যোগী হওয়া।

৫। কোনো বস্তু বা ঘটনাকে বিশেষভাবে দেখার আগ্রহ ও গভীরভাবে জানবার ইচ্ছা এবং বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা গড়ে ওঠা। ছোটোখাটো সমস্যা সমাধানের দক্ষতা অর্জন করা।

৬। মানুষের জীবনযাত্রাকে সুখ স্বচ্ছন্দময় করে তোলার জন্য শ্রমের সাথে যুক্ত যে কোনো শ্রেণীর শ্রমজীবী মানুষের প্রতি সংবেদনশীল ও শ্রদ্ধাশীল হওয়া। বিজ্ঞানের অগ্রগতি মানবজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন উন্নয়ন ঘটিয়েছে (কৃষিতে, শিল্পে, পরিবহনে, চিকিৎসা জগতে, শক্তিসঙ্কট সমস্যায়, মহাকাশ গবেষণা ইত্যাদি ক্ষেত্রে), তেমনই বিজ্ঞানের কিছু অপপ্রয়োগ মানবসভ্যতার ক্ষেত্রে বিপর্যয়ের আশঙ্কা তৈরি করেছে। (যেমন - বিধ্বংসী মারণাস্ত্র, রাসায়নিক অস্ত্র, পরিবেশ দূষণের সমস্যা সৃষ্টি ইত্যাদি) - এসব উপলব্ধি করা। যুদ্ধবিরোধী ও শান্তিকামী মনোভাব গড়ে ওঠা।

৭। বিজ্ঞান শিক্ষার প্রভাব মানবজীবনে অনুভব করে মানুষের মধ্যে কোনোরূপ ভেদাভেদ না করে মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখা এবং অন্যান্য জড়, প্রাণী ও উদ্ভিদের ক্ষেত্রে সৃষ্টি-রহস্যে তাদের অবদানের এবং পারস্পরিক নির্ভরশীলতার নিরিখে তাদের প্রতি সংবেদনশীল হওয়া। একসাথে মিলেমিশে বেঁচে থাকতে শেখা (Learning to live together)।

৮। বিভিন্ন ক্ষেত্রে পালনীয় নিরাপত্তা বিধি মেনে চলার মানসিকতা গড়ে তোলার সাথে সাথে সম্ভাব্য বিপর্যয় এড়ানো সম্পর্কে সচেতন হওয়া।

৯। সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি পালনে এবং ব্যক্তিগত ও নিকট পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার সামর্থ্য অর্জন করা।

১০। দেশ-কাল, জাত-পাত, ধর্ম-নাস্তিকতা নির্বিশেষে সমগ্র বিশ্বের মানুষ যে বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে একই প্রজাতি, এটি বোঝা এবং মস্তিষ্কের গঠন ও রক্তের রং, মূল গঠনের দিক থেকে মানুষে মানুষে যে প্রভেদ নেই, এটি জানতে ও উপলব্ধি করতে পারা।

প্রথম ভাগ ঃ

তৃতীয় অধ্যায়

(ক) পাঠ্যপুস্তক ও কর্মপুস্তক প্রণয়ন সম্পর্কিত কিছু দিক্ নির্দেশিকা ঃ

১। নির্দেশিকা প্রস্তুতকরণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সাধারণ ক-টি বিষয় —

ক) পাঠ্যপুস্তক হবে আধুনিক ও সহজবোধ্য - শিশু মনস্তত্ত্বের দিকে লক্ষ রেখে। শিশুর নিজস্ব গ্রহণ ক্ষমতার উপর গুরুত্ব দিতে হবে। অর্থাৎ এটি হবে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষাধারার দৃষ্টিভঙ্গিতে রচিত।

খ) পাঠ্যগ্রন্থ যতদূর সম্ভব স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয় — কাম্য সামর্থ্য ভিত্তিক, সক্রিয়তাভিত্তিক (শিক্ষার্থী-শিক্ষক সহযোগে হাতে—কলমে করার বিষয়), বিস্তৃত শিখন ব্যবস্থা (অনুশীলন অংশে স্বশিখনের আয়োজন সহ), পাঠ্যোপকরণের (স্বল্প ও বিনামূল্যের) উল্লেখ, পাঠকে আনন্দময় ও কার্যকর করার জন্য বিভিন্ন উপায়ের আয়োজন।

গ) **ভাষা** — সহজ, সরল, বিশেষত পাঠের বোধগম্যতার ত্রুটি লক্ষিত হয় যে সমস্ত পড়ুয়ার, তাদের দিকে লক্ষ রেখে এবং বিশেষ করে শিখন / অনুশীলনী অংশে। মনে রাখতে হবে, বইগুলি তৈরি হচ্ছে ৫+ থেকে ৯+ পড়ুয়ার জন্য। পাঠ্যগ্রন্থ অবশ্যই **মান্য চলিত ভাষায়** রচিত হবে।

ঘ) অ) **বানান** — সমস্ত (সমস্ত শ্রেণীর এবং সমস্ত বিষয়ের) বইতে একই রকম শব্দের বানান ব্যবহার করতে হবে। (এক্ষেত্রে বাংলা আকাদেমি প্রকাশিত **'আকাদেমি বানান অভিধান'** বইটির সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।)

আ) 'পাঠ' ও 'শিখন' অংশে শব্দ ও বাক্যের যথাযথ প্রয়োগ করতে হবে।

ই) **বাক্য** (সমস্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে) — প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণিতে ক্রমপর্যায়ে বাক্যে শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া যায় - ৩/৪টি দিয়ে শুরু করে পঞ্চম শ্রেণিতে ৮/৯টি বেশি শব্দের বাক্য গঠিত না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

ঈ) পুনর্নবীকৃত পাঠ্যসূচির ভিত্তিতে পাঠ্যগ্রন্থ রচিত হবে।

উ) সমস্ত পাঠ্যগ্রন্থের (সমস্ত শ্রেণির এবং বিষয়ের) আকার (প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি) একই রকমের হবে—প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রম থাকতে পারে। লেখার হরফের আকার মুদ্রণ সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করে ঠিক করতে হবে। বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভিন্ন রকমের হবে।

ঙ) পাঠ্যগ্রন্থগুলিতে প্রয়োজনস্থলে ছবি / চার্ট / মানচিত্র / ছক / বিষয় — তালিকা, শব্দের অর্থ টীকা ইত্যাদি দিতে হবে।

চ) তথ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে - তথ্য যথাযথ হওয়া বাঞ্ছনীয়। ত্রুটিপূর্ণ তথ্য শিক্ষার্থীকে বিভ্রান্ত করতে পারে।

ছ) জাতীয় সংহতির বা বিভিন্ন ধর্ম, ভাষা, আঞ্চলিক সংস্কৃতি, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জীবনচর্যার পরিপন্থী কোনো বিষয়, ঘটনা, শব্দ বা বাক্য যেন ব্যবহার করা না হয়।

জ) পাঠনীয় বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে এগুলির ওপর গুরুত্ব দিতে হবে

১। **মূল্যবোধ ঃ** (অ) মানবিক মূল্যবোধ - জাত-পাত- শ্রেণি-ধর্ম-লিঙ্গ-ভাষা-প্রদেশ বা অন্য কোনো বৈষম্যহীন সমাজব্যবস্থার উপর আলোকপাত করতে হবে।

(আ) প্রকৃতি বিজ্ঞানসহ অন্য বিষয়ের জন্য - পরিবেশ ও স্বাস্থ্য সচেতনতা, পরিবেশের যথাযথ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা-বোধ জাগানো, বিভিন্ন পেশা ও সমাজের সর্বস্তরের মানুষের প্রতি সম্মানবোধ জাগ্রত করা, মানুষে-মানুষে নিকট সম্পর্ক গড়ে তোলার বিষয়, দেশের প্রাচীন সংস্কৃতি ও বর্তমানের অগ্রগতি। যুদ্ধ বিরোধী দিবস - যুদ্ধ নয়, শান্তির জন্য মানুষের সংঘবদ্ধ আন্দোলন - আর হিরোশিমা-নাগাসাকি নয়। বিশ্বের দরবারে ভারতের স্থান, বিজ্ঞান সাধনা, দেশাত্মবোধ, জাতীয় সংহতি সৃষ্টি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, প্রকৃতিপ্রেম, পশুপ্রেম, প্রখ্যাত বিজ্ঞানীর জীবনচরিত ও জীবনের ঘটনার উল্লেখ, মহাপুরুষদের জীবনী ও কর্ম, বাংলা ও ভারতের সাহিত্য-বিজ্ঞান-ইতিহাস, ইতিহাস সচেতনতা সৃষ্টি, আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কিত প্রাথমিক ধারণা, বিজ্ঞানের প্রয়োগ হওয়া উচিত সমাজের কল্যাণের জন্য, ধ্বংসের জন্য নয়, এই উপলব্ধি গড়ে তোলা ইত্যাদি।

(ই) শিশুশ্রম, তথাকথিত ধর্মীয় শিক্ষা, হিংসামূলক বিষয়, পশুশিকার, অযৌক্তিক ভৌতিক গল্প ইত্যাদির ব্যবহার কোনোভাবেই নয়।

(ঈ) শিশু-কল্পনা বৃদ্ধি সহায়ক ঘটনা, কবিতা, গল্প, ছড়া, নান্দনিক ভাব-উদ্দীপক বিষয়। (ভাষার ক্ষেত্রে)

(উ) শিক্ষা বিষয়ক - সাক্ষরতা বৃদ্ধিসহায়ক বিষয়, পরিবেশ উন্নয়নে শিক্ষার্থীর ভূমিকা, শারীরিকভাবে দুর্বল (প্রতিবন্ধী) মানুষের প্রতি সহানুভূতির সঙ্গে আত্মপ্রতিষ্ঠ হবার সুযোগ সম্ভাবনা, নারীজাতির আত্মপ্রতিষ্ঠ প্রয়াস সম্ভাবনা। (ভাষার ক্ষেত্রে)

২। বাংলার আঞ্চলিক সংস্কৃতি ও সমাজ জীবন, ভাষা-সাহিত্য-আচার-লোকজীবন-বিভিন্ন পরব, আদিবাসী মানুষের জীবনচর্যা, ভৌগোলিক অবস্থান-ভারতের ইতিহাসের বৈচিত্র্য-সাহিত্য-বিজ্ঞান সংস্কৃতির পরিচয়। (ভাষা, ইতিহাস, ভূগোল, প্রকৃতি-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে)

৩। বাংলা ছাড়া ভারতের অন্য রাজ্য সম্পর্কেই শুধু নয়, ভারতের প্রতিবেশী দেশ সম্পর্কেও আগ্রহ সৃষ্টি - তাদের সমাজ জীবন, বিজ্ঞান সাধনা ইত্যাদি। (ভাষা-ইতিহাস-ভূগোলের ক্ষেত্রে)

পাঠ্যগ্রন্থের গঠন বিন্যাস ঃ (সমস্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে) বইটি এভাবে তৈরি করতে হবে

১। বইয়ের শুরুতে পড়ুয়ার আত্ম-পরিচিতির উল্লেখ ঃ নাম / মা-বাবার নাম / বিদ্যালয়ের নাম / শ্রেণি / ক্রমিক সংখ্যা / ঠিকানা ইত্যাদি (প্রথম শ্রেণি থেকে চতুর্থ শ্রেণি)

২। সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পাঠ্যসূচির উল্লেখ থাকবে।

৩। পর্বভিত্তিক বাৎসরিক পাঠপরিকল্পনা দিতে হবে প্রতি বিষয় এবং প্রতিটি শ্রেণির জন্যে নির্দিষ্ট গ্রন্থে।

৪। **'শিক্ষিকা-শিক্ষকদের প্রতি'** - এই শিরোনামে একটি পাঠ-নির্দেশ দিতে হবে (কীভাবে বইটির পঠন-পাঠন এবং কৃত্যসূচির ব্যবহার চলবে এই বিষয়ে)

৫। পাঠ্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত পঠনীয় বিষয়ের সূচিপত্র (গদ্য-পদ্য-নাটক, পাঠ ইত্যাদি একক ভিত্তিতে দিতে হবে, অধ্যায় হিসেবে নয়।)

৬। প্রতিটি পাঠের প্রথমে 'পাঠ-একক' উল্লেখ করে পরে একটি শিরোনাম দিতে হবে।

৭। প্রতি পাঠের শুরুতে একক ভিত্তিক কাম্য সামর্থ্যের উল্লেখ থাকবে।

৮। (অ) **মূল পাঠ ঃ** একই সঙ্গে প্রয়োজনস্থলে ছবি / মানচিত্র / ছক / বিষয়তালিকা দিতে হবে।

(আ) মূল পাঠটি কোনো আকর্ষণীয় ঘটনা / বিষয় / দৃষ্টান্ত / সক্রিয়তা ভিত্তিক কাজ দিয়ে শুরু করা যেতে পারে।

৯। পাঠটি শেষ হলেই বিশেষ বিশেষ শব্দের অর্থ / কোনো বিশেষ বিষয়সম্বন্ধীয় টীকা জাতীয় বিষয়ের উল্লেখ থাকা বাঞ্ছনীয়।

১০। এরপর বিষয় অনুযায়ী সমস্ত পঠনীয় বিষয়ের একটি সার-সংকেত দেওয়া যেতে পারে। সূত্রাকারে **'তুমি যা শিখলে'** এই শিরোনামে (একটি চৌকো ঘর কেটে) ভাষার ক্ষেত্রে একক পাঠভিত্তিক এবং গণিত-ইতিহাস-ভূগোল-প্রকৃতি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একক ভিত্তিতে। বিষয়ভেদে বিশেষ বিষয়ের সম্বন্ধে বাঁদিকের / ডানদিকের ফাঁকা জায়গায় সূত্রাকারে দেওয়া যেতে পারে।

প্রকৃতি বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক রচনার ক্ষেত্রে সাধারণ নির্দেশিকা অনুসরণ ছাড়াও বিবরণমূলক অংশ যথাসম্ভব কমিয়ে এই ভাবে রচিত হওয়া বাঞ্ছনীয় হবে

ক) একক ভিত্তিক মূল কাম্য সামর্থ্যগুলি চিহ্নিতকরণ (সম্ভব হলে উপ-একক ভিত্তিকও)

খ) শিক্ষার্থীদের সহজ সরল কোনও সক্রিয়তার (কাজকর্ম) সুপারিশ ।

গ) ওই সক্রিয়তার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আগ্রহ সঞ্চার করা।

ঘ) পঠন-পাঠনের বিষয়টি আলোচনা করা।

ঙ) অনুশীলনী অংশে কাম্য সামর্থ্যগুলির ভিত্তিতে প্রশ্ন করা, সক্রিয়তায় অংশগ্রহণ, পর্যবেক্ষণ করা ইত্যাদি।

১১। **'শিখন অংশ'** ঃ (অনুশীলনী অংশ)

এই অংশটি এমনভাবে বিন্যস্ত হওয়া প্রয়োজন যাতে শনাক্ত করা কাম্য সামর্থ্যগুলি অর্জিত হয়।

ক) 'শিখন' অংশ / অনুশীলনী অংশ দুভাবে বিভক্ত হবে —(১) মৌখিক, (২) লিখিত।

(১) **মৌখিক** (সমস্ত বিষয়) -

(অ) পাঠের শুরুতে কিছু প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে পাঠে প্রবেশ এবং

(আ) পাঠশেষে কিছু প্রশ্ন। এতে প্রধান দুটি সামর্থ্য, শোনা-বলার যাচাই হবে এবং একই সঙ্গে বিষয়বোধের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর পূর্ব অভিজ্ঞতারও যাচাই হবে।

(২) **লিখিত অংশ ঃ** বিভিন্ন রকমের প্রশ্ন

(অ) নৈর্ব্যক্তিক (বহুপছন্দের উত্তরযুক্ত প্রশ্ন) / শূন্যস্থান পূরণ।

(আ) অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন - একটি / দুটি শব্দে বা একটি বাক্যে / বাক্যাংশে।

(ই) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন - কোনো প্রশ্নের উত্তর ৪/৫ লাইনের বেশি না হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(ঈ) 'শিখন' অংশে শিক্ষার্থীর স্ব-শিখনের আয়োজন রাখতে হবে। এর ফলে শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবিষয়কে অবলম্বন করে পাঠ্যাতিরিক্ত অন্য বিষয় সম্পর্কেও সামর্থ্য অর্জন করতে পারবে।

(উ) সক্রিয়তাভিত্তিক (হাতে-কলমে / আনন্দময় পঠন-পাঠনের) আয়োজন থাকতে হবে (সমস্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে)

(৩) (অ) ভাষার ক্ষেত্রে 'ভাষা-পরিচয়' (ব্যাকরণ) অংশের প্রশ্ন দিতে হবে। কিন্তু কোনোভাবেই সংখ্যা ব্যবহার করা চলবে না।

(আ) শ্রুতলিখনের ব্যবস্থা অবশ্যই রাখতে হবে (ভাষার ক্ষেত্রে)

১২। একটি পাঠের নমুনা পাঠ-পরিকল্পনা দিতে হবে।

১৩। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ৩/৪টি পাঠের পরে একটি সামর্থ্যভিত্তিক মূল্যায়ন পত্র (অনুশীলনের জন্য) এবং বা বইটির শেষে একটি / একাধিক সার্বিক মূল্যায়ন পত্র দিতে হবে (সম্ভাব্য স্থলে)।

১৪। এরপর প্রয়োজনানুয়ায়ী পাঠ-একক কেন্দ্রিক সক্রিয়তাভিত্তিক (হাতে-কলমে) একটি কাজের তালিকা নির্দিষ্ট করতে হবে। যেমন - বিভিন্ন উপকরণ সহযোগে গণিত-ইতিহাস-ভূগোল-প্রকৃতিবিজ্ঞান এবং এর সঙ্গে নাটক / ছড়া / মূকাভিনয় ইত্যাদি সহযোগে ভাষা বিষয়ক পঠন-পাঠনে ব্যবহার করার জন্য যুক্ত করা যায়।

১৫। পরিশিষ্ট অংশে, ভাষার ক্ষেত্রে 'অভিধান' এবং অন্য বিষয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ বিষয় / উল্লেখযোগ্য নাম / বিষয় সংকেত, গণিতের ক্ষেত্রে যেমন, যোগ-বিয়োগ, সমান-অসমান-গাণিতিক ভাষার, ইতিহাসের ক্ষেত্রে বংশ / ঘটনা পরম্পরা, ভূগোল ও প্রকৃতি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষ বিষয়ের একটি তালিকা দেওয়া যেতে পারে।

১৬। **বইটির অলংকরণ সম্পর্কে সতর্কতা-অবলম্বনের নির্দেশ** — বর্ণনীয় বিষয়ের সঙ্গে ছবির সাযুজ্য রক্ষিত হয়েছে কি না এ বিষয়ে সতর্কতা এবং আকর্ষণীয় ছবির ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে। সম্ভাব্যস্থলে বহুবর্ণের ছবি দিলে ভালো হয়।

১৭। বইটিকে শিশুর কাছে গ্রহণীয় এবং আকর্ষণীয় করার সযত্ন প্রয়াস বাঞ্ছনীয়।

প্রথম ভাগ

তৃতীয় অধ্যায় ঃ

(খ) পঠন-পাঠন পদ্ধতি ও পাঠন-শিখন সামগ্রী সম্পর্কিত দিক্ নির্দেশিকা

প্রাথমিক স্তরের পঠন-পাঠনের মূল উদ্দেশ্য হল কাম্য সামর্থ্যগুলি অর্জন করা। বিদ্যালয়ে পাঁচ বছরের শিক্ষান্তে শিশু শিক্ষার্থীর কাছে প্রত্যাশিত শিখন অভিজ্ঞতার স্তর পর্যন্ত কোনো সামর্থ্যের নিয়মিত ও ক্রমিক অগ্রগতিকে সেই সামর্থ্যের ক্রমোন্নত রূপরেখা বলে গণ্য করা যেতে পারে। কিন্তু এর মধ্যেও বিচিত্রতা আছে। সমস্ত শিশু সমমানের না থাকার ফলে

বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। সামর্থ্যনির্ভর পঠন-পাঠন পদ্ধতি গ্রহণকালে সেজন্যে শিক্ষিকা-শিক্ষকদের বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন। সামর্থ্যগুলি হল চার রকমের - জ্ঞানমূলক, বোধমূলক, প্রয়োগমূলক এবং দক্ষতামূলক। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম হল একটি সমন্বিত কর্মধারা যার প্রধান উদ্দেশ্য হল এই সামর্থ্যগুলি অর্জনে সাহায্য করা। শিক্ষার্থীদের গ্রহণক্ষমতার তারতম্যের জন্য সামর্থ্য অর্জনে যে পার্থক্য দেখা যায়, তা নিরসনের জন্যই ব্যবস্থা রয়েছে শিক্ষার্থীদের সামর্থ্যভিত্তিক নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ন এবং সামর্থভিত্তিক সংশোধনী পাঠ দানের মধ্যে। বিষয়টি শুধু গুরুত্বপূর্ণই নয় আয়াসসাধ্য ও বটে। শিক্ষিকা-শিক্ষকের সযত্ন প্রয়াস এ সমস্যার সমাধান করতে পারে। অর্থাৎ মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর দুর্বলতা চিহ্নিত করার পর প্রত্যাশিত মানে পৌঁছোতে না পারা শিক্ষার্থীদের আলাদা করে একেবারে গোড়া তেথে সংশোধনী পাঠ দানের মধ্য দিয়ে মূলস্রোতে পৌঁছোবার চেষ্টা করতে হবে। এ বিষয়ে প্রাগ্রস্বর একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। শিক্ষিকা-শিক্ষক তথাকথিত দুর্বলতা-চিহ্নিত শিশুদের সংশোধনের কাজ এদের দিয়েও করিয়ে নিতে পারবেন। এতে উভয় পক্ষের লাভ। কেননা, এগিয়ে যাওয়া শিক্ষার্থীর একই পাঠের আবার অভ্যাস করার ফলে পাঠটি সম্পূর্ণ আয়ত্ত হবে, আর পিছিয়ে পড়া পড়ুয়ারা প্রত্যাশিত সামর্থ্য অর্জন করতে পারবে।

পাঠ দান হবে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক এবং সক্রিয়তাভিত্তিক। অর্থাৎ, পঠন-পাঠন নির্ভর বিষয়ও যেহেতু কাজ, সুতরাং নিছক বক্তৃতাধর্মী হবে না, তার সঙ্গে হতে হবে কর্মনির্ভরও।

পঠন-পাঠনকে সফল করার ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয়ের দিকে লক্ষ রাখতে হবে -

(১) শিক্ষিকা -শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের নিয়মিত উপস্থিতি।

(২) শিক্ষার্থীদের প্রতি মমত্ববোধ, সহানুভূতি এবং প্রীতিভাব শিক্ষিকা-শিক্ষককে তাদের খুব কাছে নিয়ে আসে। সেদিকে দৃষ্টি রাখা।

(৩) পর্ব-ভিত্তিক একটি পাঠ পরিকল্পনা আবশ্যক উপ-একক / একক-ভিত্তিক।

(৪) পঠন-পাঠন প্রক্রিয়ার সমস্ত বিষয়ে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করতে হবে এবং তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

(৫) প্রত্যেক শিক্ষার্থীর যে কোনো ধরনের ছোটো বা বড়ো সফলতাকে স্বীকৃতি দিতে হবে। তাকে উৎসাহিত করতে হবে।

(৬) পাঠ উপ-একক এবং এককের মৌলিক সামর্থ্যগুলির তাৎক্ষণিক মূল্যায়ন এবং সংশোধনের কাজ করতে হবে। একক ভিত্তিক অভীক্ষণও (Unit observation) একইভাবে করতে হবে। পাঠের কঠিন জায়গা চিহ্নিত করে সেগুলি সহজবোধ্য করা (যে কোনো বিষয় সম্পর্কে প্রযোজ্য) এবং এগিয়ে যাওয়া শিক্ষার্থীদেরও আরও এগিয়ে যাওয়ার বিষয়ে সাহায্য / উৎসাহিত করা প্রয়োজন।

শিক্ষিকা / শিক্ষকের উদ্দেশ্যে

ক) সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বইটিকে খুঁটিয়ে পড়ে দেখুন।

খ) যে অংশের পাঠ পরিচালনাকালে কঠিন মনে হবে (শিক্ষার্থীদের পক্ষে), তা চিহ্নিত করুন।

গ) ইতিমধ্যে পাঠ পরিচালনাকালে কিছু কিছু কঠিন জায়গা হয়তো শনাক্ত করে সহজ করার তাৎক্ষণিক কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, কিন্তু ওই পাঠে যদি আরও কঠিন কিছু থাকে তাও চিহ্নিত করুন।

ঘ) মনে রাখতে হবে, কঠিন মনে হবার ব্যাপারটি শিক্ষার্থীর বোধগম্যতা এবং অগ্রসরতার ওপর নির্ভর করে। সুতরাং সেই বিষয়গুলিকে সহজবোধ্য করার জন্য কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যায় তা আপনাদেরই উদ্ভাবন করতে হবে।

৬) দেখতে হবে, প্রতি পাঠে পড়ুয়াকে দিয়ে করণীয় কাজগুলি করানো যাবে কি না। যদি সম্ভব না হয়, তাহলে অন্য কোনো সহজ পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে।

পাঠন-শিখন সামগ্রী

১। পাঠ্যবইয়ের পাঠকে প্রাণবন্ত ও পঠন-পাঠনে পড়ুয়ার সরাসরি অংশগ্রহণের দিকে লক্ষ রেখে কিছু পাঠন-শিখনসামগ্রী প্রস্তুত করা দরকার। বিশেষত প্রকৃতিবিজ্ঞান, গণিত, পরিবেশ পরিচিতি প্রভৃতি বিষয়ে পাঠন-শিখনসামগ্রীর ব্যবহারের বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

২। প্রারম্ভিক স্তরে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ বিষয়ে পরিবেশ পরিচিতি পাঠদানের জন্য যেহেতু পাঠ্যবই ব্যবহৃত হবে না সেজন্য এখানে শিখনসামগ্রী অপরিহার্য।

৩। পাঠন-শিখনসামগ্রী স্বল্পব্যয়ের মধ্যে হবে, স্থানীয় সহজলভ্য উপাদান দিয়ে তৈরি হবে।

৪। পাঠন-শিখনসামগ্রী তৈরি করা প্রশিক্ষণের অন্যতম কর্মসূচি হবে। এর জন্য স্বল্পকালীন শিবির করা যেতে পারে।

৫। পাঠন-শিখনসামগ্রী তৈরির জন্য শিক্ষকের নতুন উদ্ভাবনকে বিশেষ উৎসাহ দিতে হবে। আবার বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদেরও শিখনসামগ্রী তৈরিতে উৎসাহ দিতে হবে। শিক্ষিকা-শিক্ষক/শিক্ষার্থীসহযোগে এবং কোনো কোনো সময়ে তাঁদের নির্দেশনায় শিক্ষার্থীরা এই পঠন-পাঠ সামগ্রী তৈরি করবে।

৬। প্রতিটি শিখনসামগ্রীর প্রথম শর্ত হবে তার সহজলভ্যতা এবং কার্যকরভাবে ব্যবহারযোগ্যতা।

৭। স্বাস্থ্যশিক্ষা ও শারীরশিক্ষা বিষয়ক কাজ, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক, সৃজনশীল ও উৎপাদনাত্মক কাজ প্রভৃতির জন্য পাঠন-শিখন সামগ্রী (প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে) বাঞ্ছনীয়।

প্রথম ভাগ

তৃতীয় অধ্যায় ঃ

(গ) দৈনন্দিন সময় সারণি ঃ গঠনবিন্যাস সম্পর্কিত প্রারম্ভিক সুপারিশ

দৈনন্দিন পাঠ পরিচালনার ক্ষেত্রে দৈনন্দিন সময়-সারণি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের শিক্ষামূলক ও প্রশাসনিক চিন্তা-ভাবনা ও দক্ষতার প্রতিফলন ঘটে থাকে সুষ্ঠুভাবে প্রস্তুত সময়সারণির উপর।

মনে রাখতে হবে, একটি ভাবনা থেকে সময়-সারণি তৈরি হলেও পরিবর্তিত স্থানীয় অবস্থা, বিশেষ করে বিদ্যালয়ে শিক্ষকের সংখ্যা এবং শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন অনুযায়ী সময়-সারণি নমনীয় করা এবং প্রয়োজনে সময়-সারণির পুনর্বিন্যাস করার প্রয়োজন হতে পারে।

সময়-সারণি প্রস্তুতকালে কয়েকটি বিষয়ে বিশেষভাবে লক্ষ রাখতে হবে —

১। প্রাথমিকস্তরের পাঠ্যক্রমে পঠন-পাঠননির্ভর কাজের সঙ্গে কর্মনির্ভর কাজ স্বাস্থ্যশিক্ষা ও শারীর শিক্ষা বিষয়ক কাজ, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক, সৃজনশীল ও উৎপাদনাত্মক কাজ - এর উপর সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এমনকি কর্মনির্ভর বিষয় অর্থাৎ স্বাস্থ্য শিক্ষা ও শারীর শিক্ষা বিষয়ক কাজ জাতীয় বিষয়কেই প্রাথমিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সুতরাং সময়-সারণিতেও এদের সমানভাবে গুরুত্ব দিতে হবে।

২। যে বিদ্যালয়ের চারটি শ্রেণি এবং চার বা তার বেশি শিক্ষিকা-শিক্ষক আছেন, সেখানে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির ক্ষেত্রে বিরতি বাদে পাঁচদিনে ৩ ঘন্টা ৩০ মিনিট এবং একদিনে শনিবার ২ ঘণ্টা, তৃতীয় শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পাঁচদিন বিরতি বাদে ৪ ঘন্টা ৩০ মিনিট (১৯৯৯-এ দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ইংরেজি প্রবর্তনের পর সময়-সারণিতে ৩০ মিনিট বাড়ানো হয়েছে) এবং একদিন (শনিবার) ২ ঘন্টা ৩০ মিনিট।

৩। বিদ্যালয়ের 'প্রারম্ভিক সমাবেশে'র সময়কে প্রতিদিন ১৫ মিনিট হিসেবে ধরে তিনটি শ্রেণি-ঘণ্টাকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজের জন্য নির্ধারিত ধরতে হবে।

৪। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে বিরতি বাদে শ্রেণি ঘণ্টার (পিরিয়ড) সংখ্যা ন্যূনতম ২৮টি + ৩ (প্রারম্ভিক সমাবেশ) = ৩১ পিরিয়ড।

প্রথমভাষা ও গাণিতের শ্রেণি ঘণ্টা রাখতে হবে ৬টি করে, স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষার জন্য ৫টি, পরিবেশ পরিচিতির জন্য ৩টি, সৃজনশীল ও উৎপাদনাত্মক কাজ (হাতের লেখা সহ)৪টি এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজ (প্রারম্ভিক সমাবেশের সময় ধরে) ৫টি শ্রেণি ঘণ্টা। আগের দিনের কাজের আলোচনার জন্য ২টি পিরিয়ড এবং সাংস্কৃতিক কাজ ও মূল্যায়নের জন্য ১টি পিরিয়ড।

তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত প্রতি সপ্তাহে স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষা বিষয়ক কাজের জন্য ৫টি করে, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজ ৫টি (প্রারম্ভিক সমাবেশের জন্য নির্দিষ্ট ৩টি পিরিয়ড সহ), সৃজনশীল ও উৎপাদনাত্মক কাজের জন্য ৪টি করে, প্রথম ভাষার জন্য ৭টি, ইংরেজির জন্য ৪টি, ইতিহাস-ভূগোল প্রতিটির জন্য ৩টি এবং প্রকৃতি বিজ্ঞান ৫টি (হাতে-কলমে কাজসহ) - এ বিষয়ে পরপর দুটি শ্রেণি-ঘণ্টা হলে পঠনীয় অংশ এবং সংশ্লিষ্ট করণীয় কাজ করানো সম্ভব হবে। এছাড়া মূল্যায়ন এবং সাংস্কৃতিক কাজের জন্য ১টি শ্রেণিঘণ্টা সহ মোট ৩৯টি শ্রেণিঘণ্টা + ৩ (৬ দিনের ১৫ মিনিটের প্রারম্ভিক সমাবেশসহ) = ৪২ শ্রেণিঘণ্টা বা পিরিয়ড গোটা সপ্তাহে বিন্যস্ত করা যেতে পারে।

৫। উল্লিখিত শ্রেণি-ঘণ্টাগুলি (পিরিয়ড) পড়ুয়াদের পঠন-পাঠন এবং কৃত্যসূচি পরিচালনার জন্য। শিক্ষিকা-শিক্ষকদের কাজের সময় অবশ্যই এর থেকে একটু বেশি হবে, কেননা তাঁদের সারা সপ্তাহের কাজের মূল্যায়ন এবং পরবর্তী সপ্তাহের পরিকল্পনা, অভিভাবকসভা, জনসংযোগ, পড়ুয়াদের স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ক পরিকল্পনা ইত্যাদির জন্য বেশি সময় ব্যয় করতে হবে।

বিদ্যালয়ের উপযোগী সময়-সারণির নমুনা (শ্রেণি-ভিত্তিক) এই বইয়ের দ্বিতীয় ভাগ-এ দেওয়া হল। সময় সারণিটি প্রস্তুত করা হয়েছে দুপুরে (বেলা ১১টা থেকে) বসা স্কুলগুলিকে অবলম্বন করে। যে সমস্ত স্কুল সকালে বসে, সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলি শ্রেণিভিত্তিক বিষয়বিন্যাস এই বইয়ে বিন্যস্ত ছক অনুযায়ীই করবেন। শুধু সময়ের বদল হবে। তবে কোনো অবস্থাতেই নির্ধারিত সময় কমিয়ে দিয়ে নয়। সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রয়োজন, প্রেক্ষিত এবং অবস্থা বিবেচনা করে অবশ্যই কিছু কিছু পরিবর্তন করা যেতে পারে। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই পঠনীয় বিষয় এবং করণীয় কর্মকাণ্ডের জন্য নির্দিষ্ট সময়-নির্ঘণ্টকে ব্যাহত করে নয়, অর্থাৎ সময় কমিয়ে দিয়ে নয় কিছুতেই!

প্রথম ভাগ

চতুর্থ অধ্যায় ঃ

প্রাথমিকস্তরের পাঠ্যক্রমে মূল্যবোধের শিক্ষা

একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছোবার উদ্দেশ্য নিয়েই শিক্ষানীতি গ্রহণ করা হয়। একেবারে প্রথম অবস্থা থেকে ধরা গেলে, শিশুর সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যেই সব দেশেই শিক্ষার আয়োজন করা হয়। এ ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব অসীম। কেননা, এই প্রথম শিশুরা গৃহের একটি পরিবেশ থেকে বিদ্যালয়ের অপরিচিত ভিন্ন পরিবেশে আসে। এখানে আসার সময় তাদের অভিজ্ঞতা থেকে লাভ করা অনেক জানা-অজানা বিষয়কে সঙ্গে করে আনে। তার ভালোমন্দ বা গ্রহণীয়-বর্জনীয় দুটি দিকই থাকে। বেশ কিছু কু-অভ্যাস, ভ্রান্ত ধারণা, কুসংস্কার এবং আচরণযোগ্য নয় এমন বিষয়ও তার মধ্যে পড়ে। বিদ্যালয়ের দায়িত্ব, তার মধ্য থেকে গ্রহণীয় দিকগুলিকে সুষ্ঠুভাবে গ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীকে প্রস্তুত করা, পরিমার্জন করা এবং বর্জনীয় বিষয়গুলিকে করণীয় কাজের ব্যাবহারিক প্রয়োগের মধ্য দিয়ে পরিহার করা, কিন্তু কেবল উপদেশ দিয়ে নয়।

শিক্ষার লক্ষ্য শুধুমাত্র বই পড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, হাতে-কলমে কাজের মধ্য দিয়ে শারীরিক ও মানসিক পরিচর্যার আয়োজনও তাতে থাকে। কিন্তু যে জিনিসটি সবচেয়ে প্রয়োজন তা হল, মূল্যবোধের শিক্ষা। 'মূল্যবোধ' হল কতকগুলি বিশেষ ধারণা বা উপলব্ধি যার আচরণীয় প্রয়োগের মধ্য দিয়ে একটি সুস্থ-সুন্দর পারিবারিক ও সমাজিক জীবন গড়ে ওঠে এবং সমগ্র দেশের ওপর তার ছাপ পড়ে।

এই মূল্যবোধ গড়ে ওঠে ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে, কিন্তু তার ফললাভ করে একটি বিশেষ পরিবার, একটি সমাজ এবং প্রকারান্তরে সমগ্র দেশ। কতকগুলি মূল্যবোধের শিক্ষা শৈশব অবস্থা থেকেই গ্রহণ করা কাম্য। কিন্তু তা যেন কোনো সংকীর্ণ চিন্তা বা মতবাদ দ্বারা আচ্ছন্ন না হয়। কতকগুলি বিশ্বাস বা বিশেষ নীতির ওপর গড়ে ওঠা ধারণা যা সর্বজনগ্রাহ্য নয়, সর্বজনমান্য নয়, কোনোভাবেই সার্বজনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এগুলির কোনো স্থান নেই।

সর্বজনগ্রাহ্য এবং শিশু শিক্ষার্থীর সার্বিক উন্নয়নের মধ্য দিয়ে একটি পূর্ণ সামাজিক মানুষে পরিণত হওয়ার ক্ষেত্রে যে যে বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা সমীচীন, সে সে বিষয়গুলিকেই মূল্যবোধের শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা বাঞ্ছনীয়। শিশু যেন শুধুমাত্র একটি যান্ত্রিক মানুষে পরিণত হয়ে আপন স্বার্থচিন্তায় মগ্ন না থাকে। তবে একটি কথা মনে রাখতে হবে, এর জন্য কোনো আলাদা বিষয়ের বই তৈরি করে তার মাধ্যমে শিক্ষা দেবার প্রয়োজন নেই।

কিছু মৌলিক মূল্যবোধের উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন, সততা, মানবসহ জীবপ্রেম, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের নিবিড় সম্পর্ক অনুধাবন, পরিবেশ ভাবনা ও সংরক্ষণের মানসিকতা, অসাম্প্রদায়িক মনোভাব গঠন, যুদ্ধবিরোধী মনোভাব, কর্মসংস্কৃতি-মনস্কতা, বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ ইত্যাদি।

এরসঙ্গে কিছু মূল্যবোধের একটি তালিকা নীচে দেওয়া হল। প্রয়োজন অনুযায়ী এগুলির মধ্য থেকে বিষয় নির্বাচন করে বইগুলিতে এবং শিখনসম্ভারে সংযোজিত করবেন বই লেখকেরা। অবশ্য এটিই শেষ কথা নয়। বই বা সম্ভার ব্যবহারকালে শিক্ষিকা বা শিক্ষক পাঠ বা কর্ম পরিচালনাকালে আরও নতুন মূল্যবোধের উল্লেখ করে শিশুরা কীভাবে তার অনুবর্তী হতে পারে তাও দেখবেন।

প্রাথমিকস্তরে যে মূল্যবোধগুলি গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হতে পারে ঃ একটি তালিকা

বিষয় ভিত্তিক

মূল্যবোধ ঃ পারিবারিক, সামাজিক, প্রাকৃতিক ও মানবিক

১। স্বাস্থ্য শিক্ষা ও শারীরশিক্ষা বিষয়ক কাজ সম্বন্ধীয়

ক) শুধুমাত্র নিজের স্বাস্থ্য নয়, অপরের স্বাস্থ্য গঠনে সহায়তা এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভাব গড়ে ওঠা।

খ) বিভিন্ন খেলায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ঐক্যবোধ, একে অপরকে সাহায্য করা এবং প্রতিযোগিতার ভাব থাকলেও তা যেন কখনোই মনোমালিন্যের পর্যায়ে না যায়।

গ) ধর্ম-ভাষা-প্রদেশ-সামাজিক অবস্থান-আচার আচরণে বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও দলগত সংহতি রক্ষার প্রয়াস।

ঘ) বিপদ্গ্রস্ত ও অসুস্থ সাথি পড়ুয়া বা অন্যান্য আর্ত মানুষের প্রতি শুধু সহানুভূতি জানাতেই নয়, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া।

ঙ) শরীর গঠনের মধ্য দিয়ে (যে কোনো কাজে) শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ জাগ্রত করার প্রয়াস, অলসতা পরিহার করা।

চ) সর্ব অবস্থায় এবং সর্বভাবে একটি সেবার মনোভাব গড়ে তোলা।

২। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক, সৃজনশীল ও উৎপাদনাত্মক কাজ

ক) হাতে-কলমে কাজের মধ্য দিয়ে আত্মনির্ভরশীলতা গড়ে উঠবে, কোনো কিছুর রূপ দেবার সময় তার সম্পূর্ণতার দিকে, সৌন্দর্যবোধের দিকেও আগ্রহ বাড়বে।

খ) কাজ করতে গিয়ে সমস্তরকমের উপকরণেরই প্রয়োজনীয়তা আছে তা বুঝতে শিখবে। ফলে সমস্তরকম কাজকে সম্মান করতে শিখবে এবং একই সঙ্গে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা জাগবে, উৎপাদনাত্মক শ্রমের সামাজিক মূল্য বুঝতে পারবে।

গ) ক্রমোন্নত কাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর যেমন আত্মবিকাশ ঘটবে, তেমনি সমাজের সার্বিক উপকারে লাগে যেসব জিনিস, তার স্রষ্টা, অর্থাৎ কৃষিজীবী, শ্রমজীবী মানুষের অবস্থান স্মরণ করে তাঁদের মর্যাদা দেবে।

ঘ) বিভিন্ন সাংস্কৃতিক এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দলগত সংহতি, স্বাজাত্যবোধ, শিল্পীদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধ, জাতীয়বৈশিষ্ট্য, আঞ্চলিক সংস্কৃতি, জীবনচর্যা এবং কৃতি ব্যক্তিদের জীবনকথা, পরিবেশের মানুষ, সকলের সঙ্গে একটা ঐক্যবোধ গড়ে উঠবে। একই সঙ্গে স্থানীয় পরিবেশের প্রতি সচেতনতাবোধ গড়ে উঠবে এবং এদের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করবে।

ঙ) বিদ্যালয় জীবনের সঙ্গে সমাজজীবনের একটি ঘনিষ্ঠ সংযোগ গড়ে ওঠার প্রয়াস।

চ) বিভিন্ন স্মরণীয় দিবস উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন মনীষীদের জীবনকথা, তাঁদের কার্যাবলি ও রচনা সম্বন্ধে অবহিত হওয়া, যুদ্ধবিরোধী মনোভাব (যুদ্ধের বিরুদ্ধে, শান্তির পক্ষে) গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে হিরোশিমা দিবস পালন, বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তোলার প্রয়াস ইত্যাদি।

৩। প্রথম ভাষা

ক) (বাংলা / হিন্দি / উর্দু / নেপালি / সাঁওতালি।)

১। প্রথমভাষার প্রতি আগ্রহ ও ভালোবাসার কথা।

২। আঞ্চলিক ভাষার প্রতি মমত্ব রেখেও **মান্য চলিত ভাষাকে** যত্নের সঙ্গে আয়ত্ত করার প্রয়াস।

৩। মাতৃভাষায় স্বনামধন্য লেখক, কবি, সাহিত্যিক, প্রবন্ধকার, শিশুসাহিত্যিক, বিজ্ঞানবিষয়ক লেখক, সকলের প্রতি শ্রদ্ধার জাগরণ এবং তাঁদের লেখার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি।

৪। পৌরাণিক গল্পসহ অন্যান্যগল্পের (রূপকথা ইত্যাদি) মধ্য দিয়ে শিশুর সদাচারবোধ, সততা, সাহসিকতা, সহযোগিতা, সহমর্মিতা, গণতান্ত্রিকতা, দেশপ্রেম, প্রকৃতি প্রেম, পরিবেশ সচেতনতা, বিজ্ঞানমনস্কতা, ভয়শূন্যতা, শিশুর কল্পনাশক্তির জাগরণ সম্বন্ধীয় বিষয়ের সংযোজন। প্রকৃতি বিষয়ক, মজার এবং হাসির গল্পের মধ্য দিয়ে সাহিত্য রসবোধের সৃষ্টি হবে।

৫। অ-বাংলাভাষায় রচিত কাহিনির / লেখার অনুবাদের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের জীবনচর্যা ও সংস্কৃতির পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সম্বন্ধে শ্রদ্ধার ভাব জাগানো। অন্য অঞ্চলের সাহিত্যের সঙ্গে মাতৃভাষার রচিত সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনার মধ্য দিয়ে সমগ্র ভারতবর্ষের একটি সামগ্রিক ছবি ফুটে উঠে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের পরিচয়লাভ।

৬। মনীষীদের জীবনকথা, সমাজের মানুষ ও তার জীবিকার কথা, দেশের নানারকম অভিযান-কাহিনি, প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রত্যক্ষ ঘটনা, ইতিহাসের গল্প, শিশুর নানা কীর্তিবিষয়ক ঘটনার মধ্য দিয়ে শ্রদ্ধাবোধ অর্জন প্রয়াস।

৭। ধর্মশিক্ষা, কুসংস্কার, জাতি বা বর্ণভেদ ও বিদ্বেষ, হিংসা ভোগসর্বস্বতা, অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা, ক্ষমতার দম্ভ, অতিব্যক্তিকেন্দ্রিকতা প্রভৃতি থেকে মুক্ত রাখার প্রয়াস। 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই' - এ বোধ জাগরণমূলক ঘটনা / কবিতা ইত্যাদি।

৮। লিঙ্গ-ধর্ম-ভাষা-প্রদেশভিত্তিক বিচ্ছিন্ন ও বৈষম্যভাব থেকে দূরে রাখার প্রয়াস। শিশুশ্রমকে উৎসাহিত না করে তাদের সমাজে প্রতিষ্ঠা দেবার কথা।

৯। সমস্ত মানুষকে (পেশাগত-সামাজিক অবস্থানগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও) মর্যাদাদান বিষয়ক রচনা। তথাকথিত প্রতিবন্ধীদের প্রতি নিছক সহানুভূতি না জানিয়ে তাদের আত্মনির্ভরশীল এবং আত্মপ্রতিষ্ঠ হবার আয়োজন করে সামাজিক মানুষ হিসেবে তাদের মর্যাদা দান।

১০। রচনার মধ্য দিয়ে বিশ্বশান্তির প্রয়াস — 'যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই' — একে কার্যকর-রূপ দেবার প্রয়াস।

১১। মানবজাতির মহান কীর্তিগুলিকে তুলে ধরার মধ্য দিয়ে মানুষের মহত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস।

(খ) দ্বিতীয় ভাষা ঃ (ইংরাজি)

1. English as Second Language at the Primary level aims at developing the communicating skill inside the classroom with the fellow friends and also outside the class room situations.
2. Lessons provided in the texts will mould the tender minds of the learners with feelings of Joy, pity, sympathy for others, sense of unity, communal harmony and love for all.

খ) গণিত

১। গণিত যে শুধু সংখ্যার অভিব্যক্তি নয়, ব্যক্তিক এবং সামাজিক জীবনে এর বাস্তব প্রয়োগের মধ্য দিয়ে সমাজমনস্কতার প্রতি দিক নির্দেশক বিষয়, তা বোঝা।

২। যুক্তি, বিচারধর্মিতা এবং আবিষ্কারধর্মিতা এবং বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে নিয়মশৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা।

৩। সুস্থ ও সবল মানবিক মূল্যবোধ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রয়োগবিজ্ঞান হিসেবে গণিতের ভূমিকাকে স্থিরীকৃত করা।

গ) **পরিবেশ পরিচিতি ঃ (প্রথম শ্রেণি ও দ্বিতীয় শ্রেণি)**

১। শিশুর নিজস্ব পরিবেশের উপাদানগুলির সঙ্গে নৈকট্য বোধকরা, সামাজিক জীবনে তাদের ব্যবহার সম্বন্ধে সচেতনতা এবং এদের গুরুত্ব উপলব্ধি করা।

২। পরিবারের মানুষজনের প্রতি নিবিড় ভালোবাসা গড়ে তোলার প্রয়াস, বয়স্কদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ক্রমশ বাবা-মা-ভাই-বোন এবং পরিবারের অন্য সকলের প্রতি দায়িত্বসচেতন হয়ে ওঠা।

৩। শিশুর নিজস্ব পরিবেশে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত মানুষজনকে আত্মীয়জ্ঞানে সমভাব এবং তাঁদের কাজের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন।

৪। শিশু যেকোনো সামাজিক অবস্থান (আর্থসামাজিক বা সাংস্কৃতিক) থেকে আসুক না কেন, তার সম্বন্ধে গর্ববোধ করা এবং সমাজের অন্যান্য মানুষের মধ্যে সমতাবোধ করা ও সমমনোভাবাপন্ন হবার প্রয়াস।

৫। পারিবারিক বা সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠানে সকলকে নিয়ে চলা, সকলের জন্যে ভাবা, সকলের সঙ্গে সমানভাবে আনন্দ উপভোগ করার প্রয়াস এবং পারস্পরিক সম্প্রীতির মনোভাব গড়ে তোলা।

৬। পাড়ার মানুষদের মধ্যে সুসম্পর্ক, পরস্পরনির্ভরতা, যৌথভাবে কাজকর্ম করার পরিকল্পনা করা।

৭। জাতপাতহীন এক সুস্থসমাজ গড়ে তোলার মনোভাব সঞ্চারের আয়োজন এখান থেকে তৈরি করার চেষ্টা করতে হবে।

৮। গৃহপালিত পশু-পাখি-জীবজন্তুর প্রতি মমত্ববোধ, গ্রামে সংরক্ষিত পুকুর, বাগান বা অন্যান্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সংরক্ষণ এবং মর্যাদারক্ষার প্রচেষ্টা।

৯। আঞ্চলিক সংস্কৃতির, জনকল্যাণকর, স্বাস্থ্যরক্ষা সংক্রান্তসচেতনতা গড়ে তোলার বিশেষ ভূমিকা সম্পর্কে বোধ-সঞ্চার; স্থানীয় ধর্মীয় / সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি সমভাব ও শ্রদ্ধাবোধ।

ঘ) **ইতিহাস ঃ (তৃতীয় শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি)**

১। প্রকৃতির সঙ্গে আদিম মানুষের নিয়ত সংগ্রাম এবং তার জয়ের ইতিহাস আমাদের সভ্যতার অগ্রগমনে অন্যতম প্রেরণার ভূমিকা পালন করে, এ বোধ। মানুষের অদম্য জীবনচাঞ্চল্য, অনমনীয় মানসিক দৃঢ়তা নিয়ে সমস্তরকম প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে এগিয়ে যাওয়ার বিষয়ে শ্রদ্ধাবোধ।

২। মানুষের চিন্তাশক্তি, বুদ্ধি, জ্ঞান, শ্রম ও কর্মপ্রেরণা মানুষের সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে যুগযুগ ধরে। কাজেই 'ওরা কাজ করে' মানুষদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা। এ প্রসঙ্গে মানুষের যূথবদ্ধ জীবনচেতনা যে সংহতিবর্ধক, এ বোধ জাগ্রত রাখা।

৩। যুগ যুগ ধরে মহাপুরুষদের আর্বিভাব ঘটেছে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য — ভালোবাসাই হচ্ছে তাঁদের প্রধান হাতিয়ার। যুদ্ধবিধ্বস্ত, মূল্যবোধহীন, লোভ-হিংসা-দ্বন্দ্ব-অশান্তিপূর্ণ আজকের পৃথিবীতে তাঁদের কীর্তিকে স্মরণ করতে হবে।

৪। যে সমস্ত শ্রমজীবী, কৃষিজীবী মানুষ মানুষের নিত্যনৈমিত্তিক জীবনকে বাঁচিয়ে রেখেছে, শিল্প-সাহিত্য-ভাস্কর্যের অমূল্য সৃষ্টির মধ্য দিয়ে মানুষের লোকজীবন ও সাংস্কৃতিক জীবনকে সমৃদ্ধকরে পৃথিবীকে নতুন রূপ দিয়েছে, সে সমস্ত জানা এবং নাম-না-জানা অখ্যাত মানুষদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাশীল থাকা।

৫। ভারতের নবজাগরণে, রাষ্ট্রনৈতিক এবং ভাবজীবনের উন্নতিতে যে সমস্ত মনীষী কার্তিস্থাপন করেছেন তাঁদের জীবনধারণের মধ্য দিয়ে প্রেরণা এবং দেশাত্মবোধের শিক্ষা লাভ করা।

ঙ) ভূগোল ঃ (তৃতীয় শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি)

১। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বৈচিত্র্যময় ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু ইত্যাদি যে ভারতের জনগণের ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে এবং সেগুলি বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করলেও তার মধ্যে যে একটা অখণ্ড ঐক্য রয়েছে, তা উপলব্ধি করা।

২। দেশের কৃষিজ, বনজ, খনিজ এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ যে দেশের শ্রীবৃদ্ধির মূল, এ উপলব্ধির ফলে সমস্ত কিছুর প্রতি প্রীতিবোধ এবং রক্ষণব্যবস্থা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণার সঞ্চার।

৩। বিভিন্ন জেলার মানুষের জীবনচর্যা, ভাষা, পোশাক-পরিচ্ছদ-আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল থাকা।

৪। ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলির সম্পর্কে জানার মধ্য দিয়ে সে সে দেশের প্রকৃতি ও মানুষের জীবনধারা যে একটি ঐক্যবোধের সৃষ্টি করতে পারে, সে বিষয়ে অবহিত করার প্রয়াস।

৫। দেশের নদনদী, পাহাড়-পর্বত, মালভূমি, মরুভূমি, খনিজ সম্পদ, বনভূমি ইত্যাদি সম্পর্কে আঞ্চলিক ভিত্তিতে আলাদাভাবে গর্ববোধ না করে সমগ্রদেশের সমস্ত সম্পদের প্রতি মমত্ববোধ করার মধ্য দিয়েই জাতীয় ঐক্য ও সংহতি গড়ে উঠার সম্ভাবনা। জাতীয় সংহতি গড়ে ওঠার পেছনে এর ভূমিকা যে অসীম ও তাৎপর্যপূর্ণ, এ বোধের সঞ্চার।

চ) প্রকৃতি বিজ্ঞান ঃ (তৃতীয় শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি)

১। পরিবেশ সম্পর্কে শিশুর জ্ঞানকে সুশৃঙ্খল এবং সুসংহত করে পরিবেশের বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু করে তুলতে হবে তাতে সে বুঝতে পারবে পরিবেশের সঙ্গো মানবজীবনের কী ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে এবং তা কেমনভাবে। এরফলে একদিকে যেমন প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গো একটি নিকটসম্বন্ধ গড়ে উঠবে, উপরন্তু একই সঙ্গো বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিও গড়ে উঠবে।

২। আকাশের গ্রহ নক্ষত্র থেকে শুরু করে পৃথিবীর জড় ও জীব, উদ্ভিদ এবং প্রাণী, সমস্ত কিছুর সঙ্গোই শিশু যাতে নৈকট্যবোধে করে যে বিষয়ে উপলব্ধি গড়ে তুলতে হবে।

৩। পৃথিবীর বুকে সূর্যের যে বিরাট ভূমিকা রয়েছে, তাপশক্তি, বাষ্পশক্তি, বিদ্যুৎশক্তি সৃষ্টির ফলে মানবসভ্যতার অগ্রগতির বিষয় উপলব্ধি করে এদের যথাযথ ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন হওয়া।

৪। পরিবেশ দূষণ দূরীকরণে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিজ্ঞানমনস্কতা যে কতটা জরুরি তা বোঝাতে প্রয়োজনে প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়া এবং তার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা।

৫। মানবদেহের গঠন ও কার্যাবলি সম্পর্কে অবহিত হয়ে নিজ দেহের প্রতি মমত্ববোধ, তার সুষ্ঠু বিকাশে যত্নবান হওয়া এবং রোগ প্রতিরোধ বিষয়ে সচেতন হওয়া।

৬। মানবজীবনে বিজ্ঞানের প্রভাব — কৃষি, শ্রম, ব্যাবসা-বাণিজ্য, মানুষের সাধারণ জীবনধারায়, যানবাহন, লেখাপড়া, সমস্ত কিছুতেই যে বিজ্ঞানের বিশেষ ভূমিকা আছে এ বিষয়ে সচেতন হয়ে বিজ্ঞান শিক্ষায় মনোনিবেশ করা। প্রযুক্তির অগ্রগতি বিজ্ঞান-সাধানায় এখনও পর্যন্ত উন্নততম নিদর্শন, এ বিষয়ে জেনে প্রযুক্তিকে মানবকল্যাণে ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন থাকা।

প্রথম ভাগ

পঞ্চম অধ্যায় ঃ

মূল্যায়ন

ভূমিকা

'প্রাথমিক শিক্ষা শেষে কোনো বহিঃপরীক্ষা থাকবে না। চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত কোনো শিক্ষার্থীকে আটকে রাখা হবে না; সামগ্রিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রয়োজনবোধে কাম্য উপযুক্ততা অর্জনের জন্য কোনো কোনো শিক্ষার্থীকে পঞ্চম শ্রেণিতে এক বছর রাখা যেতে পারে।'

উপরের ওই সাংবিধানিক নির্দেশ দুটো গুরুত্বপূর্ণ দিককে নির্দেশ করে - (১) প্রাথমিক শিক্ষার শ্রেণিগুলিকে পৃথক পৃথকভাবে না দেখে একটি পর্যায় হিসাবেই দেখা হয়েছে (২) প্রাথমিক শিক্ষার সর্বজনীনতার লক্ষ্যপূরণ। প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে কাঙ্ক্ষিত মানকে অক্ষুণ্ণ রাখাও জরুরি হয়ে পড়ে। সেই জন্যই 'পরীক্ষা' ব্যবস্থার পরিবর্তে 'মূল্যায়ন' ব্যবস্থা পরিকল্পিত ও প্রচলিত হয়। শিক্ষাবিদগণের সিদ্ধান্তও এই যে **ধারাবাহিক নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ন** এবং চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত আটকে-না-রাখা একটি বিজ্ঞানসম্মত পদক্ষেপ।

যেহেতু আটকে-না-রাখা এবং ধারাবাহিক মূল্যায়ন একটি আর-একটির উপর নির্ভরশীল, তাই ধারাবাহিক মূল্যায়ন হয়ে উঠছে একটি অপরিহার্য বিষয়। প্রাথমিক শিক্ষার বিষয় নির্বাচন এবং পঠন-পাঠনে সামর্থ্য অর্জনের ধারণা গুরুত্ব পাবার সঙ্গে সঙ্গে মূল্যায়নকেও করতে হবে সামর্থ্যভিত্তিক। সংশোধনের বিষয়টিও একই রকম ভাবেই সামর্থ্যভিত্তিক হবে।

কিন্তু পরীক্ষা-নম্বর-পাশ-ফেল-প্রমোশন এবং লেখাপড়ায় ভালোমন্দ বিচারের এই ব্যবস্থা ইংরেজ আমল থেকেই চলে আসছে। এই অভ্যস্ত ধারণা থেকে বেরিয়ে আসার নতুন উদ্যোগকে মেনে নিতে শিক্ষার্থী-শিক্ষক-অভিভাবক সকলের পক্ষেই একটু সময় লাগছে। ডঃ অশোক মিত্র কমিশনের মন্তব্যও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়, শিক্ষকের সংখ্যাল্পতা এবং নতুন মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার অভাবের ফলে এর সুফল সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে না।

যেহেতু প্রতিটি শিক্ষার্থীর অগ্রগতির সঠিক পরিমাপ দরকার, সেজন্য মূল্যায়নের ফলাফল ঠিকমতো রাখা দরকার। কাজটি সময়সাধ্য এবং শ্রমসাধ্য। সেজন্য মূল্যায়নের মূল লক্ষ্য ঠিক রেখে তার প্রক্রিয়া ও তথ্য লিপিবদ্ধ করার কাজকে সহজ সরল করার চেষ্টা বারে বারে হয়েছে।

বলা বাহুল্য সঠিক মূল্যায়ন ব্যবস্থার উপর অনেকটাই নির্ভর করে শিক্ষার্থীর, শিক্ষকের এবং সমগ্র প্রাথমিক শিক্ষার গতিপথ নির্ধারণ।

প্রাথমিক শিক্ষায় মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্য

পঠনপাঠন এবং অন্যান্য কর্মনির্ভর বিষয়ের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হল মূল্যায়ন।

মূল্যায়ন শিক্ষার্থীর সামর্থ্য অর্জনের সহায়ক। প্রতিটি পাঠ-একক ও কর্ম-এককের মূল্যায়ন দ্বারা শিক্ষার্থীর দুর্বলতা ও পারদর্শিতা শনাক্ত করা হয়, প্রয়োজনীয় সংশোধনের পথ পাওয়া যায়। পাশ বা ফেল এমনি ছাপ মেরে না দিয়ে শিক্ষার্থীর তৎকালীন কৃতিত্বের স্তর নির্দেশ করার ফলে মূল্যায়ন প্রকৃতপক্ষে স্ব-শিখনের কাজকেও সুনির্দিষ্ট করে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে **কতটা শেখা হল তারই মূল্যায়ন, কতটা শেখানো হল তার মূল্যায়ন নয়।** অবশ্য মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে কীভাবে শেখানো হল এ বিষয়টি সম্বন্ধে একটা ধারণার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অর্থাৎ শিক্ষিকা/শিক্ষকের পাঠপরিচালনা পদ্ধতি যথাযথ কি না, কীভাবে শিক্ষার্থীর শিখন প্রক্রিয়ার উন্নতি করা যায়, একমাত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার সাহায্যেই তা জানা যায়। এটা জানা গেলে উপরে উল্লিখিত বিষয়ে দুর্বলতা দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

কেন মূল্যায়ন? মনে রাখতে হবে, প্রচলিত পরীক্ষা-ব্যবস্থা ও মূল্যায়ন কিন্তু এক নয়। প্রচলিত পরীক্ষা-ব্যবস্থায় মুখস্থ করানো বা rote learning এর উপর জোর দেওয়া হয় এবং একটি প্রান্তীয় পরীক্ষাতেই ছাত্রছাত্রীদের ভাগ্যনির্ধারণ করা হয়। উপরন্তু পরীক্ষায় ফল প্রকাশের পরে শিক্ষার্থীদের সংশোধনের কোনো সুযোগ থাকে না এবং তাদের মধ্যে বৈষম্যের সৃষ্টি হয়, অসম প্রতিযোগিতার প্রতিফলন ঘটে। চিরাচরিত পরীক্ষার সঙ্গে মূল্যায়নের পার্থক্য এখানেই যে, তথাকথিত পরীক্ষায় বইপড়া তথ্যজ্ঞানেরই যাচাই করা হয়। আর মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার সাহায্যে শিশুর ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের বিচার করা হয়। প্রকৃতপক্ষে মূল্যায়নের একটি দিক যেমন এর ধারাবাহিক নিরবচ্ছিন্নতা, তেমনি আর একটি দিক এর সর্বতোমুখীনতা। অর্থাৎ শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন কেবল নিরবচ্ছিন্ন হবে না, কেবল মাত্র পঠনপাঠনের জ্ঞানমূলক উপাদানেই মূল্যায়নকে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না, সঙ্গে সঙ্গে তাকে প্রসারিত করতে হবে শিক্ষার্থীর বোধ, প্রয়োগক্ষমতা, দক্ষতা, কাম্য দৃষ্টিভঙ্গি, সদভ্যাস, মানসিকতা ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রেও। আবার, শ্রেণীকক্ষে বা পরীক্ষাপত্রের পৃষ্ঠায় শিক্ষার্থীর মৌখিক বা লিখিত উত্তরের ভিত্তিতেই একই সামর্থ্যের মূল্যায়ন করে ক্ষান্ত হলে চলবে না, ব্যাবহারিক ও সামাজিক জীবনে তার আচরণ, কার্যকলাপ ও ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমেও সামাজিক মানুষ হিসেবে এই সামর্থ্যগুলির মূল্যায়ন কাম্য। ব্যক্তিজীবনে যে মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতা একটি প্রগতিশীল সুস্থ সামাজিক জীবনের পক্ষে অনুকূল, শিক্ষার্থীর মধ্যে তার বিকাশ যে অত্যাবশ্যক সে বিষয়ে শিক্ষিকা-শিক্ষকদের অবশ্যই সচেতন থাকতে হবে। এই মূল্যায়ন প্রক্রিয়া বস্তুত শিক্ষার্থীর সবলতা/দুর্বলতা চিহ্নিতকরণের মাধ্যম এবং সে অনুযায়ী সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন। এ মূল্যায়ন একটি দিকেই দিক নির্দেশ করছে যে, শিশু কেবল একটি পুথিপড়া যন্ত্র নয়। সে এমন এক সচল সত্তা যার সর্বাঙ্গীণ বিকাশের মধ্যে ভবিষ্যৎ সমাজের এক আদর্শ নাগরিকের প্রকাশ সম্ভাবনা দেখা দেয়।

প্রকৃতপক্ষে পঠন-পাঠন ও শিখনের যাচাইয়ের মাপকাঠি হল মূল্যায়ন জাতীয় পরীক্ষা। এই বিষয়কে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যেতে পারে। এর উচ্চতম পর্যায়ে রাখা যেতে পারে **মূল্যায়নকে**। এর পরবর্তী পর্যায় হল **অভীক্ষণ** এবং শেষ পর্যায় হল তথাকথিত প্রচলিত মাননির্ধারক **পরীক্ষাব্যবস্থা**।

অভীক্ষণ ঃ

মূল্যায়ন এবং পরীক্ষার পার্থক্য বিষয়ে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এখন অভীক্ষণ সম্পর্কে কিছু বলা যেতে পারে। অভীক্ষণ (tests) হল মূল্যায়নের বিভিন্ন ধরনের প্রকৌশল, যথা, মৌখিক বা লিখিত পরীক্ষা, কাজকর্ম পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে উপস্থিতি, সময়ানুবর্তিতা, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ ইত্যাদি। নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মূল্যায়ন প্রকৌশল (techniques) ইত্যাদিকেই অভীক্ষণ বলা যায়। পরীক্ষা হল অভীক্ষণের একটি স্থূল ধরন মাত্র। উচ্চতর-নিম্নতর মানের দিক থেকে সর্বোচ্চস্থানে রয়েছে মূল্যায়ন, তারপর অভীক্ষণ এবং সর্বশেষে পরীক্ষা। শিক্ষার্থীর পর্যবেক্ষণ এবং ব্যাবহারিক বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিয়ে যে এককভিত্তিক মূল্যায়ন করা হয়, তাকেই অভীক্ষণ বলা যেতে পারে। অভীক্ষণও মৌখিক এবং লিখিত, দু-রকমেরই হতে পারে। কাজের মাধ্যমে এবং কাজ চলতে চলতেই এ ব্যবস্থা গৃহীত হতে পারে। ব্যাবহারিক পরীক্ষা হবে কৃৎ-কৌশল। যে যে কাম্য সামর্থ্যের ওপর ওই পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে তার ওপর সংশ্লিষ্ট কিছু মৌখিক প্রশ্নও করা যেতে পারে। কিন্তু তা মৌখিক পরীক্ষা হিসেবে গণ্য না করে ব্যাবহারিক পরীক্ষা হিসেবেই গণ্য করা হবে। সব ছাত্রছাত্রীকে একসঙ্গে নিয়ে কিংবা ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা

অনুসারে ২,৩ বা ৪টি দল করে সমবেতভাবেও নেওয়া যেতে পারে। অবশ্য অভীক্ষণ হবে প্রত্যেকের পৃথক পৃথক। অভীক্ষণ বিষয়টি বিশেষভাবে পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত প্রত্যক্ষ **অভিজ্ঞতামূলক কাজের** ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এছাড়াও **সৃজনশীল ও উৎপাদনাত্মক কাজ, স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষা বিষয়ক কাজ এবং প্রকৃতি বিজ্ঞানের হাতে-কলমে কাজের** ওপরও এটির প্রয়োগ করা যেতে পারে।

সামর্থ্যভিত্তিক মূল্যায়ন

কাঙ্ক্ষিত সামর্থ্য অর্জনের ধারণা প্রাথমিক শিক্ষাক্রমকে গুণগতভাবে এক উন্নততর পর্যায়ে নিয়ে গেছে।

সামর্থ্যভিত্তিক মূল্যায়নের ফলে শিক্ষার্থী জানতে পারে সে কতটা এগিয়েছে, কোথায় তার ঘাটতি এবং সে ঘাটতি পূরণের একটি লক্ষ্যমাত্রা সে তখন শিক্ষিকা শিক্ষকের সহায়তায় ঠিক করে নিতে পারে।

সামর্থ্যভিত্তিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রতিটি সামর্থ্যকে ক্রমোন্নত ভাবে ধাপে ধাপে পর পর দেখিয়ে দিয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষান্তে সামর্থ্যগুলো অর্জিত হলে শিক্ষার্থী বিভিন্ন কাজে তার দক্ষতার পরিচয় দিতে পারবে।

প্রাথমিক স্তরে মূল্যায়ন ঃ পরিকল্পনা, প্রক্রিয়া, উপকরণ

বিভিন্ন বিষয়ে পঠন-পাঠন-কর্মসম্পাদনের পাঠ্যসূচি ও কৃত্যসূচির সঙ্গে মূল্যায়নসূচিরও উল্লেখ করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে মূল্যায়নের সবদিকের একটি সাধারণ পরিচয় দেওয়া হল।

পরিকল্পনা

মূল্যায়ন হবে **পাঁচ** পর্যায়েঃ

এক, তাৎক্ষণিক/উপ-একক ভিত্তিক (পঠন-পাঠন ও কাজ চলাকালীন। সংশোধনের কাজও একসাথে চলতে থাকবে), উপএকক/এককের শেষে দরকারমতো ঘাটতি পূরণের ব্যবস্থা থাকবে।

দুই, একক ভিত্তিক (একটি এককের পাঠশেষে শুধু মূল্যায়ন গৃহীত হবে, সেই পিরিয়ডে সেদিন পঠন-পাঠনের কাজ হবে না।)

তিন, প্রতি পর্বের শেষে (মূল্যায়নপত্রে উল্লিখিত হবে। সংশোধনের জন্য বিশেষ সময় দিতে হবে) সার্বিক মূল্যায়ন।

চার, সামগ্রিক মূল্যায়ন ঃ বছরের শেষে প্রান্তীয় সামর্থ্য সমূহের দিকে লক্ষ রেখে এ মূল্যায়ন ব্যবস্থা গৃহীত হবে।

পাঁচ, ক) ২য় শ্রেণির শেষে একটি বহির্মূল্যায়ন গ্রহণ করবেন পর্ষদ। (মূল্যায়নপত্রে লিপিবদ্ধ হবে না। ১৯৯৯ থেকে এ ব্যবস্থা চলে আসছে)

খ) ৪র্থ শ্রেণির শেষে একটি মূল্যায়ন গ্রহণ করবেন পর্ষদ। সমগ্র রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতির একটি সামগ্রিক চিত্র নির্ণয় করা যাবে এর দ্বারা (মূল্যায়নপত্রে লিপিবদ্ধ হবে না) - এটি একটি সুপারিশমাত্র। পরবর্তী সময়ে বিবেচ্য।

প্রক্রিয়া

এক, পর্যবেক্ষণ (নিজের বই খাতা গোছানো, বসার জায়গা ও শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার রাখা, শরীর ও পোশাকের পরিচ্ছন্নতা, বিদ্যালয়ে সহপাঠী ও শিক্ষকদের সঙ্গে আচরণ ইত্যাদি)

দুই, করে দেখানো ঃ শরীরচর্চা/খেলাধুলা (কসরৎ, যোগব্যায়াম, ব্রতচারী নাচ - ব্যক্তিগত ও দলগত, খেলা— আন্তঃস্কুল / আন্তঃশ্রেণি ইত্যাদি)

তিন, হাতে-কলমে কাজ ঃ সৃজনশীল/উৎপাদনাত্মক কাজ/ (কোনো কিছু তৈরি করা, অঙ্কন, রোপণ, পরিচর্যা, সাজানো, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন, উপকরণ সংগ্রহ ইত্যাদি)।

চার, মৌখিক ঃ পঠন পাঠন কর্মসম্পাদন সবক্ষেত্রে - প্রশ্নের উত্তর দেওয়া, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা, চিহ্নিত করা, নির্দেশ পালন, কথোপকথন বর্ণনা দেওয়া, পাঠ, আবৃত্তি।

পাঁচ, লিখিত (কেবল মুখস্থ লেখার সুযোগ যাতে না থাকে, অর্জিত সামর্থ্য ভিত্তিক যাতে হয় সেটা দেখতে হবে) — বর্ণ, শব্দ, বাক্য অনুচ্ছেদ, বোধ, পরীক্ষা, হাতের লেখা, লিখন)

ছয়, পাঠ্য বইতে সামর্থ্যভিত্তিক মূল্যায়নের পদ্ধতির কয়েকটি নমুনা দেওয়া হয়েছে। শিক্ষিকা/শিক্ষক সেগুলি পর্যালোচনা করবেন। সেগুলির সমান্তরাল অথবা স্বাধীনভাবে মূল্যায়নপত্র তৈরি করবেন।

সাত, কেবলমাত্র কাগজে প্রশ্নপত্র লেখা ছাড়াও পরিবেশ করা সম্ভব এমন অন্য কোনো মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার কথাও ভাবতে পারেন শিক্ষিকা/শিক্ষকেরা। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন জায়গায়, বিদ্যালয়ের আশেপাশের বিভিন্ন জিনিস সম্পর্কে মৌখিক বা লিখিত ভাবে প্রশ্ন করতে পারবেন। শিক্ষার্থীরা শব্দ বা বাক্যে উত্তর করবে। এতে পর্যবেক্ষণের মূল্যায়ন হতে পারে।

আট, 'মূল্যায়ন' অন্যরকমের অভীক্ষণ ঃ (শিক্ষিকা/শিক্ষক পঠনীয় বিষয় এবং বিশেষ করে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা মূলক কাজের ক্ষেত্রে মূল্যায়নের এই প্রক্রিয়াটি গ্রহণ করতে পারেন)

মূল্যায়নকে কেবলমাত্র প্রশ্নোত্তরের নীরস কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে যতদূর সম্ভব আকর্ষণীয় করা যেতে পারে। আকর্ষণীয় করার প্রক্রিয়া হিসেবে নিম্নলিখিত কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে ঃ

যেমন, ভাষার ক্ষেত্রে

কর্মসূচি	মূল্যায়নের বিষয়	মূল্যায়নের ভিত্তি
ক) গান (একক/সমবেতভাবে)...	শুদ্ধ উচ্চারণ, ছন্দবোধ, ঐকতান সৃষ্টির বোধের প্রয়াস	— গ্রেড/পর্যায় বা মান
খ) নাচ (একক/সমবেতভাবে)...	শারীরিক সক্ষমতা, অঙ্গসঞ্চালন-শরীর চর্চা	— গ্রেড
গ) আবৃত্তি (একক/দলগতভাবে)...	শুদ্ধ উচ্চারণ, ছড়া বা কবিতার অন্তর্নিহিত ভাব উপলব্ধি, যথাযথ স্মরক্ষেপণ	— গ্রেড
ঘ) গদ্যপাঠ/নাটিকা...	শব্দ, বাক্য যথাযথভাবে বলতে পারা, বক্তব্যকে ঠিকভাবে তুলে ধরা, চরিত্র সম্বন্ধে ধারণা	— গ্রেড
ঙ) হাতের লেখার প্রদর্শনী...	স্পষ্টাক্ষরে মাত্রাবোধ বর্ণ, শব্দ বা বাক্য লেখা	— গ্রেড

(এ জাতীয় মূল্যায়ন আনন্দময় পরিবেশ তৈরি করতে পারে)

ছবি-অবলম্বনে মূল্যায়ন ঃ

মৌখিক ঃ ছবি দেখিয়ে ছবির নাম বলা ঃ - গ্রেড

ছবিতে কী কী আছে তা জিজ্ঞেস করা; - গ্রেড

ছবি দেখিয়ে পরিচয়মূলক একটি শব্দ ও বাক্য বলা; - গ্রেড

লিখিত ঃ ছবির পরিচয় দিয়ে নাম লেখা (শব্দে); - গ্রেড

ছবির বিষয়বস্তুর বিভিন্ন অংশের নাম (শব্দ/ছোটো বাক্যে); - গ্রেড

ছবির বিভিন্ন অংশের কাজ (ছোটো ছোটো বাক্য); - গ্রেড

প্রথম ভাষার মতো অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রেও এ জাতীয় বিভিন্ন রকমের মূল্যায়নের আয়োজন করা যেতে পারে।

উপকরণ ঃ

কোনো কোনো প্রক্রিয়াতে উপকরণ তেমন লাগে না (যেমন পর্যবেক্ষণ)।

কোনোটাতে খুব কম উপকরণ লাগে (যেমন মৌখিক। অবশ্য পকেট বোর্ড-এ কার্ড, কাটআউট, ছবি ইত্যাদির ব্যবহার করা যেতে পারে)।

কোনোটা শিক্ষার্থী নিজেরাই উৎপাদনশীল সৃজনধর্মী কাজের মাধ্যমে তৈরি করে নিতে পারে (যেমন, বর্ণ-শব্দ-সংখ্যা-বাক্য কার্ড; গ্রিটিং কার্ড ইত্যাদি)

কোনো কোনো উপকরণ সহজে সংগ্রহযোগ্য (যেমন, শুকনো পাতা, পাপড়ি, ডাল, মাটি ইত্যাদি) বইখাতা, পেনসিল, চক-ডাস্টার, বোর্ড এবং প্রশ্নপত্র প্রভৃতি ছাড়া অন্যান্য উপকরণ হওয়া চাই। কম খরচের, সহজে বোধগম্য ও ব্যবহারযোগ্য, বৈচিত্র্যময় এবং শিক্ষার্থীর পক্ষে আকর্ষণীয় উপকরণ। শিক্ষার্থীর নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, পোশাক, ব্যাগ—এসবও হতে পারে মূল্যায়নের উপকরণ। এমনকী শ্রেণীকক্ষটিকেও মূল্যায়নের কাজে ব্যবহার করা যায়।

সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্মে ব্যবহৃত উপকরণ, যেমন, মনীষীদের জন্মদিন পালনের জন্য মঞ্চ সাজানোর উপকরণ, নাটকের চরিত্রের পোশাক পরিচ্ছদ ইত্যাদি।

মূল্যায়ন ও মান নির্ণয়

প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থার নম্বর দিয়ে পাশ ফেল চিহ্নিত করার বিষয়ে যে সমালোচনা উঠেছে তার বড়ো কথাটাই হল, এই নম্বর যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য নয়। ১০০ নম্বরে ৫৯ নম্বর দেওয়া হলে তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন ওঠে, কে বলে দিল যে ওটি ৫৮ বা ৬০ হবে না! প্রকৃতপক্ষে পরীক্ষকের বদল হলে নম্বরের ও পরিবর্তন হতে পারে।

দ্বিতীয় কথা, নম্বরের গড় দিয়ে, শিক্ষার্থীর ভালোমন্দ বিচার বা নৈর্ব্যক্তিক কতগুলি সংখ্যার দ্বারা শিক্ষার্থীর গুণগত মান নির্ণয় যেমন ত্রুটিপূর্ণ, তেমনি ইংরেজি-বাংলা-গণিত-ভূগোল প্রভৃতি স্বতন্ত্র কতগুলি বিষয়ের গড় করা গণিতেরই গড় নির্ণয় নীতির বিরোধী। আর এই হাস্যকর কাজটি কেমন চলে আসছিল তার কারণ হিসেবে যা দেখানো হয় সেটি হল, আগেও এরকমই হচ্ছিল, তাই।

মান নির্ণয়ের বিকল্প পদ্ধতি হিসেবে চালু হয়েছে গ্রেড প্রথা। পূর্ণমান ১০০ শতাংশ ধরে তার ৫টি ক্রমোন্নত ভাগ দেখিয়ে প্রত্যেক ভাগকে একটি গ্রেড (গুণগতমান) চিহ্ন দিয়ে দেখানো এবং তার তাৎপর্য দেখিয়ে দেওয়াই এই গ্রেড প্রথা। এখানেও যে নম্বরের এবং তার অংশের উল্লেখ করা হয় সেটি গ্রেড নির্ণয়ের সুবিধার জন্য।

মূল্যায়ন পত্রে এটি পরিষ্কার করে দেখানো হয়েছে।

প্রগতিপত্রে (যা শিক্ষার্থীর অগ্রগতির স্মারক লিপি, যা দেখে অভিভাবক তাঁর ছেলে-মেয়ের প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি বিষয়ে জানতে পারবেন), কোনো নম্বর দেখানো হবে না, নম্বরের গড়ও নয়। এখানে দেখানো থাকবে প্রতিপর্বে প্রতি বিষয়ে প্রাপ্ত গ্রেড। কর্মনির্ভর বিষয়ে কেবল ৩য় পর্বের গ্রেডটি হবে চারমাত্রায় - 'ক' - খুব ভালো, 'খ' - ভালো, 'গ' - গড় মানের, 'ঘ' - সন্তোষজনক নয়।

বিভিন্ন পর্যায়ের মূল্যায়নের প্রকৃতি এবং কীভাবে তা গৃহীত হয়/হতে পারে

ক) তাৎক্ষণিক / উপ-এককভিত্তিক

উপ-একক কী? একটি বিশেষ সমস্যা, অভিজ্ঞতা ও উদ্দেশ্য ভিত্তিক সম্পর্কযুক্ত একগুচ্ছ বিষয়বস্তু যা শিশুরা পঠন-পাঠনকালে সহজে বুঝতে পারে এবং শিক্ষিকা-শিক্ষককে শিখনকার্য সহজভাবে করাতে সাহায্য করে, তাকে বলে পাঠ/কর্ম-একক। আর ওই এককের মধ্যে সুনির্দিষ্ট অংশকে বলা যায় উপ-একক। উপ-একক/একক-ভিত্তিক পিরিয়ড ভাগ হবার দরুন প্রতিটি বিষয়ের সারা বছরে মোট প্রাপ্ত সময় ও পিরিয়ডকে শিক্ষিকা-শিক্ষকগণ ভালোভাবে কাজে লাগাতে পারেন। অবশ্য এ রকমভাবে শিশুর বয়স ও মানসিকতা-ভিত্তিক হওয়া উচিত।

মূল্যায়ন পরিকল্পনা ঃ ৪০ মিনিটের পিরিয়ড হলে প্রথম ২০ মি পাঠ পরিকল্পনার পর ১০ মিনিটের একটি মূল্যায়ন করা যেতে পারে। এর জন্য পূর্ণমান ১০ বা ১৫ রাখা যেতে পারে। এ পরীক্ষায় শিশুর মৌখিক সামর্থ্য ও দক্ষতার অগ্রগতির পরিমাণ ও দুর্বলতা চিহ্নিত করাই লক্ষ্য। এজন্যে মৌখিক ও লিখিত, দুরকমের পরীক্ষাই করতে হবে। বাকি ১০ মিনিটে সংশোধনের কাজ করা যেতে পারে, ব্যক্তিগত/দলগতভাবে।

খ) **সাময়িক মূল্যায়ন ঃ পরিকল্পনা**

১। একটি একক শেষে বা কয়েকটি একক একসঙ্গে নিয়ে মূল্যায়ন করতে হবে। এধরনের মূল্যায়নের মাধ্যমে শিশুর পঠন-পাঠন বিষয়ে অর্জিত জ্ঞান, বোধ ও প্রয়োগের দিক এবং কর্মনির্ভর বিষয়ে কাজের মাধ্যমে পারদর্শিতা উন্নয়নের প্রচেষ্টাকে যাচাই করতে হবে। কোনো ছাপানো প্রশ্নপত্র থাকবে না। ছাত্র-ছাত্রীরা কাগজ বা খাতা নিয়ে আসবে। শিক্ষিকা/শিক্ষক শিক্ষার্থীর নাম, রোল নম্বর, ক্লাস ও তারিখ লিখে নেবার নির্দেশ দেবেন।

২। এক থেকে দেড়ঘন্টা ধরে এ পরীক্ষা চলবে। শিক্ষিকা-শিক্ষক আগে থেকেই প্রশ্ন তৈরি করে আনবেন। প্রথমে বোর্ডে ২/৩টি প্রশ্ন লিখে দেবেন এবং উত্তর করার জন্য নির্দিষ্ট সময় উল্লেখ করবেন। কীভাবে প্রশ্নের উত্তর করতে হবে, এ বিষয়টি তিনি বুঝিয়ে দেবেন। এটি শেষ হলে আবার ২/৩টি প্রশ্ন দেবেন। এভাবে করতে হবে।

৩। **সাময়িক মূল্যায়নের নম্বর ঃ** এককের আয়তন অনুযায়ী ২০ বা ৪০ নম্বর রাখা যেতে পারে। অনুপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের জন্য আলাদা পরীক্ষা ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে।

৪। **সংশোধন ঃ** পরবর্তী ক্লাসে সংশোধনের কাজ চলতে পারে। শিক্ষিকা-শিক্ষক অবস্থা অনুযায়ী ব্যক্তিগত বা দলগতভাবে সংশোধনের কাজ করতে পারেন। বাকি সময়ে শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট বিষয়ের পাঠ-পরিকল্পনা করতে পারেন তিনি।

গ) **পার্বিক মূল্যায়ন ঃ** প্রতিটি পর্বে লিখিত পরীক্ষার পূর্ণমান ৮০ এবং মৌখিক ২০, মোট ১০০ নম্বরের।

ঘ) **সামগ্রিক মূল্যায়ন ঃ** বছরের শেষে প্রান্তীয় সামর্থ্যের দিকে লক্ষ রেখে পার্বিক পরীক্ষার মতোই এ পরীক্ষা গৃহীত হবে।

ঙ) **বহির্মূল্যায়ন ঃ** ১৯৯৯ সালে ২ বছরের পাঠ শেষে দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের বহির্মূল্যায়ন চালু হয় পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি সরকারি, সরকার-পোষিত ও সরকার অনুমোদিত বিদ্যালয়ে। বহির্মূল্যায়ন প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য, প্রাথমিক স্তরে প্রচলিত ধারাবাহিক-নিরবিচ্ছিন্ন মূল্যায়নকে দৃঢ়তর করা। মূল্যায়নের বিষয়, প্রথম ভাষা (বাংলা, হিন্দি, উর্দু, নেপালি, ওড়িয়া ও তেলুগু - এই ৬টি ভাষায়) এবং গণিত (ওই ৬টি ভাষার মাধ্যমে)। একটি প্রশ্নোত্তরিকায় (সংশ্লিষ্ট বিষয়ে) এই মূল্যায়ন গৃহীত হয়ে থাকে। সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা সেই বিদ্যালয়ে মূল্যায়নে বসলেও শিক্ষিকা-শিক্ষকেরা অন্য বিদ্যালয়ে নজরদারের কাজ করেন এবং মূল্যায়ন শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে উত্তরপরীক্ষা করে নম্বর ট্যাবুলেশন সিটে তুলে ফেলেন। পরদিন থেকেই পরীক্ষিত প্রশ্নোত্তরিকাগুলি শিক্ষার্থীদের দিয়ে তাদের

সবলতা-দুর্বলতা দেখিয়ে দুর্বলতাগুলির সংশোধনের কাজ করেন শিক্ষিকা-শিক্ষকেরা। এই প্রশ্নোত্তরিকা এক বছর সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ে রাখা হয় অভিভাবক-অভিভাবিকাদের দেখাবার জন্য।

মনে রাখতে হবে, বহির্মূল্যায়ন ব্যবস্থা কিন্তু পাশ-ফেল নির্ণায়ক তথাকথিত কোনো পরীক্ষা ব্যবস্থার সমতুল নয় এবং এখানে প্রতিযোগিতার কোনো স্থান নেই। প্রকৃতপক্ষে এটি (বহির্মূল্যায়ন) হচ্ছে **এক ধরনের সাফল্য নির্ণয়ের সূচক নির্দেশক একটি সমীক্ষা।** এর মধ্য দিয়ে শুধুমাত্র শিক্ষার্থীর দুর্বলতাই চিহ্নিত হবে না, সমস্ত পঠন-পাঠন ব্যবস্থারও সমীক্ষা, কেননা এর ফলে পাঠপরিচালনা, পাঠ্যপুস্তক রচনা, শিক্ষার্থীর পঠন ও অনুশীলন, সামর্থ্য অর্জনে ঘাটতি, এমন ধরনের সমস্ত বিষয়টি স্পষ্ট হবার একটা ইঙ্গিতও পাওয়া যায় এবং সেই মতো সংশোধনের ব্যবস্থাও গৃহীত হতে পারে। আর একটি বিষয়, বহির্মূল্যায়নের মূল ভিত্তি কিন্তু শিক্ষার্থীর সামর্থ্য অর্জনসাপেক্ষ। প্রশ্নোত্তরিকায় বিষয়ভিত্তিক প্রশ্ন থাকলেও **সামর্থ্য** এবং **বিষয়**, উভয়ের শতকরা আনুপাতিক হার যথাক্রমে ৬০-৪০ শতাংশ হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

সংশোধনী পাঠ ঃ পিছিয়ে - পড়াদের জন্য কিছু পদক্ষেপ

ক) মূল্যায়ন ঠিকমতো গৃহীত হলে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের ভালোভাবে চিহ্নিত করতে হবে।

খ) পিছিয়ে পড়াদের জন্য কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করার সময়ে পিছিয়ে পড়ার সঠিক কারণ (কোন কোন বিষয়ে সামর্থ্য অর্জনে ব্যর্থতা সহ) আগে খুঁজতে হবে।

গ) কারণগুলি এমন হতে পারে—পারিবারিক অসচ্ছলতা (আর্থ সামাজিক দিকে দুর্বল), বাড়িতে পড়াশোনার পরিবেশ অনুকূল নয়, বইপত্রের প্রতি যত্নের অভাব, বিদ্যালয়-ভীতি ও শিক্ষিকা-শিক্ষকের সাহায্য চাওয়ার ব্যাপারে সংকোচ, শিশুশ্রমিক হিসেবে কাজ করা, পড়া না পারার জন্য হীনম্মন্যতাবোধ ইত্যাদি কতকগুলি পঠন-পাঠন বর্হিভূত কারণ।

ঘ) পঠন-পাঠনেও দুর্বলতা আছে কি না তাও পর্যালোচনা করতে হবে।

ঙ) দীর্ঘ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিক্ষিকা/শিক্ষকেরা অবশ্যই শ্রেণীকক্ষে পড়ুয়াদের আচরণ লক্ষ করেছেন এবং তাতে পিছিয়ে পড়ার কোনো কোনো বিষয়ও উঠে এসেছে। এসব ক্ষেত্রে শিক্ষিকা/শিক্ষক আচরণগত পরিবর্তন ঘটাবার জন্য যে যে পদক্ষেপ নিয়েছেন এবং তাতে কাম্য পরিবর্তন ঘটাতে পেরেছেন কি না সে বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষ রাখবেন।

চ) শিক্ষিকা/শিক্ষকের শিক্ষার্থীর প্রতি নিজস্ব আচরণ তাদের পিছিয়ে পড়ার দুর্বলতাকে কতটা অতিক্রম করতে সমর্থ হয়েছে, সে বিষয়টির উপরও গুরুত্ব দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

ছ) সংশোধনী পাঠটিও হবে সামর্থ্যভিত্তিক। অর্থাৎ পঠন-পাঠন এবং মূল্যায়ন যেহেতু সামর্থ্যভিত্তিক, সংশোধনের কাজটিও মূলত তাই হবে। যেমন, **ভাষার ক্ষেত্রে** বর্ণের সঠিক মাত্রার ব্যবহার, হাতের লেখা, বর্ণ দিয়ে শব্দ এবং শব্দ দিয়ে বাক্যগঠন, বাক্যের মধ্যে ভাবপ্রকাশক্ষমতা ইত্যাদি।

গণিতে — সংখ্যাকে ঠিকমতো লেখা, যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ, সমান-অসমানচিহ্ন, এগুলি সম্বন্ধে অবহিত হওয়া।

পরিবেশ পরিচিতিতে — পরিবেশ — সচেতনতা, বিজ্ঞানমনস্কতা ও বিজ্ঞান চেতনা কতটা স্পষ্ট হল, আঞ্চলিক পরিবেশ ও মানুষ সম্পর্কে ধারণা, অতীত সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা ইত্যাদি।

নমুনা

মূল্যায়ন পত্র

....বিদ্যালয়। শিক্ষাবর্ষ ....

শিক্ষার্থীর নাম .... মায়ের নাম ....

শ্রেণি .... রোল নং .... বাবার নাম ....

জন্ম তারিখ .... অভিভাবকের নাম..

শিক্ষার্থীর অগ্রগতির পরিচয়

বিষয়	একক ভিত্তিক	১ম পর্ব	২য় পর্ব	৩য় পর্ব				
				মৌখিক	কাজ	পর্যবেক্ষণ	সাম	গ্রেড
স্বাস্থ্যশিক্ষা ও শারীরশিক্ষা বিষয়ক কাজ			১।			.....		
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজ			২।			.....		
সৃজনশীল/উৎপাদনাত্মক কাজ			৩।		.....			
সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ	কেবল মাত্র ১ম ও ২য় শ্রেণীর জন্য		৪।					

	মৌ নম্বর	লি নম্বর	সাম %	গ্রেড		মৌ নম্বর	লি নম্বর	সাম %	গ্রেড		মৌ নম্বর	লি নম্বর	সাম %	গ্রেড
প্রথমভাষা					ঃ					ঃ				
ইংরেজি (২য় ভাষা)					ঃ					ঃ				
গণিত					ঃ					ঃ				
ইতিহাস					ঃ					ঃ				
ভূগোল					ঃ					ঃ				
প্রকৃতি বিজ্ঞান					ঃ					ঃ				

নম্বর	গ্রেড	তাৎপর্য
৮১-১০০	ক	খুব ভালো
৬৬-৮০	খ	ভালো
৫১-৬৫	গ	সন্তোষজনক
৩৬-৫০	ঘ	সাধারণ
১০-৩৫	ঙ	সন্তোষজনক নয়

অভিভাবকের স্বাক্ষর	শিক্ষিকা/শিক্ষকের স্বাক্ষর
১ম পর্ব	১ম পর্ব ....
২য় পর্ব	২য় পর্ব ....
৩য় পর্ব	৩য় পর্ব ....

বিঃদ্রঃ- পঠন-পাঠন নির্ভর নয় এমন বিষয়গুলির (স্বাস্থ্যশিক্ষা ও শারীরশিক্ষা বিষয়ক কাজ এবং প্রত্যক্ষঅভিজ্ঞতামূলক, সৃজনশীল ও উৎপাদনাত্মক কাজ) ক্ষেত্রে ৫টি মান বা গ্রেডের পরিবর্তে চারটি গ্রেড-ভিত্তিক মূল্যায়নই বাঞ্ছনীয় হবে। যথা — 'ক' — খুব ভালো, 'খ' - ভালো, 'গ' - গড় মানের। 'ঘ' - সন্তোষজনক নয়। প্রথমভাষা, গণিত, ইংরেজি, ইতিহাস, ভূগোল এবং প্রকৃতিবিজ্ঞান, এই বিষয়গুলির মধ্যে অন্তত ৩টি বিষয়ে গ্রেড 'ঘ' না পেলে ঘাটতি পূরণের জন্য এ জাতীয় শিক্ষার্থীকে চতুর্থ শ্রেণিতে রেখে দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

প্রাসঙ্গিক সুপারিশসমূহ

দ্বিতীয় ভাগ

প্রাসঙ্গিক সুপারিশসমূহ

ভূমিকা

যে কোনো পাঠ্যক্রম-পাঠ্যসূচি, সেটি যতই শিক্ষা বিজ্ঞানসম্মত হোক না কেন, সঠিকভাবে রূপায়িত হতে পারে না যদি না এটির বিজ্ঞানসম্মত রূপায়ণের লক্ষ্যে যে ব্যবস্থাদি নেওয়া প্রয়োজন, সে বিষয়গুলি সম্পর্কে সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশিকা বা প্রাসঙ্গিক সুপারিশ না থাকে এবং সেই নির্দেশিকা যদি অনুসৃত না হয় ও সুপারিশসমূহের অধিকাংশই যদি গৃহীত না হয় বা কার্যকর করা না হয়।

সেজন্য এই অধ্যায়টিতে শিক্ষা-উন্নয়নের বিভিন্ন দিকগুলির বিষয় মনে রেখে, উন্নয়নের প্রয়োজনীয় শর্তগুলিকে যথাসম্ভব স্মরণে রেখে এবং অতীত অভিজ্ঞতার নিরিখে কয়েকটি সুপারিশ প্রদত্ত হল। এই সুপারিশগুলির অধিকাংশই রাজ্যসরকারের বিবেচনার জন্য প্রদত্ত হলেও, বেশ কিছু সুপারিশ পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষাপর্ষদ এবং প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং সংগঠনের উদ্দেশেও প্রদত্ত হয়েছে।

শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যসূচি ও কৃত্যসূচিসমূহের যথাযথ রূপায়ণের উদ্দেশ্যে কিছু সুপারিশ ঃ

প্রশাসনিক ব্যবস্থা

১) প্রতিটি বিদ্যালয়ে সুষ্ঠু পঠন-পাঠন সম্পর্কে নির্দেশ প্রতিপালিত হচ্ছে কি না তা দেখভাল করার জন্য দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে হবে।

২) পঠন-পাঠন এবং কর্মনির্ভর বিষয় সম্পাদনে অভিভাবক - অভিভাবিকাসহ অঞ্চলের বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের (গ্রাম পঞ্চায়েতের /পুরসভার) ঘনিষ্ঠ সংযোগ অবশ্য বাঞ্ছনীয়।

৩) বিদ্যালয় পরিকাঠামো উন্নয়নে এবং প্রশিক্ষণ প্রদানকালে (বহির্মূল্যায়ন জাতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ কালে) বেসরকারি কোনো সংস্থার (সর্বশিক্ষা অভিযান জাতীয় প্রকল্প) অর্থানুকূল্য যদি পাওয়া যায়, তবে তার রূপায়ণে সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। সেক্ষেত্রে শিক্ষামূলক যে কোনো শিখন সম্ভার প্রস্তুত করার দায়িত্ব অর্পিত থাকবে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের ওপর — পর্ষদ প্রয়োজন বোধ করলে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহায়তা নিয়ে সেটি প্রস্তুত করবেন।

৪) **পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও শিক্ষামূলক যে কোনো পাঠনশিখন সম্ভার প্রস্তুতকরণ এবং পাঠ্যপুস্তক বণ্টন সংক্রান্ত**

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক বিধান সভায় গৃহীত 'পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা আইন, ১৯৭৩' অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন, বিনা বেতনের এবং বাধ্যতামূলক করার লক্ষ্যে শিক্ষামূলক বেশ কিছু দায়িত্ব অর্পণ করা হয় পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের ওপর। তার মধ্যে অন্যতম হল, পাঠ্যক্রম-পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যগ্রন্থ প্রণয়ন এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তার ব্যবহার, জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ কর্তৃক পরিচালিত মূল্যায়ন বা পরীক্ষা আয়োজন ইত্যাদি।

এগুলির নির্দেশনা, তত্ত্বাবধান এবং নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব অর্পিত আছে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের ওপর। পর্ষদ বিভিন্ন প্রেক্ষিত বিবেচনা করে প্রয়োজন অনুযায়ী যে গ্রন্থগুলির সংশোধন, পরিমার্জন এবং পুনর্নবীকরণ করবেন সেগুলিই রাজ্যের সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত হবে কিংবা পর্ষদ কর্তৃক বা পর্ষদের তত্ত্বাবধানে যে সমস্ত পাঠন-সম্ভার প্রস্তুত হবে, সেগুলিই কেবলমাত্র বিভিন্ন প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত হবে, অন্য সম্ভার নয় কোনোভাবেই।

এর অন্যথায় অর্থাৎ, পর্ষদ প্রণীত বা পর্ষদ অনুমোদিত কোনো গ্রন্থ বা শিক্ষামূলক কোনো পাঠন-সম্ভারের সম্পূর্ণ বা কোনো অংশের প্রতিরূপ পর্ষদের বিনা অনুমতিতে কোনোভাবে ব্যবহার আইনত দণ্ডনীয়।

পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক প্রণীত গ্রন্থগুলি (প্রচলিত, নতুন—মুদ্রিত ও নবীকৃত) পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত সরকারি, সরকার-পোষিত এবং সরকার - অনুমোদিত বিদ্যালয়ে (প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত) বিনামূল্যে বিতরিত হয়ে থাকে। সেগুলি যাতে ঠিক সময়ে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ে পৌঁছোতে পারে, তার আয়োজন করা আবশ্যক। একটি সুপারিশ—গ্রন্থ প্রণয়ন এবং বণ্টন, একটি সংস্থার তত্ত্বাবধানে ও পরিচালনায় হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের ওপর অবশ্যই দায়িত্ব অর্পিত হতে পারে। কিন্তু তারজন্য প্রয়োজনীয় এবং যথাযথ পরিকাঠামো থাকা আবশ্যক। পাঠ্যক্রমের যে বিষয়গুলির পাঠ্যপুস্তক নির্ভর নয়, সেগুলির সঠিক রূপায়ণের স্বার্থে কর্মপুস্তিকা থাকা প্রয়োজন। এ বিষয়ে আর্থিক দায়ভার সরকার বর্তমানে সর্বশিক্ষা অভিযান কর্মসূচি থেকে বহন করতে পারেন। সরকারের বিবেচনার জন্য এই সুপারিশটি রাখা হচ্ছে।

৫) বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত অগ্রগতির খতিয়ান নিয়ে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করার সুষ্ঠু আয়োজন করতে হবে। মানোন্নয়নের দিক্‌নির্দেশ এবং দুর্বলতা চিহ্নিত হলে তা দূরীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৬) সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের অভিভাবক/অভিভাবিকা, সেই অঞ্চলের সাধারণ মানুষ এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের (গ্রামপঞ্চায়েত/পুরসভার) সদস্যদের সহযোগিতা এবং সক্রিয়ভাবে যোগদান অবশ্য কাম্য। এঁদের সমন্বিত কর্মপ্রয়াস শুধুমাত্র বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডকে সফল করার জন্যই নয়, বিদ্যালয়ে উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে এবং অগ্রগতির ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। এক্ষেত্রে গ্রাম শিক্ষা কমিটি এবং ওয়ার্ড শিক্ষা কমিটির উল্লেখ করা প্রয়োজন, কেননা এই কমিটিগুলি শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে, বিশেষত প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সর্বজনীন শিক্ষাকে সফল করতে পারে। তবে এই কমিটিগুলিকে সব-কটি জেলাতেই সক্রিয় করে তোলা প্রয়োজন।

৭) ১৯৯৯ থেকে প্রচলিত দ্বিতীয় শ্রেণির পাঠ্যশেষে সমগ্র রাজ্যের প্রতিটি বিদ্যালয়ে (সরকার-অনুমোদিত, সরকারি এবং সরকার-পোষিত) বহির্মূল্যায়ন ব্যবস্থাটি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, জনসমর্থন লাভ করছে। অভিভাবক-অভিভাবিকা, শিক্ষিকা-শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী, বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিমাত্রেই এতে প্রবল আগ্রহ প্রকাশ করেছেন এবং করছেন। এর সফলতার জন্যে সকলপক্ষই সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছেন। এটি সমগ্র দেশের মধ্যে এই রাজ্যের একটি উদ্ভাবনী মূলক প্রয়াস। এটি প্রচলিত থাকা অবশ্যই বাঞ্ছনীয়।

৮) **মূল্যায়ন সম্পর্কিত ঃ** পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের অবলম্বিত ব্যবস্থা অনুসারে **পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে** (১ম থেকে ৪র্থ শ্রেণি পর্যন্ত) প্রবর্তিত আছে 'সার্বিক নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন' ব্যবস্থা। এছাড়া এই ব্যবস্থাকে জোরদার করার লক্ষ্যে ১৯৯৯ সাল থেকে দ্বিতীয় শ্রেণির পাঠশেষে একটি বহির্মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, একথা আগেই বলা হয়েছে। **পশ্চিমবঙ্গের সরকার অনুমোদিত যেকোনো বিদ্যালয়ে এ ব্যবস্থা ব্যতিরেকে অন্যকোনো পরীক্ষা গ্রহণ আইনসিদ্ধ নয়।** অবশ্য পর্ষদ প্রয়োজনের তাগিদে প্রচলিত ব্যবস্থার সংশোধন বা সংযোজন করে মূল্যায়ন সংক্রান্ত পরিবর্তিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। সেক্ষেত্রে সেই নবতম ব্যবস্থাই মূল্যায়ন হিসেবে অবশ্য গ্রহণীয় হবে সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে।

৯) **বিদ্যালয় পরিদর্শন ব্যবস্থা ঃ** বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে শিক্ষাব্যবস্থার সুষ্ঠু এবং সঠিক রূপায়ণ বিষয়ে নিশ্চিত হবার ক্ষেত্রে বিদ্যালয় পরিদর্শন ব্যবস্থার ভূমিকা অপরিসীম। সেকারণে বিদ্যালয় পরিদর্শন ব্যবস্থার দৃঢ়ীকরণ করা প্রয়োজন। স্থানীয় বিদ্যালয় পরিদর্শক, সহকারি বা অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক নির্দিষ্ট চক্র (সার্কেল) বা ব্লকের প্রতিটি বিদ্যালয়ে বছরে অন্তত দুবার পরিদর্শন করবেন।

পাঠ্যক্রমের রূপায়ণের সমস্যা জানা এবং তার সমাধানের পথনির্দেশ পরিদর্শকের পরিদর্শনের অন্যতম কর্মসূচির মধ্যে পড়বে। কোনো একটি বিদ্যালয়ে কয়েকটি বিদ্যালয়ের শিক্ষক/শিক্ষিকাদের সম্মিলিতভাবে শিক্ষাব্যবস্থার গুণগত মানের উন্নয়ন সম্পর্কে আলোচনা ও পরামর্শ করতে পারেন।

চক্র সম্পদ কেন্দ্র বা ব্লকস্তরে পরিদর্শকবৃন্দ পাঠ্যসূচি, কৃত্যসূচি এবং বিদ্যালয়ের অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে অবগত হয়ে

এবং সমস্যা ইত্যাদি জেনে তার দূরীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন বা সমস্যা নিরসনে শিক্ষিকা-শিক্ষকদের সাহায্য করতে পারেন।

চিরাচরিত এবং নিত্য নৈমিত্তিক ব্যবস্থার বাইরে পরিদর্শন সম্পর্কে অন্য একটি পরিকল্পনাও গৃহীত হওয়া প্রয়োজন। তা হল, বিদ্যালয় পরিদর্শক সহ অবসর প্রাপ্ত মাধ্যমিক বা প্রাথমিক স্তরের প্রধান শিক্ষক, অবসর প্রাপ্ত বিদ্যালয় পরিদর্শক, গ্রাম পঞ্চায়েত বা পৌর সংস্থার বিদ্যোৎসাহী এবং শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি বৃন্দকেও বিদ্যালয় পরিদর্শনের কাজে নিয়োগ করা যেতে পারে।

পরিদর্শনের কাজ **একক বা দলগতভাবেও** করা যেতে পারে। পরিদর্শনের কাজটি যেন নিছক খবরদারির কাজ না হয়। **পরিদর্শকবৃন্দ সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোগত বা শিক্ষাবিষয়ক সমস্যাকে আন্তরিকভাবে জেনে সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করে সমস্যা নিরসনের জন্য সুপারিশ করবেন এবং শিক্ষিকা-শিক্ষকদের সাহায্য করবেন। প্রকৃতপক্ষে পরিদর্শকবৃন্দ হবেন শিক্ষাসহায়ক ব্যক্তি, তত্ত্বাবধায়কমাত্র নন।**

উপরের উল্লিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে এবং ব্যবস্থাগুলিকে নিশ্চিত ও দৃঢ়বন্ধ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। সরকারি নির্দেশে গঠিত গ্রাম শিক্ষা কমিটি / ওয়ার্ড শিক্ষা কমিটিগুলিকে সক্রিয় করে বিদ্যালয়-পরিদর্শন এবং বিদ্যালয়ের অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজে লাগানো যেতে পারে।

বিদ্যালয়ের উন্নয়নের ক্ষেত্রে **শিক্ষক-অভিভাবক** (বিশেষত মায়েদের নিয়ে গঠিত **শিক্ষিকা-শিক্ষক/মাতা কমিটি** কমিটি গঠন করে একটি বাস্তব পদক্ষেপ নেওয়া যায়। এই কমিটি বিদ্যালয়ের সার্বিক মানোন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যে একটা নিবিড় যোগাযোগ গড়ে তোলা আবশ্যক।

পরিকাঠামো সংক্রান্ত সুপারিশ

পরিকাঠামো

পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্যদ ঃ পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় "পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা আইন-১৯৭৩" পাস হয়। এই আইন বলে পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক পরিচালন ভার অর্পিত হয় পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্যদের ওপর। পর্যদ যাত্রা শুরু করে ১৯৯০ সালে। পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্যদের মূল ক্ষমতা হল, প্রাথমিক শিক্ষার নির্দেশ দান, তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ। বিশেষ ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে পাঠ্যক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যগ্রন্থ রচনা করা এবং জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে পরীক্ষাব্যবস্থা (মূল্যায়ন) পরিচালন করা। জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদগুলির সাধারণ তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বও রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্যদের ওপর। প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত যে কোনো বিষয়রেই নির্দেশ দেবেন পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্যদ এবং প্রয়োজনে প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক কোনো কর্মসূচি গ্রহণান্তে, সংসদগুলির কাছ থেকে রিপোর্ট চেয়ে পাঠাবেন। এছাড়াও সংসদগুলি পর্যদের নির্দেশে তাদের ওপর ন্যাস্ত অন্যান্য কাজগুলি সম্পন্ন করবেন। অবশ্য কোনো প্রতিষ্ঠানই রাজ্য সরকারের অনুমোদন ব্যতীত সিদ্ধ হবে না। পর্যদের শীর্ষে রয়েছেন রাজ্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত সভাপতি। পর্যদ গঠিত হবার পরে এটি পরিচালিত হত তদর্থক কমিটির দ্বারা। কিন্তু ২০০২ এ একটি নির্বাচিত পর্যদ গঠিত হয়েছে। বর্তমানে ওই নির্বাচিত পর্যদই পর্যদ পরিচালনার মূল দায়িত্বে রয়েছে।

প্রসঙ্গাত, বিগত ২০০২ এ পশ্চিমবঙ্গ সরকার পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় আইন পাস করে, (২রা ডিসেম্বর, ২০০২ থেকে বলবৎ) পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষণ সংস্থার (আগে থেকে প্রচলিত, পর্যদ থেকে নতুনভাবে অনুমোদিত এবং ভবিষ্যতে যে সংস্থাগুলি অনুমোদিত হবে, সে সমস্ত সংস্থার শিক্ষা সম্পর্কিত সার্বিক পরিচালনের দায়িত্বভার অর্পণ করেছেন পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্যদের উপর (এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা এই দ্বিতীয় ভাগেই করা হয়েছে)।

জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ ঃ

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার প্রজ্ঞাপন (Notification) বলে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলায় (পার্বত্য অঞ্চল বাদে) একটি করে জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ গঠন করেছেন। এর পরিচালন দায়িত্বে রয়েছেন রাজ্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন সভাপতি। অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক, জেলার বিশেষ আধিকারিক ইত্যাদি।

জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির সর্বাঙ্গীণ তদারকির দায়িত্ব রয়েছে জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদগুলির ওপর। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ গৃহীত এবং নির্দেশিত শিক্ষামূলক সমস্ত কার্যক্রম (পঠন-পাঠন-মূল্যায়ন ব্যবস্থা, বহির্মূল্যায়ন, বিভিন্ন শিক্ষক-অভিমুখীকরণ প্রকল্প ইত্যাদি) সম্পন্ন করবেন জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ।

প্রাথমিক বিদ্যালয় ঃ

পরিকাঠামোগত যে সব ব্যবস্থা প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে থাকা দরকার, সেগুলি হল ঃ

ক) প্রতিটি শ্রেণীর জন্য একটি শ্রেণীকক্ষ এবং প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য বসবার জায়গা বিশিষ্ট একটি পাকা বিদ্যালয় গৃহ।

খ) অত্যাবশ্যকীয় শিক্ষোপকরণ যেগুলি শিক্ষিকা-শিক্ষক সহজেই পাঠ পরিচালনা কালে ব্যবহার করতে পারেন। শিক্ষার্থীরা নিজেরাই তাদের শেখার কাজে ব্যবহার করতে উৎসাহ বোধ করবে সেধরনের শিক্ষোপকরণ থাকাও আবশ্যক।

গ) সময়মতো শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রচলিত ও প্রবর্তিত গ্রন্থের বন্টন।

ঘ) শিক্ষামূলক বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করা এবং পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য যথোপযুক্ত এবং সময়মতো অনুদান প্রাপ্তি।

ঙ) পানীয় জল ও শৌচাগার (মেয়েদের এবং শিক্ষিকাদের জন্য পৃথক শৌচাগার)।

চ) স্বাস্থ্য সচেতনতা ও পরিবেশ সচেতনতা গড়ে তোলার বিভিন্ন উপকরণ। (বিশেষ করে প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জাম। First Aid Box এর আয়োজন)।

ছ) বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তি — বিদ্যালয়ের বাইরে যারা রয়েছে তাদের ভর্তির ব্যবস্থা এবং বিদ্যালয়ছুট্ বন্ধ করার জন্য বিদ্যালয়ের প্রয়াস।

জ) উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষিকা-শিক্ষক ঃ শিক্ষার্থী/শিক্ষিকা-শিক্ষকের অনুপাত ঃ প্রতি ৪০ জন শিক্ষার্থীর জন্য ১ জন শিক্ষিকা-শিক্ষক। অবশ্যই প্রতিশ্রেণীর জন্য ন্যূনতম ১ জন শিক্ষিকা-শিক্ষক প্রয়োজন।

সুষ্ঠু পরিকাঠামোর ভিত্তিতে বিদ্যালয়কে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনের জন্য বিদ্যালয় পরিচালক ছাড়াও গ্রাম পঞ্চায়েত, গ্রাম শিক্ষা কমিটি এবং শহরগুলোর স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার (পৌরসংস্থা) সদস্য ছাড়াও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিগণও বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন। (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সর্বশিক্ষা অভিযান কর্মসূচিতে বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য যে বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে, তা সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে অতি দ্রুততার সঙ্গে এমনতরো উন্নয়নসাধন খুবই জরুরি।)

বিদ্যালয়ে কাজের দিন ও কাজের সময়

ছুটির দিন ও রবিবার বাদে সাধারণত কাজের দিন লভ্য হয় ২৩৮ দিন, কিন্তু বছরে প্রকৃত কাজের দিন হবে অন্যূন ২০০ দিন। এর মধ্যে পঠন-পাঠনের জন্য ১৬০ দিন, রুটিন ও সারাবছরের কাজের পরিকল্পনা এবং মূল্যায়নের জন্য ৪০ দিন। পরিস্থিতি অনুযায়ী মোট কর্মদিবস অক্ষুণ্ণ রেখে দিন। বন্টনের বিষয়ে কিছুটা নমনীয়তা রাখা যেতে পারে।

কাজের সময় সোম থেকে শুক্রবার ১ম ও ২য় শ্রেণি - বিরতি ৩০ মিঃ সহ ৩ঘ. ৩০মি. ৩য়, ৪র্থ, এবং ৫ম শ্রেণি বিরতির ৩০ মি. সহ ৪ঘ. ৩০মি.। শনিবার ১ম ও ২য় শ্রেণি - ২ঘন্টা, তৃতীয় ৪র্থ, ৫ম শ্রেণি - ২ঘ. ৩মি.।

সাপ্তাহিক কাজের মূল্যায়ন ও পরিকল্পনা —

সাপ্তাহিক সময় সারণির (রুটিন) একটি নমুনা (মডেল) পরিশিষ্ট অংশে দেওয়া হল। পরিবেশ ও প্রয়োজনমতো এটি পরিবর্তন করা যাবে, কিন্তু কোনোভাবেই কাজের পাঠের জন্য নির্দিষ্ট সময় কমানো যাবে না।

স্কুলে ভর্তির সময় ঃ

শিক্ষাবর্ষ শুরু হবে — বর্তমানে ২রা মে থেকে শুরু হচ্ছে। তবে শিক্ষক সংগঠন ও অন্যান্য সংগঠনসমূহ এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগণের সঙ্গো আলোচনা করে এবং মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষাবর্ষের সঙ্গো সঙ্গতিরেখে সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে শিক্ষাবর্ষের পরিবর্তন করা যেতে পারে।

গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলে প্রথম শ্রেণিতে শিক্ষার্থীর ভর্তির বয়স - ৫ +

বিশেষ ক্ষেত্রে এই বয়স শিথিলযোগ্য। বিদ্যালয়ে যোগদেবার প্রস্তুতি হিসাবে প্রাক্ প্রাথমিক শ্রেণির সুপারিশ করা হয়েছে এবং এই শ্রেণিতে ভর্তির বয়স হবে ৪ + । সাধারণভাবে শিক্ষাবর্ষের শুরু থেকে তিন মাসের মধ্যে ভর্তি হওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে এটিকে শিথিল করা যেতে পারে।

স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মসূচি ঃ

১। শিক্ষিকা / শিক্ষক সপ্তাহে ১/২ দিন পড়ুয়াদের শরীর ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে খোঁজ নেবেন। প্রতি মাসে অন্তত একবার রুটিনমাফিক শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করবেন। প্রয়োজনে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন। ইতিমধ্যে ওঁরা স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ লাভ করবেন আশা করা যায়।

২। শিক্ষার্থী দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হলে অভিভাবকের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন শিক্ষিকা /শিক্ষক।

৩। শ্রেণীকক্ষে স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতা গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। প্রয়োজনে অঞ্চলের মানুষদের স্বাস্থ্য সচেতন করার জন্য শিক্ষার্থী-শিক্ষক স্বাস্থ্য অভিযান করতে পারেন।

৪। পঞ্চায়েত / পুরসভা এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সহায়তায় শিবিরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের যান্মাসিক / বার্ষিক স্বাস্থ্য পরীক্ষার আয়োজন করা যেতে পারে। এ বিষয়ে বিশ্বস্ত এবং পরীক্ষিত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে

বিদ্যালয়কালীন আহার ঃ প্যাকেটে শুকনো পুষ্টিকর খাবার দেওয়া বাঞ্ছনীয়। এ বিষয়ে জেলাস্তরে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ কাম্য। সম্ভব হলে জেলা পরিষদগুলি এ বিষয়ে দায়িত্ব নিতে পারেন।

ছাত্র-ছাত্রীদের পোশাক ঃ সম্ভব হলে বালক-বালিকা নির্বিশেষে সমস্ত পড়ুয়ার স্কুল ইউনিফর্ম (পোশাক একই রকমের) হওয়া বাঞ্ছনীয়।

শিশু শ্রেণি / প্রাক্-প্রাথমিক শ্রেণি—গঠন ও পরিচালন সংক্রান্ত

পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গো একটি করে 'শিশু শ্রেণি' থাকা প্রয়োজন। এখানে ৪+ বয়সের শিশুদের ভর্তি করা যেতে পারে। বেশ কিছুকাল যাবৎ দেখা যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম-শহরে (বিশেষত, সাক্ষরতা

আন্দোলনের ব্যাপক প্রসারের ফলে) শিশুদের চার বছরের মধ্যেই বিদ্যালয়ে পাঠানোর প্রবণতা বেড়ে গিয়েছে। সে কারণে সরকার অননুমোদিত (এমনকী কিছু কিছু সরকার-অনুমোদিত বিদ্যালয়েও) তথাকথিত প্রিপারেটরি স্কুলে শিশুদের ভর্তি করানোর ঝোঁক বেড়ে গিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে শিশুদের মস্তিষ্কের এবং বৌদ্ধিক বিকাশের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য সময় হল তিন থেকে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত। বেশ কয়েক বছর আগে 'সমন্বিত শিশু উন্নয়ন প্রকল্প'-এর (Integrated Child Development Scheme) দায়িত্বে থাকা কেন্দ্রীয় সরকারের 'নারী ও শিশু উন্নয়ন বিভাগ' (Department for Development of Women and Children) - এর উদ্যোগে পরিচালিত একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, যেসমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক্-প্রাথমিক বিভাগ রয়েছে সেখানে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ধরে রাখার (Universal retention) শতকরা হার হল ৮৯, আর সেখানে অন্যতর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে (অর্থাৎ যেখানে শিক্ষার শুরু প্রথম শ্রেণি থেকে) শিক্ষার্থীদের ধরে রাখার শতকরা হার মাত্র ৬৫-র বেশি নয়। গুণগত মানের দিক দিয়েও প্রথম ধরনের বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা দ্বিতীয় ধরনের বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের থেকে সাধারণভাবে উন্নততর বলে ওই সমীক্ষায় প্রকাশ পেয়েছিল। প্রসঙ্গত, এই প্রাক্-প্রাথমিকের পড়ুয়ারাইতো প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হবে পরবর্তী বছর এবং তার ফলে সর্বজনীন বিদ্যালয়ের ভর্তিকরণ (Universal enrolment) এর সমস্যা অনেকটাই দূরীভূত হতে পারে।

এইসব ধরনের বিদ্যালয়েই ৪+ বছরের শিশুকে পড়ানোর জন্য বিদ্যালয়ের প্রারম্ভিক স্তরে একটি প্রস্তুতিমূলক শ্রেণির প্রবর্তন করা প্রয়োজন। এখানে উল্লেখ্য, ১৯৭৯ সালে প্রণীত প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিতেও এই শিশুশ্রেণি প্রবর্তনের জন্য সুপারিশ করা হয়েছিল। দেখা যাচ্ছে, বিগত ২৫ বছরে এই শ্রেণির প্রয়োজনীয়তা আরও বেড়ে গেছে। এর জন্যে প্রতিটি বিদ্যালয়ে একজন অতিরিক্ত শিক্ষিকা বা শিক্ষক নিয়োগ করা প্রয়োজন।

ক) প্রাক্--প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাটি সম্পূর্ণভাবে প্রথাবহির্ভূত, অবশ্য বছরের শেষ পর্যায়ে প্রথম শ্রেণীতে পাঠে প্রবেশের সামান্য ইঙ্গিত সূত্র দেওয়া যেতে পারে। তাও কিন্তু খেলাধূলা, অঙ্গসঞ্চালন এবং হাতে কলমে কাজের মধ্য দিয়েই (ছবি/ ছক/ খেলনা/ রঙিন জিনিস দেখিয়ে) করা যেতে পারে।

সর্বজনীন শিক্ষা প্রসারের অন্যতম উদ্দেশ্য যেহেতু বিদ্যলয়ের বাইরে থাকা আনুমানিক ৫+ সমস্ত শিশুকে বিদ্যালয়ে নিয়ে আসা, সরকারিভাবে এই শিশুশ্রেণি বা প্রাক্-প্রাথমিক শ্রেণি প্রবর্তনের স্বীকৃতি পেলে এবং পরিকাঠামোগত সুষম আয়োজন সম্ভব হলে সে উদ্দেশ্য অনেকটাই সফল হবে বলে আশা করা যায়।

এই বিষয়ে ব্যয়ভার বহনের জন্য অর্থাৎ, অতিরিক্ত একজন শিক্ষিকা বা শিক্ষক নিয়োগের বিষয়ে সর্বশিক্ষা অভিযান প্রকল্পের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। এছাড়াও পঞ্চায়েত বা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান (গ্রামপঞ্চায়েত/ পুরসভা) স্বানীয় সমাজকে যুক্ত করে এ কাজ সম্পন্ন করতে পারেন। অর্থাৎ প্রাক্‌প্রাথমিকের শিশুদের শিক্ষাদানের জন্য স্থানীয় বিদ্যোৎসাহী নারীপুরুষদের স্বেচ্ছাসেবামূলক যোগদানে আমন্ত্রণ জানাতে পারেন। আবার প্রয়োজনস্থলে স্থানীয় জনসাধারণের কাছে অনুদান নিয়েও একাজ সম্পাদন করতে পারেন। প্রয়োজনাতিরিক্ত শিশ-শিক্ষা-কেন্দ্র স্থাপন না করে প্রতিটি বিদ্যালয়ে প্রাক্‌প্রাথমিক শ্রেণি বা শিশুশ্রেণির জন্য অতিরিক্ত ব্যায়ভার সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ বহন করতে পারেন কিনা ভেবে দেখা যেতে পারে।

এ বিষয়টির প্রতিও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

শিশু শ্রেণি বা প্রাক্ প্রাথমিক শ্রেণি সম্পর্কিত সুপারিশটি সরকার গ্রহণে করলে এই শ্রেণির উপযোগী পঠন-পাঠন সম্ভার বা পাঠ্যসূচি/ কৃত্যসূচি বিষয়টি সংযোজনী হিসেবে নতুন এই শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির সঙ্গে পরবর্তীকালে দেওয়া যেতে পারে। সেক্ষেত্রে দৈনন্দিন সময় সারণির বা রুটিনের কিছুটা পরিবর্তন প্রয়োজন হতে পারে।

শিক্ষিকা-শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ/অভিমুখীকরণ

একটি সুনির্দিষ্ট পাঠ্যক্রমের সার্থক রূপায়ণ বহুলাংশে নির্ভর করে সুনির্বাচিত ও উপযুক্ত শিক্ষিকা-শিক্ষকের ওপর।

শিক্ষিকা বা শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলেই কিন্তু উদ্দেশ্য সফল হবে না। এর জন্য প্রয়োজন নিয়ত প্রশিক্ষণ বা অভিমুখীকরণ। পাঠ্যক্রমের নবীকরণ আর আধুনিকীকরণ কিন্তু শেষ কথা নয়। পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত পাঠ্য বা কৃত্যসূচির সফল রূপায়ণের জন্যে নিয়ত পরিবর্তনশীল অবস্থার সঙ্গে তাল মিলিয়েই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। শিখন-পাঠন সম্ভার প্রস্তুত-করণ কালে এ বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

নবীকৃত পাঠ্যক্রমের বৈশিষ্ট্যগুলিকে সামনে রেখে শিক্ষক-প্রশিক্ষণ সূচিকে ঢেলে সাজাতে হবে। বিশেষত গুরুত্ব দিতে হবে সেই সমস্ত বিষয়ের উপর যাদের জন্য নির্দিষ্ট কোনো বই নেই। যেমন, স্বাস্থ্যশিক্ষা ও শারীরশিক্ষা বিষয়ক কাজ, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির পরিবেশ পরিচিতি, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা মূলক, সৃজনশীল ও উৎপাদনাত্মক কাজের ওপর। এগুলি পরিচালনার জন্য শিখন-পাঠন সম্ভার তৈরি করে বিভিন্ন কর্মশালার মাধ্যমে বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা-শিক্ষকের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। কর্মশালায় পরিমার্জিত ও সংশোধিত পাঠন সম্ভারগুলির চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হলে ওই গুলিই শিক্ষিকা-শিক্ষকদের পাঠন-নির্দেশিকা হিসেবে ব্যবহৃত হবে। এছাড়াও পঠন-পাঠন নির্ভর বিষয়ক কাজগুলির জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী পাঠন-সম্ভার প্রস্তুত করে তার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণের ব্যবস্থাও করতে হবে এবং এতে শিক্ষার্থীদের স্বশিখনের আয়োজন থাকবে। এগুলির সুষ্ঠু পরিচালনার জন্যও শিক্ষিকা-শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। যেমন, হাতে-কলমে পদ্ধতিতে বিজ্ঞান শিক্ষা, প্রথম ভাষা, ইংরেজি, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি বিষয় শ্রেণী কক্ষে কীভাবে পরিচালনা করা হবে, তার 'শিখন-পাঠন' সম্ভার প্রস্তুত করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রশিক্ষণসূচিতে বিশেষভাবে থাকবে - অপচয় নিবারণ, পঠন-পাঠনের মান উন্নয়ন, আধুনিক এবং কার্যকর মূল্যায়ন পদ্ধতি, শ্রেণি-পাঠনের সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্ক স্থাপন, নানা কার্যক্রমের মধ্যে পাঠ্যক্রমের সম্প্রসারণ কাজের উপর গুরুত্ব আরোপ প্রভৃতি সম্পর্কে শিক্ষিকা-শিক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গিকে স্বচ্ছ এবং ভূমিকাকে কার্যকর করা। আর একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, সমস্ত বিদ্যালয়ে যে প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষিকা-শিক্ষকের সংখ্যা অপ্রতুল, এ বাস্তব অবস্থাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। *এমতবস্থায় শিক্ষিকা-শিক্ষক যাতে একই সাথে একাধিক শ্রেণীর বা বহু শিক্ষার্থী বিশিষ্ট শ্রেণিকক্ষ পরিচালনায় যথাযথভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারেন, সে বিষয়েও প্রশিক্ষণ দেওয়া বাঞ্ছনীয়।*

প্রাথমিক শিক্ষিকা-শিক্ষকদের প্রয়োজনের ভিত্তিতে পর্ষদ-উদ্যোগে আয়োজিত কর্মশালায় অবশ্যই যোগদান করতে হবে। তার সফল রূপায়ণ ঘটাবার চেষ্টা করতে হবে শ্রেণিকক্ষে। ক্ষেত্রবিশেষে তাঁদের উদ্ভাবনের অবকাশ অবশ্যই থাকছে।

একটি কথা, এই কর্মশালাগুলি নিয়মিত ও রীতিগত পঠন-পাঠনকে ব্যাহত না করে বিদ্যালয়ের দীর্ঘ অবকাশকালীন সময়ে অনুষ্ঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

শিক্ষিকা-শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে যে শিখন-পাঠন সম্ভার প্রস্তুত হবে তার মূল দায়িত্বে থাকবেন পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। পর্ষদ প্রয়োজনে বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রারম্ভিক শিক্ষা উন্নয়ন সংস্থা, ইউনিসেফ, রাজ্য শিশু শিক্ষা মিশন, পশ্চিমবঙ্গ এবং দীর্ঘকাল শিক্ষা কর্মে নিযুক্ত অন্য বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে সমন্বিত প্রয়াসে শিখন-পাঠন সম্ভার প্রস্তুত করবেন এবং পর্ষদ-পরিচালিত ব্যবস্থা অনুযায়ী অন্যান্য সংস্থাগুলি প্রশিক্ষণের আয়োজন করবেন। পর্ষদ সাধারণত চারটি পর্যায়ে শিক্ষক অভিমুখীকরণ কর্মসূচি গ্রহণের পরিকল্পনা করে থাকেন। এগুলি হল, প্রধানতম সম্পন্ন ব্যক্তি (Master Resource Persons) - এঁদের অবশ্য সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে অবহিতকরণ করা হয়, দ্বিতীয় পর্যায় হল, মুখ্য সম্পন্ন ব্যক্তি (Key Resource Persons), সম্পন্ন ব্যক্তি (Resource Persons) এবং বিদ্যালয়স্তরে শিক্ষিকা-শিক্ষকগণ।

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে যে শিক্ষণ নির্দেশিকা তৈরি হবে, তাতে এই বিষয়গুলি সংযুক্ত করতে হবে —

ক) পাঠ্যবিষয় ও কর্মনির্ভর বিষয়ের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা।

খ) পঠন-পাঠন ও কর্মকৃতির সুপারিশ।

গ) মূল্যায়ন ও সংশোধন প্রক্রিয়া।

ঘ) রেকর্ড সংরক্ষণ।

ঙ) শিক্ষোপকরণ প্রস্তুতকরণ — শিক্ষার কাজে পরিবেশের সম্পদ ব্যবহার।

বি.দ্র. যেহেতু ২০০২ থেকে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষণ সংস্থার (পি.টি.টি.আই) পরিচালন ভার অর্পিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্যদের ওপর সুতরাং সরকারি, সরকার-পোষিত এবং সরকার-অনুমোদিত বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষিকা-শিক্ষকের মতোই শিক্ষক-শিক্ষণ সংস্থার পরিক্ষার্থীদের ও একই শিখন-পাঠন সম্ভারের সাহায্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখতে হবে। অবশ্য সেক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষণ সংস্থার প্রশিক্ষকরাই প্রশিক্ষণে সাহায্য করতে পারবেন।

প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষণ সংস্থা সংক্রান্ত ঃ (পি. টি. টি. আই)

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৭৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষাআইন সংশোধন করে ২০০২ সালের সংশোধিত আইন বলে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষণ সংস্থার শিক্ষা-সম্পর্কিত পরিচালনের দায়িত্ব ভার ন্যস্ত করেছেন পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্যদের উপর। এই আইনটি ২রা ডিসেম্বর ২০০২ থেকে বলবৎ হয়। এ সম্পর্কে সরকারি বিজ্ঞপ্তি সংখ্যা - ১৩০৭ / এস. ই. (প্রাই) দিনাংক - ২৫ শে নভেম্বর ২০০২ কলকাতা গেজেটে এক্সট্রা অর্ডিনারি ইস্যুতে প্রকাশিত হয়। প্রচলিত শিক্ষক-শিক্ষণ সংস্থার সঠিক পরিচালনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন শিক্ষক-শিক্ষণ সংস্থার অনুমোদন, শিক্ষক-শিক্ষণ সংস্থায় অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়মিত পরীক্ষা গ্রহণ, সফল প্রশিক্ষণার্থীদের শংসাপত্র প্রদান, পাঠ্যক্রম-পাঠ্যসূচি প্রণয়ন ও নবায়ন, এ সমস্ত বিষয়টিই নিয়ন্ত্রিত হবে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষাপর্যদের নির্দেশ ও তত্ত্বাবধানে।

এই শিক্ষক-শিক্ষণ সংস্থার পঠন-পাঠন পরিচালিত হবে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্যদ কর্তৃক প্রস্তুত পাঠ্যক্রম-পাঠ্যসূচি অবলম্বনেই। শিক্ষক-শিক্ষণ সংস্থার জন্য নির্ধারিত রীতি পদ্ধতি অনুযায়ী এখানকার শিক্ষাক্রম পরিচালিত হবে। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে প্রাথমিকের পঠন-পাঠন বা কর্মনির্ভর বিষয়ের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্যদ গৃহীত বিভিন্ন ব্যবস্থা, অর্থাৎ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিভিন্ন পাঠ্য বা কৃত্য সূচির ওপর রচিত শিখন-পাঠন সম্ভারের সাহায্যে প্রশিক্ষণের সুযোগ গ্রহণ করবেন প্রশিক্ষণার্থীরা। এটি দুভাবে হতে পারে - (১) পর্যদ-পরিকল্পিত ব্যবস্থাটি যখন সরকারি বিদ্যালয়ে গৃহীত হবে, একই সঙ্গে শিক্ষক-শিক্ষণ সংস্থার প্রশিক্ষকরা মুখ্য সম্পন্ন ব্যক্তি (Key Resource Persons) ভূমিকা পালন করতে পারেন। অথবা, (২) শিক্ষক-শিক্ষণ সংস্থার প্রশিক্ষকরা পর্যদ-গৃহীত ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করে একই শিখন-পাঠন সম্ভারের সাহায্যে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ দিতে পারেন। জেলাস্তরে জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদগুলি এই প্রতিষ্ঠানগুলি সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে কি না, পঠন-পাঠন ও পরীক্ষাগ্রহণ ইত্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে কি না, সেদিকে নিয়মিত লক্ষ রাখবেন।

প্রাথমিকে শিক্ষিকা-শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত ঃ

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে শিক্ষিকা-শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে যে 'স্কুল সার্ভিস কমিশন' — এর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং হচ্ছে, সেই পদ্ধতিরই পক্ষপাতী পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্যদ। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষিকা-শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রেও 'স্কুল সার্ভিস কমিশন' জাতীয় কোনো সংস্থা গঠন করা বাঞ্ছনীয় বলে পর্যদ মনে করে। এ ব্যবস্থা গৃহীত হলে জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদগুলি শিক্ষা-উন্নয়ন বিষয়ক কাজে অধিকতর গুরুত্ব দিতে পারেন। এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি গঠন সংক্রান্ত

প্রতিটি বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ও শিক্ষামূলক বিষয়ের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য একটি বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি গঠন

করা বাঞ্ছনীয় এবং সদস্য হিসেবে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা / শিক্ষক, একজন শিক্ষক প্রতিনিধি, গ্রাম শিক্ষা কমিটির সদস্য / শহরে স্বায়ত্ত শাসিত প্রতিষ্ঠানের সদস্য, অভিভাবক-অভিভাবিকা, স্থানীয় ব্যক্তিকে যুক্ত করা যেতে পারে।

এই কমিটি বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ পরিচালন ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ / সংশ্লিষ্ট জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ-কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থার (প্রশিক্ষণ / বহির্মূল্যায়ন ইত্যাদি) সুষ্ঠু রূপায়ণে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে।

প্রথম ভাষা বাংলা সম্পর্কিত কিছু সুপারিশ

১। পঞ্চম শ্রেণীতে 'ভাষা পরিচয়ের' (ব্যাকরণ) উদ্দেশ্যে একটি আলাদা বই রচনা করা হোক। এই বইটি কিন্তু প্রচলিত রীতির তথাকথিত ব্যাকরণ বই হবে না। এতে সংশ্লিষ্ট ভাষা সম্পর্কে কিছু প্রাথমিক ধারণার মধ্যে থাকবে ঃ এই ভাষা কোথায় কোথায় প্রচলিত তার বিবরণ, এই ভাষার বিভিন্ন আঞ্চলিক রূপ ভাষা পরিচয়ের বইতে প্রথমে মান্য চলিত বাংলার দুই-তিনটি বাক্যের অনুচ্ছেদ দিতে হবে। তারপর সংশ্লিষ্ট ভাষার বিভিন্ন আঞ্চলিক উপভাষার ও তার রূপান্তরের উদাহরণ দিতে হবে। — এ বিষয়ে অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও অধ্যাপক গ্রিয়ার্সন প্রদত্ত দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে এবং এই ভাষার গদ্য ও পদ্যরূপ সম্পর্কে উদাহরণ-ভিত্তিক সহজ আলোচনা থাকবে। বইটিতে ব্যাকরণের প্রচলিত সংজ্ঞা ব্যবহার না করে ব্যাপক উদাহরণ সহযোগে খুব সহজসরলভাবে ভাষা-সংক্রান্ত এইসব বিষয় আলোচিত হতে পারে — শব্দভাণ্ডার, বাক্যের প্রকার (গঠনগত ও অর্থগত), ক্রিয়ার কাল (শুধু বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ, অন্যান্য বিভাজন প্রয়োজন নেই) এবং কর্তা অনুযায়ী তাদের ব্যবহার, বিশিষ্টার্থক বাক্য, বাগ্‌বিধি, সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ, সমার্থক ও বিপরীতার্থক শব্দ। এছাড়া প্রচলিত অবস্থার দ্বিতীয় শ্রেণি থেকে বইয়ের শেষে যে অভিধান দেওয়া হয়েছে, তা ব্যবহার করতে শেখানোর বিষয়টিও পেশ করতে হবে।

২। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে 'কিশলয়ের' পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'সহজ পাঠ' পড়ানোর ব্যবস্থা আছে। কিন্তু উভয় বইতে বিন্যাসগত পার্থক্য রয়েছে। তাই কিশলয়ের কোনো পাঠ পড়াবার সময়ে ওই ধরনের বিন্যাসের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ সহজপাঠের পাঠ্যাংশ পড়ানো সমীচীন।

৩। ইতোমধ্যে বাংলা বর্ণের লিপিরূপ এবং বানানে বেশকিছু পরিবর্তন ঘটে গেছে। পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ নীতিগতভাবে বাংলা আকাদেমি কর্তৃক প্রস্তুত বানান বিধি গ্রহণ করেছে। শুধু তাই নয়, গ্রন্থ পুনর্নবীকরণ কালে কিশলয় ২য় ভাগে তার ব্যবহারও দেখানো হয়েছে এবং ওই গ্রন্থের শেষে এ সম্বন্ধে একটি তালিকাও দেওয়া হয়েছে। কিশলয় ১ম ও ২য় ভাগে ব্যবহৃত বেশ কিছু ঘর চিহ্নের ও যুক্ত ব্যঞ্জণ বর্ণের স্বচ্ছ ও পরিবর্তিত লিপিরূপের সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করার জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'সহজ পাঠ — ১ম ও ২য় ভাগ' এও প্রয়োজন স্থলে একই ভাবে স্বরচিহ্ন ও যুক্ত ব্যঞ্জণ বর্ণের স্বচ্ছ ও পরিবর্তিত লিপিরূপ ব্যবহার করা অবশ্য বাঞ্ছনীয়। সত্তর এব্যবস্থা গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত বলে মনে করা হচ্ছে। কিন্তু পর্ষদপ্রণীত অন্য বিষয়ের বইগুলিতে সবসময়ে এ বিধি ঠিকমতো অনুসৃত হতে দেখা যাচ্ছে না। আবার প্রাথমিক শিক্ষিকা-শিক্ষকেরাও সেই বানানবিধি পালনে সবসময়ে তেমন তৎপরও নন। ফলে বাংলা বানান নিয়ে নানা বিভ্রান্তি দেখা দিচ্ছে। এতে শিক্ষার্থীদের বিভ্রান্ত হওয়ার প্রভূত সম্ভাবনা এবং তাদের ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে ক্ষতিও হচ্ছে।

এ কোনোভাবেই বাঞ্ছনীয় নয়। তাই একটি কেন্দ্রীয় কর্মশালার আয়োজন করে রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকে শিক্ষিকা-শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বর্ণের লিপিরূপ এবং বানানের নিয়মাবলি শিখিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা জরুরি হয়ে পড়েছে। প্রশিক্ষিত শিক্ষিকা-শিক্ষকেরা আবার বিদ্যালয় স্তরে অন্যান্য শিক্ষিকা-শিক্ষকদের সংগঠিত কর্মশালার মাধ্যমে বিষয়টিকে অধিগত করবেন। এভাবে রাজ্য জুড়ে একটি অভিন্ন বানানবিধি

প্রয়োগের মানসিকতা গড়ে উঠবে। মনে রাখতে হবে, প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীরাই এই পরিবর্তিত বানানবিধির জ্ঞানকেই শিক্ষার পরবর্তীস্তরে বহন করে নিয়ে যাবে এবং এর ফলে ক্রমশ সাধারণ্যে এটি অবগত করানো যাবে। সাধারণ মানুষ স্বাভাবিকভাবেই এর ব্যবহারে সড়গড় হবেন এবং এও ব্যাপকতা লাভ করবে।

৪। প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত প্রথম ভাষা বাংলার জন্য নির্দিষ্ট গ্রন্থ হল, **কিশলয় প্রথম ভাগ থেকে পঞ্চমভাগ।**

এছাড়াও **প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির জন্য অন্যতম অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ হল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'সহজ পাঠ' - ১ম ও ২য় ভাগ।** পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই **দুটি বইই (কিশলয় ও সহজ পাঠ) একসঙ্গে পড়ানো হয়ে থাকে।** এই একই ব্যবস্থা বলবৎ থাকবে। অর্থাৎ **দুটি বইই অবশ্য পাঠ্য।**

৫। বাংলা ছাড়া হিন্দি, উর্দু, নেপালি এবং সাঁওতালি প্রথম ভাষার ক্ষেত্রে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য বাংলা প্রথম ভাষার অন্যতম ব্যবহৃত বই সহজ পাঠের বদলে বিকল্প হিসেবে একটি করে অতিরিক্ত গদ্য পাঠ ও কবিতা পাঠ সংযোজনের সুপারিশ করা হয়েছে। উল্লিখিত ভাষার বইগুলি নবীকরণ কালে সংশ্লিষ্ট ভাষার গ্রন্থ প্রণেতাদের ও বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেবার জন্য অনুরোধ করা হল।

আরও কিছু সুপারিশ

পঠন-পাঠন সংক্রান্ত

শিক্ষিকা-শিক্ষকদের দ্বারা পঠন-পাঠনের কাজ যথাসম্ভব সম্পূর্ণভাবে শ্রেণীকক্ষেই শেষ করতে হবে, কেননা তথাকথিত গৃহশিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা কোনোভাবেই কাম্য নয়। অবশ্য পিছিয়ে-পড়া পড়ুয়ারা পাঠকক্ষের কিছু অসম্পূর্ণতা শিক্ষিকা-শিক্ষকের সহানুভূতিশীল সহযোগিতার সাহায্যে পূরণ করে নিতে পারবে বলে আশা করা যায়।

পঠন-পাঠন বহির্ভূত ক্ষেত্রে শিক্ষিকা-শিক্ষকদের ভূমিকা

শিক্ষার স্বার্থে বিদ্যালয়ের পাঠপরিচালনা এবং কর্মপরিচালনাকালে শিক্ষা-সংক্রান্ত বিষয়-বহির্ভূত কোনো কাজে শিক্ষিকা-শিক্ষকদের সাহায্য নেওয়া বা তাঁদের ব্যবহার না করাই বাঞ্ছনীয়। এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

প্রাথমিক স্তরে কম্পিউটার শিক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমে কম্পিউটার শিক্ষার অন্তর্ভুক্তি সমীচীন নয় বলেই পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ মনে করে। বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের বর্তমান আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোয় কম্পিউটার শিক্ষার প্রবর্তন ও প্রয়োগ সম্ভাবনা এবং সম্ভাব্যতা সম্পর্কে যথেষ্ট চিন্তার অবকাশ আছে।

অবশ্য পাঠ্যক্রম-পাঠ্যসূচি সংক্রান্ত কর্মশালায় একটি সুপারিশ উঠে এসেছে যে, প্রাথমিকস্তরে কম্পিডটার শিক্ষা যদি চালু করতে হয়, তাহলে পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক স্তরের সমস্ত পড়ুয়ার কাছে সেটি পৌঁছোনো বাঞ্ছনীয়, নতুবা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক দিক বিবেচনা করে এটি বর্তমানে সম্ভব নয় বলেই মনে হয়। অবশ্য ভবিষ্যতে বেসরকারি কোনো শিক্ষা-প্রসার-উৎসাহী সংস্থার আর্থিক আনুকূল্যে (যেমন বর্তমানে প্রচলিত সর্বশিক্ষা অভিযান কর্মসূচি) এটি প্রবর্তনের কথা বিবেচনা করা যেতে পারে।

জনসংযোগ

নতুন পাঠ্যক্রম সম্বন্ধে ধারণা দেওয়ার জন্যে এবং জনসমর্থন গড়ে তোলার জন্যেও উপযুক্ত জনসংযোগ ও প্রচারের ব্যবস্থাপনা আবশ্যক। প্রচারের জন্য সংবাদপত্র, বেতার, দূরদর্শন, আলোচনাসভা, সাংবাদিক সম্মেলন (প্রেস কনফারেন্স) এসবকে ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়া আঞ্চলিক ভিত্তিতে শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছোটো ছোটো আলোচনাচক্রের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বিভিন্ন স্তরের শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, পরিদর্শক, অভিভাবক ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিগণকে ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাকে (গ্রামপঞ্চায়েত ও পুরসভা) যথাযথভাবে ব্যবহার করা প্রয়োজন। সরকার কর্তৃক গঠিত 'গ্রাম শিক্ষা কমিটি' ও 'ওয়ার্ড শিক্ষা কমিটি' গঠনের বিষয়টি ইতিবাচক। রাজ্যের সর্বত্রই এই ব্যবস্থাটি কার্যকর করা প্রয়োজন এবং এই কমিটিগুলিকে সক্রিয়তর করে যথাযথভাবে ব্যবহার করা প্রয়োজন।

সময় সারণি (সাপ্তাহিক)

(প্রথম শ্রেণির জন্য)

	১১.০০-১১.১৫ ১৫ মিঃ	১১.১৫-১১.৫৫ ৪০ মিঃ	১১.৫৫-১২.৩০ ৩৫ মিঃ	১২.৩০-১.০০ ৩০ মিঃ	১.০০-১.৩০ ৩০ মিঃ	১.৩০-২.০০ ৩০ মিঃ	২.০০-২.৩০ ৩০ মিঃ
সোমবার	বিদ্যালয়ের প্রারম্ভিক সমাবেশ	প্রথম ভাষা	গণিত	(প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজ) সামুদায়িক জীবন ও পরিবেশ পর্যবেক্ষণমূলক কাজ	সৃজনশীল ও উৎপাদনাত্মক কাজ	টি	স্বাস্থ্যশিক্ষা ও শারীরশিক্ষা বিষয়ক কাজ
মঙ্গলবার	বিদ্যালয়ের প্রারম্ভিক সমাবেশ	প্রথম ভাষা	গণিত	আগের দিনের কাজের আলোচনা	সৃজনশীল ও উৎপাদনাত্মক কাজ	ফি	স্বাস্থ্যশিক্ষা ও শারীরশিক্ষা বিষয়ক কাজ
বুধবার	বিদ্যালয়ের প্রারম্ভিক সমাবেশ	প্রথম ভাষা	গণিত	পরিবেশ পরিচিতি	সৃজনশীল ও উৎপাদনাত্মক কাজ	ন	স্বাস্থ্যশিক্ষা ও শারীরশিক্ষা বিষয়ক কাজ
বৃহস্পতিবার	বিদ্যালয়ের প্রারম্ভিক সমাবেশ	প্রথম ভাষা	গণিত	আগের দিনের কাজের আলোচনা	সৃজনশীল ও উৎপাদনাত্মক কাজ	বি	স্বাস্থ্যশিক্ষা ও শারীরশিক্ষা বিষয়ক কাজ
শুক্রবার	বিদ্যালয়ের প্রারম্ভিক সমাবেশ	প্রথম ভাষা	গণিত	(প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজ) সামুদায়িক কাজ দৃশ্যকল্প রচনা / পরিবেশ পর্যবেক্ষণমূলক কাজ	পরিবেশ পরিচিতি	র	স্বাস্থ্যশিক্ষা ও শারীরশিক্ষা বিষয়ক কাজ
শনিবার	বিদ্যালয়ের প্রারম্ভিক সমাবেশ	প্রথম ভাষা	গণিত	(প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজ) সাংস্কৃতিক কাজ / মূল্যায়ন		তি	

শ্রেণি ঘণ্টা / পিরিয়ড ঃ

প্রথম ভাষা - ৬
গণিত - ৬
পরিবেশ পরিচিতি - ২
আগের দিনের কাজ - ২
পরিবেশ পর্যবেক্ষণ - ২
(প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজ)

সৃজনশীল ও উৎপাদনাত্মক কাজ - ৪
স্বাস্থ্যশিক্ষা ও শারীরশিক্ষা বিষয়ক কাজ - ৫
সাংস্কৃতিক কাজ ও মূল্যায়ন - ১
(প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজ) -
প্রারম্ভিক সমাবেশ - ৩
(২টি পিরিয়ড ১টি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজ হিসেবে ধরে)

সাপ্তাহিক পিরিয়ড সংখ্যা
মোট - ৩১

বিঃদ্রঃ - প্রথমভাষা - বাংলা, হিন্দি, উর্দু, নেপালি ও সাঁওতালি

সময় সারণি (সাপ্তাহিক)

(দ্বিতীয় শ্রেণির জন্য)

	১১.০০-১১.১৫ ১৫ মিঃ	১১.১৫-১১.৫৫ ৪০ মিঃ	১১.৫৫-১২.৩০ ৩৫ মিঃ	১২.৩০-১.০০ ৩০ মিঃ	১.০০-১.৩০ ৩০ মিঃ	১.৩০-২.০০ ৩০ মিঃ	২.০০-২.৩০ ৩০ মিঃ
সোমবার	বিদ্যালয়ের প্রারম্ভিক সমাবেশ	প্রথম ভাষা	গণিত	(প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজ) সামুদায়িক জীবন ও পরিবেশ পর্যবেক্ষণমূলক কাজ	সৃজনশীল ও উৎপাদনাত্মক কাজ	টি	স্বাস্থ্যশিক্ষা ও শারীরশিক্ষা বিষয়ক কাজ
মঙ্গলবার	বিদ্যালয়ের প্রারম্ভিক সমাবেশ	প্রথম ভাষা	গণিত	ইংরেজি	সৃজনশীল ও উৎপাদনাত্মক কাজ	ফি	স্বাস্থ্যশিক্ষা ও শারীরশিক্ষা বিষয়ক কাজ
বুধবার	বিদ্যালয়ের প্রারম্ভিক সমাবেশ	প্রথম ভাষা	গণিত	পরিবেশ পরিচিতি	ইংরেজি	ন	স্বাস্থ্যশিক্ষা ও শারীরশিক্ষা বিষয়ক কাজ
বৃহস্পতিবার	বিদ্যালয়ের প্রারম্ভিক সমাবেশ	প্রথম ভাষা	গণিত	(প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজ) সামুদায়িক কাজ ও পরিবেশ পর্যবেক্ষণমূলক কাজ	সৃজনশীল ও উৎপাদনাত্মক কাজ	বি	স্বাস্থ্যশিক্ষা ও শারীরশিক্ষা বিষয়ক কাজ
শুক্রবার	বিদ্যালয়ের প্রারম্ভিক সমাবেশ	প্রথম ভাষা	গণিত	পরিবেশ পরিচিতি	সৃজনশীল ও উৎপাদনাত্মক কাজ	র	স্বাস্থ্যশিক্ষা ও শারীরশিক্ষা বিষয়ক কাজ
শনিবার	বিদ্যালয়ের প্রারম্ভিক সমাবেশ	প্রথম ভাষা	গণিত	সাংস্কৃতিক কাজ / দৃশ্যকল্প রচনা / মূল্যায়ন (প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজ)		তি	

শ্রেণি ঘণ্টা / পিরিয়ড ঃ

প্রথম ভাষা	-	৬
দ্বিতীয় ভাষা	-	২
গণিত	-	৬
পরিবেশ পরিচিতি	-	২
পরিবেশ পর্যবেক্ষণ	-	২
স্বাস্থ্যশিক্ষা ও শারীরশিক্ষা বিষয়ক কাজ	-	৫
সাংস্কৃতিক কাজ ও মূল্যায়ন (প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজ)	-	১
প্রারম্ভিক সমাবেশ (২টি পিরিয়ডকে ১টি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজ হিসেবে ধরে)	-	৩
সৃজনশীল ও উৎপাদনাত্মক কাজ	-	৪

সাপ্তাহিক পিরিয়ড সংখ্যা

মোট - ৩১

বিঃদ্রঃ

প্রথমভাষা - বাংলা, হিন্দি, উর্দু, নেপালি ও সাঁওতালি,

দ্বিতীয় ভাষা - ইংরেজি-২য় পর্ব থেকে

সময় সারণি (সাপ্তাহিক)

(তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির জন্য)

	১১.০০-১১.১৫ ১৫ মিঃ	১১.১৫-১১.৫৫ ৪০ মিঃ	১১.৫৫-১২.৩০ ৩৫ মিঃ	১২.৩০-১.০০ ৩০ মিঃ	১.০০-১.৩০ ৩০ মিঃ	১.৩০-২.০০ ৩০ মিঃ	২.০০-২.৩০ ৩০ মিঃ	২.৩০-৩.০০ ৩০ মিঃ	৩.০০-৩.৩০ ৩০ মিঃ
সোমবার	বিদ্যালয়ের প্রারম্ভিক সমাবেশ, পরিচ্ছন্নতা বিধান, শ্রেণিসজ্জা, ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা পরীক্ষা, খবর বলা।	প্রথম ভাষা	গণিত	ইতিহাস	প্রকৃতি বিজ্ঞান	টি	প্রকৃতি বিজ্ঞান	ভূগোল	স্বাস্থ্যশিক্ষা ও শারীরশিক্ষা বিষয়ক কাজ
মঙ্গলবার	বিদ্যালয়ের প্রারম্ভিক সমাবেশ, পরিচ্ছন্নতা বিধান, শ্রেণিসজ্জা, ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা পরীক্ষা, খবর বলা।	প্রথম ভাষা	গণিত	ইংরেজি	ভূগোল	ফি	প্রথম ভাষা অনুশীলন	সৃজনশীল ও উৎপাদনাত্মক কাজ	স্বাস্থ্যশিক্ষা ও শারীরশিক্ষা বিষয়ক কাজ
বুধবার	বিদ্যালয়ের প্রারম্ভিক সমাবেশ, পরিচ্ছন্নতা বিধান, শ্রেণিসজ্জা, ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা পরীক্ষা, খবর বলা।	প্রথম ভাষা	গণিত	ইতিহাস	প্রকৃতি বিজ্ঞান	ন	প্রকৃতি বিজ্ঞান	সৃজনশীল ও উৎপাদনাত্মক কাজ	স্বাস্থ্যশিক্ষা ও শারীরশিক্ষা বিষয়ক কাজ
বৃহস্পতিবার	বিদ্যালয়ের প্রারম্ভিক সমাবেশ, পরিচ্ছন্নতা বিধান, শ্রেণিসজ্জা, ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা পরীক্ষা, খবর বলা।	প্রথম ভাষা	গণিত	ইংরেজি	ভূগোল	বি	সৃজনশীল ও উৎপাদনাত্মক কাজ	প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা মূলক কাজ	স্বাস্থ্যশিক্ষা ও শারীরশিক্ষা বিষয়ক কাজ
শুক্রবার	বিদ্যালয়ের প্রারম্ভিক সমাবেশ, পরিচ্ছন্নতা বিধান, শ্রেণিসজ্জা, ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা পরীক্ষা, খবর বলা।	প্রথম ভাষা	গণিত	ইংরেজি	ইতিহাস	র তি	প্রকৃতি বিজ্ঞান	সৃজনশীল ও উৎপাদনাত্মক কাজ	স্বাস্থ্যশিক্ষা ও শারীরশিক্ষা বিষয়ক কাজ
শনিবার	বিদ্যালয়ের প্রারম্ভিক সমাবেশ, পরিচ্ছন্নতা বিধান, শ্রেণিসজ্জা, ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা পরীক্ষা, খবর বলা।	প্রথম ভাষা	গণিত	ইংরেজি	সাংস্কৃতিক কাজ ও মূল্যায়ন (প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামুলক কাজ)				

শ্রেণি ঘণ্টা / পিরিয়ড ঃ
- প্রথম ভাষা - ৭
- দ্বিতীয় ভাষা (ইংরেজি) - ৪
- গণিত - ৬
- ইতিহাস - ৩
- ভূগোল - ৩
- প্রকৃতি বিজ্ঞান - ৫
- সৃজনশীল ও উৎপাদনাত্মক কাজ - ৪
- স্বাস্থ্যশিক্ষা ও শারীরশিক্ষা বিষয়ক কাজ - ৫
- সাংস্কৃতিক কাজ ও মূল্যায়ন - ১
- প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজ ও - + (প্রারম্ভিক সমাবেশের ২টি পিরিয়ডকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজের ১টি করে পিরিয়ড ধরে) ১+৩ = ৪

সাপ্তাহিক পিরিয়ড সংখ্যা
মোট - ৪২

> বিঃদ্রঃ
> প্রথমভাষা - বাংলা, হিন্দি, উর্দু, নেপালি ও সাঁওতালি,
> দ্বিতীয় ভাষা - ইংরেজি

পরিশিষ্ট

(ক) সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি / সম্ভারের কয়েকটি

(পাঠ্যক্রম-পাঠ্যসূচি প্রণয়নের জন্য যে যে উৎস থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে)

১। প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি ঃ হিমাংশুবিমল মজুমদার কমিটি, ২৩শে জুলাই ১৯৭৯। প্রাথমিক শিক্ষা অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

২। কর্মরতবিদ্যালয় শিক্ষক-শিক্ষণের জাতীয় প্রকল্প (সাধারণ) ঃ মে ১৯৮৭, রাষ্ট্রীয় শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ।

৩। প্রশিক্ষণ সহায়িকা (কর্মরত বিদ্যালয় শিক্ষক-শিক্ষণের জাতীয় প্রকল্প ঃ জুলাই ১৯৮৯। বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকার ও রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ।)

৪। National Curriculum Framework for School Education : 2000, NCERT.

৫। সামর্থ্য ভিত্তিক পাঠদান প্রকৌশল নির্দেশিকা ঃ ১৪ই আগস্ট, ১৯৯৫। পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ।

(Special Orientation Programme for Primary Teachers - SOPT)

৬। মূল্যায়ন নির্দেশিকা ঃ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩। পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ।

৭। শিক্ষক সহায়িকা (১ম ও ২য় শ্রেণীর জন্য) বাংলা ঃ জুলাই ১৯৯৬। পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ।

৮। ঐ - (গণিত)

৯। Minimum Learning Continuum : August 1979. National Council of Education - Research and Training.

১০। Minimum Levels of Learning at Primary Stage : February 1991, NCERT.

১১। Report of the workshop, held in Calcutta on Sept. 21-24 1994 to examine the recommendation of the national Advisory Committee (Jaspal Committee) 1992-93 : Prepared by West Bengal Board of Primary Education.

১২। Report of the Education Committee (Ashok Mitra Committee) : 1992, Govt. of West Bengal.

১৩। Report of the One-Man Committee of English in Primary Education, West Bengal (Pabitra Sarkar Committee) : September 1998. Govt. of West Bengal.

১৪। প্রাথমিক-মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিকের পাঠ্যক্রম-পাঠ্যসূচির তুলনীয়তা কমিটির প্রতিবেদন ঃ ২০০১ পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষাবিভাগ।

১৫। বিদ্যালয় শিক্ষা কমিটির প্রতিবেদন ঃ ২০০২ ওই।

১৬। ১৯৯০ সালে কেন্দ্রীয় সরকার নিযুক্ত আর. এইচ. দাভে কমিটির এম. এল. এল. (Minimum Learning Level) বা ন্যূনতম শিখন সামর্থ্য বিষয়ক ধারণার পর্যালোচনা শেষে এবং সামর্থ্য ভিত্তিক পাঠ-রচনা, পাঠন-পাঠন ও কাজ, মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে রচিত শিখন-পাঠন সম্ভার।

১৭। ১৯৯৩ সালে কেন্দ্রীয় সরকার নিযুক্ত যশপাল কমিটির ভারমুক্ত শিখন (Learning without burden) ধরণাটিও পর্ষদ পর্যালোচনা করেন।

১৮। ১৯৯৫ সালে SOPT শিক্ষকের অভিমুখীকরণ প্রকল্পটিও পর্ষদ পর্যালোচনা এবং পরীক্ষামূলক ভাবে প্রয়োগ করার কর্মসূচি হাতে নেন।

১৯। ১৯৮৯ সালে কর্মরত সব শিক্ষক-শিক্ষিকার প্রশিক্ষণ কর্মসূচি (PMOST) রূপায়িত হয় এবং একক-উপ-একক ভিত্তিক পাঠ-বিভাজন ও মূল্যায়নের প্রবর্তন করা হয়।

২০। প্রশিক্ষণ নিদের্শিকা (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) - পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৩।

২১। শিক্ষণ নির্দেশিকা - প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৩।

(খ) বিভিন্ন কৃত্য ও পাঠ্যবিষয়ের মূল্যায়ন - এর নমুনা

স্বাস্থ্যশিক্ষা ও শারীরশিক্ষা বিষয়ক কাজ

বছরে ৪ বার ব্যাবহারিক পরীক্ষা হবে। প্রতিটির জন্য নির্দিষ্ট সময় - ২ পিরিয়ড।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির ক্ষেত্রে যেখানে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেশি, সেখানে ন্যূনতম একটি খেলার সাহায্যে মূল্যায়ন করতে হবে।

তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির ক্ষেত্রে যেখানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি, সেখানে ন্যূনতম একটি খেলাভিত্তিক সাময়িক মূল্যায়ন করলে ভালো হয়। যে যে শ্রেণিতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কম, সেখানে অন্ততপক্ষে ২/৩টি খেলার মাধ্যমে মূল্যায়ন করলেও ভালো হয়।

প্রতিটি সাময়কি মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষিকা একটি খেলার মূল্যায়নের সময় শুধু ব্যাবহারিক দিক পর্যবেক্ষণ করবেন। এ ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী তিনি ব্যবস্থা নেবেন।

খেলাধুলা

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি

একক — অনুকরণ জাতীয় খেলা

উপ-একক — পাখির মতো ওড়া

সময় ৬০ মিনিট (১ ঘণ্টা)

কাম্য সামর্থ্য ঃ নিজনিজ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চিনতে পারা।

অঙ্গ-সঞ্চালন ও অঙ্গভঙ্গি অনুকরণ করতে পারা।

খেলাটি অনুশীলনের মাধ্যমে অনুকরণ করতে পারা জাতীয় অন্যান্য খেলা পারদর্শিতার সঙ্গে সম্পাদন করতে পারা।

এই খেলার মাধ্যমে সহযোগিতা, নেতৃত্ব ও অভ্যাসগত আচরণ দেখাতে পারা।

পরিবেশের বিভিন্ন জীবজন্তুর প্রতি সহমর্মিতা দেখানো।

প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জামের যথাযথ ব্যবহার ও গুছিয়ে রাখার অভ্যাস গঠন।

শিশুর কাল্পনিক মানসিকতার বৃদ্ধি ঘটাতে পারা।

মূল্যায়নের জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাত্র-ছাত্রীদের নির্দেশ দেবেন।

(এই নির্দেশ মৌখিক হবে)

প্রথম স্তর —

প্রস্তুত হও।

(এই মূল্যায়নের মাধ্যম — শিক্ষকদের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ, শিক্ষার্থীর পক্ষে ব্যাবহারিক)

এই স্তরে মূল্যায়নের দিক

ঠিকমতো লাইনে, ফাইলে / বৃত্তে / দাঁড়ানো।

পা দুটি জড়ো করে দলের সঙ্গে মিলিয়ে দাঁড়ানো।

হাত দুটি সমানভাবে দুদিকে বাড়ানো।

মাথা সোজা রেখে সামনের দিকে তাকানো।

দ্বিতীয় স্তর —

শুরু করো।

(শিক্ষিকা যেভাবে শিখিয়েছেন ছাত্রছাত্রীরা সেইভাবে 'আদেশ' শোনার পর খেলাটি শুধু করবে।)

মূল্যায়নের দিক ঃ

নির্দেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাগ্রহে শুরু করা।

অঙ্গভঙ্গি ঠিকমতো অনুকরণ করা।

পারদর্শিতা সহকারে অনুশীলন।

স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ।

তৃতীয় স্তর —

এবার থামো।

মূল্যায়নের দিক ঃ

নির্দেশ পাওয়ামাত্রই থেমে যাওয়া।

শিক্ষার্থীদের লাইন করে নিয়ম মেনে বেরিয়ে যাওয়া ও যথাস্থানে 'স্বাভাবিক ভাবে' দাঁড়ানো।

এভাবে শিক্ষক-শিক্ষিকা পর্যবেক্ষণ দ্বারা ছাত্রছাত্রীদের তিনটি স্তরে সামগ্রিকভাবে পরীক্ষা করে গুণগতমান, পারদর্শিতার মান মূল্যায়নপঞ্জি / প্রগতিপত্রে নথিভূক্ত করবেন। তিনি দু-একটি মৌখিক প্রশ্নও করতে পারেন।

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজ

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির জন্য মৌখিক পরীক্ষা হবে বছরে ৪ বার।

তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত 'আমার বই' ও কাজকর্মকে ভিত্তি করে বছরে মৌখিক পরীক্ষা হবে ৪ বার।

কাজ ঃ রোগী-নার্স-ডাক্তার দৃশ্যকল্প

তৃতীয় শ্রেণি

সময় - ৩০ মিনিট

কাম্য সামর্থ্য ঃ

কাজের প্রতি আগ্রহ ও শ্রদ্ধাবোধ জাগাতে পারা।

পরস্পর সহযোগিতামূলকভাবে সমাজ জীবন যাপনের বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে পারা।

দলগত আলোচনা ও কাজে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সহযোগিতা ও সহমর্মিতা, নেতৃত্ব, শৃঙ্খলা ও কাজের অভ্যাস গঠন করতে পারা।

কাজে অংশগ্রহণের মাধ্যমে পারদর্শিতার মান ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করতে পারা।

এই বিষয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সমন্বয়সাধন করতে পারা।

মূল্যায়ন ঃ

শিক্ষক-শিক্ষিকা শিক্ষার্থীদের কাজের ও সামাজিক দিকের উপর নিম্নলিখিত প্রশ্নাবলি মৌখিকভাবে করবেন, যেমন —

গ্রামে কী কী রোগ হয়?

গ্রামে কী কী ভাবে রোগ ছড়ায়?

নার্স কাদের বলে?

নার্স কীভাবে রোগীকে রোগ সারাতে সাহায্য করেন?

রোগীকে ডাক্তারবাবু কী কী ভাবে চিকিৎসা করেন ?

ডাক্তার তাঁর বাড়িতে লোকজনদের / তাঁকে কীভাবে সাহায্য করেন?

ডাক্তার না থাকলে কী কী অসুবিধা হয় / হয়েছে?

ডাক্তারের রোগী দেখার দু-একটি সরঞ্জামের নাম বলো।

ডাক্তার কী কী উপায়ে রোগ পরীক্ষা করেন?

ডাক্তারকে সাহায্য করার জন্য নার্স না থাকলে কী অসুবিধা হয়?

শহরের বাড়িতে / গ্রামে রোগ দূর করার জন্য তোমাদের কী করা দরকার?

গ্রামের বাড়িতে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তোমাদের কী করা উচিত?

দৃশ্যকল্পে শিক্ষার্থীরা কাজের দিক কেমনভাবে করেছে, সাগ্রহে অংশগ্রহণ করেছে কি না, কতটা নিজেদের উন্নত করার চেষ্টা করেছে, এসব দিক পর্যবেক্ষণ করে যাচাই করতে হবে।

এভাবে 'করে দেখো', 'করে শেখো' নানাবিধ সহায়ক কাজে প্রয়োজন অনুযায়ী বা অন্য কোনো কাজে অংশগ্রহণের এবং অভিজ্ঞতার উপর নানারকম প্রশ্ন করবেন ও মূল্যায়ন করবেন। তবে এ সম্পর্কিত প্রশ্নমালা আগে থেকে বাড়ি থেকে তৈরি করে আনতে হবে। কাজের প্রস্তুতি অংশ ও কাজ অংশের উপর প্রশ্ন করে গুণগতমানে মূল্যায়ন করতে হবে।

সৃজনশীল ও উৎপাদনাত্মক কাজের মূল্যায়ন

মূল্যায়নের দিকগুলি হল - আগ্রহ ও অংশগ্রহণ, পারদর্শিতা উন্নত করার প্রচেষ্টা, বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সমন্বয় ও পারদর্শিতার মানের উন্নয়ন।

সাময়িক মূল্যায়ন - ব্যাবহারিক পরীক্ষা

বিষয়বস্তু

এককগুচ্ছ ঃ

চিত্রাঙ্কনের কাজ

কোলাজের কাজ

শ্রেণি - প্রথম

সময় - ৬০ মিঃ (১ ঘণ্টা)

অনুশীলনের সময় শিক্ষিকা শিক্ষক এই এককগুলির উপর যে কাজ করিয়েছেন সেই ভিত্তিতে এই পরীক্ষায় ব্যাবহারিক কাজ দেবেন। এক্ষেত্রে একটি চিত্রাঙ্কনের কাজ ও একটি কোলাজের কাজ করার নির্দেশ দিতে পারেন।

শিক্ষার্থী শিশুদের কাজগুলি সম্পাদন করতে আনুমানিক যে সময় লাগতে পারে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সে সময় ধার্য করতে হবে। সময়িক মূল্যায়নের জন্য এই সময় ১ থেকে ১.৩০ ঘণ্টা হবে। শ্রেণী বর্ষ ও কাজের বিষয়বস্তু বিবেচনা করে বর্তমান ক্ষেত্রে প্রতিটি কাজের জন্য আনুমানিক ৩০ মিনিট সময় ধরা হয়েছে।

শিক্ষার্থী যখন ব্যাবহারিক কাজ (পরীক্ষা দেবে) করবে তখন মূল্যায়নের দিকগুলির পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষিকা-শিক্ষক শিক্ষার্থীর আচরণ ও কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন। অনুশীলনের দিনগুলোতে মূল্যায়নের এই দিকগুলি শিক্ষার্থী কতটা করেছে বা আয়ত্ত করেছে, সাময়িক মূল্যায়নের সময় তার প্রতিটি দিকের কথা স্মরণে রেখে মূল্যায়ন করতে হবে। মূল্যায়নের দিককে বিচার করতে হবে এই বিষয়ে তার পূর্ববর্তী সফলতা বা পারদর্শিতার সাথে মিলিয়ে, অন্য কোনো শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার সাথে মিলিয়ে নয়। পর্যবেক্ষণের প্রয়োজনে প্রাসঙ্গিক কিছু প্রশ্ন মুখে মুখে করতে হবে। উপরিউক্ত পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও ক্রমোন্নতির মান বিচার করে এবং মূল্যায়নের দিনের কাজটি শিক্ষিকা শিক্ষক বিচার করে সামগ্রিকভাবে গুণগত মান নির্ধারণ করবেন। পারদর্শিতার মান কখনও একমাত্র বিচার্য হবে না।

একককভিত্তিক সাময়িক মূল্যায়ন

(সামর্থ্যভিত্তিক)

বাংলা

শ্রেণি—তৃতীয়

সময় ঃ ১ ঘণ্টা

পূর্ণমান - ২০ নম্বর

এককগুচ্ছ — (ক) আমাদের গ্রাম, (খ) পিঁপড়ের বুদ্ধি, (গ) সমব্যথী

কাম্য সামর্থ্য ঃ আমাদের গ্রাম।

আমাদের গ্রাম কবিতা পাঠালোচনার মাধ্যমে শিশুদের গ্রামের গাছগুলির নাম, ঘরবাড়ির অবস্থা, পাড়ার ছেলেমেয়েদের মধ্যে সম্পর্ক কেমন, শব্দার্থ প্রভৃতি বিষয়গুলিকে স্মরণ করতে ও লিখতে পারা।

গ্রামের সঙ্গে মায়ের তুলনা ও বিভিন্ন গাছপালা, পাড়ার ছেলে, বাড়িঘরের মধ্যে সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য ইত্যাদি সম্বন্ধে বলে বা লিখে জানাতে পারা।

শব্দ গঠন, বাক্য গঠন ইত্যাদি করতে পারা।

বানান লেখা, সরব পাঠ, আবৃত্তি করা, গাছপালা ও ঘরবাড়ির ছবি আঁকা প্রভৃতি দক্ষতার অনুশীলন করতে পারা।

প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতি মমত্ববোধ, গ্রামকে ভালোবাসা, সহপাঠীদের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারা।

'পিঁপড়ের বুদ্ধি'

বিভিন্ন পোকা মাকড়ের নাম, শব্দার্থ ও খাবার সংগ্রহের জন্য পিঁপড়ের বুদ্ধির পরিচয় স্মরণ করতে পারা।

আবৃত্তি ও সরব পাঠ করতে ও বানান লিখতে পারা।

একতা, ধৈর্য ও দলবদ্ধ জীবনযাপনের মানসিকতা গড়ে তুলতে পারা।

'সমব্যথী'

কবিতাটি স্মরণ করতে পারা এবং লিখতে পারা।

বিভিন্ন পাখির নাম, পাখির কণ্ঠস্বর বলতে ও লিখতে পারা।

সরব পাঠ, আবৃত্তি করতে, বাক্য ও শব্দ গঠন করতে পারা।

পশু-পাখির সঙ্গে একাত্মবোধ করতে পারা।

লিখিত প্রশ্নের নমুনা ঃ ৪x২=৮

১। 'আমাদের গ্রাম' কবিতায় পাড়ার লোকজন, ঘরবাড়ি ও গাছপালা সম্বন্ধে ৪টি বাক্য লেখো।

২। 'পিঁপড়ের বুদ্ধি' অবলম্বনে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও ঃ ৪x২=৮

ক) আরশোলাটি কীভাবে মারা যায়?

খ) তাকে খাবার জন্য কারা ঘেরাও করল?

গ) পিঁপড়েরা আঠার উপর কী তৈরি করল?

ঘ) পিঁপড়েরা কী জিনিস নিয়ে বাসায় ফিরে গেল?

৩। ডানদিক থেকে শব্দ বেছে নিয়ে নীচের ফাঁকা জায়গাগুলি পূরণ করো ঃ ১x৪=৪

	শব্দ
ক) আমি হতেম ____________ ।	বনেই
খ) আমায় ____________ থেকে নামা।	কুকুর-ছানা
গ) বলতে আমায় ____________ পাখি,	হতভাগা
ঘ) আমি ____________ যাব চলে।	কোলের

এমনিভাবে কোনো সাময়িক মূল্যায়নে কয়েকটি এককগুচ্ছের উপর মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া যেতে পারে। মৌখিক পরীক্ষার সময় প্রতিটি শিশুকে পরীক্ষা করতে হবে।

এককভিত্তিক মূল্যায়ন
(সামর্থ্যভিত্তিক)
গণিত
একক ঃ সংখ্যার কয়েকটি বিশেষ ধর্ম

শ্রেণি ঃ চতুর্থ
পূর্ণমান ঃ ১০ / ১৫ নম্বর
সময় — ১০ / ১৫ মিনিট

এই একককে তিনটি উপ-এককে বিভক্ত করা যায়, সেগুলি হল ঃ (ক) জোড় ও বিজোড় সংখ্যা, (খ) জোড় ও বিজোড় সংখ্যার কয়েকটি ধর্ম ও (গ) ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ ইত্যাদি সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যার সারি।

কাম্য সামর্থ্য ঃ

মূল্যায়নের প্রথম ধাপ হল কাম্য সামর্থ্যগুলি চিহ্নিত করে নেওয়া। এ ক্ষেত্রে প্রথম উপ-এককের যে কাম্য সামর্থ্যগুলি আমরা চিহ্নিত করতে পারি সেগুলি হল — (১) জোড় ও বিজোড় বলতে কী বোঝায় তা বলতে পারা, (২) জোড় ও বিজোড় সংখ্যা শনাক্ত করতে পারা, (৩) দুটি ক্রমিক জোড় সংখ্যা বা দুটি ক্রমিক বিজোড় সংখ্যা শনাক্ত করতে পারা, (৪) কোনো জোড় বা বিজোড় সংখ্যার আগের বা পরের জোড় বা বিজোড় সংখ্যা নির্ণয় করতে পারা।

দ্বিতীয় উপ-এককের কাম্য সামর্থ্যগুলি নীচে ছকের আকারে দেওয়া হল ঃ

+	জোড়	বিজোড়	−	জোড়	বিজোড়
জোড়	জোড়	বিজোড়	জোড়	শূন্য বা জোড়	বিজোড়
বিজোড়	বিজোড়	বিজোড়	বিজোড়	বিজোড়	শূন্য বা জোড়

ছকগুলি থেকে অনেকগুলি কাম্য সামর্থ্য পাওয়া যায়।

যেমন জোড় ধর্ম নির্ণয় করতে পারবে। জোড় সংখ্যা + জোড় সংখ্যা = জোড় সংখ্যা, বা জোড় সংখ্যা − বিজোড় সংখ্যা = বিজোড় সংখ্যা ইত্যাদি।

তৃতীয় উপ-এককের কাম্য সামর্থ্যগুলি হল ঃ

১) এক বা অন্য কোনো সংখ্যা থেকে শুরু করে কয়েকটি সংখ্যা লিখে তা থেকে ৩ দ্বারা বিভাজ্য, ৪ দ্বারা বিভাজ্য, ৫ দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যার দল গঠন করতে পারবে।

২) পূর্বার্জিত সামর্থ্য থেকে যে সব সংখ্যার জন্য বিভাজ্যতার নিয়ম তারা জানে, সেই নিয়ম স্মরণ করে কোনো একটি সংখ্যা কোন দলে থাকবে তা নির্ণয় করতে পারবে।

প্রশ্নের নমুনা ঃ

উপরিউক্ত কাম্য সামর্থ্যগুলি সঠিকভাবে যাচাই করার জন্য ওই সব সামর্থ্যভিত্তিক প্রশ্নপত্র রচনা হল মূল্যায়নের দ্বিতীয় ধাপ। নমুনা হিসাবে কয়েকটি প্রশ্ন এখানে দেওয়া হল ঃ

৫, ৮, ৯ ও ১১ - এর মধ্যে কোন্‌টি জোড় সংখ্যা?

একটি বিজোড় সংখ্যার সাথে কমপক্ষে কত যোগ করলে যোগফল জোড় সংখ্যা হবে?

একটি জোড় সংখ্যা থেকে কমপক্ষে কত বিয়োগ করলে বিয়োগফল বিজোড় সংখ্যা হবে?

একটি জোড় সংখ্যার সাথে কমপক্ষে কত যোগ করলে যোগফল জোড় সংখ্যা হবে?

একটি বিজোড় সংখ্যা থেকে কমপক্ষে কত বিয়োগ করলে বিয়োগফল বিজোড় সংখ্যা হবে?

ক) দুটি জোড় সংখ্যার যোগফল কী ধরনের সংখ্যার হবে?

খ) দুটি বিজোড় সংখ্যার যোগফল কী ধরনের সংখ্যা হবে?

গ) দুটি আলাদা জোড় সংখ্যার বিয়োগফল কী ধরনের সংখ্যা হবে?

ঘ) দুটি আলাদা বিজোড় সংখ্যার বিয়োগফল কী ধরনের সংখ্যা হবে?

শূন্যস্থানে যে শব্দটি দিয়ে পূরণ করা যাবে তা লেখো —

ক) একটি জোড় সংখ্যার সাথে একটি বিজোড় সংখ্যা যোগ করলে যোগফল — সংখ্যা হবে।

খ) একটি বিজোড় সংখ্যা থেকে তার চেয়ে ছোটো একটি জোড় সংখ্যা বিয়োগ করলে বিয়োগফল — হবে।

১০-এর পর তিন-এর সারির প্রথম সংখ্যাটি কত?

১৮-এর ঠিক আগে পাঁচের সারির সংখ্যাটি কত?

৪-এর সারির কোন্‌ সংখ্যাটি ৯-এর ঠিক আগে এবং কোন্‌ সংখ্যাটি ৯-এর ঠিক পরে?

এ ধরনের প্রশ্ন শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ নিজেরা তৈরি করবেন। কোনো একটি পরীক্ষার প্রশ্ন সংখ্যা কতগুলি হবে তা সময় অনুসারে ঠিক করে নেবেন। পরীক্ষার ধরন — লিখিত বা মৌখিক তার উপরও প্রশ্ন সংখ্যা নির্ভর করবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য — গণিতের তাৎক্ষণিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে গাণিতিক বিভিন্ন মৌলিক সামর্থ্যের বিকাশ ঘটেছে কি না তা যাচাই করার জন্য ঘনঘন পরীক্ষা নিতে হবে। প্রাসঙ্গিক পাঠের সাথে সাযুজ্য রেখে তারিখ লিখতে কিংবা শিক্ষার্থী জন্মতারিখ, বয়স নিরূপণ করতে পারছে কি না তার জন্য তাৎক্ষণিক মূল্যায়ন করতে হবে।

একক ভিত্তিক মূল্যায়ন

(সামর্থ্যভিত্তিক)

ইতিহাস

একক - চাকা

শ্রেণি ঃ তৃতীয়
সময় ঃ ১০ মিঃ
পূর্ণমান ঃ ১৫ নম্বর

কোনো কোনো সামর্থ্য যাচাই করতে হবে ঃ

মরাই, গোলা, কুঁজো, জালা, শিল নোড়া, জাঁতা প্রভৃতি চাকা জাতীয় দ্রব্যাদি সম্বন্ধে জানতে ও জানাতে পারা

কাঁচা মাটির চাকা ও শুকনো কিংবা পোড়ানো মাটির চাকার মধ্যে পার্থক্য বুঝতে ও বোঝাতে পারা।

চাকা জাতীয় পাত্রগুলি কী কী কাজে ব্যবহার করা হয় সে সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করতে পারা।

ওই পাত্রগুলি পুরনো দিনের ইতিহাস জানতে কীভাবে সাহায্য করে সে সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারা।

চাকা মানুষের জীবনকে কীভাবে 'গতিশীল' করেছে তার বিশ্লেষণ করতে পারা।

কিছু চাকা জাতীয় জিনিসের ছবি আঁকতে ও তৈরি করতে পারা।

চাকা তৈরির জায়গা পর্যবেক্ষণ করে প্রত্যক্ষ / বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে তথ্যের সাঙ্গীকরণ করতে পারা।

শ্রম ও শ্রমজীবী মানুষের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব জাগাতে পারা।

লিখিত প্রশ্নের নমুনা

৪x২=৮

দু / তিনটি বাক্যে উত্তর লেখো ঃ

(যে কোনো **দুটি**)

মাটির নীচ থেকে পাওয়া জিনিস থেকে কীভাবে পুরোনো দিনের কথা জানা যায়?

পোড়ানো পাত্র কাঁচা মাটির পাত্র থেকে টেকসই কেন?

পাত্র আমাদের যেসব কাজে লাগে, সেগুলির তিনটির উল্লেখ করো।

চাকার সাহায্যে তাড়াতাড়ি যাওয়া যায় কেন?

মাটির জিনিসপত্র কারা তৈরি করেন ?

কলকারখানায় কারা চাকা তৈরি করেন?

মরাই ও কলসির আকৃতি কী ধরনের?

সঠিক উত্তরটি বেছে খাতায় লেখো ঃ ৩

কুমোর মাটির পাত্র তৈরি করেন— মাটিতে রেখে / চাকার উপর কাঁচা মাটি রেখে / মাটি পুড়িয়ে।

শস্য পেষাই করা হয় — পিটিয়ে পিটিয়ে / জাঁতার সাহায্যে / পা দিয়ে মাড়িয়ে।

কলসি, কুঁজো হল — চাকা-জাতীয় পাত্র / লম্বা পাত্র / তিনকোণা পাত্র।

আবার, **মৌখিক** পরীক্ষার জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকা ১০-১৫ মিঃ ধরে শিশুদের পাঠ্য বিষয়ের এককের উপর প্রশ্ন করবেন।

নিম্নের উদাহরণগুলি থেকে ৫-৬টি প্রশ্ন বেছে নিয়ে শিক্ষার্থীদের উত্তর জিজ্ঞাসা করবেন।

পাঠ্য পুস্তকের ছবি অবলম্বনেও কয়েকটি প্রশ্ন করতে পারেন। প্রয়োজনে মৌখিক পরীক্ষার জন্য কিছু অতিরিক্ত সময় দরকার হলে সে ব্যবস্থাও নিতে হবে।

মৌখিক প্রশ্নের নমুনা ঃ ৪

পাঠ-একক অবলম্বনে (৪টি প্রশ্ন)

জিনিসপত্র রাখার জন্য চাকা জাতীয় দু-একটি পাত্রের নাম বলো।

চাকা বানাবার আগে মানুষ কীসের পাত্র ব্যবহার করত।

মাটির পাত্রকে টেকসই করতে কী করা দরকার?

কুমোর কীসের সাহায্যে পাত্র তৈরি করেন?

ফসল পেষাই কীসের সাহায্যে করা হয়?

জাঁতার কলে পেষাই করতে কী সুবিধা হয়েছে?

চাকা ব্যবহার না থাকলে কী কী অসুবিধা হত?

বইয়ের ছবি অবলম্বনে ঃ

কুমোর ভাই কী বানাচ্ছেন?

ওই পাত্র আমরা কী কী কাজে লাগাই?

পাত্রটিকে পোড়ানো হচ্ছে কেন?

তিনি কীসের সাহায্যে ওই পাত্র বানাচ্ছেন?

ঘোড়ার গাড়ি জোরে ছুটছে কীভাবে?

গাড়িতে কীভাবে গতি আসে?

একক ভিত্তিক মূল্যায়ন
(সামর্থ্যভিত্তিক)
ভূগোল
একক - খনিজ দ্রব্য

শ্রেণি ঃ চতুর্থ
সময় ঃ ১৫ মিঃ
পূর্ণমান ঃ ১৫ নম্বর

কাম্য সামর্থ্য ঃ এই এককটি পঠন-পাঠনের পর শিক্ষার্থীর মধ্যে নিম্নলিখিত কাম্য সামর্থ্য বিকশিত হবে। যেমন

খনিজ দ্রব্যের সংজ্ঞা, খনিজ দ্রব্য থেকে তৈরি কী কী জিনিস আমরা ব্যবহার করি, বিভিন্ন খনিজ দ্রব্যের নাম, কোথায় কোথায় ওই খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায়, কয়লার উপকারিতা কী কী, শিল্প কাকে বলে, চিনা মাটির সংজ্ঞা, চিনা মাটি থেকে কী কী দ্রব্য তৈরি হয়, কোথায় চিনামাটি পাওয়া যায়, প্রভৃতির নাম জানবে, দ্রব্যাদি চিনবে এবং স্মরণ করবে এবং বলে বা লিখে জানাতে পারা।

কীভাবে খনিজ দ্রব্যকে ব্যবহারের উপযোগী করা হয়, চিনামাটির নাম কেন হল প্রভৃতি ব্যাখ্যা করতে পারা।

বিভিন্ন দ্রব্যগুলিকে শনাক্ত করতে ও তাদের মধ্যে সাদৃশ্য ও পার্থক্য নির্ণয় করতে পারা।

১x৪=৪

মৌখিক প্রশ্নের নমুনা ঃ (যে কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও)

তোমাদের বাড়িতে রান্নাঘরে মা কী জাতীয় লোহার জিনিস ব্যবহার করেন?

লোহার হাতা ও কড়া কে তৈরি করেন ?

আমরা ভাত রান্নার জন্য কীসের তৈরি হাঁড়ি ব্যবহার করি?

চা খাবার জন্য আমরা কীসের তৈরি জিনিস ব্যবহার করি?

কয়লা দিয়ে আমরা কী কী কাজ করি?

শিল্প কাকে বলে?

চিনামাটির নাম চিনামাটি কেন হল?

খনিজদ্রব্য এ রাজ্যে কোথায় পাওয়া যায়?

কোন্ স্থানের কয়লা খুব ভালো?

শিক্ষার্থীদের বাড়ি থেকে তৈরি কিছু খনিজ দ্রব্য ও তা থেকে কিছু জিনিস শ্রেণীতে নিয়ে আসতে বলা যেতে পারে এবং তার ওপর পর্যবেক্ষণ ভিত্তিক নিম্নলিখিত মৌখিক প্রশ্ন করা যেতে পারে। যেমন,

১x৩=৩

যে কোনো তিনটি ঃ

লোহার রং কেমন?

কয়লা দেখতে কেমন?

অ্যালুমিনিয়ামের সঙ্গে লোহার কী কী তফাত লক্ষ করছ?

কলকারখানায় কয়লা কেন ব্যবহার করা হয়?

বাড়িতে কয়লা কী কাজে লাগে?

চিনামাটির সঙ্গে কয়লার তফাত কী?

খনি থেকে তোলা তেলকে কী ধরনের তেল বলা হয়?

লিখিত প্রশ্নের নমুনা (যে কোনো দুটি উত্তর দাও) ঃ ২x৪=৮

খনিজ দ্রব্য কাকে বলে?

পশ্চিমবঙ্গের কোন্ কোন্ জায়গায় ঐ দ্রব্য পাওয়া যায়?

খনিজ তেলের সন্ধান সাধারণত কী জাতীয় স্থানে মিলেছে?

কয়লা না পাওয়া গেলে কী অসুবিধা হতে পারে?

কলকারখানা গড়তে কী কী খনিজ দ্রব্য লাগে?

একক ভিত্তিক মূল্যায়ন

(সামর্থ্যভিত্তিক)

প্রকৃতি বিজ্ঞান

একক - জড় পদার্থ

শ্রেণি - তৃতীয়

সময় ঃ ১০ মিঃ

পূর্ণমান ঃ ১০ নম্বর

কাম্য সামর্থ্য ঃ

জড় পদার্থ কী, জড় পদার্থের উপাদান কী কী ও বিভিন্ন উপাদানের ধর্ম স্মরণ করতে এবং বলে ও লিখে জানাতে পারা।

জড় পদার্থের মধ্যে এমন বস্তু থাকতে পারে যা এক সময় সজীব ছিল তা যাচাই করতে এবং বলে ও লিখে জানাতে পারা।

মাটি জল ও বায়ুর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারা।

সজীব পদার্থ জড় পদার্থের উপর নির্ভরশীল — এ বিষয়ের সম্বন্ধে জেনে বলে ও লিখে জানাতে পারা.।

মৌখিক পরীক্ষা ঃ যে কোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ ১০

বাড়ি থেকে বিদ্যালয়ে আসার সময় যেসব জড় পদার্থ দেখেছ সেগুলির কয়েকটির নাম বলো।

এমন একটি জড় বস্তুর নাম বল যার একসময় প্রাণ ছিল।

মাটির দু-একটি অজৈব উপাদানের উল্লেখ করো।

বেলুনটিতে ফুঁ দিয়ে কী হল? কেন এমন হয়?

জলের তিনটি অবস্থা কী কী?

জ্বলন্ত মোমবাতির উপর খালি কাচের গ্লাস চাপা দেওয়ায় কী হল? কেন এমন হল?

জোর বাতাসে ছাতা খুলে উলটোদিকে তাড়াতাড়ি হাঁটা যায় না কেন?

বরফ জিনিসটা কী?

মাটি ছাড়া পৃথিবীতে উদ্ভিদ বা প্রাণী কিছুই থাকতে পারে না কেন?

বিশুদ্ধ জলের রং কী রকম?

উনুন তাড়াতাড়ি ধরাবার জন্য আমরা কী করি?

জলীয় বাষ্প ঠান্ডা হলে কী হয়?

মাটির দুটি জৈব উপাদানের নাম বলো।

সময় ঃ ১৫ মিঃ

পূর্ণমান ঃ ১০ নম্বর

লিখিত পরীক্ষার নমুনা প্রশ্নাবলি

১। বন্ধনীর ভিতর থেকে সঠিক শব্দ বেছে নিয়ে শূন্যস্থানে বসাও ঃ ৪

বায়ু, জল, মাটি এদের প্রতিটিই ______ পদার্থ (সজীব / জড়)।

জল খুব ঠান্ডা হলে ______ পরিণত হয় (বাষ্পে / বরফে)।

কোনো কিছুই জ্বালাবার জন্য প্রয়োজন ______ (বায়ু / জল)।

মাটি একটি ______ পদার্থ (তরল / কঠিন)।

২। সঠিক উক্তিটির পাশে (✓) চিহ্ন এবং ভুল উক্তিটির পাশে (✗) চিহ্ন দাও — (যে কোনো তিনটি) ঃ ৩

জলের নিজের কোনো আকৃতি নেই।

আমরা খালি চোখে বায়ু দেখতে পাই।

আগুন জ্বালাতে জলের প্রয়োজন।

বিশুদ্ধ জলের রং সবুজ।

বালি, কাঁকর, জলের অজৈব উপাদন।

জলের ওজন আছে।

৩। যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ ৩

মাটি আমাদের যে যে প্রয়োজনে লাগে সেগুলির মধ্য থেকে তিনটির উল্লেখ করো।

কাচের গ্লাসে বেশ কিছুটা চুনের জল নিয়ে তাতে ফুঁ দিলে কী হবে? কেন এমন হয়?

বায়ুর অস্তিত্ব কী করে বোঝা যায়?

(গ) শিক্ষাক্রম পাঠ্যসূচি আধুনিকীকরণ ও পুনর্নবীকরণ — ২০০৩

শিক্ষাক্রম-পাঠ্যসূচি, কৃত্যসূচি এবং পঠনীয় বিষয় সংক্রান্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, ওইগুলির রচয়িতা এবং অভিমত ও সুপারিশ প্রদানকারী সংস্থার নামের তালিকা

১। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ঃ

১। শ্রী কান্তি বিশ্বাস, মাননীয় বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

২। শ্রীমতী ইভা দে, মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী, বিদ্যালয় শিক্ষা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

৩। শ্রী তাপসকুমার বোস, প্রধান সচিব, বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

৪। ডঃ রথীন্দ্রনারায়ণ বসু, প্রাক্তন উপাচার্য, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

৫। ডঃ পবিত্র সরকার, প্রাক্তন সহসভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য উচ্চ শিক্ষা সংসদ।

৬। ডঃ রঞ্জুগোপাল মুখোপাধ্যায়, চেয়ারম্যান, রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয় এবং সভাপতি, বিদ্যালয় শিক্ষা কমিটি।

৭। অধ্যাপক ভবেশ মৈত্র, প্রাক্তন সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ।

৮। শ্রীমতী মৃণালিনী দাশগুপ্ত, শিক্ষাবিদ।

৯। অধ্যাপিকা মালিনী ভট্টাচার্য, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

১০। ডঃ জ্যোতির্ময় মুখোপাধ্যায়, সভাপতি, উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ।

১১। অধ্যাপক দিব্যেন্দুবিকাশ হোতা, সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ।

১২। ডঃ আব্দুস সাত্তার, সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ।

১৩। অধ্যাপক দিলীপ চক্রবর্তী, অধ্যক্ষ, ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ।

১৪। ডঃ হরপ্রসাদ সমাদ্দার, প্রাক্তন সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ।

১৫। অধ্যাপক কমলকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রাক্তন অধ্যক্ষ, গভঃ ট্রেনিং কলেজ, হুগলি।

১৬। ডঃ রথীন্দ্রনাথ দে, অধিকর্তা, রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ।

১৭। শ্রী দেবকুমার চক্রবর্তী, যুগ্ম অধিকর্তা, রাজ্য শিশু শিক্ষা মিশন, পশ্চিমবঙ্গ।

১৮। অধ্যাপক অনিল ভট্টাচার্য, সভাপতি, সারা ভারত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সংগঠন এবং সাধারণ সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি।

২। বিভিন্ন সংস্থা (শিক্ষক সংগঠন সহ) / অন্যান্য সংগঠনের / প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ ঃ

১। নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি।

২। পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি।

৩। বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি।

৪। সারা বাংলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি।

৫। পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সংঘ।

৬। রাজ্য প্রাথমিক শিক্ষাকর্মী সমিতি।

৭। পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় পরিদর্শক সমিতি।

৮। বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতি।

৯। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রারম্ভিক শিক্ষা উন্নয়ন সংস্থা।

১০। ইউনিসেফ।

১১। রাজ্য শিশু শিক্ষা মিশন, পশ্চিমবঙ্গ।

১২। অধ্যাপক মহঃ রেফাতুল্লা, সচিব, পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ।

১৩। শ্রীমতী বন্দনা দে — সহ অধিকর্তা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার-পর্যবেক্ষক।

১৪। ডঃ প্রশান্তকুমার ভৌমিক, অধিকর্তা, রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয়।

৩। শিক্ষাক্রম-কৃত্যসূচি ও পাঠ্যসূচি রচয়িতাদের নামের তালিকা

বিষয় ঃ

স্বাস্থ্যশিক্ষা ও শারীরশিক্ষা বিষয়ক কাজ

১। ডঃ অতীন্দ্রনাথ দে - অধ্যক্ষ, শারীরশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, বাণীপুর, উত্তর ২৪ পরগনা।

২। শ্রী প্রভাত গোস্বামী - সম্পাদক, বাংলার ব্রতচারী সমিতি।

৩। শ্রী মৃণালকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় - সম্পাদক, সবপেয়েছির আসর।

৪। শ্রী তপনমোহন চক্রবর্তী - প্রাক্তন অধ্যক্ষ, মহিলা রাষ্ট্রীয় শারীর-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, হুগলি।

৫। শ্রী আনোয়ার নাসির - শিক্ষক, কলকাতা পৌর সংস্থা।

৬। শ্রী স্মৃতিসৌরভ রায় - প্রতিনিধি, ভারত স্কাউট্‌স এন্ড গাইডস।

৭। শ্রীমতী বীথিকা মন্ডল - ২২ সবজিবাগান লেন পৌর প্রাথমিক বিদ্যালয় (দিবা)।

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক, সৃজনশীল ও উৎপাদনাত্মক কাজ

১। শ্রী শ্রীহরিচরণ মাইতি - গভঃ কলেজ বাণীপুর, উত্তর ২৪ পরগনা।

২। শ্রী শম্ভুচরণ বারুই - সহশিক্ষা অধিকর্তা (গ্রন্থ), বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ।

৩। অধ্যাপক জ্যোতির্ভূষণ দত্ত - উপদেষ্টা, রাজ্য শিশু শিক্ষা মিশন, পশ্চিমবঙ্গ।

৪। ডঃ রঞ্জিৎ চক্রবর্তী, প্রাক্তন অধ্যক্ষ, বিদ্যাসাগর কলেজ।

৫। ডঃ শশধর পুরকাইত - যাদবপুর বিদ্যাপীঠ কলেজ অফ এডুকেশন।

৬। শ্রী স্মরণকুমার সরকার - প্রতিনিধি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রারম্ভিক শিক্ষা উন্নয়ন সংস্থা।

৭। শ্রীমতী স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায় - সহকারি, বিদ্যালয় পরিদর্শক, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, আলিপুর, কলকাতা - ২৭।

৮। শ্রীমতী মালা চ্যাটার্জি - অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক, শিক্ষাধিকার, বিকাশ ভবন (৭ম তল), কলকাতা - ৯১।

৯। শ্রী ভাসান বর্ধন - ডি. আই. ই. টি. বাণীপুর, উত্তর ২৪ পরগণা।

১০। শ্রী নিমাই সান্যাল - ইনস্টিটিউট অফ্ এডুকেশনাল রিসার্চ এ্যন্ড স্টাডিজ।

১১। শ্রীমতী রমলা মণ্ডল - অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা, আলিপুর অবৈতনিক বিদ্যালয়, ২৭/১এ আলিপুর রোড, কলকাতা - ২৭।

১২। শ্রীমতী ধীরা ভট্টাচার্য - ডাঁশপাড়া নিম্নবুনিয়াদি বিদ্যালয়, সলপ, হাওড়া।

১৩। শ্রী হারাধন সাধুখাঁ - হাওড়া জেলা স্কুল।

১৪। শ্রীমতী তাপসী গোস্বামী - কমলা শিশুমহল প্রাথমিক বিদ্যালয়।

১৫। শ্রীমতী অঞ্জনা বণিক - বেলতলা গভঃ প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান।

১৬। শ্রীমতী গার্গী পাল - বেলতলা, পি. টি. টি. আই।

১৭। শ্রীমতী সবিতা চৌধুরি - বেলতলা, পি. টি. টি. আই।

১৮। শ্রীমতী দেবযানী বসু - সরোজ নলিনী পি. টি. টি. আই।

১৯। শ্রীমতী মলয়া বসাক - জি. এম. টি. টি. সি. ১৮৫/১, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা - ১৭।

২০। শ্রীমতী রানি খাতুন - সি. টি. টি. আই।

২১। শ্রী ভোলানাথ মণ্ডল - শশাটী উচ্চ প্রাইমারি স্কুল, হাওড়া।

২২। শ্রীমতী মৌসুমী চক্রবর্তী - আদর্শ হিন্দি বিদ্যালয়।

২৩। শ্রীমতী মীনাক্ষী রায় - ভগবতী বালিকা বিদ্যালয় (প্রাঃ)

২৪। অধ্যাপক মৃণাল রায়, আধিকারিক, পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ।

প্রথম ভাষা

বাংলা ঃ

১। শ্রী নিমাইচাঁদ চক্রবর্তী - প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক, হেয়ার স্কুল।

২। শ্রী জ্যোতিভূষণ চাকি - প্রাক্তন শিক্ষক, জগদ্বন্ধু ইনস্টিটিউশন।

৩। শ্রী দীননাথ সেন - প্রাক্তন শিক্ষক, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়।

৪। শ্রী অমিতাভ মুখোপাধ্যায় - বাংলা আকাদেমি।

৫। ডঃ নির্মল দাশ - প্রাক্তন অধ্যাপক, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

৬। ডঃ কুমুদকুমার ভট্টাচার্য - প্রাক্তন অধ্যাপক, বেহালা পর্ণশ্রী কলেজ।

৭। শ্রীমতী সমাপিকা সেন - প্রতিনিধি, রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ।

৮। শ্রীমতী গায়ত্রী মৈত্র - প্রাক্তন শিক্ষিকা, প্রাথমিক বিদ্যালয়।

৯। শ্রী দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় - প্রকল্প আধিকারিক, পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ।

নেপালি

১০। ডঃ আবদুল রহিম খান - অধ্যক্ষ, বঙ্গবাসী কলেজ অফ্ কমার্স।

হিন্দি

১১। ডঃ সুব্রত লাহিড়ি - অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সি কলেজ।

১২। শ্রী রঞ্জিৎ সিং - শিক্ষক, আর্য বিদ্যালয় (প্রাথমিক), কলকাতা - ২৪।

উর্দু

১৩। জনাব কাইসের শামিম - প্রাক্তন অধ্যাপক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

দ্বিতীয় ভাষা

ইংরেজি

১। অধ্যাপক উজ্জ্বলকুমার বসু - নিবন্ধক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

২। অধ্যাপক জ্যোতির্ভূষণ দত্ত - শিক্ষা উপদেষ্টা, রাজ্য শিশু শিক্ষা মিশন, পশ্চিমবঙ্গ।

৩। শ্রী নলিনীরঞ্জন সরকার - প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক, লবণহ্রদ বিদ্যাপীঠ, কলকাতা।

৪। অধ্যাপিকা অপর্ণা চক্রবর্তী - ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশন ফর উইমেন, হেস্টিংস হাউস, কলকাতা।

৫। শ্রী পুলককুমার গোস্বামী - শিক্ষক, যাদবপুর বিদ্যাপীঠ, কলকাতা - ৩২।

৬। শ্রীমতী তপতী গোস্বামী - শিক্ষিকা, সাবিত্রী বালিকা বিদ্যালয়।

৭। অধ্যাপিকা মানসী চক্রবর্তী - পরামর্শদাতা, শিক্ষা ও প্রশাসন, পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ।

গণিত

১। শ্রী শিশিররঞ্জন চক্রবর্তী - প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক।

২। অধ্যাপক অরুণকুমার স্যান্যাল - প্রাক্তন অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সি কলেজ।

৩। অধ্যাপিকা মঞ্জু রায় - প্রাক্তন অধ্যাপিকা, রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ।

৪। অধ্যাপক সনৎকুমার ঘোষ - প্রাক্তন অধ্যাপক, ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ।

৫। শ্রী সনৎকুমার মিশ্র - প্রাক্তন শিক্ষক (প্রাথমিক)।

৬। শ্রীমতী সান্ত্বনা বসু - শিক্ষিকা (প্রাথমিক)।

৭। শ্রীমতী বিনীতা সেনগুপ্ত - রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ।

পরিবেশ পরিচিতি (প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির জন্য)

১। ডঃ সুজিত মুখোপাধ্যায় - প্রাক্তন অধ্যাপক, রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ।

২। শ্রী সুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় - প্রতিনিধি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রারম্ভিক শিক্ষা উন্নয়ন সংস্থা।

৩। শ্রী তপন মজুমদার - অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

৪। শ্রী সুদীপনারায়ণ গোস্বামী - শিক্ষক, কৃষ্ণ মণ্ডল বিদ্যামন্দির, কলকাতা।

৫। শ্রীমতী গায়ত্রী রায় - শিক্ষিকা, বাঁকড়া উচ্চ-সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়।

৬। শ্রীমতী মৃণালিনী ঘোষ - ইনস্টিটিউশন অফ এডুকেশনাল রিসার্চ এণ্ড স্টাডিজ।

৭। শ্রীমতী সংঘমিত্রা চৌধুরি - হেস্টিংস হাউস পি. টি. টি. আই।

৮। শ্রী রূপক সামন্ত - প্রতিনিধি, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ।

ইতিহাস

১। অধ্যাপক বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় - অধ্যাপক, ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশন ফর উইমেন, চন্দননগর।

২। শ্রী আশিসকুমার যশ - শিক্ষক, হেয়ার স্কুল, কলকাতা।

৩। শ্রী পদ্মলোচন মিশ্র - শিক্ষক, প্রাথমিক বিদ্যালয়।

৪। শ্রী তপন মিত্র - শিক্ষক, সমাজকল্যাণ সমিতি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কলকাতা - ১৫।

১। ডঃ কানন চট্টোপাধ্যায় - অধ্যাপিকা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

২। ডঃ রঞ্জন বসু - অধ্যাপক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

৩। শ্রীমতী লীনা সেনগুপ্ত - প্রধান শিক্ষিকা, সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস হাই স্কুল।

৪। শ্রীমতী লীনা ঘোষ - অধ্যাপিকা, সরোজ নলিনী পি. টি. টি. আই।

৫। শ্রী গৌরীদাস ঘোষ - শিক্ষক, সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল, কলকাতা।

৬। শ্রী সুধীন পাল - প্রধান শিক্ষক, সেন্ট পলস স্কুল, (প্রাথমিক বিভাগ)।

৭। শ্রীমতী তামসী গাঙ্গুলি - হেস্টিংস হাউস, পি. টি. টি. আই।

প্রকৃতি বিজ্ঞান

১। ডঃ অমলকুমার চট্টোপাধ্যায় - অধ্যাপক, ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ, কলকাতা।

২। ডঃ কমলকৃষ্ণ দে - অধ্যাপক, ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ, কলকাতা।

৩। অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায় চৌধুরী - হাবড়া শ্রীচৈতন্য কলেজ, উত্তর ২৪ পরগনা।

৪। শ্রী রূপক হোম রায় - প্রধান শিক্ষক, বালিগঞ্জ গভ. হাইস্কুল।

৫। শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী মজুমদার - প্রাক্তন প্রধানা শিক্ষিকা, তালতলা বিদ্যালয় (প্রাথমিক বিভাগ)।

৬। শ্রী হীরককুমার বারিক - প্রতিনিধি, রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ।

৭। শ্রী সুধাংশুশেখর পয়রা - বিশেষ আধিকারিক, পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ।

৪। পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের পক্ষে অংশগ্রহণ কারীদের নামের তালিক

১। অধ্যাপক জ্যোতিপ্রকাশ ঘোষ - সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ।

২। অধ্যাপক স্বপনকুমার সরকার - সচিব, পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ।

৩। শ্রী দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় - প্রকল্প আধিকারিক এবং কর্মশালা সঞ্চালক, পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ।

৪। শ্রী সুধাংশুশেখর পয়রা - বিশেষ আধিকারিক, পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ এবং কর্মশালার অন্যতম ব্যবস্থাপক।

৫। শ্রী পশুপতি দাশগুপ্ত - বিশেষ আধিকারিক, পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ ও কর্মশালার ব্যবস্থাপক।

৬। অধ্যাপিকা মানসী চক্রবর্তী - পরামর্শদাতা, শিক্ষা ও প্রশাসন, পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ।

৭। ডঃ সমরেন্দ্রকুমার জানা - পরামর্শদাতা, শিক্ষা ও প্রশাসন, পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ।

৮। ডঃ সুজিত কুমার মুখোপাধ্যায় - পরামর্শদাতা, শিক্ষা ও প্রশাসন, পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ।

ঃ সংশোধনী ঃ

**এই বইয়ের 'শ্রেণী' শব্দের বানান 'শ্রেণি' হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।
কোথাও 'শ্রেণী' থাকলে 'শ্রেণি' হিসেবে ধরে নিতে হবে।**

=০=

মুদ্রণে : বঙ্গবাসী লিমিটেড, ২৬, পটলডাঙ্গা স্ট্রীট, কলকাতা - ৭০০ ০০৯